মিশকাতে বর্ণিত

যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ

শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী

সংকলন
মুযাফফর বিন মুহসিন

الأحاديث الضعيفة والموضوعة من مشكاة المصابيح

تأليف : الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى (رح)

الجامع : مظفر بن محسن

الناشر: الصراط بروكاشونى

نودبارا، راجشاهى

প্রকাশক
আছ-ছিরাত প্রকাশনী
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৭১৭৬৭২৪৫৮

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারী ২০১২ খৃষ্টাব্দ

কম্পোজ
আছ-ছিরাত কম্পিউটার্স
মোবাইল : ০১৭২২-৬৮৪৪৯০

মুদ্রণ
মহানগর প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং লিঃ
কুমারপাড়া, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য
১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

MISHKATE BORNITO ZAEEF O JAL HADITH SHOMUHO-2 *by* ***Shaikh Muhammad Nasiruddin AlBani*** *& Compiled BY* ***Muzaffar Bin Mohsin.*** *Muhaddis, Al-Markazul Islami As-Salafi, Rajshahi. Mobile : 01715-249694.* *Fixed Price: Tk. 150.00 (One Hundred Fifty) Taka only.*

সূচীপত্র

মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছসমূহ

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

ভূমিকা

‘মিশকাতুল মাছাবীহ’ ‘কুতুবে সিত্তাহ’সহ বিভিন্ন হাদীছগ্রন্থ থেকে নির্বাচিত সংকলন গ্রন্থ। এতে প্রায় ছয় হাযার হাদীছ রয়েছে। মাননীয় সংকলক ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাভী (রহঃ) (৪৩৬-৫১৬ হিঃ) অত্যন্ত দক্ষতার সাথে হাদীছগুলো অধ্যায় ভিত্তিক নির্বাচন করেছেন। অতঃপর শায়খ ওয়ালিউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (মৃঃ ৭৩৭ হিঃ) আরো কিছু হাদীছ যোগ করে হাদীছের রাবী ও ইমামগণের নাম উদ্ধৃত করেছেন। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যেন অতি সহজে হাদীছের প্রতি আমল করতে পারে সে জন্যই তারা এই অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের উত্তম প্রতিদান দান করুন- *আমীন!!*

‘মিশকাতুল মাছাবীহতে বিভিন্ন বিষয়ের হাদীছ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বেশ কিছু যঈফ ও জাল হাদীছ সংযোজিত হয়েছে। আর যঈফ ও জাল হাদীছ মুসলিম ঐক্য ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য চরম হুমকি স্বরূপ। সেজন্য পরস্পরের আমলের মাঝে ভিন্নতা ও দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। ওলামায়ে কেউামও বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। এই করুণ পরিণতির হাত থেকে মুক্তির লক্ষ্যে গত শতাব্দীর সংগ্রামী মুজাদ্দিদ, আপোসহীন মুহাদ্দিছ, দূরদর্শী মুজতাহিদ, হাদীছশাস্ত্রের এক উজ্জ্বল প্রতিভা শায়খ আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) (১৩৩৩-১৪২০হিঃ) ‘মিশকাতুল মাছাবীহ্’র হাদীছ সমূহের ছহীহ ও যঈফ বাছাইয়ের কাজে কঠোর সাধনা করেন। মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসে দাখিল করুন- *আমীন!!*

‘মিশকাতুল মাছাবীহ’ এদেশের মানুষের কাছে অত্যধিক পরিচিত ও সমধিক পঠিত গ্রন্থ। মাদরাসাগুলোতে মিশকাতই প্রথমে পড়ানো হয়। বিষয় ভিত্তিক হাদীছ জানার জন্য সম্মানিত আলেম ও দাঈগণ মিশকাতকেই প্রথম অবলম্বন মনে করেন। তাদের সামনে এই গ্রন্থের যঈফ হাদীছগুলো চিহ্নিত করে পেশ করা হলে উপকৃত হবেন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ফলে ছহীহ হাদীছের প্লাটফরমে সমবেত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হবে *ইন্‌শাআল্লাহ*।

যঈফ ও জাল হাদীছের কুপ্রভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র বিভক্তি স্থায়ী রূপ নিয়েছে। উপমহাদেশে এর প্রভাব আরো বেশী। সকল বিভক্তির প্রাচীর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে ছহীহ হাদীছের উপর মুসলিম উম্মাহ্‌র সুদৃঢ় ঐক্য ও যাবতীয় আমলের পরিশুদ্ধির জন্যই আমাদের এই সামান্য প্রচেষ্টা। এই কাজে মনোনিবেশ করার জন্য বহুদিন থেকে অনেকেই অনুরোধ জানিয়ে আসছিলেন। অবশেষে দেশের স্বনামধন্য ইসলামী জ্ঞানকেন্দ্র ‘আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী’ নওদাপাড়া রাজশাহীতে হাদীছের দারস প্রদান করতে গিয়ে পথটি সহজ হয়ে যায়। তাই **‘মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ’** ১ম খণ্ড সুধী পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার পর পুনরায় ২য় খণ্ডটি পেশ করার সুযোগ হল। এ জন্য মহান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লা-হি রব্বিল ‘আলামীন। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের এই স্বল্প শ্রম কবুল করুন- *আমীন!!*

কাজটি যে স্পর্শকাতর এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর নিগূঢ় তত্ত্বসমৃদ্ধ গবেষণা থেকে আলো পেতে অক্ষমতাই বেশী ফুটে উঠেছে। এজন্য বিশদ আলোচনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় আলোচনা থেকে বিরত থেকেছি। তাই সুপরামর্শের দুয়ার উন্মুক্ত রইল।

প্রয়োজনীয় নির্দেশনা :

(১) শায়খ আলবানী (রহঃ) মিশকাতের তাহক্বীক্ব সম্পন্ন করেননি। তবে তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে প্রায় হাদীছেরই তাহক্বীক্ব চলে এসেছে। এরপরও কিছু হাদীছের তাহক্বীক্ব তাঁর পক্ষ থেকে পাওয়া যায় না। ফলে ঐ সমস্ত হাদীছের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য অন্যান্য মুহাদ্দিছের মন্তব্য গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) কিছু হাদীছ এমন রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে কোন কোন মুহাদ্দিছ শিথিলতা অবলম্বন করতে গিয়ে ছহীহ কিংবা যঈফ বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে মুহাদ্দিছগণের সূক্ষ্ম গবেষণায় তার বিপরীত প্রমাণিত হয়েছে। যেমন ইমাম তিরমিযী, ইবনু খুযায়মাহ, ইবনু হিব্বান, হাকেম প্রমুখের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে। এছাড়াও আলবানী কিছু হাদীছকে পূর্বে ছহীহ কিংবা যঈফ বলেছেন পরে তার বিপরীত বলেছেন। মিশকাতের তাহক্বীক্বের ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় এমনটি ঘটেছে। তাই শুধু আলবানী মিশকাতের তাহক্বীক্ব দেখেই কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না।

(৩) একই হাদীছের মধ্যে একটি অংশ ছহীহ আবার অন্য অংশ যঈফ রয়েছে। কখনো কোন বাক্য ও শব্দও এমন রয়েছে। এর কারণ হল, ছহীহ অংশটুকু অন্য সনদে ছহীহ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য হাদীছের সনদটি যঈফ হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ হাদীছকে ছহীহ বলা হয়নি। তবে যথাস্থানে আলোচনার মাধ্যমে তা স্পষ্ট করা হয়েছে।

(৪) উল্লিখিত হাদীছ কোন্ কোন্ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, হাদীছ সংখ্যা, পৃষ্ঠাও উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও সমাজে প্রচলিত ত্রুটিপূর্ণ হাদীছগুলোর যঈফ হওয়ার কারণ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৫) মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী কর্তৃক অনূদিত বঙ্গানুবাদ মিশকাত অনেকের কাছে রয়েছে। তাই সহজে বুঝার জন্য আলবানী মিশকাতের ক্রমিক নম্বর দেওয়ার পাশাপাশি বঙ্গানুবাদ মিশকাতেরও উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে। তবে পাঠক সমাজের জন্য বিশেষ হুঁশিয়ারী হল, বঙ্গানুবাদ মিশকাতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে। কারণ অনুবাদক অনেক জায়গায় মাযহাবী সিদ্ধান্তের উপরে হাদীছের সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিতে পারেননি। বহু ক্ষেত্রে তিনি যঈফ ও জাল হাদীছকেই ব্যাখ্যার জন্য শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

লেখাটি কম্পোজ করেছে 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' নওদাপাড়া রাজশাহীর আলেম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র স্নেহাস্পদ ওবায়দুল্লাহ। সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের কৃতী শিক্ষার্থী এবং মারকাযের দাওরায়ে হাদীছের শেষ বর্ষের ছাত্র হাফেয হাসিবুল ইসলাম। এছাড়াও যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন- *আমীন!*

বিনীত

সংকলক

পরিচিতি :

'মিশকাতুল মাছাবীহ' প্রখ্যাত দুইজন মুহাদ্দিছের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। প্রথমে ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাভী (৪৩৬-৫১৬ হিঃ) 'মাছাবীহুস সুন্নাহ' নামে স্বতন্ত্র একখানা হাদীছগ্রন্থ সংকলন করেন। সেখানে তিনি প্রায় ৪৪৩৪টি হাদীছ অন্তর্ভুক্ত করেন। রাবীর নাম, সনদ এমনকি কোন্ গ্রন্থ থেকে হাদীছটি চয়ন করেছেন তাও তিনি উল্লেখ করেননি। অবশ্য তিনি হাদীছগুলো অনুচ্ছেদভিত্তিক বিন্যাস করেন এবং প্রত্যেক অনুচ্ছেদকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। (ক) 'ছিহহা'- যেখানে শুধু ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের হাদীছ উল্লেখ করেন এবং (খ) 'হিসান'- যেখানে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের বাইরে অন্যান্য গ্রন্থের হাদীছ উল্লেখ করেন। অবশ্য এই দু'টি পরিভাষা মুহাদ্দিছগণের নিকট পরিচিত নয়।

অতঃপর মুহাদ্দিছ ওয়ালিউদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খত্বীব আত-তিবরীযী (মৃঃ ৭৩৭ হিঃ) কঠোর শ্রম ব্যয় করে প্রত্যেক হাদীছের শুরুতে বর্ণনাকারীর নাম যোগ করেন। হাদীছটি কোন্ কোন্ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে তাও উল্লেখ করেন। প্রত্যেক অনুচ্ছেদকে তিনি তিনটি ফাছ্ল বা অনুচ্ছেদে ভাগ করেন। প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি মূলগ্রন্থকারের অনুসরণে শুধু ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীছ উল্লেখ করেন। উক্ত হাদীছ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে উল্লেখ থাকলেও ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের মর্যাদার কারণে তার সাথে অন্য কোন গ্রন্থ উল্লেখ করেননি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি বুখারী মুসলিমের বাইরের হাদীছ উল্লেখ করেন। আর তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় হাদীছ নিজে সংযোজন করেন যা মূল গ্রন্থে ছিল না। ফলে এর হাদীছ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ৬০০০ (ছয় হাযার)। (আলবানী (রহঃ)-এর গণনায় ৬২৯৪টি। যঈফ ও জাল হাদীছ প্রায় ১৩৩৩ টি)। অতঃপর তিনি এর নামকরণ করেন **'মিশকাতুল মাছাবীহ'**। তাঁদের উভয়কে আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দান করুন- আমীন!

ଔଔଔ

জাল ও যঈফ হাদীছ সম্পর্কে যরূরী জ্ঞাতব্য

জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে ছাহাবী, তাবেঈ এবং মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেউাম যুগের পর যুগ সংগ্রাম করে আসছেন। শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ছাহাবী, তাবেঈ ও মুহাদ্দিছগণের তীক্ষ্ণ মূলনীতির আলোকে জাল ও যঈফ হাদীছ কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

(এক) জাল হাদীছ বর্জনে ঐকমত্য :

জাল হাদীছ বর্জনের ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিছ একমত। এর প্রচার-প্রসার এবং তার প্রতি আমল করা সবই মুসলিম উম্মাহ্র ঐকমত্যে হারাম। ড. ওমর ইবনু হাসান ওছমান ফালাতাহ বলেন,

وَهُوَ إِجْمَاعٌ ضِمْنِيٌّ آخَرُ عَلَى تَحْرِيْمِ الْعَمَلِ بِالْمَوْضُوْعِ.

'জাল হাদীছের প্রতি আমল করা হারাম, যা ইজমার আওতাধীন বিষয় সমূহের অন্যতম'[১]। ইমাম যায়েদ বিন আসলাম বলেন,

مَنْ عَمِلَ بِخَبَرٍ صَحَّ أَنَّهُ كِذْبٌ فَهُوَ مِنْ خَدَمِ الشَّيْطَانِ.

'হাদীছ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার পরেও যে তার উপর আমল করে, সে শয়তানের খাদেম'।[২]

(দুই) যঈফ হাদীছ সম্পর্কে সর্বোচ্চ সতর্কতা :

রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে হাদীছ প্রচার করা এবং তার উপর আমল করার পূর্বেই সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হতে হবে তা ছহীহ কি-না। সেই অনুসন্ধানে কোন হাদীছ যঈফ প্রমাণিত হ'লে সাথে সাথে তা নিঃশর্তভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। যঈফ হাদীছের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছের প্রতি কেউ কেউ শিথিলতা প্রদর্শন করলেও প্রথম সারির মুহাদ্দিছগণের মতে কোন ক্ষেত্রেই যঈফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, ইবনুল আরাবী মালেকী, ইবনু হাযম, ইবনু তাইমিয়াহ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছগণ সকল ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জন করেছেন। সর্বক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জনের পক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে শায়খ আল্লামা জামালুদ্দীন ক্বাসেমী (রহঃ) ইমাম বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে বলেন,

وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَذْهَبَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ ذَلِكَ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَيْهِ شَرْطُ الْبُخَارِيِّ فِيْ صَحِيْحِهِ وَتَشْنِيْعُ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ عَلَى رُوَاةِ الضَّعِيْفِ كَمَا أَسْلَفْنَاهُ وَعَدَمُ إِخْرَاجِهِمَا فِيْ صَحِيْحِهِمَا شَيْئًا مِنْهُ.

'স্পষ্ট যে, ইমাম বুখারী ও মুসলিমের রীতিও তাই। ইমাম বুখারী ছহীহ বুখারীতে যে শর্ত অবলম্বন করেছেন এবং ইমাম মুসলিম যঈফ রাবীদের উপর যে বড় দোষ আরোপ করেছেন যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি- তাতে সেটাই প্রমাণিত হয়। তাছাড়া তাদের ছহীহ গ্রন্থদ্বয়ে কোন প্রকার যঈফ হাদীছ বর্ণনা না করাও তার একটি প্রমাণ'।[৩]

---

১. আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ (দিমাস্ক : মাকতাবাতুল গাযালী, ১৯৮১/১৪০১), ১/৩৩২।
২. মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী, তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ৭; আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ ১/৩৩৩।
৩. আল্লামা জামালুদ্দীন ক্বাসেমী, ক্বাওয়াইদুত তাহদীছ মিন ফানূনি মুছত্বালাহিল হাদীছ (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৩৫৩ হিঃ), পৃঃ ১১৩; উয়ূনুল আছার ১/১৫ পৃঃ; আশরাফ ইবনু সাঈদ, হুকমুল আমাল বিল হাদীছিয যঈফ ফী ফাযাইলিল আ'মাল (কায়রো : মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৯৯২/১৪১২), পৃঃ ৬৯।

ইমাম মুসলিম যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত শিরোনাম রচনা করেছেন,

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالْاِحْتِيَاطِ فِيْ تَحَمُّلِهَا.

‘দুর্বল রাবীদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করা নিষিদ্ধ এবং তা বর্ণনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন’।[৪] অতঃপর তিনি এর পক্ষে অনেক প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। তাঁর নিকট যঈফ হাদীছ বর্ণনা করাই নিষিদ্ধ, আমল করা তো অনেক দূরের কথা।

ইবনুল আরাবী (মৃঃ ৫৪৩ হিঃ) বলেন, إِنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ لاَيُعْمَلُ بِهِ مُطْلَقًا ‘যঈফ হাদীছ কোন ক্ষেত্রেই আমল করা যায় না’।[৫]

বিশ্ববিখ্যাত মুজাদ্দিদ, পাঁচ শতাধিক মৌলিক গ্রন্থের প্রণেতা, ইমাম আহমাদ ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বলেন,

لاَيَجُوْزُ أَنْ يَعْتَمِدَ فِيْ الشَّرِيْعَةِ عَلَى الأَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ الَّتِيْ لَيْسَتْ صَحِيْحَةً وَلاَ حَسَنَةً.

‘শরী‘আতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ সমূহের উপর নির্ভরশীল হওয়া জায়েয নয়, যা ছহীহ এবং হাসান বলে প্রমাণিত হয়নি’।[৬]

শায়খ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) সকল ক্ষেত্রে যাবতীয় যঈফ হাদীছ বর্জনের পক্ষে বলিষ্ঠচিত্তে বলেন,

إِنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ إِنَّمَا يُفِيْدُ الظَّنَّ الْمَرْجُوْحَ وَلاَ يَجُوْزُ الْعَمَلُ بِهِ اتِّفَاقًا فَمَنْ أَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلَ بِالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ فِى الْفَضَائِلِ لاَبُدَّ أَنْ يَأْتِىَ بِدَلِيْلٍ وَهَيْهَاتَ.

‘নিশ্চয় যঈফ হাদীছ কেবল অতিরিক্ত ধারণার ফায়েদা দেয়, ঐকমত্যের ভিত্তিতে যার প্রতি আমল করা বৈধ নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি বলে, ফযীলত সংক্রান্ত যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে তাকে অবশ্যই দলীল পেশ করতে হবে। কিন্তু তা তো অসম্ভব’![৭]

এছাড়াও মুহাদ্দিছগনের অন্যতম মূলনীতি হল, যঈফ হাদীছ উল্লেখ করার সময় রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে সম্বোধন না করা।[৮] মুহাদ্দিছগণের উপরিউক্ত চূড়ান্ত মূলনীতিই প্রমাণ করে যঈফ হাদীছ কোন্ পর্যায়ের। যা বলার সময়ও রাসূল (ছাঃ)-এর নামে বলা যায় না। এমনকি কোন ছাহাবী, তাবেঈর নামেও বর্ণনা করা যায় না। তাহ’লে কোন্ বিবেকে তার উপর আমল করা যাবে? আমরা মনে করি, যঈফ হাদীছ বর্জনের জন্য এই মূলনীতিই যথেষ্ট। মোটকথা যঈফ ও জাল হাদীছ সম্পূর্ণরূপে বর্জনের মধ্যে মুসলিম উম্মাহ্র জন্য মহা কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

---

৪. ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯, অনুচ্ছেদ-৪।

৫. হাফেয সাখাভী, আল-ক্বাওলুল বালীগ ফী ফাযলিছ ছালাতি আলাল হাবীবিশ শাফি‘, পৃঃ ১৯৫; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭-৪৮।

৬. ইবনু তায়মিয়াহ, ক্বায়েদাতুন জালীলাহ ফিত তাওয়াসসিল ওয়াল ওয়াসীলাহ, পৃঃ ৮৪; আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৬৭।

৭. তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৪।

৮. দেখুনঃ ইমাম নববী, মুক্বাদ্দামাহ শরহে মুসলিম, অনুচ্ছেদ ২-এর শেষাংশ; আল-মাজমূ‘ শারহুল মুহাযযাব ১/৬৩ পৃঃ; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৯।

كتاب البيوع

অধ্যায় : ব্যবসা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٥٨٨) عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ مَسْعُوْد عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَكْسبُ عَبْدٌ مَالٌ حَرَامٌ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَيُقْبَلَ مِنْهُ وَلا يُنْفقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ وَلاَ يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِه إلاَّ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ إِنَّ اللهَ لاَ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ إِنَّ الْخَبِيْثَ لاَ يَمْحُو الْخَبِيْثَ رواه أحمد وكذا في شرح السنة.

(৫৮৮) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কেউ হারাম অর্থ দান করলে কবুল হবে না এবং তা ব্যয় করলে বরকত হবে না। আর ঐ সম্পদ উত্তরসূরীদের জন্য রেখে গেলে তার জন্য জাহান্নামের পুঁজি হবে। আল্লাহ তা‘আলা মন্দের দ্বারা মন্দ দূর করেন না। হ্যাঁ, ভাল দ্বারা মন্দ দূর করে থাকেন। কারণ মন্দ মন্দকে বিদূরিত করতে পারে না।[৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০]

(٥٨٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الزَّمَّارَةِ رواه في شرح السنة

(৫৮৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কুকুর বিক্রয়ের মূল্য এবং গানের উপার্জন হতে বিরত থাকতে বলেছেন।[১১]

তাহক্বীক্ব : জাল।[১২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٥٩٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلاَلِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ.

(৫৯০) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, হালাল রূযীর অনুসন্ধান অন্যান্য ফরযের একটি ফরয।[১৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪]

---

৯. আহমাদ হা/৩৬৭২; মিশকাত হা/২৭৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৫১।
১০. যঈফুল জামে‘ হা/১৬২৫; মিশকাত হা/২৭৭১।
১১. শারহুস সুন্নাহ ১/৫০৩ পৃঃ; মিশকাত হা/২৭৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৫৯, ৬/৮পৃঃ।
১২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৩৭৫; মিশকাত হা/২৭৭৯।
১৩. শু‘আবুল ঈমান হা/৮৭৪১; মিশকাত হা/২৭৮১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৬১, ৬/৮ পৃঃ।
১৪. কাশফুল খাফা হা/৪৬/২; মিশকাত হা/২৭৮১।

(٥٩١) عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ كَانَتْ لِمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ جَارِيَةٌ تَبِيْعُ اللَّبَنَ وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامُ ثَمَنَهُ فَقِيْلَ لَهُ سُبْحَانَ اللهِ أَتَبِيْعُ اللَّبَنَ وَتَقْبِضُ الثَّمَنَ فَقَالَ نَعَمْ وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيْهِ إِلَّا الدِّيْنَارُ وَالدِّرْهَمُ

(৫৯১) আবুবকর ইবনে আবী মারইয়াম (রাঃ) বলেন, মিক্বদাম ইবনু মা‘দীকারেব (রাঃ)-এর একটি দাসী ছিল সে দুধ বিক্রি করত এবং মিকদাম (রাঃ) তার মূল্য গ্রহণ করতেন। তাকে কেউ বলল, সুবহানাল্লাহ! আপনি দুধ বিক্রি করে পয়সা নিয়ে থাকেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ তাতে কোন দোষ নেই। আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, লোকদের সম্মুখে এমন এক যুগ আসবে যখন টাকা পয়সা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না।[১৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৬]

(٥٩٢) عَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَأَتَيْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ. فَقَالَتْ لاَ تَفْعَلْ مَالَكَ وَلِمَتْجَرِكَ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا سَبَّبَ اللهُ لأَحَدِكُمْ رِزْقًا مِنْ وَجْهٍ فَلاَ يَدَعْهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ.

(৫৯২) নাফে‘ (রাঃ) বলেন, আমি সিরিয়া এবং মিসরে ব্যবসার মাল চালান দিতাম। একবার আমি ইরাকে মাল চালান দিলাম। অতঃপর উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট এসে বললাম, আমি সিরিয়ায় মাল চালান দিতাম, এবার ইরাকে মাল চালান দিয়েছি। তিনি বললেন, এরূপ করবে না। তোমার পুরাতন ব্যবসা স্থলে কী হয়েছে? আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কারো রিযিক আল্লাহ তা‘আলা একসূত্রে দিতে থাকলে যতক্ষণ তা অচল না হয়ে যায়, ততক্ষণ তা ত্যাগ করবে না।[১৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৮]

---

১৫. আহমাদ হা/১৭২৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৬৩, ৬/৯ পৃঃ।
১৬. আহমাদ হা/১৭২৪; মিশকাত হা/২৭৮৫।
১৭. ইবনু মাজাহ হা/২১৪২; মিশকাত হা/২৭৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৬৫, ৬/৯ পৃঃ।
১৮. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২১৪২; যঈফুল জামে‘ হা/৫৩৯; মিশকাত হা/২৭৮৫।

(٥٩٣) عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيْهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلْ اللهُ لَهُ صَلَاةً مَادَامَ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِيْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَالَ صُمَّتَا إِنْ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُهُ رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان وقال إسناده ضعيف.

(৫৯৩) ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি দশ মুদ্রার একটি কাপড় ক্রয় করেছে, যার মধ্যে একটি মুদ্রা হারাম। যতক্ষণ ঐ কাপড়টি তার পরনে থাকবে, ততক্ষণ তার ছালাত কবুল হবে না। ইবনু ওমর (রাঃ) এ কথা বলার পর উভয় কানে আঙ্গুল দিয়ে বললেন, আমার কর্ণদ্বয় বধির হয়ে যাবে যদি এ কথা আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে না শুনি।[১৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২০]

باب الربا

অনুচ্ছেদ : সূদের বর্ণনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٥٩٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ وَيُرَوَى مِنْ غُبَارِهِ ﷺ.

(৫৯৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, লোকদের উপর এমন যুগ আসবে যখন একটি লোকও সূদ হতে অব্যাহতি পাবে না। সে সরাসরি না খেলে সূদের ধোঁয়া বা ধূলা তাকে স্পর্শ করবে।[২১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২২]

(٥٩٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِيْ قِلَاصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيْرَ بِالْبَعِيْرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

১৯. আহমাদ হা/৫৭৩২; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৬১১৪; মিশকাত হা/২৭৮৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৬৮; ৬/১১ পৃঃ।

২০. তাহক্বীক্ব আহমাদ হা/৫৭৩২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৪৪; মিশকাত হা/২৭৮৯।

২১. আবুদাঊদ হা/৩৩৩১; নাসাঈ হা/৪৪৫৫; ইবনে মাজাহ হা/২২৭৮; মিশকাত হা/২৮৮১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৯৪; ৬/২৪ পৃঃ।

২২. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৩৩১; যঈফ নাসাঈ হা/৪৪৫৫; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/২২৭৮; মিশকাত হা/২৮৮১।

(৫৯৫) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) তাকে একটি অভিযানে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার আদেশ করেছিলেন। এটার জন্য প্রাপ্তির শর্তে উট ধার নেওয়ার। সে জন্য তিনি ছাদাক্বার উট সংগৃহীত হওয়ার শর্তে একটি উট দুই উটের বিনিময়ে গ্রহণ করলেন।[২৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৪]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٥٩٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِى عَلَى قَوْمٍ بُطُوْنُهُمْ كَالْبُيُوْتِ فِيْهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُوْنِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هَؤُلاَءِ أَكَلَةُ الرِّبَا.

(৫৯৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মি‘রাজের রাতে আমি এমন এক শ্রেণীর লোকের নিকট পৌঁছলাম, যাদের পেট ঘরের ন্যায় বড় এবং তার ভিতরে বহু সাপ রয়েছে, যা বাহির থেকে দেখা যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এরা কোন্ লোক? তিনি বললেন, এরা সূদখোর।[২৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৬]

(٥٩٧) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلاَ يَرْكَبْهَا وَلاَ يَقْبَلْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.

ابن ماجة : كتاب الصدقات باب الْقَرْضِ

(৫৯৭) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে ধার দেয়, অতঃপর ধারগ্রহীতা যদি দাতাকে কোন হাদিয়া দেয়, সে যেন গ্রহণ না করে। যদি গ্রহীতা তার যানবাহনের উপর ধারদাতাকে বসাতে চায়, তবুও তার উপর বসবে না। অবশ্য যদি ধার নেওয়ার পূর্ব হতে তাদের মধ্যে ঐরূপ ব্যবহার থাকে, তবে তা স্বতন্ত্র কথা।[২৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৮]

---

২৩. আবুদাঊদ হা/৩৩৫৭; মিশকাত হা/২৮২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৯৯, ৬/২৬ পৃঃ।
২৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৩৫৭; মিশকাত হা/২৮২৩।
২৫. আহমাদ হা/৮৬২৫; ইবনে মাজাহ হা/২২৭৩; মিশকাত হা/২৮২৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭০৪, ৬/২৮ পৃঃ।
২৬. যঈফ ইবনে মাজাহ হা/২২৭৩; মিশকাত হা/২৮২৮।
২৭. ইবনু মাজাহ, ২৪৩২; বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান, মিশকাত হা/২৮৩১; সিলসিলা যঈফাহ হা/১১৬২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭০৭, ৬/২৮ পৃঃ।
২৮. যঈফ ইবনু মাজাহ ২৪৩২; সিলসিলা যঈফাহ হা/১১৬২; মিশকাত হা/২৮৩১।

باب المنهي عنها من البيوع

নিষিদ্ধ শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٥٩٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ .

(৫৯৮) ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) ধারের বিনিময়ে ধারে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন ।[২৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ ।[৩০]

(٥٩٩) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

(৫৯৯) আমর ইবনু শু'আইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (ছাঃ) 'ওরবান' রকমের ক্রয়-বিক্রয় হতে নিষেধ করেছেন।[৩১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ ।[৩২]

(٦٠٠) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ.

(৬০০) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন জবরদস্তিমূলক ক্রয়-বিক্রয় হতে, প্রতারণামূলক বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় হতে এবং পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ফল ক্রয়-বিক্রয় করা হতে ।[৩৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ ।[৩৪]

(٦٠١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيْعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيْعِ فَأَبِيْعُ بِالدَّنَانِيْرِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّرَاهِمَ وَأَبِيْعُ بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيْرَ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ.

(৬০১) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বাক্বী নামক স্থানে উট বিক্রি করতাম দীনারে। মূল্য গ্রহণকালে আমি ঐ স্বর্ণ-মুদ্রার স্থলে ক্রেতার নিকট হতে দিরহাম গ্রহণ করতাম। কোন সময় রৌপ্য-মুদ্রায় বিক্রি করে তার স্থলে স্বর্ণ-মুদ্রা গ্রহণ

---

২৯. দারাকুৎনী হা/৩১০৫; মিশকাত হা/২৮৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৩৮ ৬/৪১ পৃঃ।
৩০. ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৮২; মিশকাত হা/২৮৬৩ ।
৩১. মালেক হা/৩৫০২; ইবনু মাজাহ হা/২১৯২; মিশকাত হা/২৮৬৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৩৯ ৬/৪৭ পৃঃ।
৩২. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২১৯২; মিশকাত হা/২৮৬৪ ।
৩৩. আবুদাঊদ হা/৩৩৮২; মিশকাত হা/২৮৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৪০; ৬/৪১ পৃঃ।
৩৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৩৮২; মিশকাত হা/২৮৬৫ ।

করতাম। আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঐ বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, ঐরূপ বদল গ্রহণে কোন দোষ নেই। অবশ্য স্বর্ণ-মুদ্রা ও রৌপ্য-মুদ্রার উপস্থিত বিনিময় হার অনুযায়ী সম্পূর্ণটুকু ঐ স্থানেই হস্তগত করতে হবে। কোন অংশও বাকী রেখে ক্রেতা বিক্রেতা পরস্পর পৃথক হতে পারবে না।[৩৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৬]

(٦٠٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِى هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ. فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَنْ يَزِيْدُ عَلَى دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ.

(৬০২) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একটি পিয়ালা ও একখণ্ড কম্বল বিক্রি করতে চাইলেন। তিনি ক্রেতা আহ্বান করে বলতে লাগলেন, এই পিয়ালা ও কম্বল খণ্ড কে ক্রয় করবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি উভয়টিকে এক দিরহামে ক্রয় করতে পারি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এক দিরহামের বেশী কে দিবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি দুই দিরহামে ক্রয় করতে পারি। তিনি ঐ ব্যক্তির নিকট উহা বিক্রি করে দিলেন।[৩৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৮]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٠٣) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِىْ مَقْتٍ مِنَ اللهِ وَلَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تَلْعَنُهُ.

(৬০৩) ওয়াছেলা ইবনু আসকা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন দোষী বস্তু তার দোষ উল্লেখ না করে বিক্রি করবে, সে সর্বদা আল্লাহ্র গযবে নিমজ্জিত থাকবে। অথবা বলেছেন, সর্বদা তার প্রতি ফেরেশতাগণ লা'নত ও অভিশাপ করবেন।[৩৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪০]

---

৩৫. আবুদাঊদ হা/৩৩৫৪; নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/২৮৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৪৬; ৬/৪৩ পৃঃ।
৩৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৩৫৪; মিশকাত হা/২৮৭১।
৩৭. তিরমিযী হা/১২১৮; আবুদাঊদ হা/১৬১৪; ইবনু মাজাহ হা/২১৯৮; মিশকাত হা/২৮৭৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৪৮; ৬/৪৪ পৃঃ।
৩৮. যঈফ তিরমিযী হা/১২১৮; যঈফ আবুদাঊদ হা/১৬৪১; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২১৯৮; মিশকাত হা/২৮৭৩।
৩৯. ইবনু মাজাহ হা/২২৪৭; মিশকাত হা/২৮৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৪৯, ৬/৪৪ পৃঃ।
৪০. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২২৪৭; মিশকাত হা/২৮৭৪।

باب السلم والرهن

‘সালম’ অগ্রিম বিক্রয় করা এবং ‘রহন’ বন্ধক রাখা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٠٤) عَنْ سَعِيْد بْنِ الْمُسَيِّب أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَغْلَقُ الرِّهْنُ الرِّهْنَ منْ صَاحِبه الَّذِيْ رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْه غُرْمُهُ رواه الشافعي مرسلا وروي مثْلُهُ أَوْ مثْلُ مَعْنَاهُ لَا يُخَالفُ عَنْهُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مُتَّصلًا

(৬০৪) সাঈদ ইবনু মূসাইয়িব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুলাহ (ছাঃ) বলেছেন, রেহেন বা বন্ধক রাখা বন্ধকী বস্তু হতে তার মালিককে স্বত্বহীন করে না। ঐ বস্তুর আয়-উৎপাদনের অধিকারী সে-ই হবে এবং তার উপর তার ক্ষয়-ক্ষতি বর্তাবে।[৪১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪২]

(٦٠٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لأَصْحَابِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيْزَانِ إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيْتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيْهِ الأُمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ.

(৬০৫) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) পরিমাপ ও ওযনকারীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমাদের উপর এমন দু’টি কার্যের দায়িত্ব অর্পিত আছে, যে দু’টির ব্যাপারে পূর্ববর্তী অনেক জাতি ধ্বংস হয়েছে।[৪৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৪]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٠٦) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَسْلَفَ فِىْ شَىْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ.

(৬০৬) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন বস্তু ‘বায়এ-সালম’ তথা অগ্রিম ক্রয় করেছে, সে ঐ বস্তু হস্তগত করার পূর্বে অপরের নিকট হস্তান্তর করতে পারবে না।[৪৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৬]

---

৪১. শাফেঈ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৬২, ৬/৫১ পৃঃ।
৪২. ইরওয়াউল গালীল হা/১৪০২।
৪৩. তিরমিযী হা/১২১৭; মিশকাত হা/২৮৯০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৬৪, ৬/৫২পৃঃ।
৪৪. যঈফ তিরমিযী হা/১২১৭; মিশকাত হা/২৮৯০।
৪৫. আবুদাঊদ হা/৩৪৬৮; মিশকাত হা/২৮৯১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৬৫, ৬/৫২ পৃঃ।
৪৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৪৬৮; মিশকাত হা/২৮৯১।

باب الاحتكار

অনুচ্ছেদ : খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٠٧) عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ.

(৬০৭) ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমদানিকারক লাভবান হবে। পক্ষান্তরে গুদামজাতকারী অভিশপ্ত হবে।[৪৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৮]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٠٨) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالإِفْلاَسِ.

(৬০৮) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলিমদের উপর অভাব-অনটন সৃষ্টি করে খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কুষ্ঠ রোগে এবং দারিদ্র্যে পতিত করবেন।[৪৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫০]

(٦٠٩) عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا يُرِيْدُ به الْغَلَاءَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ رواه رزين

(৬০৯) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চল্লিশ দিন খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করবে, সে আল্লাহ্র আইন ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হবে এবং আল্লাহ তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব হতে মুক্ত হবেন।[৫১]

তাহক্বীক্ব : মুনকার।[৫২]

(٦١٠) عَنْ مُعَاذ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ إِذَا رَخَّصَ اللهُ الْأَسْعَارَ حَزِنَ وَإِذَا غَلَّى فَرِحَ.

---

৪৭. ইবনু মাজাহ হা/২১৫৩; মিশকাত হা/২৮৯৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৬৭, ৬/৫৩ পৃঃ।
৪৮. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২১৫৩; মিশকাত হা/২৮৯৩।
৪৯. ইবনু মাজাহ হা/২১৫৫; মিশকাত হা/২৮৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৬৯, ৬/৫৪ পৃঃ।
৫০. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২১৫৫; মিশকাত হা/২৮৯৫।
৫১. রাযীন; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৭০; ৬/৫৪ পৃঃ।
৫২. যঈফ আত-তারগীব হা/১১০০; মিশকাত হা/২৮৯৬।

(৬১০) মু'আয (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, গুদামজাতকারী ব্যক্তি কতই না ঘৃণিত। আল্লাহ তা'আলা দ্রব্যমূল্য কমিয়ে দিলে সে চিন্তিত হয়। আর দ্রব্যমূল্য বেশী করলে সে আনন্দিত হয়।[৫৩]

তাহক্বীক্ব : মুনকার।[৫৪]

(٦١١) عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ به لَمْ يَكُنْ لَّهُ كَفَّارَةً رواه رزين

(৬১১) আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখবে, সে তার ঐ মাল দান করে দিলেও তার জন্য যথেষ্ট হবে না।[৫৫]

তাহক্বীক্ব : জাল।[৫৬]

باب الإفلاس والانظار

দেউলিয়া হওয়া এবং ঋণীকে অবকাশ দান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٦١٢) عَنِ أَبِيْ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ قَالَ جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِى صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ هَذَا الَّذِى قَضَى فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِه إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِه.

(৬১২) আবু খালদা যুরাক্বী (রাঃ) বলেন, একদা আমরা আমাদের এক সঙ্গী ব্যক্তি, যে নিতান্তই নিঃস্ব হয়েছিল তার সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নিকট গমন করলাম। তিনি বললেন, এই জাতীয় ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) ফয়সালা করেছেন, যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় বা নিঃস্ব হয়, তার নিকট যে ব্যক্তি স্বীয় কোন বস্তু হুবহু পায়, সে-ই তার অগ্রাধিকারী হবে।[৫৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৮]

(٦١٣) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَأْسُوْرٌ بِدَيْنِه يَشْكُو إِلَى رَبِّه الْوَحْدَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرُوِيَ أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يَدَّانُ فَأَتَى غُرَمَاؤُهُ إِلَى

৫৩. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১১২১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৭১; ৬/৫৫ পৃঃ।
৫৪. যঈফ আত-তারগীব হা/১১০৩।
৫৫. রাযীন; মিশকাত হা/২৮৯৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৭২; ৬/৫৫ পৃঃ।
৫৬. মিশকাত হা/২৮৯৮।
৫৭. শাফেঈ; ইবনু মাজাহ হা/২৩৬০; মিশকাত হা/২৯১৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৮৮; ৬/৬১ পৃঃ।
৫৮. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৩৬০; মিশকাত হা/২৯১৪।

النَّبِيِّ ﷺ فَبَاعَ النَّبِيُّ ﷺ مَالَهُ كُلَّهُ فِيْ دَيْنِه حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ مُرْسَلٌ هَذَا لَفْظُ الْمَصَابِيْحِ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الْأُصُوْلِ إِلَّا فِي الْمُنْتَقَى وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِك قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًّا سَخِيًّا وَكَانَ لَا يُمْسِكُ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حَتَّى أَغْرَقَ مَالَهُ كُلُّهُ فِي الدَّيْنِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَكَلَّمَهُ لِيُكَلِّمَ غُرَمَاءَهُ فَلَوْ تَرَكُوْا لِأَحَد لَتَرَكُوْا لِمُعَاذ لِأَجْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَبَاعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَالَهُ حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ . رواه سعيد في سننه مرسلا

(৬১৩) বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন ঋণী ব্যক্তি ঋণের দায়ে আবদ্ধ থাকবে। সে নিঃস্ব অবস্থায় থাকার অভিযোগ করতে থাকবে তার প্রভুর নিকট। (শারহুস সুন্নাহ)। অন্য হাদীছে রয়েছে, মু'আয (রাঃ) কর্য নিতেন। তার পাওনাদারগণ রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলে নবী করীম (ছাঃ) তাদের প্রাপ্য পরিশোধের জন্য মু'আযের সমুদয় সম্পদ বিক্রয় করে দিলেন। এমন কি মু'আয নিঃস্ব হয়ে পড়লেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আব্দুর রহমান ইবনু কা'ব ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) দানবীর তরুণ ছিলেন কোন কিছু জমা রাখতেন না। ফলে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। এমন কি তার যাবতীয় সম্পত্তি ঋণে ঘিরে গেল। এমতাবস্থায় তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে অনুরধ জানালেন তিনি যেন তার পাওনাদারগণের নিকট সুপারিশ করেন। পাওয়ানাদারগণের পক্ষে প্রাপ্যের দাবী ছেড়ে দেওয়া যদি সম্ভব হয় তবে তারা অবশ্যই মু'আযের জন্য তা ছেড়ে দিতেন। কারণ রাসূল (ছাঃ) সুপারিশ করেছিলেন। অবশেষে রাসূল (ছাঃ) পাওয়ানাদরগনের জন্য মু'আয এর সমুদয় সম্পত্তি বিক্রি করে দিলেন। এমন কি মু'আয নিঃস্ব হয়ে গেলেন।[৫৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬০]

(٦١٤) عَنْ أَبِيْ سَعِيْد الْخُدْرِيِّ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِجَنَازَة لِيُصَلِّي عَلَيْهَا فَتَقَدَّمَ لِيُصَلِّي فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ هَلْ عَلَى صَاحِبُكُمْ دَيْنٌ؟ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ هَلْ تَرَكَ لَهُ مِنْ وَفَاء قَالُوْا لا قَالَ صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِب عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّي عَلَيْه فَقَالَ جَزَاكَ اللهُ يَا عَلِيُّ خَيْرًا كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ فَكَّ رِهَانَ أَخِيْهِ إِلا فَكَّ اللهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة.

---

৫৯. শারহুস সুন্নাহ ১/৫২৯; মিশকাত হা/২৯১৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/ ২৭৯০; ৬/৬২ পৃঃ।
৬০. আত-তারগীব হা/১১৩১; মিশকাত হা/২৯১৬।

(৬১৪) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট জানাযা উপস্থিত করা হল তার ছালাত পড়াবার জন্য। রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সাথী মৃত ব্যক্তির উপর কোন ঋণ আছে কি? জনগণ উত্তর দিল, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ঋণ পরিশোধের কোন ব্যবস্থা রেখে গেছে কি? লোকেরা বলল, জি না। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযার ছালাত পড়ে নাও। তখন আলী ইবনু আবু তালেব (রাঃ) বললেন, তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! অতঃপর তিনি তার জানাযার ছালাত পড়ালেন।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) আলীকে বললেন, আল্লাহ তোমাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দান করুন, যেরূপ তুমি তোমার মুসলিম ভাইকে মুক্ত করেছ। যে কোন মুসলিম ব্যক্তি তার ভাইকে ঋণ হতে মুক্ত করবে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন মুক্তি দান করবেন।[৬১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬২]

(٦١٥) عَنْ أَبِيْ مُوْسَى عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوْبِ عِنْدَ اللهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوْتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ يَدَعُ لَهُ قَضَاءً.

(৬১৫) আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বান্দা আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হলে কাবীরা গোনাহসমূহের পরে যে পাপ শ্রেষ্ঠ পাপ হিসাবে গণ্য হবে তা হল, ঋণ যা পরিশোধের পূর্বেই মারা গেছে।[৬৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৪]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٦١٦) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَمَنْ أَخَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ.

(৬১৬) ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তির অপর কোন ব্যক্তির উপর প্রাপ্য থাকে সে যদি ঐ ব্যক্তিকে কিছু দিনের সময় দান করে, তবে প্রতিদিনের বিনিময়ে তার ছাদাকা করার নেকী হবে।[৬৫]

তাহক্বীক্ব : জাল।[৬৬]

---

৬১. শারহুস সুন্নাহ হা/৫৩১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৯২, ৬/৬৩ পৃঃ।
৬২. আত-তারগীব হা/১১৩৪; মিশকাত হা/২৯২০।
৬৩. আহমাদ, আবুদাঊদ হা/৩৩৪২; মিশকাত হা/২৯২২; বঙ্গানুবাদ মিশকাতা হা/২৭৯৪ ৬/৬৪ পৃঃ।
৬৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৩৪২; মিশকাত হা/২৯২২।
৬৫. আহমাদ হা/১৯৯৯১; মিশকাত হা/২৯২৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৯৯; ৬/৬৫ পৃঃ।
৬৬. মিশকাত হা/২৯২৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৯৯৮।

(٦١٧) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ كُنَّا جُلُوْساً بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ تُوْضَعُ الْجَنَائِزُ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَصَرَهُ قِبَلَ السَّمَاءِ فَنَظَرَ ثُمَّ طَأْطَأَ بَصَرَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا نَزَلَ مِنَ التَّشْدِيْدِ قَالَ فَسَكَتْنَا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا فَلَمْ نَرَهَا خَيْراً حَتَّى أَصْبَحْنَا. قَالَ مُحَمَّدٌ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا التَّشْدِيْدُ الَّذِىْ نَزَلَ قَالَ فِى الدَّيْنِ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَقْضِىَ دَيْنَهُ.

(৬১৭) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশ (রাঃ) বলেন, একদা আমরা মসজিদের সম্মুখে খোলা জায়গায় বসেছিলাম, যেখানে জানাযা রাখা হত। রাসূল (ছাঃ)ও আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আকাশের দিকে চোখ উঠালেন এবং তাকালেন। অতঃপর দৃষ্টিকে অবনত করে ললাটের উপর হাত রাখলেন এবং বললেন, সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! কী কঠোরতা অবতীর্ণ হল। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা এক দিন ও এক রাত চুপ থাকলাম। এই সময়ের মধ্যে সবই ভাল দেখলাম। রাবী বলেন, পরবর্তী দিন ভোর হলে আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, কি কঠোরতা অবর্তীণ হয়েছে? তিনি বললেন, ঋণ সম্পর্কে কঠোরতা অবতীর্ণ হয়েছে। ঐ আল্লাহ্র কসম যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ। কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়ে পুনরায় জীবন লাভ করেছেন, আবার শহীদ হয়ে পুনরায় জীবন লাভ করেছেন, আবার শহীদ হয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়েছেন এবং তার উপর ঋণ ছিল, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধ করা হবে।[৬৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৮]

باب الشركة والوكالة

অংশীদারিত্ব ও ওকালতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٦١٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. وزاد رزين وَجَاءَ الشَّيْطَانُ

৬৭. আহমাদ হা/২২৫৪৬; শারহুস সুন্নাহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৮০১ ৬/৬৬ পৃঃ।
৬৮. তাহক্বীক্ব আহমাদ হা/২২৫৪৬; মিশকাত হা/২৯২৯।

(৬১৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নাম করে বললেন, তিনি বলেছেন, আল্লহ বলেন, দুই অংশীদারের মধ্যে আমি তৃতীয়, যতক্ষণ তারা একে আন্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে। যখন তাদের কেউ অপরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আমি তাদের মধ্য হতে সরে যাই। রাযীনে অতিরিক্ত অংশ এসেছে, শয়তান এসে পৌঁছে।[৬৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭০]

(٦١٩) عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوْجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّى أَرَدْتُ الْخُرُوْجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكِيْلِى فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِه.

(৬১৯) জাবের (রাঃ) বলেন, আমি খায়বারের দিকে যেতে ইচ্ছা করলাম। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাকে সালাম করে বললাম, আমি খায়বারের দিকে যেতে ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন, সেখানে যখন আমার উকিলের নিকট পৌঁছবে, তার নিকট হতে পরন 'ওছক' (খেজুর) নিবে। সে যদি তোমার নিকট আমার কোন নিদর্শন তালাশ করে, তখন তুমি তার গলায় হ্যাঁসুলির উপর হাত রাখিও।[৭১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٢٠) عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلاَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ.

(৬২০) ছুহাইব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তিনটি জিনিসে বরকত রয়েছে, অঙ্গীকারের উপর বিক্রয় করা, ভাগে ব্যবসা করা এবং গরের কাজে গমের সাথে যব মিশান, বিক্রিতে নয়।[৭৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৪]

---

৬৯. আবুদাঊদ হা/৩৩৮৩; মিশকাত হা/২৯৩৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৮০৫; ৬/৭০ পৃঃ।
৭০. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৩৮৩; মিশকাত হা/২৯৩৩।
৭১. আবুদাঊদ হা/৩৬৩২; মিশকাত হা/২৯৩৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৮০৭, ৬/৭০ পৃঃ।
৭২. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৬৩২; মিশকাত হা/২৯৩৫।
৭৩. ইবনু মাজাহ হা/২২৮৭; মিশকাত হা/২৯৩৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৮০৮; ৬/৭১ পৃঃ।
৭৪. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২২৮৭; মিশকাত হা/২৯৩৬; সিলসিলা যইফা হা/২১০০।

(٦٢١) عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِيْنَارٍ يَشْتَرِى لَهُ أُضْحِيَةً فَاشْتَرَاهَا بِدِيْنَارٍ وَبَاعَهَا بِدِيْنَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرَى لَهُ أُضْحِيَةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ الَّذِىْ اسْتَفْضَلَ مِنَ الْأُخْرَى إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِىْ تِجَارَتِه.

(৬২১) হাকীম ইবনু হেযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একটি কুরবানী পশু খরিদ করার জন্য একটি দীনার দিয়ে তাকে বাজারে পাঠান। তিনি এক দীনার দিয়ে একটি দুম্বা খরিদ করলেন এবং উহা দুই দীনারে বিক্রয় করলেন। অতঃপর তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। আবার গিয়ে এক দীনারে একটি কুরবানীর পশু খরিদ করে নিলেন, অতঃপর পশু ও অতিরিক্ত দীনার নিয়ে এসে রাসূল (ছাঃ)-কে দিলেন। রাসূল (ছাঃ) তা দান করে দিলেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন যেন তার ব্যবসায় বরকত হয়।[৭৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৬]

باب الغصب والعارية

অনুচ্ছেদ : কারো মালে অন্যায় হস্তক্ষেপ, ধার ও ক্ষতিপূরণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٢٢) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِه عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ.

(৬২২) সামুরা ইবনু জুন্দুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে তার মাল হুবহু কারো নিকট পেয়েছে, সে তার হকদার। খরিদ্দার ধরবে তাকে যে তার নিকট বিক্রয় করেছে।[৭৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৮]

(٦٢٣) عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّىَ

(৬২৩) সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে যা গ্রহণ করেছে সে তার জন্য দায়ী, যতক্ষণ না তা আদায় করে।[৭৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮০]

---

৭৫. আবুদাঊদ হা/৩৩৮৬; মিশকাত হা/২৯৩৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৮০৯, ৬/৭১ পৃঃ।
৭৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৩৮৬; মিশকাত হা/২৯৩৭।
৭৭. আবুদাঊদ হা/৩৫৩১; মিশকাত হা/২৯৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৮২০; ৬/৭৬ পৃঃ।
৭৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৫৩১; মিশকাত হা/২৯৪৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৬১।
৭৯. তিরমিযী হা/১২৬৬; মিশকাত হা/২৯৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৮২১ ৬/৭৬ পৃঃ।
৮০. যঈফ তিরমিযী হা/১২৬৬; মিশকাত হা/২৯৫০।

(٦٢٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ الرِّجْلُ جُبَارٌ وَالنَّارُ جُبَارٌ.

(৬২৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, পা দণ্ডহীন এবং বলেছেন আগুন দণ্ডহীন।[৮১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮২]

(٦٢٥) عَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِىِّ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا أَرْمِىْ نَخْلَ الأَنْصَارِ فَأُتِىَ بِى النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ يَا غُلاَمُ لِمَ تَرْمِى النَّخْلَ قَالَ آكُلُ. قَالَ فَلاَ تَرْمِ النَّخْلَ وَكُلْ مِمَّا يَسْقُطُ فِىْ أَسْفَلِهَا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللهُمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ.

(৬২৫) রাফে‘ ইবনু আমর গেফারী (রাঃ) বলেন, আমি বাচ্চা ছিলাম। আনছারদের খেজুর গাছে ঢিল ছুঁড়তাম। একবার আমাকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ধরে নিয়ে আসা হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন খেজুর গাছে ঢিল ছুঁড়? আমি বললাম, খাওয়ার জন্য। তিনি বললেন, ঢিল ছুঁড় না। গাছের নীচে যা পড়ে তা খেয়ও। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তার মাথার উপর হাত বুলিয়ে বললেন, আল্লাহ তুমি তার পেটকে ভরে দাও।[৮৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৪]

باب الشفعة

অনুচ্ছেদ : শোফার হক

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٢٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الشَّرِيْكُ شَفِيْعٌ وَالشُّفْعَةُ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ.

(৬২৬) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, শরীক হল শফী, আর প্রত্যেক (স্থাবর) জিনিসের শোফা রয়েছে।[৮৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৬]

---

৮১. আবুদাঊদ হা/৪৫৯২; মিশকাত হা/২৯৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৮২৩ ৬/৭৭ পৃঃ।
৮২. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৫৯২; মিশকাত হা/২৯৫২।
৮৩. আবুদাঊদ হা/২৬২২; ইবনু মাজাহ মিশকাত হা/২৯৫৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৮২৮; ৬/৭৯ পৃঃ।
৮৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৬২২; যঈফ ইবনু মাজাহ মিশকাত হা/২৯৫৭।
৮৫. তিরিমিযী হা/১৩৭১; মিশকাত হা/২৯৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৮৩৯; ৬/৮৩ পৃঃ।
৮৬. যঈফ তিরিমিযী হা/১৩৭১; মিশকাত হা/২৯৬৮; সিলসিলা যইফা হা/১০০৯।

باب الإجارة

ভাড়া ও শ্রম বিক্রি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٢٧) عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ.

(৬২৭) হুসাইন ইবনু আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যাঞ্চাকারীর হক রয়েছে, যদিও সে ঘোড়ায় চড়ে আসে।[৮৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৮]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٢٨) عَنْ عُتْبَةَ بْنِ النُّدَّرِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَرَأَ طسم حَتَّى إِذَا بَلَغَ قِصَّةَ مُوْسَى قَالَ إِنَّ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَجَّرَ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ سِنِيْنَ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ.

(৬২৮) উতবা ইবনু নুদ্দার (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গিয়েছিলাম, তিনি (সূরা কাছাছের) "তা" 'ছীন' মীম' হতে পড়তে আরম্ভ করে মূসা (আঃ)-এর কাহিনী পর্যন্ত পৌঁছে বললেন, মূসা (আঃ) মহরানা ও পানাহারের বিনিময়ে আট বা দশ বছর নিজেকে মুজুরিতে খাটিয়েছিলেন।[৮৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯০]

باب إحياء الموات والشرب

অনুচ্ছেদ : অনাবাদ যমীন আবাদ করা, সেচের পালা ও সরকারী ভূমি দান করা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٢٩) عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ.

(৬২৯) সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মালিকহীন চার পাশে দেওয়াল ঘেরা দিয়েছে সে যমীন তার।[৯১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯২]

---

৮৭. আবুদাঊদ হা/১৬৬৫; মিশকাত হা/২৯৮৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/ ২৮৫৮ ৬/৯৩ পৃঃ।
৮৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৬৬৫; মিশকাত হা/২৯৮৮; সিলসিলা যঈফা হা/১৩৭৮।
৮৯. ইবনু মাজাহ হা/২৪৪৪; মিশকাত হা/২৯৮৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/ ২৮৫৯; ৬/৯৪ পৃঃ।
৯০. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৪৪৪; যঈফুল জামে' হা/২০৬১; মিশকাত হা/২৯৮৯।
৯১. আবুদাঊদ হা/৩০৭৭; মিশকাত হা/২৯৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/ ২৮৬৬, ৬/৯৭ পৃঃ।
৯২. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩০৭৭; মিশকাত হা/২৯৯৬।

(٦٣٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ أَعْطُوْهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ.

(৬৩০) ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) যুবাইরকে তার ঘোড়ার এক দৌড়ের পরিমাণ ভূমি দিতে বললেন। সুতরাং যুবায়র তার ঘোড়া দৌড়ালেন, অবশেষে ঘোড়া থেমে গেল। অতঃপর তিনি তার বেত নিক্ষেপ করলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাকে তার বেত পৌঁছার স্থান পর্যন্ত দিয়ে দাও।[৯৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৪]

(٦٣١) عَنْ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ.

(৬৩১) আসমার ইবনু মুযাররিস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বায়'আত করলাম। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কোন পানির নিকট প্রথম পৌঁছেছে, যার নিকট তার আগে কোন মুসলিম পৌঁছেনি, তা তার জন্য।[৯৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৬]

(٦٣٢) عَنْ طَاءُوْسَ مُرْسَلًا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحْيَى مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ لَهُ وَعَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّيْ رواه الشافعي

(৬৩২) তাঊস মুরসালরূপে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী যমীন আবাদ করবে তা তার হবে। মালিকহীন যমীন আল্লাহ ও তার রাসূলের, অতঃপর আমার পক্ষ হতে তা তোমাদের জন্য।[৯৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৮]

(٦٣٣) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ فِى حَائط رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَار قَالَ وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ قَالَ فَكَانَ سَمُرَةُ يَدْخُلُ إِلَى نَخْله فَيَتَأَذَّى به وَيَشُقُّ عَلَيْهِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَىْ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقلَهُ فَأَبَى فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ

৯৩. আবুদাঊদ হা/৩০৭৬; মিশকাত হা/২৯৯৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৮৬৮, ৬/৯৮ পৃঃ।
৯৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/ ৩০৭৬; মিশকাত হা/২৯৯৮।
৯৫. আবুদাঊদ হা/৩০৭১; মিশকাত হা/৩০০২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৮৭২, ৬/৯৯ পৃঃ।
৯৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩০৭১; মিশকাত হা/৩০০২।
৯৭. শাফেঈ, মিশকাত হা/৩০০৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৮৭৩ ৬/১০০ পৃঃ।
৯৮. মিশকাত হা/৩০০৩।

لَهُ فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ أَنْ يَبِيْعَهُ فَأَبَى فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ فَأَبَى قَالَ فَهَبْهُ لَهُ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا أَمْرًا رَغَّبَهُ فِيْهِ فَأَبَى فَقَالَ أَنْتَ مُضَارٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلأَنْصَارِىِّ اذْهَبْ فَاقْلَعْ نَخْلَهُ.

(৬৩৩) সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক আনছারীর বাগানের মধ্যে তার কতক খেজুর গাছ ছিল। আর আনছারীর সাথে তার পরিবার ছিল। সামুরা সেখানে প্রবেশ করতেন এবং তাতে আনছারীর কষ্ট হত। এ কারণে আনছারী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে তা উল্লেখ করলেন। রাসূল (ছাঃ) সামুরা (রাঃ)-কে ডেকে তা বিক্রয় করতে বললেন, কিন্তু সামুরা তাতে অস্বীকৃতি জানাল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, উহার পরিবর্তে অন্য কোথাও গাছ নিয়ে নাও। কিন্তু সামুরা তাতেও অস্বীকৃতি জানালো। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি তাকে উহা দান কর আর তোমার জন্য (জান্নাতে) এটা হবে। মোট কথা রাসূল (ছাঃ) তাকে এমন কথা বললেন, যাতে উৎসাহিত করা হল, কিন্তু তাতেও তিনি স্বীকার করলেন না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি প্রতিবেশীর পক্ষে ক্ষতিকর। আর আনছারীকে বললেন, যাও তুমি তার গাছ কেটে ফেল।[৯৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০০]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٣٤) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الشَّىْءُ الَّذِى لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا بَالُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ قَالَ يَا حُمَيْرَاءُ مَنْ أَعْطَى نَارًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا. فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَ ذَلِكَ الْمِلْحُ وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ يُوْجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لاَ يُوْجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا.

(৬৩৪) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কোন্ জিনিস সম্পর্কে নিষেধ করা হালাল নয়? তিনি বললেন, পানি, নিমক ও আগুন। আয়েশা বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এই পানির কথার তাৎপর্য তো বুঝলাম, কিন্তু নিমক ও আগুনের কথার তাৎপর্য কী? তখন

৯৯. আবুদাঊদ হা/৩৬৩৬; মিশকাত হা/৩০০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৮৭৫, ৬/১০১ পৃঃ।
১০০. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৬৩৬; মিশকাত হা/৩০০৬।

তিনি বললেন, হে হুমায়রা (আয়েশা) যে আগুন দান করেছে সে যেন আগুনে যা পাক করেছে তা সমস্ত দান করেছে। আর যে নিমক দান করেছে সে যেন নিমকে যা সুস্বাদু করেছে তা সমস্ত দান করেছে। আর যে ব্যক্তি মুসলিমকে পানি পান করিয়েছে যেখানে পানি পাওয়া যায় সেখানে, সে যেন একটা দাস আযাদ করেছে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে পানির শরবত পান করিয়েছে যেখানে পনি পাওয়া যায় না সেখানে সে যেন তাকে জীবন দান করেছে।[১০১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০২]

باب

অনুচ্ছেদ : দান, হেবা ও উপহার সম্পর্কীয় বিবিধ বিষয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٣٥) عن عائشة عن النبي ﷺ قَالَ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ الضَّغَائِنَ–

(৬৩৫) আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, পরস্পরে উপহার দিবে। কারণ উপহার হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে।[১০৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৪]

(٦٣٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ.

(৬৩৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, একে অন্যকে হাদিয়া দিও। হাদিয়া অন্তরের কলুষ দূর করে। <u>এক পড়শিনী অপর পড়শিনীকে হাদিয়া দিতে যেন অবহেলা না করে এবং কেউ হাদিয়াকে সামান্য মনে না করে- যদিও এক টুকরা ভেড়ার ক্ষুর হয়</u>।[১০৫]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটির প্রথমাংশ যঈফ।[১০৬]

(٦٣٧) عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمُ الرَّيْحَانَ فَلاَ يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ.

---

১০১. ইবনু মাজাহ হা/২৪৭৪; মিশকাত হা/৩০০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৮৭৬৭, ৬/১০২ পৃঃ।
১০২. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৪৭৪; মিশকাত হা/৩০০৭।
১০৩. মিশকাত হা/৩০২৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৮৯৬, ৬/১১১ পৃঃ।
১০৪. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৩০২৭।
১০৫. তিরমিযী হা/২১৩০; মিশকাত হা/৩০২৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৮৯৭, ৬/১১১ পৃঃ।
১০৬. যঈফ তিরমিযী হা/২১৩০; মিশকাত হা/৩০২৮।

(৬৩৭) আবু ওছমান নাহদী বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কাউকে খোশবুদার জিনিস দেওয়া হয়, তখন সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কারণ উহা জান্নাত হতে বের হয়েছে।[১০৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৮]

باب اللقطة

অনুচ্ছেদ : হারানো প্রাপ্তি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٣٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِى الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ.

(৬৩৮) জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছড়ি, চাবুক, রশি ও এগুলোর ন্যায় জিনিস যা কোন ব্যক্তি উঠায়, যা দ্বারা নিজে উপকার লাভ করতে আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন।[১০৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১০]

ফারায়েয

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٣٩) عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ.

(৬৩৯) বুরায়দা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) দাদী ও নানীর জন্য এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করেছেন- যদি এদের মোকাবিলায় মা না থাকে।[১১১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১২]

(٦٤٠) عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَحَلِيْفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

---

১০৭. তিরমিযী হা/২৭৯১; মিশকাত হা/৩০৩০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৮৯৯, ৬/১১২ পৃঃ।
১০৮. যঈফ তিরমিযী হা/২৭৯১; মিশকাত হা/৩০৩০।
১০৯. আবুদাঊদ হা/১৭১৭; মিশকাত হা/৩০৪০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯০৯, ৬/১১৮ পৃঃ।
১১০. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৭১৭; মিশকাত হা/৩০৪০।
১১১. আবুদাঊদ হা/২৮৯৫; মিশকাত হা/৩০৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯১৭, ৬/১২৬ পৃঃ।
১১২. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৮৯৫; মিশকাত হা/৩০৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯১৭, ৬/১২৬ পৃঃ।

(৬৪০) কাছীর ইবনু আব্দুল্লাহ তার পিতা ও দাদা পরম্পরায় বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, গোত্রের মুক্ত ক্রীতদাস তাদেরই একজন, গোত্রের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তি তাদেরই একজন এবং গোত্রের ভাগিনেও তাদেরই একজন।[১১৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৪]

(٦٤١) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمَرْأَةُ تَحُوْزُ ثَلاَثَ مَوَارِيْثَ عَتِيْقِهَا وَلَقِيْطِهَا وَوَلَدِهَا الَّذِى لاَعَنَتْ عَلَيْهِ.

(৬৪১) ওয়াছেলা ইবনু আসকা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, স্ত্রীলোক তিনটি মীরাছ সম্পূর্ণ লাভ করে- তার মুক্ত ক্রীতদাসে মীরাছ, তার পড়ে পাওয়া সন্তানের মীরাছ এবং যে সন্তান সম্পর্কে সে 'লেআন' করেছে তার মীরাছ।[১১৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৬]

(٦٤٢) عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَأُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِمِيرَاثِهِ فَقَالَ الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمٍ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا وَلاَ ذَا رَحِمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَعْطُوْهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ قَالَ يَحْيَى قَدْ سَمِعْتُهُ مَرَّةً يَقُوْلُ فِىْ هَذَا الْحَدِيْثِ انْظُرُوا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ.

(৬৪২) বুরায়দা আসলামী (রাঃ) বলেন, খুযা'আ গোত্রের এক ব্যক্তি মারা গেল এবং তার মীরাছ রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আনা হল। তিনি বললেন, তার কোন ওয়ারিছ অথবা দূর আত্মীয় আছে কিনা তালাশ কর, কিন্তু তারা তার কোন ওয়ারিছ অথবা দূর-আত্মীয় পেল না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, খুযআর প্রবীণ ব্যক্তিকে দাও। আবুদাঊদের অপর বর্ণনায় আছে, খুযআর প্রবীণ ব্যক্তিকে তালাশ করে দেখ।[১১৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৮]

---

১১৩. দারেমী হা/২৫২৮; মিশকাত হা/৩০৫১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯১৯, ৬/১২৬ পৃঃ।
১১৪. তাহক্বীক্ব দারেমী হা/২৫২৮; মিশকাত হা/৩০৫১।
১১৫. তিরমিযী হা/২১১৫; আবুদাঊদ হা/২৭৪২; মিশকাত হা/৩০৫৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯২১, ৬/১২৭ পৃঃ।
১১৬. যঈফ তিরমিযী হা/২১১৫; যঈফ আবুদাঊদ হা/২৭৪২; মিশকাত হা/৩০৫৩।
১১৭. আবুদাঊদ হা/২৯০৪; মিশকাত হা/৩০৫৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯২৪, ৬/১২৮ পৃঃ।
১১৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৯০৪; মিশকাত হা/৩০৫৬।

(٦٤٣) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ ابْنِيْ مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِه فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ آخَرُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ.

(৬৪৩) ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার পৌত্র মারা গেছে, আমার জন্য তার মীরাছের কি রয়েছে? তিনি বললেন তোমার জন্য এক ষষ্ঠাংশ রয়েছে। সে যখন চলে যাচ্চিল, তাকে ডেকে বললেন, তোমার জন্য আরেক ষষ্ঠাংশ রয়েছে। সে যখন চলছিল আবার ডেকে বললেন, দ্বিতীয় ষষ্ঠাংশ তুমি নে'মতরূপে পেলে।[১১৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২০]

(٦٤٤) عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِى كِتَابِ اللهِ تَعَالَى شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِى سُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ شَيْئًا فَارْجِعِى حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ. فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِى كِتَابِ اللهِ تَعَالَى شَيْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِىْ قُضِىَ بِه إِلاَّ لِغَيْرِك وَمَا أَنَا بِزَائِد فِى الْفَرَائِضِ وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيْهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.

(৬৪৪) কাবীছা ইবনু যুওয়াইব (রাঃ) বলেন, আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট এক নানী তার মীরাছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি তাকে বললেন, আল্লাহ্র কিতাবে তোমার কোন অংশ নেই এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতেও তোমার কোন অংশ নেই। এখন যাও! আমি ছাহাবীদের জিজ্ঞেস করি। মুগীরা ইবনু শো'বা বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তিনি নানীকে ছয় ভাগের এক ভাগ দিয়েছেন। তখন আবুবকর (রাঃ) বললেন, তারা সাথে আপনি ছাড়া অপর কেউ

১১৯. আবুদাঊদ হা/২৮৯৬; মিশকাত হা/৩০৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯২৮; ৬/১৩১ পৃঃ।
১২০. যঈফ তিরমিযী; যঈফ আবুদাঊদ হা/২৮৯৬; মিশকাত হা/৩০৬০

ছিল কি? তখন মুহাম্মাদ ইবনু মুগীরার কথার অনুরূপ বললেন, সুতরাং আবুবকর (রাঃ) তার জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ দেওয়ার হুকুম দিলেন। কাবীসা বলেন, অতঃপর অন্য দাদী এসে ওমর (রাঃ)-কে তার মীরাছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, সেই ছয় ভাগের এক ভাগই। তোমরা যদি উভয়ে থাক তবে তা তোমাদের মধ্যে ভাগ হবে। আর তোমাদের দুইয়ের কেউ যদি একা থাক, তবে তা তার হবে।[১২১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২২]

(٦٤٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ فِى الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ.

(৬৪৫) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) দাদী তার ছেলের সাথে থাকলে নাতির মীরাছ পাবে কি-না সে সম্পর্কে বলেছেন, সে হল প্রথম দাদী, যাকে রাসূল (ছাঃ) ছয় ভাগের এক ভাগ দিয়েছেন, অথচ তার ছেলে জীবিত।[১২৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৪]

(٦٤٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلاَّ غُلاَمًا لَهُ اَنَ أَعْتَقَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلْ لَهُ أَحَدٌ قَالُوْا لاَ إِلاَّ غُلاَمًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ. فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِيْرَاثَهُ لَهُ.

(৬৪৬) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মারা গেল এবং তার আযাদ করা একটি গোলাম ব্যতীত কাউকেও উত্তরাধিকারী রেখে গেল না। রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তার কি কেউ আছে? লোকেরা বলল, তার আযাদ করা একটি গোলাম ছাড়া কেউ নেই। তখন রাসূল (ছাঃ) তার উত্তরাধিকার তাকে দিলেন।[১২৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৬]

---

১২১. তিরমিযী হা/২০১১; আবুদাঊদ হা/২৮৯৪; দারেমী, ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/৩০৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯২৯, ৬/১৩১ পৃঃ।
১২২. যঈফ তিরমিযী হা/২০১১; যঈফ আবুদাঊদ হা/২৮৯৪; মিশকাত হা/৩০৬১।
১২৩. তিরমিযী হা/২১০২; দারেমী, মিশকাত হা/৩০৬২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/ ২৯৩০, ৬/১৩২ পৃঃ।
১২৪. যঈফ তিরমিযী হা/২১০২; মিশকাত হা/৩০৬২।
১২৫. আবুদাঊদ হা/২৯০৫; মিশকাত হা/৩০৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৩৩, ৬/১৩৩ পৃঃ।
১২৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৯০৫; মিশকাত হা/৩০৬৫।

(٦٤٧) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَرِثُ الْوَلاَءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ.

(৬৪৭) আমর ইবনু শু'আইব তার পিতা ও দাদা পরস্পরায় বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে মালের ওয়ারিছ হয় সে 'ওলার'ও ওয়ারিছ হয়।[১২৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৮]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٤٨) عن عمر رضي الله عنه قَالَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وزاد اِبْنُ مَسْعُوْدٍ وَالطَّلَاقَ وَالْحَجَّ فَإِنَّهُ مِنْ دِيْنِكُمْ.

(৬৪৮) ওমর (রাঃ) বলেছেন, 'ফারায়েয' শিক্ষা কর। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বৃদ্ধি করে বলেছেন, তালাক ও হজ্জের মাসায়েলও, অতঃপর উভয়ে বলেছেন কারণ তা তোমাদের দ্বীনের অঙ্গ।[১২৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩০]

باب الوصايا

অনুচ্ছেদ : অছিয়ত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٤٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللهِ سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِى الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ) إِلَى قَوْلِهِ (ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ).

---

১২৭. তিরমিযী হা/২১১৪; মিশকাত হা/৩০৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৩৪, ৬/১৩৩ পৃঃ।
১২৮. যঈফ তিরমিযী হা/২১১৪; মিশকাত হা/৩০৬৬।
১২৯. দারেমী, ইবনু মাজাহ হা/২৭১৯; মিশকাত হা/৩০৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৩৭, ৬/১৩৪ পৃঃ।
১৩০. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৭১৯; মিশকাত হা/৩০৬৯।

(৬৪৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কোন পুরুষ বা নারী ষাট বছর যতক্ষণ আল্লাহ্‌র ইবাদত-উপাসনা করে, অতঃপর তাদের নিকট মউত পৌঁছে আর তারা ওছিয়ত দ্বারা ওয়ারিছের ক্ষতি করে, যাতে তাদের জন্য জাহান্নাম আবশ্যক হয়ে যায়। অতঃপর আবু হুরায়রা এই আয়াত পাঠ করলেন, 'অছিয়তের পর যা অছিয়ত করা হয় এবং ঋণের পর' যদি অছিয়তকারী ক্ষতি না করে' (ওয়ারিছদের) বাক্য হতে ইহা হল বড় সাফল্য পর্যন্ত।[১৩১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٥٠) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ وَمَاتَ عَلَى تُقًى وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُوْرًا لَهُ.

(৬৫০) জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ওছিয়ত করে মারা গেছে সে সত্য পথ ও ঠিক প্রথার উপর মারা গেছে, মুত্তাকী ও শহীদরূপে মারা গেছে এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে মারা গেছে।[১৩৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৪]

(٦٥١) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ فَرَّ مِنْ مِيْرَاثِ وَارِثِهِ قَطَعَ اللهُ مِيْرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(৬৫১) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ওয়ারিছদের মীরাছের অংশ কেটেছে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার জান্নাতের মীরাছের অংশ কেটে নিবেন।[১৩৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৬]

---

১৩১. আহমাদ, তিরমিযী হা/২১১৭; মিশকাত হা/৩০৭৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৪২; ৬/১৩৮ পৃঃ।
১৩২. যঈফ তিরমিযী হা/২১১৭; মিশকাত হা/৩০৭৫।
১৩৩. ইবনু মাজাহ হা/২৬৯২; মিশকাত হা/৩০৭৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৪৩, ৬/১৩৮ পৃঃ।
১৩৪. ইবনু মাজাহ হা/২৬৯২; মিশকাত হা/৩০৭৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৪৩, ৬/১৩৮ পৃঃ।
১৩৫. ইবনু মাজাহ হা/৬৭০৩; মিশকাত হা/৩০৭৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৪৫, ৬/১৩৯ পৃঃ।
১৩৬. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৬৭০৩; মিশকাত হা/৩০৭৮।

كتاب النكاح

অধ্যায় : বিবাহের নীতি ও বিবিধ বিষয়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٥٢) عَن أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ.

(৬৫২) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি পাক-পবিত্র অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে মিশতে চাই, সে যেন স্বাধীন মেয়েকে বিবাহ করে।[১৩৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৮]

(٦٥٣) عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَة صَالِحَة إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِىْ نَفْسِهَا وَمَالِه.

(৬৫৩) আবু উমামা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন, মু'মিন বান্দা আল্লাহ্‌র ভয় লাভের পর নেক স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম আর কিছু লাভ করতে পারে না। যদি তাকে আদেশ করে সে তা মেনে নেয়। যদি তার দিকে দেখে সে তাকে খুশী করে, যদি তাকে লক্ষ্য করে কোন শপথ করে সে তা পূর্ণ করে, আর যদি স্বামী তার নিকট হতে দূরে চলে যায়, সে তার নিজের বিষয়ে ও স্বামীর মালের বিষয়ে মঙ্গল কামনা করে।[১৩৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪০]

(٦٥٤) عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْوْنَةً.

(৬৫৪) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সর্বাপেক্ষা বরকতপূর্ণ বিবাহ হল যা সর্বাপেক্ষা কম কষ্টে নির্বাহ হয়।[১৪১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪২]

---

১৩৭. ইবনু মাজাহ হা/১৮৬২; মিশকাত হা/৩০৯৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৬৩; ৬/১৪৬ পৃঃ।
১৩৮. ইবনু মাজাহ হা/১৮৬২; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪১৭; মিশকাত হা/৩০৯৩।
১৩৯. ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৭; মিশকাত হা/৩০৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৬১; ৬/১৪৬ পৃঃ।
১৪০. ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৭; সিলসিলা যঈফা হা/৪৪২১; মিশকাত হা/৩০৯৫।
১৪১. শু'আবুল ঈমান হা/৬১৪৬; মুসনাদ হা/২৪৫৭৩; মিশকাত হা/৩০৯৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৬৩, ৬/১৪৭ পৃঃ।

باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

অনুচ্ছেদ : পাত্রী দেখা, আবরণীয় অঙ্গ ও পর্দা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٥٥) عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلاَ تَنْظُرَنَّ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلاَ مَيِّت.

(৬৫৫) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, হে আলী! তোমার রাণ প্রকাশ কর না এবং জীবিত ও মৃত কারো রাণের প্রতি নযর দিয়ো না।[১৪৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৪]

(٦٥٦) عَنْ مُحَمَّد بْنِ جَحْشٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخِذَاهُ مَكْشُوْفَتَانِ قَالَ يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ.

(৬৫৬) মুহাম্মাদ ইবনু জাহশ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) মা'মার ইবনু আব্দুল্লাহর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তার উভয় রাণ খোলা ছিল। তিনি বললেন, মা'মার তোমার রাণ ঢাক। কারণ রাণদ্বয় আবরণীয় অঙ্গ।[১৪৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৬]

(٦٥٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّى فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لاَ يُفَارِقُكُمْ إِلاَّ عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِيْنَ يُفْضِى الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِه فَاسْتَحْيُوْهُمْ وَأَكْرِمُوْهُمْ.

(৬৫৭) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা কখনো উলঙ্গ হবে না। কারণ তোমাদের সাথে ফেরেশতাগণ রয়েছে, যারা তোমাদের নিকট হতে পৃথক হন না তোমাদের পায়খানা-পেশাব ও স্ত্রী সহবাসের সময় ব্যতীত। সুতরাং তাদেরকে লজ্জা করবে এবং সম্মান করবে।[১৪৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৮]

(٦٥٨) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمَيْمُوْنَةُ إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِه.

---

১৪২. তাহক্বীক্ব মুসনাদ হা/২৪৫৭৩; মিশকাত হা/৩০৯৭।
১৪৩. আবুদাঊদ হা/৩১৪০; ইবনু মাজাহ হা/১৪৬০; মিশকাত হা/৩১১৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৭৯, ৬/১৫৪ পৃঃ।
১৪৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩১৪০; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১৪৬০; মিশকাত হা/৩১১৩।
১৪৫. শারহুস সুন্নাহ, পৃঃ ৫৫১; মিশকাত হা/৩১১৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৮০; ৬/১৫৪ পৃঃ।
১৪৬. মিশকাত হা/৩১১৪।
১৪৭. তিরমিযী হা/২৮০০; মিশকাত হা/৩১১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৮১; ৬/১৫৪ পৃঃ।
১৪৮. যঈফ তিরমিযী হা/২৮০০; মিশকাত হা/৩১১৫।

(৬৫৮) উম্মে সালামা হতে বর্ণিত, একদা তিনি ও মায়মুনা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ছিলেন। হঠাৎ ইবনু উম্মে মাকতুম তার নিকট এসে পৌঁছল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা পর্দা কর। আমি বললাম, হে রাসূল (ছাঃ) সে কি অন্ধ নয়: সে তো আমাদেরকে দেখতে পায় না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা কি অন্ধ যে তাকে দেখতে পাও না।[১৪৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ। এর সনদে নুবহান নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।[১৫০]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٥٩) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا نَظَرْتُ أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَطُّ.

(৬৫৯) আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি কখনো রাসূল (ছাঃ)-এর লজ্জাস্থানের দিকে দেখিনি।[১৫১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৫২]

(٦٦٠) عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إِلاَّ أَحْدَثَ اللهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلاَوَتَهَا.

(৬৬০) আবু উমামা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন সে কোন মুসলিমের কোন স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের প্রতি হঠাৎ প্রথম দৃষ্টি পড়ে যায়, অতঃপর সে তার চক্ষু নীচু করে, আল্লাহ তার জন্য এক ইবাদতের সুযোগ সৃষ্টি করেন যাতে সে তার স্বাদ পায়।[১৫৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৫৪]

(٦٦١) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُوْرَ إِلَيْهِ.

(৬৬১) হাসান বছরী মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন, আমার নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে পৌঁছেছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ লা'নত করেন দৃষ্টি দানকারী এবং যে দৃষ্টিতে পতিত হয় তার প্রতি।[১৫৫]

তাহক্বীক্ব : জাল।[১৫৬]

---

১৪৯. আহমাদ, তিরমিযী হা/২৭৭৮; আবুদাঊদ হা/৪১১২; মিশকাত হা/৩১১৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৮২; ৬/১৫৫ পৃঃ।

১৫০. যঈফ তিরমিযী হা/২৭৭৮; যঈফ আবুদাঊদ হা/৪১১২; মিশকাত হা/৩১১৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৯৫৮।

১৫১. ইবনু মাজাহ হা/১৯২২; মিশকাত হা/৩১২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৮৯, ৬/১৫৭ পৃঃ।

১৫২. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১৯২২; মিশকাত হা/৩১২৩; ইরওয়াউল গালীল হা/১৮১২।

১৫৩. আহমাদ, মিশকাত হা/৩১২৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৯০, ৬/১৫৭ পৃঃ।

১৫৪. সিলসিলা যঈফা হা/২০৬৪; মিশকাত হা/৩১২৪।

১৫৫. বায়হাক্বী শুয়া'বুল ঈমান, সিলসিলা যঈফাহ হা/৩০৬; মিশকাত হা/৩১২৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৯১, ৬/১৫৮ পৃঃ।

১৫৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩০৬; মিশকাত হা/৩১২৫।

باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

অনুচ্ছেদ : বিবাহে অভিভাবক ও নারীর অনুমতি গ্রহণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٦٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْبَغَايَا اللاَّتِىْ يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.

(৬৬২) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আসল ব্যভিচারিণী তারাই যারা প্রমাণ ব্যতীত নিজেদেরকে বিবাহ দেয়।[১৫৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৫৮]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٦٣) عَنْ أَبِيْ سَعِيْد، وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيْهِ.

(৬৬৩) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, সে যেন তার উত্তম নাম রাখে এবং তাকে উত্তম আদব কায়েদা শিক্ষা দেয়। আর যখন সে বালেগা হবে তার বিবাহ দেয়। যদি সে বালেগা হয় আর তার বিবাহ না দেয় এবং সে কোন গোনাহর কাজ করে বসে, তখন গোনাহ হবে পিতার।[১৫৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৬০]

(٦٦٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ فِي التَّوْرَاة مَكْتُوْبٌ مَنْ بَلَغَتِ ابْنَتُهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَأَصَابَتْ إِثْمًا فَإِثْمُ ذَلكَ عَلَيْهِ

(৬৬৪) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ও আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন তাওরাত কিতাবে লেখা আছে যার মেয়ে বার বছরে উপনীত হয়েছে, আর সে তার বিবাহ দেয়নি, ফলে কোন অপরাধ করেছে তার গোনাহ পিতার হবে।[১৬১]

তাহক্বীক্ব : মুনকার।[১৬২]

---

১৫৭. তিরমিযী হা/১১০৩; মিশকাত হা/৩১৩২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৯৯৮, ৬/১৬৩ পৃঃ।

১৫৮. যঈফ তিরমিযী হা/১১০৩; মিশকাত হা/৩১৩২।

১৫৯. শু'আবুল ঈমান হা/৮২৯৯; মিশকাত হা/৩১৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০০৩, ৬/১৬৪ পৃঃ।

১৬০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৭৩৭; মিশকাত হা/৩১৩৮।

১৬১. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৮৩০৩; মিশকাত হা/৩১৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০০৪; ৬/১৬৫ পৃঃ।

১৬২. মিশকাত হা/৩১৩৯।

باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

অনুচ্ছেদ : বিবাহের বিজ্ঞপ্তি, গান, খুৎবা, শর্ত ও মোতা বিবাহ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٦٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُّ أَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدِ أَقْطَعُ.

(৬৬৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহ্‌র প্রশংসার সাথে শুরু করা না হবে, তা হবে বরকতহীন।[১৬৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৬৪]

(٦٦٦) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَعْلِنُوْا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوْهُ فِى الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ.

(৬৬৬) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বিবাহকে প্রচার করবে এবং তা মসজিদে সম্পন্ন করবে। এছাড়া তাতে দফ পিটাবে।[১৬৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৬৬]

(٦٦٧) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ عِنْدِيْ جَارِيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجْتُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ أَلَا تُغَنِّيْنَ؟ فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ يُحِبُّوْنَ الْغِنَاءَ.

(৬৬৭) আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার নিকট এক আনছারী মেয়ে ছিল। তাকে আমি বিবাহ দিলাম। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আয়েশা, তোমরা কি গানের ব্যবস্থা করনি? এই আনছারী মহল্লাহবাসীরা তো গানকে ভালবাসে।[১৬৭]

তাহক্বীক্ব : মুনকার।[১৬৮]

(٦٦٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الأَنْصَارِ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ قَالُوْا نَعَمْ. قَالَ أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّى قَالَتْ لاَ

১৬৩. ইবনু মাজাহ হা/১৮৯৪; মিশকাত হা/৩১৫১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০১৬, ৬/১৭১ পৃঃ।
১৬৪. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১৮৯৪; সিলসিলা হা/৯০২; মিশকাত হা/৩১৫১।
১৬৫. ইবনু মাজাহা হা/১০৮৯; মিশকাত হা/৩১৫২; বঙ্গানুবাদ হা/৩০১৭, ৬/১৭২ পৃঃ।
১৬৬. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১০৮৯; মিশকাত হা/৩১৫২।
১৬৭. মিশকাত হা/৩১৫৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০১৯, ৬/১৭২ পৃঃ।
১৬৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮৫৪; মিশকাত হা/৩১৫৪।

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيْهِمْ غَزَلٌ فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُوْلُ أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ.

(৬৬৮) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, বিবি আয়েশা তার এক আনছারী আত্মীয় মেয়েকে বিবাহ দিলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) আসলেন এবং বললেন, মেয়েটাকে কি স্বামীর সাথে পাঠিয়েছ? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, গান করতে পারে এমন কাউকেও তার সাথে পাঠিয়েছ কি? আয়েশা (রাঃ) বললেন, না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আনছারীরা এমন সম্প্রদায় যাদের মধ্যে গানের ঝোঁক রয়েছে। যদি তার সাথে এরূপ বলার লোক পাঠাতে তোমাদের নিকট আমরা এসেছি। আল্লাহ আমাদের দীর্ঘজীবী করুন এবং তোমাদেরও দীর্ঘজীব করুন।[১৬৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৭০]

(٦٦٩) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا.

(৬৬৯) সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন যে নারীকে দুই ওলী দুই ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিয়েছে, সে প্রথম ব্যক্তির হবে। এভাবে যে ব্যক্তি দুইজনের নিকট কোন মাল বিক্রয় করেছে সে মাল প্রথম জনের হবে।[১৭১] **তাহক্বীক্ব :** যঈফ।[১৭২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٧٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِيْ أَوَّلِ الإِسْلاَمِ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيْمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الآيَةُ (إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَى هَذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ.

(৬৭০) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'মুত'আ বিবাহ' ইসলামের প্রথম যুগে ছিল। কোন ব্যক্তি যখন কোন জনপদে পৌঁছত, যেখানে তার কারো সাথে কোন পরিচয়

---

১৬৯. ইবনু মাজাহ হা/১৯০০; মিশকাত হা/৩১৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০২০, ৬/১৭৩ পৃঃ।

১৭০. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১৯০০; মিশকাত হা/৩১৫৫।

১৭১. তিরমিযী হা/১১১০; আবুদাঊদ হা/২০৮৮; নাসাঈ হা/৪৬৮২; মিশকাত হা/৩১৫৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০২১, ৬/১৭৩ পৃঃ।

১৭২. যঈফ তিরমিযী হা/১১১০; যঈফ আবুদাঊদ হা/২০৮৮; নাসাঈ হা/৪৬৮২; মিশকাত হা/৩১৫৬।

থাকত না। তাই সে সেখানে যতদিন অবস্থান করবে বলে মনে করত, তত দিনের জন্য কোন নারীকে বিবাহ করত। নারী তার আসবাবপত্র রক্ষা করত এবং তার খানাপানি প্রস্তুত করত। অবশেষে যখন এই আয়াত নাযিল হল, যারা তার স্থানকে হেফাযত করে তার স্ত্রী অথবা তার দাসীদের ব্যতীত অন্যদের হতে *(মা'আরিজ ২৯-৩০)* ইবনু আব্বাস বলেন, তখন ঐ দুটি ব্যতীত সকল লজ্জাস্থান হারাম হয়ে গেল।[১৭৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৭৪]

باب المحرمات

অনুচ্ছেদ : যাদের বিবাহ করা হারাম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٧١) عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ الأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّيْ مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ فَقَالَ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ.

(৬৭১) হাজ্জাজ ইবনু হাজ্জাজ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, একদা তার পিতা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কিসের মাধ্যমে আমার দুধপানের হক আদায় করা যায়? তিনি বললেন একটি দাস অথবা একটি দাসী মুক্ত করা।[১৭৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৭৬]

(٦٧٢) عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَت امْرَأَةٌ فَبَسَطَ النَّبِيُّ ﷺ رِدَاءَهُ حَتَّى قَعَدَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا ذَهَبَتْ قِيْلَ هِيَ كَانَتْ أَرْضَعَت النَّبِيَّ ﷺ.

(৬৭২) আবু তুফাইল গানাবী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বসে ছিলাম, এমন সময় একজন স্ত্রীলোক আসলেন। রাসূল (ছাঃ) তার জন্য তার চাদর বিছিয়ে দিলেন। আর তিনি তার উপর বসে গেলেন। যখন তিনি চলে গেলেন, লোকেরা বলল, ইনি রাসূল (ছাঃ)-কে দুধ পান করিয়েছেন।[১৭৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৭৮]

---

১৭৩. তিরমিযী হা/১১২২; মিশকাত হা/৩১৫৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০২৩, ৬/১৭৪ পৃঃ।
১৭৪. যঈফ তিরমিযী হা/১১২২; মিশকাত হা/৩১৫৮।
১৭৫. তিরমিযী হা/১১৫৩; আবুদাঊদ হা/২০৬৪; নাসঈ হা/৩৩২৯; মিশকাত হা/৩১৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০৩৭, ৬/১৮২ পৃঃ।
১৭৬. যঈফ তিরমিযী হা/১১৫৩; যঈফ আবুদাঊদ হা/২০৬৪; নাসঈ হা/৩৩২৯; মিশকাত হা/৩১৭৪।
১৭৭. আবুদাঊদ হা/৫১৪৪; মিশকাত হা/৩১৭৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/ ৩০৩৮, ৬৮/১৮৩ পৃঃ।
১৭৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/৫১৪৪; মিশকাত হা/৩১৭৫।

(٦٧٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَسْلَمَت امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِيْ فَانْتَزَعَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ. وروي في " شرح السنة" : أَنَّ جَمَاعَةً مِّنَ النِّسَاءِ رَدَّهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ بَعْدَ اخْتِلَافِ الدِّيْنِ وَالدَّارِ مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيْدِ بْنِ مُغِيْرَةَ كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا مِنَ الْإِسْلَامِ فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِ ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ بِرِدَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَمَانًا لِصَفْوَانَ فَلَمَّا قَدِمَ جَعَلَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَسْيِيْرَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّى أَسْلَمَ فَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ وَأَسْلَمَتْ أُمُّ حَكِيْمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ امْرَأَةُ عِكْرَمَةَ بْنِ أَبِيْ جَهْلٍ يَّوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ وَهَرَبَ زَوْجُهَا مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيْمٍ حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ الْيَمَنَ فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا- رواه مالك عن ابن شهاب مرسلا.

(৬৭৩) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একটি স্ত্রীলোক মুসলিম হল এবং স্বামী গ্রহণ করল। অতঃপর তার প্রথম স্বামী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে রাসূল (ছাঃ)! আমিও ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আমার ইসলামের খবর আমার স্ত্রী জানে। রাসূল (ছাঃ) তাকে দ্বিতীয় স্বামী হতে ছিনিয়ে প্রথম স্বামীকে দিলেন। অপর এক বর্ণনায় আছে সে বলল, আমার স্ত্রী আমার সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং তিনি তাকে তার নিকট ফিরিয়ে দিলেন।[১৭৯]

শারহুস সুন্নাহতে বর্ণিত আছে, নারীদের মধ্যে একদল লোককে নবী করীম (ছাঃ) তাদের প্রথম বিবাহের বন্ধনে তাদের প্রথম স্বামীদের নিকট ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাদের ধর্ম ও দেশ বিভিন্ন থাকার পর যখন উভয়ে নিকট ইসলাম পাওয়া গেল। এদের মধ্যে একজন হল ওলীদ ইবনে মুগীরার কন্যা। সে সাফওয়ান ইবনে ইমাইয়ার স্ত্রী ছিল। সে মক্কা বিজয়ের তারিখে মুসলিম হল আর তার স্বামী ইসলাম হতে পালিয়ে গেল। অতঃপর তাকে নিরপত্তা দানের চিহ্নস্বরূপ রাসূল (ছাঃ)-এর চাদরসহ তার চাচাত ভাই ওহাব ইবনে ওমাইরকে তার নিকট পাঠান হল। যখন সে ফিরে আসল, রাসূল (ছাঃ) তাকে চার মাস ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ দিলেন, অবশেষে সে মুসলিম হয়ে গেল আর তার স্ত্রী তার নিকট থাকল। তাদের দ্বিতীয় জন হল হারেছ ইবনে হেশামের কন্যা উম্মে হাকীম। আবু

১৭৯. আবুদাঊদ হা/২২৩৯।

জাহলের পুত্র ইকরিমার স্ত্রী। সে মক্কা বিজয়ের তারিখ মুসলিম হয় আর তার স্বামী ইসলাম হতে পালিয়ে ইয়ামনে চলে যায়। অতঃপর উম্মে হাকীম তার নিকট ইয়ামনে গিয়ে পৌঁছে এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়। এতে সে মুসলিম হয়ে যায় এবং উভয়ে পূর্ব বিবাহে বহাল থাকে।[১৮০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৮১]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٧٤) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا قَالَ أَبُوْ عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ لَهِيْعَةَ وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيْعَةَ يُضَعَّفَانِ فِى الْحَدِيْثِ.

(৬৭৪) আমর ইবনু শু'আইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহ করেছে এবং তার সাথে সহবাস করেছে, সে ব্যক্তির জন্য ঐ নারীর কন্যা বিবাহ করা হলাল নয়। আর যদি সহবাস না করে থাকে, তবে সে তার কন্যাকে বিবাহ করতে পারে এবং যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহ করেছে, তার জন্য তার মাকে বিবাহ করা হালাল নয়। চাই সে তার সাথে সহবাস করে থাকুক বা না করে থাকুক।[১৮২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৮৩]

باب المباشرة

অনুচ্ছেদ : সহবাস ও আযল

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٧٥) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَقْتُلُوْا أَوْلاَدَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ.

১৮০. মিশকাত হা/৩১৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০৪১, ৬/১৮৪ পৃঃ।
১৮১. যঈফ আবুদাঊদ হা/২২৩৯; মিশকাত হা/৩১৭৯
১৮২. তিরমিযী হা/১১১৭; মিশকাত হা/৩১৮২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০৪৪, ৬/১৮৬ পৃঃ।
১৮৩. যঈফ তিরমিযী হা/১১১৭; মিশকাত হা/৩১৮২।

(৬৭৫) আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা গোপনে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা কর না। কারণ 'গীলা' আরোহীর উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাকে ঘোড়া হতে ফেলে দেয়।[১৮৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৮৫]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٧٦) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا.

(৬৭৬) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, স্বাধীন নারীর অনুমতি ব্যতীত তার সাথে 'আযল' করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন।[১৮৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৮৭]

باب

অনুচ্ছেদ : মুক্তির পর বিচ্ছেদের অধিকার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٧٧) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ مَمْلُوكَيْنِ لَهَا زَوْجٌ قَالَ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ.

(৬৭৭) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি তার এক দাস দম্পতিকে আযাদ করতে ইচ্ছা করলেন এবং এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাকে স্ত্রীর আগে স্বামীকে আযাদ করতে নির্দেশ দিলেন।[১৮৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৮৯]

(٦٧٨) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَرِيْرَةَ أُعْتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيْثٍ فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَالَ لَهَا إِنْ قَرِبَكِ فَلاَ خِيَارَ لَكِ.

---

১৮৪. আবুদাঊদ হা/৩৮৮১; মিশকাত হা/৩১৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০৫৮, ৬/১৯১ পৃঃ।
১৮৫. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৮৮১; মিশকাত হা/ ৩১৯৬।
১৮৬. ইবনু মাজাহ হা/১৯২৮; মিশকাত হা/৩১৯৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০৫৯, ৬/১৯১ পৃঃ।
১৮৭. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১৯২৮; মিশকাত হা/৩১৯৭।
১৮৮. আবুদাঊদ হা/২২৩৭; মিশকাত হা/৩২০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০৬২, ৬/১৯৪ পৃঃ।
১৮৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/২২৩৭; মিশকাত হা/৩২০০।

(৬৭৮) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, বারীরাকে মুক্তি দেওয়া হল, অথচ তখন সে মুগীছের অধীনে। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে এখতিয়ার দিলেন এবং বললেন, যদি সে তোমার মুক্তির পর তোমার সাথে সহবাস করে থাকে, তবে তোমার এখতিয়ার নেই।[১৯০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৯১]

باب الصداق

অনুচ্ছেদ : মহর

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٧٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْطَى فِيْ صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيْقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ.

(৬৭৯) জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে তার স্ত্রীর মহর এক অঞ্জলি ছাতু অথবা খেজুর দিয়েছে, সে তাকে হালাল করে নিয়েছে।[১৯২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৯৩]

(٦٨٠) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ فَأَجَازَهُ.

(৬৮০) আমের ইবনু রবী'আ (রাঃ) হতে বর্ণিত, বনী ফাযারা গোত্রের একটি নারী এক জোড়া স্যাণ্ডেলের বিনিময়ে বিবাহ বসল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এক জোড়া স্যাণ্ডেলের বিনিময়ে নিজেকে সোপর্দ করতে রাযী আছ? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে অনুমতি দিলেন।[১৯৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৯৫]

---

১৯০. আবুদাঊদ হা/২২৩৬; মিশকাত হা/৩২০১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০৬৩, ৬/১৯৪ পৃঃ।
১৯১. যঈফ আবুদাঊদ হা/২২৩৬; মিশকাত হা/৩২০১।
১৯২. আবুদাঊদ হা/২১১০; মিশকাত হা/২১১০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০৬৭, ৬/১৯৭ পৃঃ।
১৯৩. যঈফ আবুদাঊদ হা/২১১০; মিশকাত হা/২১১০।
১৯৪. তিরমিযী হা/১১১৩; মিশকাত হা/৩২০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০৬৮, ৬/১৯৮ পৃঃ।
১৯৫. যঈফ তিরমিযী হা/১১১৩; মিশকাত হা/৩২০৬।

باب الوليمة

অনুচ্ছেদ : বিবাহের খানা করা ও দাওয়াত কবুল করা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٨١) عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ دُعِىَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيْرًا

(৬৮১) অব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়ে নিমন্ত্রণে যায়নি, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা করেছে। আর যে ব্যক্তি নিমন্ত্রণ ছাড়া গিয়েছে সে চোররূপে গিয়েছে এবং লুণ্ঠনকারীরূপে ফিরেছে।[১৯৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৯৭]

(٦٨٢) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِىْ سَبَقَ.

(৬৮২) রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন দুই নিমন্ত্রণকারী এক সাথে আসে তখন নিকটতম প্রতিবেশীরটি গ্রহণ করবে। আর যদি একজন পূর্বে আসে তবে তারটি গ্রহণ করবে।[১৯৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৯৯]

(٦٨٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِىْ سُنَّةٌ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ.

(৬৮৩) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বিবাহে প্রথম দিনের খানা আবশ্যক, দ্বিতীয় দিনের খানা সুন্নাত, আর তৃতীয় দিনের খানা হলে নাম প্রকাশক। যে ব্যক্তি নাম প্রকাশ করতে চেয়েছে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন নাম প্রকাশক বলে প্রকাশ করবে।[২০০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২০১]

---

১৯৬. আবুদাঊদ হা/৩৭৪১; মিশকাত হা/৩২২২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০৮৪, ৬/২০৪ পৃঃ।
১৯৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৭৪১; মিশকাত হা/৩২২২।
১৯৮. আহমাদ, আবুদাঊদ হা/৩৭৫৬; মিশকাত হা/৩২২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০৮৫; ৬/২০৪ পৃঃ।
১৯৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৭৫৬; মিশকাত হা/৩২২৩।
২০০. তিরমিযী হা/১০৯৭; মিশকাত হা/৩২২৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০৮৬, ৬/২০৫ পৃঃ।
২০১. যঈফ তিরমিযী হা/১০৯৭; মিশকাত হা/৩২২৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০৮৬, ৬/২০৫ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٨٤) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ إِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِيْنَ

(৬৮৪) ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ফাসেকদের দাওয়াত কবুল করতে নিষেধ করেছেন।[২০২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২০৩]

باب القسم

অনুচ্ছেদ : স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٨٥) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُمَّ هَذَا فِعْلِى فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِىْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ.

(৬৮৫) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তার বিবিদের মধ্যে পালা বন্টন করতেন এবং ন্যায় বিচার করতেন। আর বলতেন, হে আল্লাহ! আমি আমার শক্তি অনুসারে পালা বন্টন করলাম। সুতরাং যাতে শুধু তোমার শক্তি রয়েছে আমার শক্তি নেই, তাতে তুমি আমাকে ভর্ৎসনা কর না।[২০৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২০৫]

باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

অনুচ্ছেদ : নারীদের সাথে ব্যবহার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٨٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

(৬৮৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যদি আমি কাউকে (আল্লাহ ছাড়া) অপর কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম তবে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম স্বামীকে সিজদা করার জন্য।[২০৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২০৭]

---

২০২. শু'আবুল ঈমান হা/৫৪২০; মিশকাত হা/৩২২৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০৮৯, ৬/২০৫ পৃঃ।

২০৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫২২৯; মিশকাত হা/৩২২৭।

২০৪. যঈফ তিরমিযী হা/১১৪০; যঈফ আবুদাউদ হা/২১৩৪; নাসাঈ হা/৩৯৪৩; ইবনু মাজাহ হা/১৯৭১; মিশকাত হা/৩২৩৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০৯৭; ৬/২১০ পৃঃ।

২০৫. যঈফ তিরমিযী হা/১১৪০; যঈফ আবুদাউদ হা/২১৩৪; নাসাঈ হা/৩৯৪৩; ইবনু মাজাহ হা/১৯৭১; মিশকাত হা/৩২৩৫

২০৬. তিরমিযী হা/১১৫৯; মিশকাত হা/৩২৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১১৬, ৬/২২০ পৃঃ।

২০৭. তিরমিযী হা/১১৫৯; মিশকাত হা/৩২৫৫

(٦٨٧) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ.

(৬৮৭) উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে মহিলা তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২০৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২০৯]

(٦٨٨) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ.

(৬৮৮) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মুমিনদের মধ্যে সে অধিকতর পূর্ণ মুমিন, যে উত্তম ব্যবহারকারী এবং তার পরিবারের পক্ষে নরম ও মেহেরবান।[২১০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২১১]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٨٩) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيْمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ.

(৬৮৯) ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন কোন পুরুষ, যে তার স্ত্রীকে মেরেছে, এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে না।[২১২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২১৩]

(٦٩٠) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ فِيْ نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ فَجَاءَ بَعِيْرٌ فَسَجَدَ لَهُ فَقَالَ أَصْحَابُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوْا أَخَاكُمْ وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَمَرَهَا أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَصْفَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِن جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَبْيَضَ كَانَ يَنْبَغِيْ لَهَا أَنْ تَفْعَلَهُ.

---

২০৮. তিরমিযী হা/১১৬১; মিশকাত হা/৩৫৫৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১১৭, ৬/২২০ পৃঃ।
২০৯. যঈফ তিরমিযী হা/১১৬১; মিশকাত হা/৩৫৫৬।
২১০. তিরমিযী হা/২৬১২; মিশকাত হা/৩২৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১২৩, ৬/২২২ পৃঃ।
২১১. যঈফ তিরমিযী হা/২৬১২; মিশকাত হা/৩২৬৩।
২১২. আবুদাঊদ হা/৬১৪৭; ইবনু মাজাহ হা/১৯৮৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১২৮, ৬/২২৪ পৃঃ।
২১৩. আবুদাঊদ হা/৬১৪৭; ইবনু মাজাহ হা/১৯৮৬।

(৬৯০) আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূল (ছাঃ) একদল মুহাজির ও আনছারদের মধ্যে ছিলেন। এমন সময় একটি উট এসে তাকে সিজদা করল। তার ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)? তাদেরকে পশু ও গাছ সিজদা করে। সুতরাং তাদেরকে সিজদা করা আমার অধিক উপযুক্ত। তিনি বললেন, (না, না) সিজদা দ্বারা তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভক্তি কর এবং তোমাদের ভাইকে শুধু তা'যীম করবে। আমি যদি কাউকে অপর কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তবে স্ত্রীকে তার স্বামীকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম। স্বামী তাকে হলুদ রঙের পাহাড় হতে কালো রঙের পাহাড়ে এবং কালো রঙের পাহাড় হতে সাদা পাহাড়ে পাথর স্থানান্তর করতে বলে, তবুও তার জন্য তা করা উচিত।[২১৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২১৫]

(٦٩١) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ وَلَا تَصْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيْهِ فَيَضَعَ يَدَهُ فِيْ أَيْدِيْهِمْ وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ

(৬৯১) জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তি ছালাত কবুল হয় না এবং তাদের নেকী আকাশের দিকে উঠে না, ১. পালাতক ক্রীতদাস, যতক্ষণ না সে তার মনীবের নিকট ফিরে আসে ও তার হাতে ধরা দেয়। ২. সে নারী যার উপর তার স্বামী নারায, যতক্ষণ না সে তাকে রাযী করে এবং ৩. মাতাল, যতক্ষণ না সে হুঁশে আসে।[২১৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২১৭]

(٦٩٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَلْبٌ شَاكِرٌ وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِيْهِ خَوْنًا فِيْ نَفْسِهَا وَلَا مَالِه.

(৬৯২) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, চারটি জিনিস যাকে দান করা হয়েছে- তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্ব কল্যাণ দান করা হয়েছে। ১. কৃতজ্ঞ অন্তর, ২. আল্লাহ্র যিকিরে রত যবান, ৩. বিপদে ধৈর্যশীল

২১৪. আহমাদ হা/২৪৫১৫; মিশকাত হা/৩১৭০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১৩০, ৬/২২৬ পৃঃ।

২১৫. তাহক্বীক্ব আহমাদ হা/২৪৫১৫; মিশকাত হা/৩১৭০।

২১৬. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৮৩৫৩; মিশকাত হা/৩২৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১৩১, ৬/২২৬ পৃঃ।

২১৭. যঈফ তারগীব হা/১২১৮; মিশকাত হা/৩২৭১।

শরীর এবং ৪. এমন স্ত্রী, যে তার ইজ্জত ও স্বামীর মালের ব্যাপারে কখনো খেয়ানত করে না।[২১৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২১৯]

باب الخلع والطلاق

অনুচ্ছেদ : খোলা ও তালাক

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٩٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلاَقُ.

(৬৯৩) ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত হালাল হল তালাক।[২২০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে মুহাম্মাদ ইবনু খালেদ নামে অপরিচিত রাবী আছে।[২২১]

(٦٩٤) عَنْ رُكَانَةَ بْنَ عَبْد يَزِيدَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِذَلِكَ وَقَالَ وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاللهِ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةً فَقَالَ رُكَانَةُ وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً. فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِىْ زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِى زَمَانِ عُثْمَانَ.

(৬৯৪) রুকনা ইবনু আবদ ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তার স্ত্রী সুহাইমাকে 'কাটাছিঁড়া' তালাক দিলেন এবং এই সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে অবগত করে বললেন, রাসূল (ছাঃ) ইহা দ্বারা আমি এক তালাক ছাড়া আর কিছুই মনে করি নাই। তখন রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্‌র শপথ তুমি কি এক তালাক ছাড়া কিছুই মনে করনি? রুকানা বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ আমি এক তালাক ছাড়া কিছুই মনে করিনি। এতে রাসূল (ছাঃ) সুহাইমাকে তার নিকট ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর রুকানা খলীফা ওমরের আমলে তাকে দ্বিতীয় ও খলীফা ওছমানের আমলে তৃতীয় তালাক দিলেন।[২২২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২২৩]

---

২১৮. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৪১১৫; মিশকাত হা/৩২৭৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১৩৩, ৬/২২৭ পৃঃ।
২১৯. সিলসিলা সিলসিলা যঈফাহ হা/১০৬৬; মিশকাত হা/৩২৭৩।
২২০. আবুদাঊদ হা/২১৭৮; মিশকাত হা/৩২৮০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১৪০, ৬/২৩২ পৃঃ।
২২১. যঈফ আবুদাঊদ হা/২১৭৮; মিশকাত হা/৩২৮০।
২২২. আবুদাঊদ হা/২২০৬; মিশকাত হা/৩২৭৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১৪৩, ৬/২৩৩ পৃঃ।
২২৩. যঈফ আবুদাঊদ হা/২২০৬; মিশকাত হা/৩২৭৩।

(٦٩٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ إِلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوْهِ الْمَغْلُوْبِ عَلَى عَقْلِه.

(৬৯৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তালাকমাত্রই কার্যকর হয়, বুদ্ধিহীন মতিভ্রম ব্যতীত।[২২৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২২৫]

(٦٩٦) عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

(৬৯৬) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বাঁদীর তালাক দুটি এবং তার ইদ্দত দুই ঋতু।[২২৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২২৭]

(٦٩٧) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعِتَاقِ وَلاَ خَلَقَ اللهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ–

(৬৯৭) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, মু'আয জেনে রাখ, আল্লাহ দাস মুক্ত করা অপেক্ষা তার নিকট প্রিয় কোন বস্তু যমীনের উপর সৃষ্টি করেননি। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তালাক অপেক্ষা তার নিকট ঘৃণিত বস্তুও যমীনের উপর তৈরি করেননি।[২২৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২২৯]

---

২২৪. তিরমিযী হা/১১৯১; মিশকাত হা/৩২৮৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১৪৬; ৬/২৩৪ পৃঃ।
২২৫. যঈফ তিরমিযী হা/১১৯১; মিশকাত হা/৩২৮৭।
২২৬. তিরমিযী হা/১১৮২; আবুদাউদ হা/২১৮৯; ইবনু মাজাহ হা/২০৮০, ২০৭৯; দারেমী, মিশকাত হা/৩২৮৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১৪৮ ৬/২৩৫ পৃঃ।
২২৭. যঈফ তিরমিযী হা/১১৮২; যঈফ আবুদাউদ হা/২১৮৯; ইবনু মাজাহ হা/২০৮০, ২০৭৯; মিশকাত হা/৩২৮৯।
২২৮. দারাকুৎনী হা/৪০৩০; মিশকাত হা/৩২৯৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১৫৩; ৬/২৩৬ পৃঃ।
২২৯. দারাকুৎনী হা/৪০৩০; মিশকাত হা/৩২৯৪।

باب اللعان

অনুচ্ছেদ : লে‘আন ও যেনার অপবাদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٩٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ حِيْنَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلاَعَنَيْنِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِىْ شَىْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوْسِ الْأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ.

(৬৯৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, যখন লেআনের আয়াত নাযিল হল, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনলেন, যে কোন নারী কোন গোত্রের মধ্যে এমন লোক ঢুকায় যে তাদের অন্তর্গত নয়, আল্লাহ্‌র নিকট তার কোন স্থান নেই এবং আল্লাহ কখনো তাকে তার জান্নাতে ঢুকাবেন না। এভাবে যে ব্যক্তি দেখে-শুনে তার ছেলেকে অস্বীকার করে, আল্লাহ কিয়ামতে তাকে সাক্ষাৎ দান করবেন না এবং তাকে আওয়াল-আখের সমস্ত লোকের মধ্যে অপমাণিত করবেন।[২৩০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৩১]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٦٩٩) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُنَّ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُوْدِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوْكِ وَالْمَمْلُوْكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ.

(৬৯৯) আমর ইবনু শু‘আইব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, চার রকমের নারী আর তাদের স্বামীদের মধ্যে ‘লেআন’ নেই। মুসলিমের অধীন নাসরানী নারী, মুসলিমের অধীন ইহুদী নারী, গোলামের অধীন স্বাধীন নারী, এবং স্বাধীন পুরুষের অধীন বাঁদী।[২৩২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৩৩]

---

২৩০. আবুদাঊদ হা/২২৬৩; নাসাঈ হা/৩৪৮১; দারেমী, মিশকাত হা/৩৩১৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১৭৩, ৬/২৫৩ পৃঃ।

২৩১. যঈফ আবুদাঊদ হা/২২৬৩; নাসাঈ হা/৩৪৮১; মিশকাত হা/৩৩১৬।

২৩২. ইবনু মাজাহ হা/২০৭১; মিশকাত হা/৩৩২১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১৭৮, ৬/২৫৬ পৃঃ।

২৩৩. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২০৭১; মিশকাত হা/৩৩২১।

باب العدة

অনুচ্ছেদ : ইদ্দত ও শোক পালন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٠٠) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبُوْ سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِيْ صَبِرًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَيْسَ فِيْهِ طِيْبٌ. قَالَ إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلاَ تَجْعَلِيْهِ إِلاَّ بِاللَّيْلِ وَتَنْزِعِيْنَهُ بِالنَّهَارِ وَلاَ تَمْتَشِطِيْ بِالطِّيبِ وَلاَ بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ قَالَتْ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ.

(৭০০) উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, যখন আমার প্রথম স্বামী মার গেলেন, রাসূল (ছাঃ) আমার নিকট গেলেন। তখন আমার মুখমণ্ডলে আমি 'সাবের' লাগিয়েছি। তিনি বললেন ইহা কি উম্মে সালামা? আমি বললাম ইহা 'সাবেরা' এতে কোন সুগন্ধি নেই। তিনি বললেন, ইহা চেহেরাকে উজ্জ্বল করে। সুতরাং রাত্রে ছাড়া তা দিও না এবং দিনে মুছে ফেলে দিও। ইহা ছাড়া খোশবু দ্বারা চুল পরিপাটি কর না এবং মেহেদী দ্বারাও নয়, কারণ তা হল খেযাব। আমি বললাম তবে আমি কিসের দ্বারা মাথা ধুব হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, বরই পাতা দ্বারা, তা দ্বারা তোমার মাথায় প্রলেপ দিবে।[২৩৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৩৫]

باب النفقات وحق المملوك

স্ত্রী ও সন্তানের খোরপোষ এবং দাস-দাসীর অধিকার সম্পর্কীয় বর্ণনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٠١) عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ.

(৭০১) আবুবকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দাস-দাসীর সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[২৩৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৩৭]

---

২৩৪. আবুদাঊদ হা/২৩০৫; নাসাঈ হা/৩৫৩৭; মিশকাত হা/২৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩১৯০; ৬/২৬৩ পৃঃ।

২৩৫. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৩০৫; যঈফ নাসাঈ হা/৩৫৩৭; মিশকাত হা/২৬৩।

২৩৬. তিরমিযী হা/১৯৪৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৯১; মিশকাত হা/৩৩৫৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২১৪, ৬/২৭২ পৃঃ।

২৩৭. যঈফ তিরমিযী হা/১৯৪৬; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩৬৯১; মিশকাত হা/৩৩৫৮।

(٧٠٢) عَنْ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ حُسْنُ الْمَلَكَةِ نَمَاءٌ وَسُوْءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ.

(৭০২) রাফে‘ ইবনু মাকীছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দাস-দাসীর সাথে সদাচরণ করা কল্যাণ ও বরকতের লক্ষণ, পক্ষান্তরে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা অমঙ্গল ও দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।[২৩৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৩৯]

(٧٠٣) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللهَ فَارْفَعُوْا أَيْدِيَكُمْ .

(৭০৩) আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার চাকর বাকরকে প্রহার করে এবং সে আল্লাহ্র নাম উচ্চরণ করে, তখন তোমরা তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও।[২৪০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৪১]

(٧٠٤) عَنْ عَلِىٍّ قَالَ وَهَبَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ غُلاَمَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا عَلِىُّ مَا فَعَلَ غُلاَمُكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ

(৭০৪) আলী (রাঃ) বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ) আমাকে এমন দুটি গোলাম দান করলেন যারা পরস্পর ভাই ভাই। পরে আমি তাদের একটিকে বিক্রয় করে দিলাম। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আলী! তোমার গোলামটির কী হল? আমি ঘটনাটি বললাম। তখন তিনি বললেন, তাকে ফেরত নাও, তাকে ফেরত নাও।[২৪২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৪৩]

(٧٠٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ نَشَرَ اللهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ رِفْقٌ بِالضَّعِيْفِ وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوْكِ.

---

২৩৮. আবুদাঊদ হা/৫১৬২; মিশকাত হা/৩৩৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২১৫, ৬/২৭৩ পৃঃ।

২৩৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/৫১৬২; মিশকাত হা/ ৩৩৫৯।

২৪০. তিরমিযী হা/১৯৫০; বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৩৩৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২১৬; ৬/২৭৩ পৃঃ।

২৪১. যঈফ তিরমিযী হা/১৯৫০; মিশকাত হা/৩৩৬০।

২৪২. তিরমিযী হা/১২৮৪; ইবনু মাজাহ হা/১২৮৪; মিশকাত হা/৩৩৬২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২১৮, ৬/২৭৪ পৃঃ।

২৪৩. যঈফ তিরমিযী হা/১২৮৪; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১২৮৪; মিশকাত হা/৩৩৬২।

(৭০৫) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যার মধ্যে এই তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকবে, আল্লাহ তা'আলা তার মৃত্যুকে সহজ করবেন এবং তাকে তার জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তা হল, ১. অসহায়-দুর্বলের সাথে সদ্ব্যবহার, ২.পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ এবং ৩.দাস-দাসীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার।[২৪৪]

তাহক্বীক্ব : জাল।[২৪৫]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٠٦) عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا وَبَيْنَ الأَخِ وَبَيْنَ أَخِيْهِ.

(৭০৬) আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সেই ব্যক্তির উপর লা'নত করেছেন, যে পিতা এবং তার সন্তানের মধ্যে এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়।[২৪৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৪৭]

(٧٠٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِالسَّبْيِ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيْعًا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ.

(৭০৭) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, যখন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কয়েদী উপস্থিত করা হত, তখন তিনি এক পরিবারের সকলকে এক ব্যক্তির কাছে প্রদান করতেন। কারণ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোকে তিনি পসন্দ করেন না।[২৪৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৪৯]

(٧٠٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟ الَّذِيْ يَأْكُلُ وَحْدَهُ وَيَجْلِدُ عَبْدَهُ وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ رواه رزين

(৭০৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি কি তোমদেরকে জানিয়ে দিব না, তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ ব্যক্তি কে? সে ব্যক্তি হল, যে একাকী খায় এবং তার দাস গোলামকে মারধর করে, আর দান খয়রাত হতে বিরত থাকে।[২৫০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৫১]

---

২৪৪. তিরমিযী হা/২৪৯৪; মিশকাত হা/৩৩৬৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২২০, ৬/২৭৪ পৃঃ।
২৪৫. যঈফ তিরমিযী হা/২৪৯৪; মিশকাত হা/৩৩৬৪।
২৪৬. ইবনু মাজাহ হা/২২৫০; দারাকুৎনী, মিশকাত হা/৩৩৭২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২২৬, ৬/২৭৭ পৃঃ।
২৪৭. ইবনু মাজাহ হা/২২৫০; মিশকাত হা/৩৩৭২।
২৪৮. ইবনু মাজাহ হা/২২৪৮; মিশকাত হা/৩৩৭৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২২৭, ৬/২৭৭ পৃঃ।
২৪৯. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২২৪৮; মিশকাত হা/৩৩৭৩।
২৫০. রাযীন, মিশকাত হা/৩৩৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২২৮, ৬/২৭৭ পৃঃ।
২৫১. যঈফ আত-তারগীব হা/১৬৭২; মিশকাত হা/৩৩৭৪।

(৭০৯) عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ أَكْثَرُ الأُمَمِ مَمْلُوْكِيْنَ وَيَتَامَى قَالَ نَعَمْ فَأَكْرِمُوْهُمْ كَكَرَامَةِ أَوْلاَدِكُمْ وَأَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ قَالُوْا فَمَا يَنْفَعُنَا فِى الدُّنْيَا قَالَ فَرَسٌ تَرْتَبِطُهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ مَمْلُوْكُكَ يَكْفِيْكَ فَإِذَا صَلَّى فَهُوَ أَخُوْكَ.

(৭০৯) আবুবকর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দাস-দাসীর সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি কি আমাদেরকে এই কথা বলেননি যে, অন্যান্য উম্মত অপেক্ষা তারা এই উম্মতের মধ্যে দাস-দাসী ও ইয়াতীমের সংখ্যা অধিক হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ তোমাদের সন্তানদের সাথে তোমরা যেরূপ সদাচরণ করে থাক, তাদের সাথেও অনুরূপ সদাচরণ কর। নিজেরা যা খাবে তাদেরকেও তা খাওয়াবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, দুনিয়াতে কোন জিনিস আমাদের বেশী উপকারী? তিনি বললেন, এমন ঘোড়া যা আল্লাহ্র রাস্তায় দুশমনের সাথে জিহাদের উদ্দেশ্যে তুমি বেধে রাখবে, আর এমন গোলাম যে তোমার পক্ষ হতে যাবতীয় কাজকর্ম আঞ্জাম দেয়। আর যখন সে ছালাত পড়ে, তখন সে তোমার ভাই।[২৫২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৫৩]

বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৬ষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত

২৫২. ইবনু মাজাহ হা/৩৬৯১; মিশকাত হা/৩৩৭৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২২৯, ৬/২৭৭ পৃঃ।
২৫৩. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩৬৯১; মিশকাত হা/৩৩৭৫।

كتاب العتق

অধ্যায় : দাসমুক্ত করা পর্ব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٧١٠) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِيُذْكَرَ اسْمُ اللهِ فِيْهِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ أَعْتَقَ نَفْسًا مُسْلِمَةً كَانَتْ فِدْيَتَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(৭১০) আমর ইবনু আবাসা (রাঃ) হতে বর্ণি আছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে যে, সেখানে আল্লাহ তা'আলার যিকির করা হবে, তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একখানা ঘর নির্মাণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি কোন একটি মুসলিম গোলামকে দাসত্ব হতে মুক্ত করবে, তার এ কাজ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তিপণ হিসাবে গণ্য হবে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে বৃদ্ধ হয়েছে, তার এ বার্ধক্য তার জন্য কিয়ামতের দিন উজ্জ্বল আলোরূপে পরিণত হবে।[২৫৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৫৫]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٧١١) عَنِ الْغَرِيف بْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ أَتَيْنَا وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا حَدِيْثًا لَيْسَ فِيْهِ زِيَادَةٌ وَلاَ نُقْصَانٌ فَغَضِبَ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقْرَأُ وَمُصْحَفُهُ مُعَلَّقٌ فِىْ بَيْتِه فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ قُلْنَا إِنَّمَا أَرَدْنَا حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِىْ صَاحِبٍ لَنَا أَوْجَبَ يَعْنِى النَّارَ بِالْقَتْلِ فَقَالَ أَعْتِقُوْا عَنْهُ يُعْتِقِ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ.

(৭১১) গারীফ ইবনু দায়লামী বলেন, একবার আমরা ওয়াছেলা ইবনু আসকা (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললাম, আমাদেরকে এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করুন, যার মধ্যে কম ও বেশী কিছুই যেন না হয়। এ কথা শুনে তিনি ভীষণ রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি কুরআন মাজীদ পাঠ করে অথচ কুরআন তার গৃহে ঝুলন্তাবস্থায় মওজুদ রয়েছে। এতদসত্ত্বেও কম ও বেশী হয়ে

---

২৫৪. আহমাদ হা/১৯৪৫৮; মিশকাত হা/৩৩৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২৩৯, ৭/৪ পৃঃ।
২৫৫. আহমাদ হা/১৯৪৫৮; মিশকাত হা/৩৩৮৫

যায়। তখন আমরা বললাম, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল এই যে, আপনি সরাসরি নবী করীম (ছাঃ) হতে যে হাদীছটি স্বয়ং শুনেছেন। এবার তিনি বললেন, একদা আমরা আমাদের এক সঙ্গীর ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে আসলাম, যে ব্যক্তি অন্য এক লোককে হত্যা করে নিজের জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে ফেলেছিল। তখন তিনি আমাদেরকে আদেশ দিলেন যে, তোমরা ঐ লোকটির পক্ষ হতে একটি গোলাম আযাদ করে দাও, ফলে আল্লাহ তা'আলা সেই আযাদকৃত গোলামের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তোমাদের ঐ লোকটির প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত করে দিবেন।[২৫৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৫৭]

(٧١٢) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الشَّفَاعَةُ، بِهَا يُفَكُّ الْأَسِيْرُ.

(৭১২) সামুরা ইবনু জুন্দুব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সুফারিশ করা সবচাইতে উত্তম ছাদাকা, যে সুপারিশের দরুন কোন লোক দাসত্ব হতে মুক্তি লাভ করতে পারে।[২৫৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৫৯]

باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب

অনুচ্ছেদ : অংশীদারী দাস মুক্ত করা ও নিকটাত্মীয়কে ক্রয় এবং পীড়াবস্থায় দাস মুক্ত করা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٧١٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ أَوْ بَعْدَهُ.

(৭১৩) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তির ঔরসে তার দাসীর সন্তান জন্ম নিল, সেই ব্যক্তির পরলোকগমনে অথবা পরে উক্ত দাসীটি আযাদ হয়ে যাবে।[২৬০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৬১]

২৫৬. আবুদাঊদ হা/৩৯৬৪; মিশকাত হা/৩৩৮৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২৪০।
২৫৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৯৬৪; মিশকাত হা/৩৩৮৬।
২৫৮. মিশকাত হা/৩৩৮৭; শু'আবুল ঈমান হা/৭২৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২৪১।
২৫৯. যঈফুল জামে' হা/১০১৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৪২; মিশকাত হা/৩৩৮৭।
২৬০. দারেমী হা/২৬২৯; ইবনু মাজাহ হা/২৫০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২৪৮।
২৬১. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৫০৬; ইরওয়াউল গালীল হা/১৭৭৪; মিশকাত হা/৩৩৯৪।

(٧١٤) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّى فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ.

(৭১৪) উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যদি তোমাদের কারো মোকাতাব গোলামের কাছে চুক্তিকৃত অর্থ পরিশোধ করা পরিমাণ সম্পদ থাকে, তখন তা হতে অবশ্যই পর্দা করবে।[২৬২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৬৩]

باب الإيمان والنذور

অনুচ্ছেদ : শপথ ও মানত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٧١٥) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اجْتَهَدَ فِى الْيَمِيْنِ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ أَبِى الْقَاسِمِ بِيَدِه.

(৭১৫) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন কসমকে আরও দৃঢ় করতে চাইতেন, তখন তিনি বলতেন, এরূপে নয়, সেই সত্তার কসম, যাঁর হতে রয়েছে আবুল কাসেমের প্রাণ।[২৬৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৬৫]

(٧١٦) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَتْ يَمِينُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا حَلَفَ يَقُوْلُ لاَ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ.

(৭১৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন শপথ করতেন, তখন বলতেন, ‘এটা নয় এবং আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাচ্ছি’।[২৬৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৬৭]

---

২৬২. তিরমিযী হা/১২৬১; মিশকাত হা/৩৪০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২৫৪, ৭/১২ পৃঃ।
২৬৩. যঈফ তিরমিযী হা/১২৬১; মিশকাত হা/৩৪০০।
২৬৪. আবুদাঊদ হা/৩২৬৪; মিশকাত হা/৩৪২২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২৭৬, ৭/২২ পৃঃ।
২৬৫. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩২৬৪; মিশকাত হা/৩৪২২
২৬৬. আবুদাঊদ হা/৩২৬৫; মিশকাত হা/৩৪২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২৭৭।
২৬৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩২৬৫; মিশকাত হা/৩৪২৩।

باب في النذور

অনুচ্ছেদ : মান্নত করা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٧١٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّه فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِىْ مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيْقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِه.

(৭১৭) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অনির্দিষ্ট জিনিসের মান্নত করল, তার কাফ্ফারা আদায় করতে হবে কসমের কাফ্ফারার মত। আর যে ব্যক্তি কোন গুনাহর কাজের মান্নত করল, তার কাফ্ফারাও কসমের কাফ্ফারার মত। আর যদি কেউ এমন কাজের মান্নত করল, যা পুরা করা তার সাধ্যের বাইরে, তার কাফ্ফারাও কসমের কাফ্ফারার ন্যায়। আর যে কেউ এমন জিনিসের মান্নত করল, যা পুরা করা তার সাধ্যের ভিতরে, তখন সে যেন অবশ্যই তা পুরা করে।[২৬৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৬৯]

(٧١٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِك أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِر سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.

(৭১৮) আব্দুল্লাহ ইবনু মালেক বলেন, ওকবা ইবনু আমের (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, তার ভগ্নী এ মান্নত করেছে যে, সে খালি পায়ে এবং খোলা মাথায় হজ্জ করবে। তখন তিনি বললেন, তাকে বল সে যেন মাথা ঢেকে নেয় ও সওয়ার হয়ে হজ্জ আদায় করে এবং পরে তিনটি ছিয়াম রাখে।[২৭০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৭১]

---

২৬৮. আবুদাঊদ হা/৩৩২২; মিশকাত হা/৩৪৩৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২৮৯।
২৬৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৩২২; মিশকাত হা/৩৪৩৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২৮৯।
২৭০. আবুদাঊদ হা/৩২৯৩; মিশকাত হা/৩৪৪২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২৯৫, ৭/৩১ পৃঃ।
২৭১. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩২৯৩; মিশকাত হা/৩৪৪২

(٧١٩) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيْرَاثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِىْ عَنِ الْقِسْمَةِ فَكُلُّ مَالٍ لِىْ فِىْ رِتَاجِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ كَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَمِيْنَ عَلَيْكَ وَلاَ نَذْرَ فِىْ مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَفِىْ قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ وَفِيْمَا لاَ تَمْلِكُ.

(৭১৯) সাঈদ ইবনু মূসাইয়িব (রাঃ) হতে বর্ণিত, আনছারী দুই ভাই মীরাছ পাওয়ার অধিকারী হল। পরে তাদের একজন অপরজনকে উক্ত মীরাছী সম্পদটি বন্টন করে দেওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করল। এতে অপরজন রাগান্বিত হয়ে বলল, যদি তুমি পুনরায় আমার কাছে উক্ত মাল বন্টনের প্রশ্ন তোল, তাহলে আমার সমস্ত মাল কা'বা শরীফের জন্য উৎসর্গ। এতে ওমর (রাঃ) বললেন, কা'বা শরীফ তোমার মালের জন্য মুখাপেক্ষী নয়। সুতরাং তুমি তোমার কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দাও এবং তোমার ভাইয়ের সাথে কথাবার্তা বল। কারণ আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমার কসম এবং মানত পুরা করতে নেই আল্লাহ্র নাফারমানীর কাজে, আত্মীয়তা বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে এবং এমন জিনিসের বেলায় যার তুমি মালিক নও।[২৭২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৭৩]

كتاب القصاص

অধ্যায় : দণ্ডবিধি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٢٠) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُقِيْدُ الأَبَ مِنِ ابْنِهِ وَلاَ يُقِيْدُ الابْنَ مِنْ أَبِيْهِ.

(৭২০) আমর ইবনু শু'আইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, সুরাকা ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির হয়েছি তিনি পুত্র হতে পিতার কেছাছ নিতেন ; কিন্তু পিতা হতে পুত্রের কেছাছ নিতেন না।[২৭৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৭৫]

---

২৭২. আবুদাঊদ হা/৩২৭২; মিশকাত হা/৩৪৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২৯৬।
২৭৩. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩২৭২; মিশকাত হা/৩৪৪৩।
২৭৪. তিরমিযী হা/১৩৯৯; মিশকাত হা/৩৪৭২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩২১, ৭/৪৫ পৃঃ।
২৭৫. যঈফ তিরমিযী হা/১৩৯৯; মিশকাত হা/৩৪৭২।

(٧٢١) عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ.

(৭২১) হাসান বছরী (রহঃ) সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার গোলামকে হত্যা করবে, তার বদলে আমরা তাকে হত্যা করব। আর যে কেউ তার গোলামের কোন অঙ্গ কাটবে, তার বদলে আমরাও তার অঙ্গ কেটে দিব।[২৭৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৭৭]

(٧٢٢) عَنْ أَبِىْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ أُصِيْبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ وَالْخَبْلُ الْجُرْحُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ فَإِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ النَّارُ خَالِداً فِيْهَا مُخَلَّداً.

(৭২২) আবু শোরায়হ আল-খুযাঈ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যদি কারো কোন তারজন না-হকভাবে নিহত হয় কিংবা তার কোন অঙ্গহানি হয়, তখন তার অভিভাবক তিনটির যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। তবে যদি সে চতুর্থ কিছুর ইচ্ছা করে, তখন তার হাত ধরে ফেল। আর সেই তিনটি জিনিস হল, কেছাছ অথবা তাকে ক্ষমা করে দিবে অথবা দিয়াত গ্রহণ করবে। আর এ তিনটির কোন একটি গ্রহণ করার পর যদি সে সীমালঙ্ঘন করে তাহলে তার জন্য জাহান্নাম। যেখানে সে হামেশা অবস্থান করবে।[২৭৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৭৯]

(٧٢٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا أُعْفِى مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ.

(৭২৩) জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রক্তমূল্য গ্রহণ করার পর হত্যা করল, তার নিকট হতে কেছাছ না নিয়ে ছাড়বো না।[২৮০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৮১]

---

২৭৬. তিরমিযী হা/১৪১৪; আবুদাঊদ হা/৪৫১৫; মিশকাত হা/৩৪৭৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩২২।
২৭৭. যঈফ তিরমিযী হা/১৪১৪; যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৫১৫; মিশকাত হা/৩৪৭৩
২৭৮. দারেমী হা/২৪০৬; ইবনু মাজাহ হা/২৬১৩; ইরওয়াউল গালীল হা/২৭৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩২৫, ৭/৪৭ পৃঃ।
২৭৯. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৬১৩; ইরওয়াউল গালীল হা/২৭৮।
২৮০. আবুদাঊদ হা/৪৫০৭; মিশকাত হা/৩৪৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩২৭, ৭/৪৮ পৃঃ।
২৮১. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৫০৭; মিশকাত হা/৩৪৭৯।

(٧٢٤) عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِيْ جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيْئَةً.

(৭২৪) আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যার দেহে কোন জখম করা হয়, আর সে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরিবর্তে আহতকারীকে ক্ষমা করে দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার গোনাহ সমূহ মাফ করে দেন।[২৮২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৮৩]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٢٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ.

(৭২৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সামান্য কথার দ্বারাও কোন মুমিনকে হত্যার ব্যাপারে সহায়তা করল, সে আল্লাহ তা'আলার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার কপালের মধ্যে লিখা থাকবে, 'আল্লাহ্র রহমত হতে নিরাশ'[২৮৪]

তাহক্বীক্ব : নিতান্তই যঈফ।[২৮৫]

(٧٢٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِيْ قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِيْ أَمْسَكَ.

(৭২৬) ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কেউ কাউকেও যদি ধরে রাখে এবং আরেক (তৃতীয়) ব্যক্তি সেই ধৃত লোকটিকে হত্যা করে, তবে শাস্তিস্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে এবং যেই লোকটি ধরে রেখেছিল তাকে কয়েদের শাস্তি দেওয়া হবে।[২৮৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৮৭]

---

২৮২. তিরমিযী হা/১৩৯৩; মিশকাত হা/৩৪৮০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩২৮।
২৮৩. যঈফ তিরমিযী হা/১৩৯৩; মিশকাত হা/৩৪৮০
২৮৪. ইবনু মাজাহ হা/২৬২০; মিশকাত হা/৩৪৮৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৩১।
২৮৫. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৬২০; মিশকাত হা/৩৪৮৪
২৮৬. দারাকুৎনী হা/১৪০; মিশকাত হা/৩৪৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৩২, ৭/৫০ পৃঃ।
২৮৭. তানক্বীহ কিতাবুত তাহক্বীক্ব হা/২৩৩; মিশকাত হা/৩৪৮৫

باب الديات

অনুচ্ছেদ : দিয়াত সংক্রান্ত বর্ণনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٢٧) عَنْ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيْهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهَا مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ ﷺ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ قَيْلِ ذِى رُعَيْنٍ وَمُعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ وَكَانَ فِى كِتَابِهِ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِى النَّفْسِ الدِّيَةُ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ وَفِى الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِى اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِى الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِى الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِى الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِى الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِى الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِى الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ وَفِى كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِى السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِى الْمُوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وفي رواية مالك وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُوْنَ وَفِي الْيَدِ خَمْسُوْنَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُوْنَ وَفِي الْمُوْضِحَةِ خَمْسٌ.

(৭২৭) আবুবকর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনু হাযম তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (ছাঃ) ইয়ামানবাসীদের নিকট লিখে পাঠালেন। তাঁর উক্ত নির্দেশনামায় লিখা ছিল, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তবে তা তার হাতের অর্জিত কেছাছ। তবে যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ 'খুনের বদলা খুন' নেওয়া পরিহার করে অন্য কিছু গ্রহণে রাযী হয়ে যায়, তা করতে পারে। আর উক্ত নির্দেশ নামায় এটাও ছিল, নারীর বদলে পুরুষকে কতল করা যাবে। তাতে আরও ছিল, প্রাণের দিয়াত হল একশত উট। আর যদি কেউ অর্থ মুদ্রা দ্বারা রক্তমূল্য পরিশোধ করতে চায়, তবে তা হবে এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা। আর যদি কারো নাক মূল হতে কেটে ফেলা হয, তার দিয়াত হবে একশত উট। সমস্ত দাঁতের বিনিময়ে পূর্ণ দিয়াত ওয়াজিব হবে, তেমনি উভয় ঠোঁটের বিনিময়ে পূর্ণ দিয়াত, উভয় অন্ডকোষের বিনিময়ে পূর্ণ দিয়াত, পুরুষাঙ্গ কাটলেও পূর্ণ দিয়াত, মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেললে পূর্ণ দিয়াত, উভয়

চক্ষু ফুঁড়িয়ে দিলে বা উপড়িয়ে ফেললে পূর্ণ দিয়াত (অর্থাৎ, পঞ্চাশ উট), মাথার খুলি বিঁধে যায় এমন জখম করলে এক তৃতীয়াংশ দিয়াত, পেটের ভিতরে জখমের আঘাত পৌঁছলেও এক তৃতীয়াংশ দিয়াত ওয়াজিব হবে। আর এমন আঘাত যদি দেওয়া হয়, যার দরুন হাড্ডি তার স্থান হতে সরে যায়, তখন পনেরটি উট। আর হাতের বা পায়ের প্রত্যেকটি আঙ্গুলের দিয়াত হল দশটি উট এবং এক একটি দাঁতের দিয়াত হল পাঁচটি উট।[২৮৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৮৯]

(৭২৮) عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرِيْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرِيْنَ بَنِى مَخَاضٍ ذُكُوْرًا وَعِشْرِيْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَعِشْرِيْنَ جَذَعَةً وَعِشْرِيْنَ حِقَّةً.

(৭২৮) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ভুলবশতঃ হত্যার দিয়াত রাসূল (ছাঃ) (একশত উট) নির্ধারণ করেছেন। তার মধ্যে বিশটি বিনতে মাখায (মাদী) এবং বিশটি ইবনু মাখায নর, বিশটি বিনতে লাবুন, বিশটি জায'আ এবং বিশটি ছিল হিক্কা।[২৯০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৯১]

(৭২৯) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا.

(৭২৯) ইবনু আব্বাস (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দিয়াতের পরিমাণ বা রহাযার (দিরহাম) নির্ধারণ করেছেন।[২৯২]

তাহক্বীক্ব : যইফ।[২৯৩]

(৭৩০) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِى الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو لَمْ يَذْكُرَا أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ.

---

২৮৮. নাসাঈ হা/৪৮৫৩; মিশকাত হা/৩৪৯২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৩৮, ৭/৫৪ পৃঃ।

২৮৯. যঈফ নাসাঈ হা/৪৮৫৩; মিশকাত হা/৩৪৯২।

২৯০. তিরমিযী হা/১৩৮৬; আবুদাঊদ হা/৪৫৪৫; নাসাঈ হা/৪৮০২; মিশকাত হা/৩৪৯৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৪৩, ৭/৫৭ পৃঃ।

২৯১. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৫৪৫; যঈফ তিরমিযী হা/১৩৮৬; যঈফ নাসাঈ হা/৪৮০২; মিশকাত হা/৩৪৯৭।

২৯২. আবুদাঊদ হা/৪৫৪৬; তিরমিযী হা/১৩৮৮; নাসাঈ হা/৪৮০৪; ইবনু মাজাহ হা/২৬২৯; মিশকাত হা/৩৪৯৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৪৫, ৭/৫৯ পৃঃ।

২৯৩. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৫৪৬; যঈফ তিরমিযী হা/১৩৮৮; নাসাঈ হা/৪৮০৪; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৬২৯; মিশকাত হা/৩৪৯৯।

(৭৩০) মুহাম্মাদ ইবনু আমর হতে বর্ণিত, তিনি আবু সালামা হতে, তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, গর্ভস্থিত ভ্রূণ নষ্ট করার বিনিময় রাসূল (ছাঃ) একটি "গোররা" ধার্য করছেন। তা হল, একটি ক্রীতদাস বা দাসী অথবা একটি ঘোড়া বা একটি খচ্চর।[২৯৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৯৫]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٣١) عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه أَنَّهُ قَالَ فِيْ شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُوْنَ حِقَّةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُوْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُوْنَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ فِى الْخَطَإِ أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ مَخَاضٍ.

(৭৩১) আলী (রাঃ) বলেন, 'শবহে আমদ'-এর দিয়াত তিন প্রকারের উট দ্বারা পরিশোধ করতে হবে। তেত্রিশটি 'হিক্কা' (অর্থাৎ, যেই উটের বয়স চতুর্থ বছরে পড়েছে), তেত্রিশটি 'জাযআ' (অর্থাৎ, যেই উটের বয়স পঞ্চম বছরে পড়েছে), চৌত্রিশটি 'সানিয়্যা' হতে "বাযিল" বয়স পর্যন্ত (অর্থাৎ, ষষ্ঠ বছরে হতে নবম বছর হতে নবম বছর পর্যন্ত বয়সের উট), তবে এ সমস্ত উট গর্ভবতী হতে হবে। অন্য বর্ণনায় আছে, 'ভুলবশতঃ হত্যার' দিয়াত চার প্রকারের উট দ্বারা পরিশোধ করতে হবে। পঁচিশটি পূর্ণ তিন তিন বছরের, পঁচিশটি পূর্ণ চার চার বছরের, পঁচিশটি দুই দুই বছরের এবং পঁচিশটি এক এক বছরের উটনী হতে হবে।[২৯৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৯৭]

(٧٣٢) عَنْ مُجَاهِد قَالَ قَضَى عُمَرُ فِى شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثِيْنَ حِقَّةً وَثَلَاثِيْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِيْنَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا.

(৭৩২) মুজাহিদ (রহঃ) ওমর (রাঃ) 'শিবহে আমদ' হত্যার দিয়াতের মধ্যে ত্রিশটি তিন তিন বছরের আর ত্রিশটি চার চার বছরের; আর চল্লিশটি গর্ভবতী, যাদের বয়স পাঁচ বছরের উর্ধ্বে হতে নবম বছরের মধ্যে রয়েছে, এমন সব উট আদায় করতে রায় প্রদান করেছেন।[২৯৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[২৯৯]

---

২৯৪. আবুদাউদ হা/৪৫৭৯; মিশকাত হা/৩৫০৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৪৯।
২৯৫. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৫৭৯; মিশকাত হা/৩৫০৩।
২৯৬. আবুদাউদ হা/৪৫৫১; মিশকাত হা/৩৫০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৫২, ৭/৬১ পৃঃ।
২৯৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৫৫১; মিশকাত হা/৩৫০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৫২, ৭/৬১ পৃঃ।
২৯৮. আবুদাউদ হা/৪৫০০; মিশকাত হা/৩৫০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৫৩।
২৯৯. যঈফ আবুদাউদ হা/৪৫০০; মিশকাত হা/৩৫০৭

باب ما يضمن من الجنايات

অনুচ্ছেদ : যে সমস্ত অপরাধে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٣٣) عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَشَفَ سِتْرًا فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ فِى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِه فَقَدْ أَتَى حَدًّا لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ لَوْ أَنَّهُ حِينَ أَدْخَلَ بَصَرَهُ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَفَقَأَ عَيْنَيْه مَا غَيَّرْتُ عَلَيْه وَإِنْ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى بَابٍ لاَ سِتْرَ لَهُ غَيرِ مُغْلَقٍ فَنَظَرَ فَلاَ خَطِيْئَةَ عَلَيْه إِنَّمَا الْخَطِيْئَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ.

(৭৩৩) আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, অনুমতি নেওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি ঘরের পর্দা সরিয়ে ভিতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল এবং ঘরওয়ালার স্ত্রীকে দেখে ফেলল, সে ব্যক্তি নিজের উপর শরী'আতের শাস্তি ওয়াজিব করে ফেলল। কারণ এভাবে আসা এবং অন্দরের দিকে তাকান তার জন্য জায়েয নয়; আর সে যখন ঘরের ভিতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে, যদি তখন ঘরের কোন পুরুষ ঐ লোকটির সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং কোন জিনিসের দ্বারা লোকটির চক্ষু ফুঁড়ে দেয়, তাহলে আমি আহতকারীকে কোন প্রকার ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করব না। কারণ সে উচিত কাজই করেছে। আর যদি কেউ এমন ঘরের সম্মুখ দিয়ে যায়, যে ঘরের দরজার উপর কোন পর্দা বা আড়াল নেই এবং দরজাও খোলামেলা উন্মুক্ত, তখন সেই দিকে তাকালে কোন অপরাধ হবে না। কারণ এমতাবস্থায় অপরাধ গৃহবাসীদের।[৩০০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩০১]

(٧٣٤) عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ.

(৭৩৪) হাসান বছরী (রহঃ) সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (ছাঃ) ফিতা ইত্যাদি দুই আঙ্গুল দ্বারা চিরতে নিষেধ করেছেন।[৩০২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩০৩]

---

৩০০. তিরমিযী হা/২৭০৭; মিশকাত হা/৩৫২৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৭১, ৭/৬৯ পৃঃ।
৩০১. যঈফ তিরমিযী হা/২৭০৭; মিশকাত হা/৩৫২৬
৩০২. আবুদাউদ হা/২৫৮৯; মিশকাত হা/৩৫২৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৭৩।
৩০৩. আবুদাউদ হা/২৫৮৯; মিশকাত হা/৩৫২৮

(٧٣٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ السَّيْفَ عَلَى أُمَّتِى أَوْ قَالَ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

(৭৩৫) ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে। তন্মেধ্যে একটি দরজা সেই সমস্ত লোকদের জন্য, যারা আমার উম্মতের উপর অথবা বলেছেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মতের উপর তলোয়ার উত্তোলন করেছে।[৩০৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩০৫]

باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

অনুচ্ছেদ : ধর্মত্যাগী এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদেরকে হত্যা করা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٣٦) عَنْ أَبِىْ الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِجِزْيَتِهَا فَقَدِ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ وَمَنْ نَزَعَ صَغَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنُقِهِ فَجَعَلَهُ فِى عُنُقِهِ فَقَدْ وَلَّى الإِسْلاَمَ ظَهْرَهُ.

(৭৩৬) আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যেই ব্যক্তি কোন খেরাজী যমীন খরিদ করল সে যেন তার হিজরতকে বাতিল করে দিতে চাইল, আর যে ব্যক্তি কোন কাফেরের অপমান ও যিল্লত তার ঘাড় হতে নিজের ঘাড়ে টেনে আনল, সে ইসলাম হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল।[৩০৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩০৭]

(٧٣٧) عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ.

(৭৩৭) জারীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যখন কোন বান্দা শিরকের দিকে পালিয়ে যায়, তখন তার খুন হালাল।[৩০৮]

তাক্বীক্ব : যঈফ।[৩০৯]

---

৩০৪. তিরমিযী হা/৩১২৩; মিশকাত হা/৩৫৩০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৭৫, ৭/৭০ পৃঃ।
৩০৫. তিরমিযী হা/৩১২৩; মিশকাত হা/৩৫৩০
৩০৬. আবুদাঊদ হা/৩০৮২; মিশকাত হা/৩৫৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৯০।
৩০৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩০৮২; মিশকাত হা/৩৫৪৬।
৩০৮. আবুদাঊদ হা/৪৩৬০, মিশকাত হা/৩৫৪৯, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৯৩।

(٧٣٨) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيْهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَمَهَا.

(৭৩৮) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, জনৈক ইহুদী মহিলা রাসূল (ছাঃ)-কে গালিগালাজ করত এবং ত্রুটি অনুসন্ধান করে তিরস্কার করত। এক ব্যক্তি এটা শুনে তার গলা চেপে ধরলে মহিলা মৃত্যুবরণ করে। রাসূল (ছাঃ) তার রক্তমূল্য দিয়ে মাফ করে নেন।[৩১০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩১১]

(٧٣٩) عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ

(৭৩৯) জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জাদুকরের শারঈ শাস্তি হল তাকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা।[৩১২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩১৩]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٤٠) عَنْ شَرِيكِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ كُنْتُ أَتَمَنَّى أَنْ أَلْقَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَسْأَلُهُ عَنِ الْخَوَارِجِ فَلَقِيتُ أَبَا بَرْزَةَ فِي يَوْمِ عِيْدٍ فِيْ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ فَقَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِأُذُنِي وَرَأَيْتُهُ بِعَيْنِي أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَالٍ فَقَسَمَهُ فَأَعْطَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ وَلَمْ يُعْطِ مَنْ وَرَاءَهُ شَيْئًا فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا عَدَلْتَ فِي الْقِسْمَةِ. رَجُلٌ أَسْوَدُ مَطْمُومُ الشَّعْرِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَضَبًا شَدِيْدًا وَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ تَجِدُونَ بَعْدِي رَجُلاً هُوَ أَعْدَلُ مِنِّي ثُمَّ قَالَ يَخْرُجُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَأَنَّ هَذَا مِنْهُمْ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ لاَ يَزَالُوْنَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ.

---

৩০৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৩৬০; মিশকাত হা/৩৫৪৯।
৩১০. আবুদাঊদ হা/৪৩৬২; মিশকাত হা/৩৫৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৯৪, ৮১ পৃঃ
৩১১. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৩৬২; মিশকাত হা/৩৫৫০।
৩১২. তিরমিযী হা/১৪৬০; মিশকাত হা/৩৫৫১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৯৫।
৩১৩. যঈফ তিরমিযী হা/১৪৬০; মিশকাত হা/৩৫৫১।

(৭৪০) শারীক ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেন, আমার প্রবল আকাংখা ছিল, যদি আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর জনৈক ছাহাবীর সাক্ষাৎ পাই, তবে তাঁকে খারেজীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। সৌভাগ্যবশতঃ এক ঈদের দিন আবু বারযাতল আসলামী (রাঃ)-এর সঙ্গে তাঁর কয়েকজন বন্ধুসমেত আমার সাক্ষাৎ হল। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কখনও রাসূল (ছাঃ)-কে খারেজীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি আমার দুই কানে রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি এবং আমার দুই চক্ষে তাঁকে দেখেছি। একদা রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে কিছু মাল-সম্পদ এসেছিল। তিনি তা বিতরণ করে দিলেন। যে তাঁর ডানে আছে, তাকেও দিলেন এবং যে তার বামে আছে তাকেও দিলেন। কিন্তু যে তাঁর পিছনে ছিল তাকে কিছুই দিলেন না। তখন এক ব্যক্তি পিছন হতে দাঁড়িয়ে বলল, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! মাল বিতরণে আপনি ন্যায় ও ইনসাফ করছেন না! লোকটি ছিল কালো বর্ণের নেড়ে মাথা। গায়ের উপর ছিল সাদা দুইখানা কাপড়। তার কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) ভীষণ রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র কসম! তোমরা আমার পরে আর কোন ব্যক্তিকেই আমার চাইতে অধিক ন্যায়বান ও ইনসাফকারী পাবে না। অতঃপর বললেন, শেষ যাযানায় এমন এক দল লোকের আবির্ভাব ঘটবে– এ লোকটিও তাদের একজন। তারা কুরআন পড়বে বটে, তবে কুরআন তাদের গলদেশের নীচে অন্তরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। তারা ইসলাম হতে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেন নিক্ষিপ্ত তীর শিকারকে ছেদ করে বের হয়ে যায়। তাদের পরিচয় হল- তারা হবে নেড়ে মাথা। সর্বদা এ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে। অবশেষে তাদের সর্বশেষ দলটির আবির্ভাব ঘটবে মসীহে দাজ্জালের সাথে। সুতরাং তোমরা যেখানেই তাদেরকে পাও কতল করে দাও। কারণ তারা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি ও সবচাইতে মন্দ লোক।[৩১৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩১৫]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٤١) عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَـــرَّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَقَالَ لِهَزَّالٍ لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ.

---

৩১৪. নাসাঈ হা/৪১০৩; মিশকাত হা/৩৫৫৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৯৭।
৩১৫. যঈফ নাসাঈ হা/৪১০৩; মিশকাত হা/৩৫৫৩

(৭৪১) ইয়াযীদ ইবনু নু‘আইম তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, মায়েয নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে চারবার স্বীকার করলেন (যে, তিনি যিনা করেছেন), অতঃপর হুযুর (ছাঃ) তাঁকে রজম করবার নির্দেশ করেছেন। আর তিনি ‘হাযযাল’কে বললেন, যদি তুমি তোমার কাপড় দ্বারা মায়েযের এ অপরাধ বা দোষকে গোপন করে ফেলতে, তবে তা হত তোমার জন্য সবচেয়ে উত্তম কাজ। বর্ণনাকারী ইবনু মুনকাদির বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে এসে উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করার জন্য এ হাযযালই মায়েযকে আদেশ করেছিলেন।[৩১৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩১৭]

(٧٤٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ادْرَءُوا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِى الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِى الْعُقُوْبَةِ.

(৭৪২) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যথাসাধ্য মুসলিমদের উপর হতে হদ্ মওকুফ রাখ, যদি সামান্য পরিমাণও তার জন্য অব্যাহতির উপায় বের হয়, তবে তাকে ছেড়ে দাও। কারণ শাসকের পক্ষে ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যাপারে ভুল করা, শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে ভুল করা হতে অধিক উত্তম।[৩১৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩১৯]

(٧٤٣) عَنْ وَائِلِ بن حجر قَالَ اسْتُكْرِهَت امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِىْ أَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا.

(৭৪৩) ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে এক মাহিলার সঙ্গে জোরপূর্বক যিনা করা হয়েছিল। ফলে নবী করীম (ছাঃ) উক্ত মহিলাটি হতে হদ্ মওকুফ করেছিলেন এবং যে পুরুষটি এ কাজ করেছিল, তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করেছিলেন। তবে তিনি মহিলাটির জন্য মহর সাব্যস্ত করেছিলেন কি-না বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করেননি।[৩২০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩২১]

---

৩১৬. আবুদাঊদ হা/৪৩৭৭; মিশকাত হা/৩৫৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪১১।
৩১৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৩৭৭; মিশকাত হা/৩৫৬৭।
৩১৮. তিরমিযী হা/১৪২৪; মিশকাত হা/৩৫৭০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪১৪, ৭/৯৬ পৃঃ।
৩১৯. যঈফ তিরমিযী হা/১৪২৪; মিশকাত হা/৩৫৭০।
৩২০. তিরমিযী হা/২৫৯৮; মিশকাত হা/৩৫৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪১৫।
৩২১. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৯৮; মিশকাত হা/৩৫৭১।

(٧٤٤) عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

(৭৪৪) জাবের (রাঃ) বর্ণিত, এক ব্যক্তি কোন এক নারীর সঙ্গে যিনা করেছিল। নবী করীম (ছাঃ) তাকে দোররা মারার আদেশ দিলেন। তাই হদ্‌স্বরূপ তাকে দোর্‌রা লাগান হল। অতঃপর তাঁকে জানানো হল যে, লোকটি বিবাহিত'। তখন তিনি রজমের আদেশ করলেন, তাকে রজম করা হল।[৩২২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩২৩]

(٧٤٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَجَلَدَهُ مِائَةً وَكَانَ بِكْرًا ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ كَذَبَ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِيْنَ.

(৭৪৫) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, বক্‌র ইবনু লাইস গোত্রের এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে চারবার এ স্বীকারোক্তি করল যে, সে একটি মহিলার সঙ্গে যিনা করেছে। লোকটি ছিল অবিবাহিত। তাই রাসূল (ছাঃ) তাকে একশত চাবুক মারেন। অতঃপর তিনি মহিলাটির বিরুদ্ধে তার কাছে প্রমাণ চাইলেন। মহিলাটি দাবী করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্‌র কসম, লোকটি মিথ্যা বলেছে। সুতরাং এবার তিনি লোকটিকে হদ্দে কযফ (মিথ্যা অভিযোগের শাস্তি) প্রদান করলেন।[৩২৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩২৫]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٤٦) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرِّبَا إِلاَّ أُخِذُوْا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرُّشَا إِلاَّ أُخِذُوا بِالرُّعْبِ.

(৭৪৬) আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে জাতির মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে, সে জাতি দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনে পতিত হবে। আর যে জাতির মধ্যে ঘুষের (উৎকোচ) প্রচলন হবে সে জাতিকে ভীরুতা ও কাপুরুষতায় গ্রাস করবে।[৩২৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩২৭]

---

৩২২. আবুদাউদ হা/৪৪৩৮; মিশকাত হা/৩৫৭৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪১৭।
৩২৩. যঈফ আবুদাউদ হা/৪৪৩৮; মিশকাত হা/৩৫৭৩।
৩২৪. আবুদাউদ হা/৪৪৬৭; মিশকাত হা/৩৫৭৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪২২, ৭/১০০ পৃঃ।
৩২৫. যঈফ আবুদাউদ হা/৪৪৬৭; মিশকাত হা/৩৫৭৮।
৩২৬. আহমাদ হা/১৭৮৫৬; মিশকাত হা/৩৫৮২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪২৬।
৩২৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৩৬; মিশকাত হা/৩৫৮২।

(٧٤٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَلْعُوْنٌ مَّنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ رواه رزين وفي رواية له عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَحْرَقَهُمَا وَأَبَا بَكْرٍ هَدَمَ عَلَيْهِمَا حَائِطًا.

(৭৪৭) ইবনু আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি লূত (আঃ)-এর কওমের ন্যায় কুকর্মে লিপ্ত হল, তার উপর আল্লাহ্র লা'নত।[৩২৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩২৯]

باب قطع السرقة

অনুচ্ছেদ : চোরের হাত কাটা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٤٨) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ أُتِىَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِىْ عُنُقِه.

(৭৪৮) ফাযালা ইবনু ওবাইদ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এক চোরকে আনা হল। তার হাত কাটা হল, পরে তিনি হুকুম করলেন, এবার তার কর্তিত হাত তার গলার মধ্যে ঝুলিয়ে দাও।[৩৩০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৩১]

(٧٤٩) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوْكُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ.

(৭৪৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যদি গোলাম চুরি করে তাকে বিক্রয় করে ফেল, যদিও এক 'নাশ্বের' বিনিময়ে হয়।[৩৩২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৩৩]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

---

৩২৮. রাযীন, মিশকাত হা/৩৫৮৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪২৭।

৩২৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৩৬৭; মিশকাত হা/৩৫৮৩।

৩৩০. তিরমিযী হা/১৪৪৭; আবুদাঊদ হা/৪৪১১; মিশকাত হা/৩৬০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪৪৩, ৭/১১০ পৃঃ।

৩৩১. যঈফ তিরমিযী হা/১৪৪৭; যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৪১১; মিশকাত হা/৩৬০৫।

৩৩২. আবুদাঊদ হা/৪৪১২; ইবনু মাজাহ হা/২৫৮৯; নাসাঈ হা/৪৯৮০; মিশকাত হা/৩৬০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪৪৪।

৩৩৩. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৪১২; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৫৮৯; যঈফ নাসাঈ হা/৪৯৮০; মিশকাত হা/৩৬০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪৪৪।

(٧٥٠) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِسَارِقٍ فَقَطَعَهُ قَالُوْا مَا كُنَّا نُرِيْدُ أَنْ يَبْلُغَ مِنْهُ هَذَا قَالَ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُهَا.

(৭৫০) আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এক চোরকে আনা হল। তিনি তার হাত কেটে দিলেন। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের ধারণা এটা ছিল না যে, আপনি তার হাত কেটে দিবেন; বরং আমরা মনে করেছিলাম আপনি তাকে কিছুটা শাসিয়ে দিবেন। এর জওয়াবে তিনি বললেন, যদি আমার কন্যা ফাতেমাও হত, অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।[৩৩৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৩৫]

باب الشفاعة في الحدود

অনুচ্ছেদ : দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٥١) عَنْ أَبِىْ أُمَيَّةَ الْمَخْزُوْمِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أُتِىَ بِلِصٍّ قَد اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى. فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ وَجِىْءَ بِهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ فَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فَقَالَ اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ثَلاَثًا.

(৭৫১) আবু উমাইয়া মাখযূমী (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এক চোরকে নিয়ে আসা হল। অবশ্য সে পরিষ্কার ভাষায় স্বীকার করল যে, সে চুরি করেছে। কিন্তু তার সঙ্গে চুরির কোন মাল পাওয়া যায়নি। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার ধারণা যে, তুমি চুরি করনি। কিন্তু সে বলল, হ্যাঁ, আমি চুরি করেছি। রাসূল (ছাঃ) উক্ত কথাটি দুই কি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন, কিন্তু সে প্রত্যেকবারই চুরি করেছে বলে স্বীকার করল। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিলেন এবং তার হাত কাটা হল। এরপর তাকে আবারও রাসূলের খেদমতে উপস্থিত করা হল, তখন রাসূল (ছাঃ) তার জন্য তিনবার এ দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! তার তওবা কবুল করুন।[৩৩৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৩৭]

---

৩৩৪. নাসাঈ হা/৪৮৯৬; মিশকাত হা/৩৬০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪৪৫, ৭/১১২ পৃঃ।
৩৩৫. যঈফ নাসাঈ হা/৪৮৯৬; মিশকাত হা/৩৬০৭।
৩৩৬. আবুদাঊদ হা/৪৩৮০; নাসাঈ হা/৪৮৭৭; ইবনু মাজাহ হা/২৫৯৭; মিশকাত হা/৩৬১২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪৫০, ৭/১১৫ পৃঃ।
৩৩৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৩৮০; যঈফ নাসাঈ হা/৪৮৭৭; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৫৯৭; মিশকাত হা/৩৬১২।

باب حد الخمر

মদ্যপানের দণ্ডবিধি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٥٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَقِتْ فِى الْخَمْرِ حَدًّا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِىَ يَمِيلُ فِى الْفَجِّ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا حَاذَى بِدَارِ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَضَحِكَ وَقَالَ أَفَعَلَهَا. وَلَمْ يَأْمُرْ فِيْهِ بِشَىْءٍ.

(৭৫২) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি মদ্যপান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। লোকেরা তাকে এমন অবস্থায় পেল যে, সে রাস্তার মধ্যে মাতলামি করছে। অতঃপর লোকেরা তাকে রাসূল (ছাঃ) সমীপে ধরে নিয়ে আসতে লাগল। যখন সে আব্বাস (রাঃ)-এর ঘরের কাছাকাছি আসল, তখন সে লোকদের হাত হতে ছুটে গিয়ে আব্বাসের গৃহে প্রবেশ করল এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরল। পরে লোকেরা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে এ খবর জানালে তিনি হেসে দিলেন এবং বললেন, সে কি এরূপ করেছে? তিনি তার ব্যাপারে কোন কিছুর নির্দেশ করেননি।[৩৩৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৩৯]

باب مالا يدعى على المحدود

অনুচ্ছেদ : সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য বদ দু‘আ না করা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٥٣) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ جَاءَ الأَسْلَمِىُّ إِلَى نَبِىِّ اللهِ ﷺ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ فَأَقْبَلَ فِى الْخَامِسَةِ فَقَالَ أَنِكْتَهَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِى ذَلِكَ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِى الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِى الْبِئْرِ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَهَلْ تَدْرِى مَا الزِّنَا قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ حَلاَلاً قَالَ فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ

৩৩৮. আবুদাঊদ হা/৩৬২২; মিশকাত হা/৩৬২২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪৫৬।
৩৩৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৬২২; মিশকাত হা/৩৬২২।

قَالَ أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِى. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَسَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُوْلُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْظُرْ إِلَى هَذَا الَّذِىْ سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ فَسَكَتَ عَنْهُمَا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتَّى مَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ فَقَالَ أَيْنَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَقَالَا نَحْنُ ذَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ انْزِلَا فَكُلَا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ فَقَالَا يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا قَالَ فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُّ مِنْ أَكْلٍ مِنْهُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ إِنَّهُ الآنَ لَفِى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْقَمِسُ فِيْهَا.

(৭৫৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, মায়েয আসলামী আল্লাহ্র নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে স্বীকার করল যে, সে এক মহিলার সাথে হারাম কাজ করেছে। এ কথাটি সে চারবার স্বীকার করল; কিন্তু প্রত্যকবারই নবী করীম (ছাঃ) তার দিক হতে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। উদ্দেশ্যে, সে তার কথা হতে ফিরে যাক। কিন্তু সে বারবার একই কথা বলতে থাকে। পরে নবী করীম (ছাঃ) পঞ্চমবার তার দিকে ফিরলেন এবং বললেন, তুমি কি উক্ত মহিলাটির সাথে সহবাস করেছ ? সে বলল, হ্যাঁ। কথাটি আরও স্পষ্ট হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা! তোমার লজ্জাস্থান তার লজ্জাস্থানের মধ্যে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কি এমনভাবে যে, সুরমার শলা সুরমাদানীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং বালতি রশিসহ কূপের ভিতরে ঢুকে যায়? উত্তরে সে বলল, জি হ্যাঁ। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা! তুমি কি জান যিনা কাকে বলে? সে বলল, হ্যাঁ। আমি তার সাথে এমনভাবে হারাম কাজ করেছি, যেমনিভাবে কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে হালালভাবে সঙ্গম করে। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ সমস্ত কথার দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কি? সে বলল, আমি চাচ্ছি যে, আপনি আমাকে এ গুনাহ্ হতে পবিত্র করে দেন। সুতরাং তিনি আদেশ করলেন, ফলে তাকে রজম করা হল। এরপর আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) দুইজন ছাহাবীকে আলোচনা করতে শুনলেন যে, একজন অপরজনকে বলছে, ঐ লোকটির অবস্থা দেখ তো? আল্লাহ্ তা'আলা তার দোষ গোপন করেছিলেন; কিন্ত তার মনের প্রেরণা তাকে ছাড়ল না। ফলে তাকে এমনভাবে পাথর নিক্ষেপ করে মারা হয়েছে, যেন কুকুরকে পাথর নিক্ষেপ করা হয়। তাদের উভয়ের বাক্যালাপ শুনে রাসূল (ছাঃ) নীরব থাকলেন এবং তিনি কিছুক্ষণ পথ চললেন। অবশেষে তিনি এমন একটি মৃত গাধার নিকট দিয়ে গেলেন যার পা ফুলে উপরের দিকে উঠে রয়েছে। এবার তিনি বললেন, অমুক অমুক কোথায়? তারা বলল, এ তো আমরা হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, তোমরা দুইজন নামেরা এবং এ মৃত গাধাটির গোশত খাও। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এ মৃত গাধার গোশত কে

খেতে পারবে? এবার তিনি বললেন, কিছুক্ষণ পূর্বে তোমরা দুইজন তোমাদের ভাইয়ের ইয্যত-আবরুকে যে নষ্ট করেছ, তা এ মৃত গাধার গোশত খাওয়ার চাইতেও অধিক জঘন্য। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই এক জান্নাতের নহরসমূহে ডুব বেড়াচ্ছে।[৩৪০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৪১]

(৭৫৪) عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعُجِّلَ عُقُوْبَتُهُ فِى الدُّنْيَا فَـــاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّىَ عَلَى عَبْدِه الْعُقُوْبَةَ فِى الآخِرَةِ وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُوْدَ فِىْ شَىْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ

(৭৫৪) আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোন অপরাধ করল, যার সাজা নির্ধারিত আছে। আর দুনিয়াতে তা তার উপর কার্যকরী হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার প্রতি সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ। তিনি ন্যায়কে খুব বেশী পসন্দ করেন। সুতরাং তাকে পরকালে দ্বিতীয়বার সাজা দিবেন না। আর যে ব্যক্তি কোন অপরাধ করল, অথচ আল্লাহ তার সেই অপরাধকে গোপন করে রেখেছেন এবং শাস্তি প্রয়োগ হতে অব্যাহতি দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত দয়ালু, সুতরাং পরকালে তাকে ঐ অপরাধে আর সাজা দিবেন না, যা দুনিয়াতে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন।[৩৪২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৪৩]

باب التعزيز

অনুচ্ছেদ : সতর্কমূলক শাস্তি প্রদান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(৭৫৫) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُوْدِىُّ فَاضْرِبُوْهُ عِشْرِيْنَ وَإِذَا قَالَ يَا مُخَنَّثُ فَاضْرِبُوْهُ عِشْرِيْنَ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوْهُ.

(৭৫৫) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে 'ইহুদী' বলে, তখন তাকে বিশবার চাবুক মার। অনুরূপভাবে

৩৪০. আবুদাঊদ হা/৪৪২৮; মিশকাত হা/৩৬২৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪৬১, ৭/১২৩ পৃঃ।
৩৪১. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৪২৮; মিশকাত হা/৩৬২৭।
৩৪২. তিরমিযী হা/২৬২৬; ইবনু মাজাহ হা/২৬০৪; মিশকাত হা/৩৬২৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪৬৩, ৭/১২৫ পৃঃ।
৩৪৩. যঈফ তিরমিযী হা/২৬২৬; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৬০৪;মিশকাত হা/৩৬২৯।

যদি কাউকে ‘হিজড়া’ বলে, তখনও তাকে বিশ দোররা লাগাও। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি তার কোন মাহরাম নারীর সাথে যিনা করে, তখন তাকে ‘কতল’ কর।[৩৪৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৪৫]

(٧٥٦) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَأَحْرِقُوْا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوْهُ

(৭৫৬) ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যদি তোমরা কোন লোককে আল্লাহ্‌র পথে খেয়ানত করতে পাও, তবে তার সমুদয় মাল পুড়িয়ে ফেল এবং তাকে প্রহার কর।[৩৪৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৪৭]

باب بيان الخمر ووعيد شاربها

অনুচ্ছেদ : মদের বিবরণ ও মদ্যপায়ীর প্রতি ভীতিপ্রদর্শন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٥٧) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ.

(৭৫৭) উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী ও জ্ঞান-বুদ্ধি বিলোপকারী জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[৩৪৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৪৯]

(٧٥٨) عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ بَعَثَنِيْ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ وَهُدًى لِلْعَالَمِيْنَ وَأَمَرَنِيْ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيْرِ وَالْأَوْثَانِ وَالصُّلُبِ وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَحَلَفَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بِعِزَّتِهِ لاَ يَشْرَبُ عَبْدٌ مِنْ عَبِيْدِيْ جَرْعَةً مِنْ خَمْرٍ إِلاَّ سَقَيْتُهُ مِنَ الصَّدِيْدِ مِثْلَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفُوْراً لَهُ أَوْ مُعَذَّباً وَلاَ يَسْقِيْهَا صَبِيًّا صَغِيْراً ضَعِيْفاً مُسْلِماً إِلاَّ سَقَيْتُهُ مِنَ الصَّدِيْدِ مِثْلَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفُوْراً لَهُ أَوْ مُعَذَّباً وَلاَ يَتْرُكُهَا مِنْ مَخَافَتِيْ إِلاَّ سَقَيْتُهُ مِنْ حِيَاضِ الْقُدُسِ.

---

৩৪৪. তিরমিযী হা/১৪৬২; মিশকাত হা/৩৬৩২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪৬৬, ৭/১২৭ পৃঃ।
৩৪৫. যঈফ তিরমিযী হা/১৪৬২; মিশকাত হা/৩৬৩২।
৩৪৬. আবুদাঊদ হা/২৭১৩; তিরমিযী হা/১৪৬১; মিশকাত হা/৩৬৩৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪৬৭।
৩৪৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৭১৩; যঈফ তিরমিযী হা/১৪৬১; মিশকাত হা/৩৬৩৩।
৩৪৮. আবুদাঊদ হা/৩৬৮৬; মিশকাত হা/৩৬৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪৮৩, ৭/১৩৫ পৃঃ।
৩৪৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৬৮৬; মিশকাত হা/৩৬৫০।

(৭৫৮) আবু উমামা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাকে দুনিয়াবাসীর জন্য রহমত ও বরকত এবং দুনিয়াবাসীর জন্য হেদায়াত ও পথপ্রদর্শক হিসাবে পাঠিয়েছেন এবং আমার সেই মহাপরাক্রমশালী প্রভু সর্বপ্রকালের ঢোল ও যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র, দেব-দেবীর মূর্তিসমূহ, শূলি ও ক্রুশ এবং জাহেলী যুগের বদ রসম ও কুসংস্কার নির্মূল ও ধ্বংস করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমার মহা পরাক্রমশালী রব্ব তাঁর ক্ষমতার শপথ করে বলেছেন, আমার বান্দাদের যে কোন বান্দা এক ঢোক মদ পান করবে, আমি নিশ্চয়ই তাকে অনুরূপ জাহান্নামীদের পচা পুঁজ পান করাব। আর যে লোক আমার ভয়ে তা পান করা বর্জন করবে, আমি অবশ্যই পবিত্র কূপ হতে তাকে পান করাব।[৩৫০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৫১]

كتاب الإمارة والقضاء

অধ্যায় : প্রশাসন ও বিচার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٥٩) عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْعِرَافَةَ حَقٌّ وَلاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ الْعُرَفَاءِ وَلَكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِى النَّارِ.

(৭৫৯) গালিব কাত্ত্বান একজন রাবী হতে, তিনি তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সরদারী ও মাতব্বরী একটি সত্য বস্তু। লোকদের মধ্যে কেউ সরদার হওয়াটা অপরিহার্যও বটে। তবে অধিকাংশ নেতা ও সরদার জাহান্নামী হবে।[৩৫২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৫৩]

(٧٦٠) عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ إِنْ مُتَّ وَلَمْ تَكُنْ أَمِيْرًا وَلاَ كَاتِبًا وَلاَ عَرِيْفًا.

(৭৬০) মিক্বদাম ইবনু মা'দীকারাব (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) তার কাঁধের উপর করাঘাত দিয়ে বললেন, হে কুদাইম! (মেকদামের সংক্ষেপ) যদি তুমি

---

৩৫০. আহমাদ হা/২২৩৬১; মিশকাত হা/৩৬৫৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৪৮৭।
৩৫১. তাহক্বীক্ব আহমাদ হা/২২৩৬১; মিশকাত হা/৩৬৫৪।
৩৫২. আবুদাঊদ হা/২৯৩৪; যঈফুল জামে' হা/১৫০৭; মিশকাত হা/৩৬৯৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৩০, ৭/১৫৪ পৃঃ।
৩৫৩. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৯৩৪; যঈফুল জামে' হা/১৫০৭; মিশকাত হা/৩৬৯৯

শাসক অথবা লিখক (পেশকার) অথবা মোড়ল সরদার ইত্যাদি পদে না থেকে মৃত্যুবরণ কর, তাহলে তুমি সফলকাম হলে।[৩৫৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৫৫]

(٧٦١) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ يعني الذيْ يعشر الناس .

(৭৬১) ওক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ট্যাক্স আদায়কারী অর্থাৎ, অন্যায়ভাবে ওশর ও যাকাত আদায়কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৩৫৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৫৭]

(٧٦٢) عَنْ أَبِىْ سَعِيْد قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ.

(৭৬২) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন ন্যায়পরায়ণ শাসকই হবেন আল্লাহ্র কাছে সমস্ত লোকের চেয়ে প্রিয়তম এবং তাঁর নিকটতম মর্যাদার অধিকারী। আবার কিয়ামতের দিন অত্যাচারী ও যালেম শাসকই হবে আল্লাহ্র কাছে সমস্ত মানুষের চেয়ে ঘৃণিত ও কঠোরতম আযাবের অধিকারী। অন্য বর্ণনায় আছে, যালেম বাদশার মর্যাদা আল্লাহ্র নিকট হতে বহু দূরে।[৩৫৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৫৯]

(٧٦٣) عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَيْفَ أَنْتُمْ وَأَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدى يَسْتَأْثِرُونَ بِهَذَا الْفَىْءِ قُلْتُ إِذًا وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ أَضَعُ سَيْفِى عَلَى عَاتِقِى ثُمَّ أَضْرِبُ بِهِ حَتَّى أَلْقَاكَ أَوْ أَلْحَقَكَ قَالَ أَوَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ تَصْبِرُ حَتَّى تَلْقَانِىْ.

৩৫৪. আবুদাঊদ হা/২৯৩৩; মিশকাত হা/৩৭০২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৩৩।
৩৫৫. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৯৩৩; মিশকাত হা/৩৭০২
৩৫৬. আবুদাঊদ হা/২৫৪৮; দারেমী হা/১৭১৯; মিশকাত হা/৩৭০৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৩৪।
৩৫৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৫৪৮; মিশকাত হা/৩৭০৩।
৩৫৮. তিরমিযী হা/১৩২৯; মিশকাত হা/৩৭০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৩৫, ৭/১৫৬ পৃঃ।
৩৫৯. যঈফ তিরমিযী হা/১৩২৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৫০; মিশকাত হা/৩৭০৪।

(৭৬৩) আবুযার (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার পরে তোমরা তোমাদের ইমাম বা শাসকদের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করবে? যখন তারা কাফেরদের নিকট হতে খেরাজ ও জিযিয়া উসুল করে এককভাবে নিজেরাই ভোগ করবে, প্রকৃত হকদারদেরকে দিবে না। আবু যার বলেন, উত্তরে আমি বললাম, সেই মহান সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পঠিয়েছেন। অবশ্যই আমি আমার তলোয়ার নিজের কাঁধের উপর তুলে নিব, অতঃপর আপনার সাথে সাক্ষাৎ লাভ করা পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে তা হতে উত্তম কাজের কথা বর্ণনা করব না? তা হল, আমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত তুমি ধৈর্যধারণ কর।[৩৬০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৬১]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٦٤) عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَتَدْرُوْنَ مَنِ السَّابِقُوْنَ إِلَى ظِلِّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ الَّذِيْنَ إِذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوْهُ وَإِذَا سُئِلُوْهُ بَذَلُوهُ وَحَكَمُوْا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لأَنْفُسِهِمْ.

(৭৬৪) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা কি অবগত আছ যে, কিয়ামতের দিন সকলের আগে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার (আরশের) ছায়ায় কোন শ্রেণীর লোকেরা স্থান পাবে? ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তখন তিনি বললেন, ঐ সমস্ত (আমীর ও শাসক) লোকেরা যাদেরকে হক কথা বলা হলে তৎক্ষণাৎ তা কবুল করে। আর যখনই ন্যায্য হক ও অধিকার চাওয়া হয়, সাথে সাথেই তা দিয়ে দেয় এবং মানুষের উপর অনুরূপভাবে শাসন করে, যেরূপ নিজের উপর শাসন করে।[৩৬২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৬৩]

(٧٦٥) عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ سِتَّةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اعْقِلْ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا أَقُوْلُ لَكَ بَعْدُ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ قَالَ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ فِيْ سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلاَنِيَتِهِ وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ وَلاَ تَسْأَلَنَّ أَحَداً شَيْئاً وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ وَلاَ تَقْبِضْ أَمَانَةً وَلاَ تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ.

---

৩৬০. আবুদাউদ হা/৪৭৫৯; মিশকাত হা/৩৭১০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৪০।
৩৬১. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৭৫৯; মিশকাত হা/৩৭১০।
৩৬২. আহমাদ হা/২৪৪২৪; মিশকাত হা/৩৭১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৪১।
৩৬৩. তাহক্বীক্ব আহমাদ হা/২৪৪২৪; যঈফুল জামে' হা/১০১; মিশকাত হা/৩৭১১।

(৭৬৫) আবুযার (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, ছয় দিন তুমি অপেক্ষা কর। তারপর আমি তোমাকে কিছু কথা বলব। সপ্তম দিন তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমাকে (১) আল্লাহকে ভয় করার জন্য অসিয়ত করছি, চাই গোপনে হোক কিংবা প্রকাশ্যে। (২) যখন তুমি কোন মন্দ কাজ করে বস তখন সঙ্গে সঙ্গে নেক কাজও সেরে ফেলবে। (৩) কখনও কারো কাছে কোন কিছু 'সওয়াল' কর না, যদিও তোমার ছড়ি নীচে পড়ে যায়। (৪) তুমি কারো আমানত গ্রহণ করার দায়িত্ব নিয়ো না। (৫) দু'জনের মধ্যেও বিচারক হয়ো না।[৩৬৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৬৫]

(٧٦٦) عَنْ يَحْيَى بْنِ هَاشِمٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُـــوْلُ اللهِ ﷺ كَمَا تَكُوْنُوْا كَذَلِكَ يُؤَمَّرُ عَلَيْكُمْ.

(৭৬৬) ইয়াহইয়া ইবনু হাশেম হতে বর্ণিত, তিনি ইউনুস ইবনু আবু ইসহাক হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা যে চরিত্রের হবে, অনুরূপ চরিত্রের শাসক তোমাদের উপর নিয়োগ করা হবে।[৩৬৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৬৭]

(٧٦٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ السُّلْطَانَ ظِلُّ اللهِ فِي الْأَرْضِ، يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ مِنْ عِبَادِهِ، فَإِذَا عَدَلَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الشُّكْرُ وَإِذَا جَارَ كَانَ عَلَيْهِ الْإِصْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبْرُ.

(৭৬৭) ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই বাদশাহ হলেন যমীনে আল্লাহ তা'আলার ছায়া বিশেষ। নির্যাতিত মাযলূম বান্দাগণ তার নিকট আশ্রয় কামনা করে; সুতরাং যদি তিনি ন্যায় নীতি অবলম্বন করেন, তবে তার জন্য রয়েছে পুরস্কার। আর প্রজাবৃন্দের কর্তব্য হল, তার শোকর ও কৃতজ্ঞতা আদায় করা। আর যদি তিনি যুলূম ও নির্যাতনমূলক নীতি অবলম্বন করেন, তাহলে গুনাহ্‌র বোঝা চাপাবে তার মাথায় এবং প্রজাবৃন্দের উচিত তখন ধৈর্যধারণ করা।[৩৬৮]

তাহক্বীক্ব : জাল।[৩৬৯]

---

৩৬৪. আহমাদ হা/২১৬১৪; মিশকাত হা/৩৭১৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৪৩, ৭/১৫৮ পৃঃ।
৩৬৫. তাহক্বীক্ব আহমাদ হা/২১৬১৪; মিশকাত হা/৩৭১৩
৩৬৬. শু'আবুল ঈমান হা/৭০০৬; মিশকাত হা/৩৭১৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৪৭।
৩৬৭. মিশকাত হা/৩৭১৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৪৭।
৩৬৮. শু'আবুল ঈমান হা/৬৯৮৪; মিশকাত হা/৩৭১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৪৮।
৩৬৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৪; মিশকাত হা/৩৭১৮।

(٧٦٨) عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ مَنْ نَظَرَ إِلَى أَخِيهِ نَظْرَةً تُخِيفُهُ أَخَافَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى مَنْ نَظَرَ إِلَى مُسْلِمٍ نَظْرَةً يُخِيْفُهُ بِهَا أَخَافَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(৭৬৮) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের দিকে এমন রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকায়, যদ্দরুন সে ভয় পেয়ে যায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে অনুরূপভাবে ভয় দেখাবেন।[৩৭০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৭১]

(٧٦٩) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ أَنَا اللهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا، مَالِكُ الْمُلُوكِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ، قُلُوْبُ الْمُلُوْكِ فِيْ يَدِيْ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُوْنِيْ حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوْكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِيْ حَوَّلْتُ قُلُوْبَهُمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنِّقْمَةِ فَسَامُوْهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، فَلا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، وَلَكِنِ اشْتَغِلُوْا بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيَّ أَكْفِكُمْ مُلُوْكَكُمْ.

(৭৬৯) আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, আমি হলাম সর্বশক্তিমান আল্লাহ, আমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি রাজা-বাদশাদের মালিক এবং রাজাদের রাজা সমস্ত বাদশার অন্তর আমার মুঠের মধ্যে। বস্তুতঃ বান্দাগণ যখন আমার আনুগত্য করে, তখন আমি শাসকদের অন্তরকে দয়া ও হৃদ্যতার সাথে তাদের দিকে ফিরিয়ে দেই। আর বান্দারা যখন আমার নাফরমানীতে লিপ্ত হয়, তখন আমি তাদের অন্তরকে প্রজাদের জন্য কঠোর ও নিষ্ঠুর করে দেই। এর ফলে তারা জনগণকে বিভিন্নভাবে কঠিন যাতনা দিতে থাকে। সুতরাং তোমরা তখন তোমাদের শাসকদের জন্য বদ-দো'আ করো না; বরং নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র যিকিরে মশগুল রাখ ও তাঁকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ কর, যাতে আমি তোমাদের জন্য যথেষ্ট হই।[৩৭২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৭৩]

৩৭০. শু'আবুল ঈমান হা/৭০৬৪; মিশকাত হা/৩৭২০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৫০, ৭/১৬১ পৃঃ।
৩৭১. যঈফুল জামে' হা/৫৮৬৬; মিশকাত হা/৩৭২০।
৩৭২. আবু নঈম, তাবারাণী, আল-আওসাত হা/৮৯৬২; মিশকাত হা/৩৭২১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৫১।
৩৭৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৬৬; মিশকাত হা/৩৭২১।

باب العمل في القضاء والخوف منه

অনুচ্ছেদ : প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত হওয়া এবং তাকে ভয় করা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٧٠) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ فِيْهِ شُفَعَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ.

(৭৭০) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিচারকের পদ পাওয়ার আকাংখা করে এবং খলীফা কিংবা বাদশাহী চেয়ে নেয়, সেই ব্যক্তি নিজেকেই উক্ত পদের দিকে সোপর্দ করে দিল। আর যেই ব্যক্তিকে উক্ত পদ জোর-জবরদস্তিমূলক দেওয়া হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার সাহায্যার্থে একজন ফেরেশতা অবতরণ করেন, যিনি তার কাজকর্মগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে থাকেন।[৩৭৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৭৫]

(٧٧١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ.

(৭৭১) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলিমদের বিচারক বা শাসক নিযুক্ত হওয়ার কামনা করল, অবশেষে সে তা পেয়ে গেল, এমতাবস্থায় যদি তার ন্যায়পরায়ণতা তার অত্যাচার ও অন্যায়ের উপর প্রাধান্য বিস্তার করল, তাহলে তার জন্য জান্নাত। পক্ষান্তরে যদি তার যুলূম ও অন্যায়ের দিকটা তার ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রাবল্য লাভ করে, তবে সে জাহান্নামী।[৩৭৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৭৭]

(٧٧٢) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي

৩৭৪. তিরমিযী হা/১৩২৪; আবুদাঊদ হা/৩৫৭৮; ইবনু মাজাহ হা/২৩০৯; মিশকাত হা/৩৭৩৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৬৪, ৭/১৬৮ পৃঃ।
৩৭৫. যঈফ তিরমিযী হা/১৩২৪; যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৫৭৮; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৩০৯; যঈফ আত-তারগীব হা/১৩১৫; মিশকাত হা/৩৭৩৪।
৩৭৬. আবুদাঊদ হা/৩৫৭৫; মিশকাত হা/৩৭৩৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৬৬।
৩৭৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৫৭৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/১১৮৬; মিশকাত হা/৩৭৩৬।

كِتَابِ اللهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلاَ فِى كِتَابِ اللهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِى وَلاَ آلُو. فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَدْرَهُ وَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ لِمَا يُرْضِى رَسُوْلَ اللهِ.

(৭৭২) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, যখন রাসূল (ছাঃ) তাঁকে ইয়ামান দেশে পাঠালেন, তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, যখন তোমার কাছে কোন মোকদ্দমা পেশ হবে, তখন তুমি কিভাবে ফয়সালা করবে? উত্তরে মুআয বললেন, আমি আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী ফয়ছালা করব। এবার রাসূল (ছাঃ) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আল্লাহ্র কিতাবের মধ্যে যদি তার কোন সমাধান না মিলে, তখন কী করবে? উত্তরে মু'আয বললেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী ফয়ছালা করব। রাসূল (ছাঃ) পুনরায় তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, যদি রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নতের মধ্যেও তার সমাধান না মিলে তখন কী করবে? উত্তরে মু'আয বললেন, তখন আমি আমার বিবেক দ্বারা ইজতেহাদ করব এবং এ কাজে সামান্য পরিমাণ ত্রুটি করব না। মু'আয (রাঃ) বলেন, আমার এ কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) আমার বক্ষে হাত মেরে বললেন, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য, যিনি আল্লাহ্র রাসূলের প্রতিনিধিকে সেই কাজটি করার তাওফীক দান করেছেন, যে কাজে আল্লাহ্র রাসূলের সন্তুষ্টি রয়েছে।[৩৭৮]

তাহক্বীক্ব : মুনকার। হারেছ ইবনু আমর নামে একজন অপরিচিত রাবী আছে। ইমাম বুখারীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৩৭৯] তাছাড়া হাদীছটি ছহীহ হাদীছ সমূহের স্পষ্ট বিরোধী।[৩৮০]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٧٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّــــاسِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِنْ قَالَ أَلْقِهِ أَلْقَاهُ فِىْ مَهْوَاةٍ أَرْبَعِيْنَ خَرِيفًا.

(৭৭৩) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি শাসক হয়ে দুনিয়াতে মানুষের মাঝে বিচার তথা শাসনকার্য চালিয়েছে, সে

---

৩৭৮. তিরমিযী হা/১৩২৭; আবুদাউদ হা/৩৫৯২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৮১; মিশকাত হা/৩৭৩৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৬৭, ৭/১৬৯ পৃঃ।

৩৭৯. যঈফ তিরমিযী হা/১৩২৭; যঈফ আবুদাউদ হা/৩৫৯২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৮১; মিশকাত হা/৩৭৩৭

৩৮০. দ্রঃ ছহীহ বুখারী হা/৭৩৭২; মুসলিম হা/১৩২।

কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হবে যে, একজন ফেরেশতা তার ঘাড় ধরে রেখেছেন। অতঃপর ফেরেশতা মাথাটি উপরের দিকে তুলবেন। সুতরাং যদি তাকে বলা হয় যে, তাকে নীচের দিকে ছেড়ে দাও তখন ফেরেশতা তাকে জাহান্নামের তলদেশে নিক্ষেপ করবেন, যার গভীরতা চল্লিশ বছরের পথ।[৩৮১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৮২]

(٧٧٤) عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَـــةِ سَاعَةٌ يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِيْ تَمْرَةٍ قَطُّ.

(৭৭৪) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ন্যায়পরায়ণ শাসক কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, সে আকাংখা করবে, একটি ফলের ব্যাপরেও দুই ব্যক্তির মধ্যে যদি সে কখনও বিচার না করত।[৩৮৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৮৪]

(٧٧٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لابْنِ عُمَرَ اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ أَوَتُعَافِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوْكَ يَقْضِي قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا فَمَا أَرْجُوْ بَعْدَ ذَلِكَ وَفِيْ رِوَايَةِ رَزِينٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِعُثْمَانَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا أَقْضِيْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ فَإِنَّ أَبَاكَ كَانَ يَقْضِيْ فَقَالَ إِنَّ أَبِيْ لَوْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَلَوْ أَشْكَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ سَأَلَ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَإِنِّيْ لَا أَجِدُ مَنْ أَسْأَلُهُ وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ عَاذَ بِاللهِ فَقَدْ عَاذَ بِعَظِيْمٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ عَاذَ بِاللهِ فَأُعِيْذُوْهُ وَإِنِّيْ أَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ تَجْعَلَنِيْ قَاضِيًا فَأَعْفَاهُ وَقَالَ لَا تُخْبِرْ أَحَدًا.

(৭৭৫) ইবনু মাওহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা ওছমান ইবনু আফ্ফান (রাঃ) ইবনু ওমর (রাঃ) কে বললেন, আপনি মানুষের মাঝে বিচার করুন! উত্তরে ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

৩৮১. ইবনু মাজাহ হা/২৩১১; মিশকাত হা/৩৭৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৬৯।
৩৮২. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৩১১; যঈফুল জামে‘ হা/৫১৬৬; মিশকাত হা/৩৭৩৯।
৩৮৩. আহমাদ হা/২৪৫০; মিশকাত হা/৩৭৪০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৭০।
৩৮৪. যঈফুল জামে‘ হা/৪৮৬৩; যঈফ আত-তারগীব হা/১৩১০; মিশকাত হা/৩৭৪০।

ওছমান (রাঃ) বললেন, আপনি উক্ত পদটিকে কেন অপসন্দ করছেন? অথচ তার পিতা তো অন্য সময় বিচারক নিযুক্ত হয়ে বিচার করেছেন। এবার ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি শাসক নিযুক্ত হয়ে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করে, তার জন্য এটাই শ্রেয় যে, সে তা হতে সমানভাবে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনু ওমরের এ কথা শুনে ওছমান (রাঃ) এ সম্পর্কে তাঁর সাথে আর কোন কথাবার্তা বলেননি।[৩৮৫]

রাযীনের এক বর্ণনায় আছে ইবনু ওমর (রাঃ) ওছমান (রাঃ)-কে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি দুই ব্যক্তির মধ্যেও বিচার করব না। তখন ওছমান (রাঃ) বললেন, কেন? আপনার পিতা তো বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। উত্তরে ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, অবশ্য আপনার কথা সঠিক। তবে এ সম্পর্কে আমার পিতা যদি কোন সমস্যায় পড়তেন তখন রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করতেন। আর যদি রাসূল (ছাঃ) নিজেই কোন ব্যাপারে সমস্যায় পড়তেন, তখন জিবরীল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করতেন। আর এখন আমি সমস্যায় পড়লে কার নিকট জিজ্ঞেস করব? আমি রাসূল (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে পানাহ চায়, তোমরা তাকে আশ্রয় দাও। সুতরাং আমি আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলতেছি যে, আপনি আমাকে কাযী বা বিচারক নিযুক্ত করবেন না। অতঃপর ওছমান (রাঃ) ইবনু ওমরকে অব্যহতি দিলেন এবং বললেন, আপনি এ কথাগুলো আর কারো নিকট প্রকাশ করবেন না।

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৮৬]

باب رزق الولاة وهداياهم

অনুচ্ছেদ : কর্মচারীদের বেতন নেওয়া ও উপঢৌকন গ্রহণ করা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٧٦) عَنْ مُعَاذ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِىْ أَثَرِىْ فَرُدِدْتُ فَقَالَ أَتَدْرِى لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ لاَ تُصِيْبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِىْ فَإِنَّهُ غُلُوْلٌ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِهَذَا دَعَوْتُكَ فَامْضِ لِعَمَلِكَ.

(৭৭৬) মু'আয (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে ইয়ামান প্রদেশে পাঠালেন। যখন আমি রওয়ানা হয়ে গেলাম তখন তিনি আমাকে আমার পশ্চাতে একজন

৩৮৫. তিরমিযী হা/১৩২২; মিশকাত হা/৩৭৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৭৩, ৭/১৭২ পৃঃ।
৩৮৬. যঈফ তিরমিযী হা/১৩২২; মিশকাত হা/৩৭৪৩।

লোক পাঠালেন। যখন আমি ফিরে আসলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি অবগত আছ যে, আমি কেন তোমাকে পুনরায় ডাকালাম? আমি তোমাকে এ কথা বলার জন্যই এনেছি যে, আমার অনুমতি ছাড়া কোন মাল-সম্পদই ভোগ করবে না। কারণ এভাবে ভোগ করা আত্মসাৎ বা খেয়ানত। আর যে ব্যক্তি যা কিছু আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন সে তা বহন করে আসবে। আমি তোমাকে এ কথাগুলো বলে দেওয়ার জন্যই ডেকেছি। এখন তুমি তোমার কাজে চলে যাও।

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৮৭]

باب الأقضية والشهادات

অনুচ্ছেদ : বিচার-বিধান ও সাক্ষ্যদান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(৭৭৭) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا دَابَّةً وأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا البَيِّنَــةَ أَنَّها دَابَّتُهُ نَتَجَهَا فَقَضَى بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلَّذِيْ فِيْ يَدَيهِ

(৭৭৭) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, দুই ব্যক্তি একটি জানোয়ার সম্পর্কে দাবী করল এবং তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ দাবীর সমর্থনে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল যে, তা তার এবং সেই ষাঁড় দ্বারা প্রজনন করে বাচ্চা হাছিল করেছে। রাসূল (ছাঃ) জীবটি তাকেই প্রদান করলেন যার দখলে ছিল।[৩৮৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৮৯]

(৭৭৮) عَنْ أَبِيْ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

(৭৭৮) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় দুই ব্যক্তি একটি উটের দাবী করল এবং তারা উভয়ে দুই দুইজনে সাক্ষীও পেশ করল। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) উটটিকে তাদের উভয়ের মাঝে আধা-আধিভাবে ভাগ করে দিলেন।[৩৯০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৯১]

---

৩৮৭. তিরমিযী হা/১৩৩৫; মিশকাত হা/৩৭৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৭৯, ৭/১৭৬ পৃঃ।
৩৮৮. শারহুস সুন্নাহ ৫/১৯৩; মিশকাত হা/৩৭৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৯৮, ৭/১৮৬ পৃঃ।
৩৮৯. মিশকাত হা/৩৭৭১।
৩৯০. আবুদাউদ হা/৩৬১৫; মিশকাত হা/৩৭৭২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৫৯৯।
৩৯১. যঈফ আবুদাউদ হা/৩৬১৫; মিশকাত হা/৩৭৭২।

(٧٧٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَعْنِىْ لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ احْلِفْ بِاللهِ الَّذِىْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَىْءٌ يَعْنِىْ لِلْمُدَّعِىْ.

(৭৭৯) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) এমন এক ব্যক্তিকে যাকে তিনি শপথ করানোর সংকল্প করেছিলেন, তাকে বললেন, তুমি সেই আল্লাহ্র নামে কসম কর, যিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই যে, তোমার উপর তার কোন হক নেই।[৩৯২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৯৩]

(٧٨٠) عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِك قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالإِشْرَاكِ بِاللهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ قَرَأَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ.

(৭৮০) খুরাইম ইবনু ফাতেক (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাত পড়ালেন, ছালাত শেষ করার পর তিনি দাঁড়ালেন এবং তিন বার বললেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দানকে আল্লাহ্র সাথে শিরকের সমতুল্য করা হয়েছে। অতঃপর তিনি কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন, 'মূর্তিপূজার অপবিত্রতা হতে তোমরা দূরে সরে থাক এবং মিথ্যা বলা হতেও বেঁচে থাক এমতাবস্থায় যে, বাতিলকে বর্জন করে আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করবে। তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না।[৩৯৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৯৫]

(٧٨١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَة وَلاَ مَجْلُوْدٍ حَدًّا وَلاَ مَجْلُوْدَة وَلاَ ذِىْ غِمْرٍ لأَخِيْهِ وَلاَ مُجَرَّبِ شَهَادَةٍ وَلاَ الْقَانِعِ أَهْلَ الْبَيْتِ لَهُمْ وَلاَ ظَنِيْنٍ فِى وَلاَءٍ وَلاَ قَرَابَةٍ.

(৭৮২) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এ সমস্ত লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (১) খেয়ানতকারী পুরুষ ও খেয়ানতকারিণী নারী (২) যার উপর শরী'অতের বিধান অনুযায়ী হদ কায়েম করা হয়েছে (৩) শত্রুর যদিও সে তার

৩৯২. আবুদাঊদ হা/৩৬২০; মিশকাত হা/৩৭৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬০১।
৩৯৩. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৬২০; মিশকাত হা/৩৭৭৪।
৩৯৪. আবুদাঊদ হা/৩৫৯৯; মিশকাত হা/৩৭৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬০৬, ৭/১৮৯ পৃঃ।
৩৯৫. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৫৯৯; মিশকাত হা/৩৭৭৯।

মুসলিম ভাই হয় (৪) ঐ গোলাম বা ক্রীতদাসের যাকে কোন ব্যক্তি দাসত্ব হতে মুক্ত করেছে, অথচ সে বলে, অন্য আরেক লোকে তাকে আযাদ করেছে (৫) যে ব্যক্তি নিজের আসল বংশসূত্র গোপন করে নিজেকে অন্য বংশের সাথে সংযোজন করে এবং (৬) যে ব্যক্তি কোন পরিবারের উপর নির্ভরশীল।[৩৯৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৯৭]

(٧٨٣) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ. فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللهَ يَلُوْمُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

(৭৮৩) আওফ ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) দুই লোকের মধ্যে বিচার করলেন। যে লোকটির বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়েছে সে চলে যাওয়ার সময় আক্ষেপের সাথে বলল, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই উত্তম সাহায্যকারী'। তার কথা শুনে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অযোগ্য মূর্খকে নিন্দা করেন। তোমাকে সচেতন ও সজাগ হওয়া উচিত। এরপরও যদি সে জয়ী হয়ে তোমার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তখন তুমি বল, হাসবিয়ালাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল।[৩৯৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৩৯৯]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٨٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ.

(৭৮৪) আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, উভয় পক্ষ বিচারকের সম্মুখেই বসবে।[৪০০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪০১]

---

৩৯৬. তিরমিযী হা/২২৯৮; মিশকাত হা/৩৭৮১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬০৭।
৩৯৭. যঈফ তিরমিযী হা/২২৯৮; মিশকাত হা/৩৭৮১।
৩৯৮. আবুদাঊদ হা/৩৬২৭; মিশকাত হা/৩৭৮৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬১০।
৩৯৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৬২৭; মিশকাত হা/৩৭৮৪।
৪০০. আবুদাঊদ হা/৩৫৮৮; মিশকাত হা/৩৭৮৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬১২, ৭/১৯২ পৃঃ।
৪০১. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৫৮৮; মিশকাত হা/৩৭৮৬।

অধ্যায় : জিহাদ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٨٥) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ أَفْشُوا السَّلاَمَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاضْرِبُوا الْهَامَ تُورَثُوا الْجِنَانَ.

(৭৮৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা সালাম খুব বিস্তার কর। অভুক্তকে খানা খাওয়াও এবং কাফেরদের মুন্ডপাত কর। ফলে তোমরা জান্নাতের ওয়ারিছ হবে।

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪০২]

(٧٨٦) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ عُرِضَ عَلَىَّ أَوَّلُ ثَلاَثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ شَهِيدٌ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ وَنَصَحَ لِمَوَالِيْهِ.

(৭৮৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার সম্মুখে এমন তিন প্রকারের লোকদেরকে উপস্থিত করা হয়েছে, যারা সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের একদল শহীদ সম্প্রদায়। দ্বিতীয় দল হল, যারা হারাম জিনিস বর্জন করে চলে এবং যে কোন অবস্থায় কারো কাছে হাত পাতে না এবং তৃতীয় দল হল সেই ভৃত্য বা চাকর, যে নিজের মা'বূদের ইবাদত করে উত্তমরূপে এবং তার মালিকের সার্বিক কল্যাণে রত থাকে।[৪০৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪০৪]

(٧٨٧) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لَقِىَ اللهَ بِغَيْرِ أَثَرٍ مِنْ جِهَادٍ لَقِىَ اللهَ وَفِيْهِ ثُلْمَةٌ.

(৭৮৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদের কোন প্রকারের চিহ্ন ব্যতীত আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন সে ত্রুটিযুক্ত দ্বীন নিয়ে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে।[৪০৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪০৬]

---

৪০২. তিরমিযী হা/১৮৫৪; মিশকাত হা/৩৮২২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬৪৭, ৭/২০৯ পৃঃ।
৪০৩. তিরমিযী হা/১৬৪২; মিশকাত হা/৩৮৩২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬৫৬, ৭/২১২ পৃঃ।
৪০৪. যঈফ তিরমিযী হা/১৬৪২; মিশকাত হা/৩৮৩২।
৪০৫. তিরমিযী হা/১৬৬৬; ইবনু মাজাহ হা/২৭৬৩; মিশকাত হা/৩৮৩৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬৫৯।
৪০৬. যঈফ তিরমিযী হা/১৬৬৬; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৭৬৩; মিশকাত হা/৩৮৩৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬৫৯।

(٧٨٨) عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ لَا تركَبِ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ الله فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا. رواه أبو داود

(৭৮৮) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা হজ্জ, ওমরা কিংবা জিহাদ ফী সাবীলিলাহ্-এর উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক সফরে বের হয়ো না। কারণ সমুদ্রের নীচে আগুন আছে এবং আগুনের নীচেও সমুদ্র আছে।[৪০৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪০৮]

(٧٨٩) عَنْ أَبِي مَالك الأَشْعَرِيَّ قَالَ سَمعْتُ رَسُوْلَ الله ﷺ يَقُوْلُ مَنْ فَصَلَ فِيْ سَبِيْلِ الله فَمَاتَ أَوْ قُتلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيْرُهُ أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِه أَوْ بِأَيِّ حَتْف شَاءَ اللهُ فَإِنَّهُ شَهِيْدٌ وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ.

(৭৮৯) আবু মালেক আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় (জিহাদে) বের হয়, তারপর যদি সে মরে যায় কিংবা তাকে মেরে ফেলা হয় অথবা সে ঘোড়া কিংবা উটের পৃষ্ঠ হতে পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে কিংবা কোন বিষাক্ত প্রাণী তাকে দংশন করে অথবা সে নিজের বিছানায় মৃত্যুবরণ করে। মোটকথা, আল্লাহ্র রাস্তায় বের হওয়ার পর যে কোন অবস্থায়ই সে মৃত্যুবরণ করুক না কেন, সে শহীদ বলে পরিগণিত হবে এবং তার জন্য জান্নাত অবধারিত।[৪০৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪১০]

(٧٩٠) عَنْ أَبِيْ أَيُّوبَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ الله ﷺ يَقُوْلُ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الأَمْصَارُ وَسَتَكُوْنُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ تُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيْها بُعُوْثٌ فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ منْكُمُ الْبَعْثَ فِيْها فَيَتَخَلَّصُ منْ قَوْمه ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُوْلُ مَنْ أَكْفِيْهِ بَعْثَ كَذَا مَنْ أَكْفِيْهِ بَعْثَ كَذَا أَلاَ وَذَلكَ الأَجِيْرُ إِلَى آخرِ قَطْرَةٍ منْ دَمِه.

৪০৭. আবুদাঊদ হা/২৪৮৯; মিশকাত হা/৩৮৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬৬২।
৪০৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৪৮৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৭৮; মিশকাত হা/৩৮৩৮।
৪০৯. আবুদাঊদ হা/২৪৯৯; মিশকাত হা/৩৮৪০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬৬৪।
৪১০. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৪৯৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৩৬১; মিশকাত হা/৩৮৪০।

(৭৯০) আবু আইয়ুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, অচিরেই তোমাদের জন্য বড় শহর বিজিত হবে এবং বিরাট সেনাদল গঠন করা হবে এবং তোমাদের উপর বাধ্যতামূলক এ নির্দেশ থাকবে যে, তোমাদের প্রত্যেক কওম ও সম্প্রদায় হতে উক্ত সেনাদলে লোক প্রেরণ করতেই হবে। কিন্তু সে সময় এমন লোকও থাকবে, যে ব্যক্তি সেই সেনাদলে যোগদান অপসন্দ করবে। সে তা হতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে নিজ কওমকে ত্যাগ করে চলে যাবে। অতঃপর এমন গোত্রকে খুঁজে বেড়াবে, যাদের সম্মুখে নিজেকে পেশ করে বলবে, তোমাদের মধ্যে এমন কোন (মালদার) লোক আছে কি, আমি তার পক্ষ হতে জিহাদে অংশগ্রহণ করব? রাসূল (ছাঃ) বলেন, সাবধান! এ লোক হল ভাড়াটিয়া মজদুর। তার রক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্ত সে মজদুরই থাকবে।[৪১১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪১২]

(٧٩١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍأَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخْبِرْنِى عَنِ الْجِهَادِ وَالْغَزْوِ. فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو إِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو عَلَى أَىِّ حَالٍ قَاتَلْتَ أَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ اللهُ عَلَى تِيْكَ الْحَالِ.

(৭৯১) আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাঃ) বলেন, একদা আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে জিহাদ সম্পর্কে অবহিত করুন! তিনি বললেন, হে আব্দুলাহ ইবনু আমর! যদি তুমি ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ্র নিকট হতে ছওয়াব ও পুরস্কার পাওয়ার নিয়তে জিহাদ কর, আল্লাহ তোমাকে ধৈর্যধারণকারী ও ছওয়াব অর্জনকারী হিসোবে উত্থিত করবেন। আর যদি তুমি লোকদেরকে বীরত্ব দেখানো এবং গর্ব অহংকার প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে জিহাদ কর, তবে তোমাকে আল্লাহ সেই লোক দেখানো ও অহংকার প্রদর্শনের অবস্থাতেই উত্থিত করবেন। মোটকথা, হে আব্দুলাহ ইবনু আমর! তুমি যে কোন অবস্থায় লড়াই কর কিংবা নিহত হও, আল্লাহ ঐ অবস্থায়ই তোমাকে উত্থিত করবেন।[৪১৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪১৪]

---

৪১১. আবুদাঊদ হা/২৫২৫; মিশকাত হা/৩৮৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬৬৭, ৭/২১৭ পৃঃ।
৪১২. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৫২৫; মিশকাত হা/৩৮৪৩।
৪১৩. আবুদাঊদ হা/২৫১৯; মিশকাত হা/৩৮৪৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬৭১, ৭/২১৯ পৃঃ।
৪১৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৫১৯; মিশকাত হা/৩৮৪৭।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٧٩٢) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُوْنَ فِى الدُّنْيَا عَلَى ثَلاَثَةِ أَجْزَاءِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِىْ يَأْمَنُهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ الَّذِىْ إِذَا أَشْرَفَ عَلَى طَمَعٍ تَرَكَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(৭৯২) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দুনিয়াতে মুমিন লোকেরা তিন ভাগে বিভক্ত। এক প্রকারে মুমিন তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে। অতঃপর তাতে সামান্য পরিমাণও সন্দেহ পোষণ করে না এবং জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে। দ্বিতীয় প্রকারের মুমিন হল তারা, যাদের হাত হতে অন্যান্য মুসলিমের জান ও মাল সার্বিকভাবে নিরাপদ ও হেফযতে থাকে। আর তৃতীয় প্রকারের মুমিন হল সেই ব্যক্তি, যার অন্তরে দুনিয়ার লোভ ও মোহ উদ্দত হলে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তা বর্জন করে।[৪১৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪১৬]

(٧٩٣) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ وَأَبِىْ الدَّرْدَاءِ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ وَأَبِىْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَأَقَامَ فِىْ بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَأَنْفَقَ فِىْ وَجْهِ ذَلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ (وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ).

(৭৯৩) আলী, আবুদ্দারদা, আবু হুরায়রা, আবু উমামা, আব্দুলাহ ইবনু ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর, জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ ও ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তারা সকলেই বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায়

৪১৫. আহমাদ হা/১১০৬৫; মিশকাত হা/৩৮৫৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬৭৮, ৭/২২৩ পৃঃ।
৪১৬. তাহক্বীক্ব আহমাদ হা/১১০৬৫; মিশকাত হা/৩৮৫৪।

খরচের জন্য আর্থিক সাহায্য পাঠাল; কিন্তু নিজে বাড়ীতে থেকে গেল, সে ব্যক্তি তার প্রেরিত সাহায্যের প্রত্যেক দেরহামের বিনিময়ে সাত শাত দেরহামের ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি স্বয়ং জিহাদে অংশ গ্রহণ করে এবং তাতে মালও ব্যয় করে, সে ব্যক্তি প্রত্যেক দেরহামের বিনিময়ে সাত লাখ দেরহামের ছওয়াব পাবে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, আর আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন, অধিক পরিমাণে প্রতিদান দেন।[৪১৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে খালীল ইবনু নামে একজন অপরিচিত রাবী আছে। তাছাড়া আরো একজন ত্রুটিপূর্ণ রাবী আছে।[৪১৮] উল্লেখ্য যে, কিছু সংখ্যক লোক উক্ত হাদীছের ধরনের ফযীলতকে এক সংগে করে গুণ করে জনগণের সামনে তুলে ধরে থাকে, যা প্রতারণা মাত্র। তাছাড়া হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে জিহাদ সম্পর্কে। এজন্য ইমাম ইবনু মাজাহ 'জিহাদ' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। অতএব মিথ্যা ফযীলতের ধোঁকা থেকে সাবধান!

(٧٩٤) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيْمَانِ لَقِىَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ الَّذِىْ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَعْيُنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى وَقَعَتْ قَلَنْسُوَتُهُ. قَالَ فَمَا أَدْرِى أَقَلَنْسُوَةَ عُمَرَ أَرَادَ أَمْ قَلَنْسُوَةَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيْمَانِ لَقِىَ الْعَدُوَّ فَكَأَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكِ طَلْحٍ مِنَ الْجُبْنِ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ فَهُوَ فِى الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا لَقِىَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِى الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ لَقِىَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِى الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ.

(৭৯৪) ফাযালা ইবনু ওবাইদ বলেন, আমি ওমর ইবনুল খত্ত্বাব (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, শহীদ চার প্রকারের হয়। (১) এমন ব্যক্তি যে পরিপূর্ণ ঈমানদার, সে শত্রুর মুকাবেলায় যুদ্ধে রত হয়ে

৪১৭. ইবনু মাজাহ হা/২৭৬১; মিশকাত হা/৩৮৫৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬৮১।
৪১৮. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৭৬১; যঈফুল জামে' হা/৫৩৯০; মিশকাত হা/৩৮৫৭; বিস্তারিত দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৮৩৪।

আল্লাহ্র প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছে, শেষ নাগাদ নিজে শহীদ হয়ে গিয়েছে। এ ব্যক্তি এমন এক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে, যার দিকে কিয়ামতের দিন লোকেরা এভাবে চক্ষু তুলে তাকাবে। তিনি তাঁর মাথা এমন উপরের দিকে উঠালেন যে, মাথা হতে টুপীটি নীচে পড়ে গেল। আমি জানি না, বর্ণনাকারী এর উদ্দেশ্যে কি ওমরের মাথা হতে টুপীটি নীচে পড়ে গিয়েছিল; না কি রাসূল (ছাঃ)-এর মাথা হতে টুপীটি পড়ে গিয়েছিল? (২) ঐ ব্যক্তি, যে পাক্কা ঈমানদার বটে; কিন্তু শত্রুর সম্মুখীন হয় এমন অবস্থায় যে, ভীরুতার দরুন সে ধারণা করতে থাকে, যেন তার শরীরে কন্টক বৃক্ষের কাঁটা বাঁধছে। এমন সময় হঠাৎ একটি তীর এসে তাকে ঘায়েল করল, অমনিই সে শহীদ হয়ে গেল। এ ব্যক্তি দ্বিতীয় শ্রেণীর শহীদ। (৩) এমন মুমিন, যে ভালো মন্দ উভয় প্রকারের কাজে লিপ্ত ছিল, পরে জিহাদে অংশগ্রহণ করে আল্লাহ্র প্রতিজ্ঞাকে সত্যে পরিণত করল। অবশেষে নিজেই শহীদ হয়ে গেল। এ ব্যক্তি তৃতীয় শ্রেণীর শহীদ। (৪) এমন ব্যক্তি যে মুমিন বটে, তবে সে নিজের উপর সীমাহীন অনাচার করেছে। অতঃপর জিহাদে শরীক হয়ে আল্লাহ্র ওয়াদাকে সত্যে প্রমাণিত করেছে, শেষ নাগাদ সে শহীদ হয়ে গিয়েছে। এ লোক চতুর্থ শ্রেণীর শহীদ।[৪১৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪২০]

বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৭ম খণ্ড সমাপ্ত

---

৪১৯. তিরমিযী হা/১৬৪৪; মিশকাত হা/৩৮৫৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬৮২।
৪২০. যঈফ তিরমিযী হা/১৬৪৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/২০০৪; মিশকাত হা/৩৮৫৮

باب إعداد آلة الجهاد باب إعداد آلة الجهاد

অনুচ্ছেদ : যুদ্ধের সরঞ্জামের প্রস্তুতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(৭৯৫) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةَ نَفَرِ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِيْ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَمُنْبِلَهُ وَارْمُوْا وَارْكَبُوْا وَأَنْ تَرْمُوْيَقُوْا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوْا لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلاَّ ثَلاَثٌ تَأْدِيْبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَاأَوْ قَالَ كَفَرَهَا.

(৭৯৫) ওকবা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এক তীরের উসীলায় তিন প্রকারের লোককে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (এক) তার প্রস্তুতকারী, যে সওয়াবের নিয়তে উহা তৈয়ার করে। (দুই) তীর নিক্ষেপকারী। (তিন) তীর প্রদানকারী। সুতরাং তোমরা তীরন্দাজী ও সওয়ারীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর। অবশ্য তোমাদের তীরন্দাজীর প্রশিক্ষণ আমার নিকট তোমাদের সওয়ারী অপেক্ষা অধিক প্রিয়। নিম্নোক্ত (তিনটি) কাজে ব্যতীত মানুষের সর্বপ্রকার খেলতামাশা বাতিল ও অন্যায়। (১) ধনুকের সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করা, (২) ঘোড়াকে যুদ্ধের শিষ্টাচারিতার প্রশিক্ষণ দেওয়া, (৩) স্ত্রীর সাথে আমোদ-প্রমোদ করা। মোটকথা, এই কাজগুলোস্বীকৃত ও বৈধ।[৪২১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪২২]

(৭৯৬) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ فَإِنْ كَانَ يُؤْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلا خَيْرَ فِيْهِ وَإِنْ كَانَ يُؤْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلا بَأْسَ بِهِ وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ لا يُؤْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ.

(৭৯৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতার দু'টি ঘোড়ার মধ্যে আরেকটি ঘোড়া সংযোজন করে, এমতাবস্থায়

৪২১. তিরমিযী হা/১৬৩৭; মিশকাত হা/৩৮৭২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬৯৬, ৮/৫ পৃঃ।
৪২২. যঈফ তিরমিযী হা/১৬৩৭; মিশকাত হা/৩৮৭২।

যদি এই বিশ্বাস থাকে যে, তার ঘোড়া আগ চলে যাবে, তাহলে উহাতে কোন কল্যাণ রাই। আর যদি এই বিশ্বাস না থাকে যে, তার ঘোড়া আগে যেতে পারবে, তখন ইহাতে কোন দোষ নেই।[৪২৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪২৪]

(৭৯৭) عَنْ أَبِىْ وَهْبِ الْجُشَمِىِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ.

(৭৯৭) আবু ওহাব জুশামী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, অবশ্যই তোমরা এমন ঘোড়া বেছে নিবে, যা খয়েরী বর্ণের হয এবং কপাল ও হাত-পা সাদা। অথবা আশকার (লাল) বর্ণের যার কপাল ও হাত-পা সাদা। অথবা মিসকালো যার কপাল ও হাত-পা সাদা।[৪২৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪২৬]

(৭৯৮) عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَقُصُّوا نَوَاصِىَ الْخَيْلِ وَلاَ مَعَارِفَهَا وَلاً أَذْنَابَهَا فَإِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابُّهَا وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا وَنَوَاصِيْهَا مَعْقُوْدٌ فِيْهَا الْخَيْرُ.

(৭৯৮) ওতবা ইবনু আবদ সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, তোমরা ঘোড়ার কপালের লম্বা চুল ও তার গর্দানের চুল ও লেজের চুল কাটিও না। কারণ তার লেজ হল তার পাখা। ঘাড়ের চুল হর/ তার উষ্ণতা লাভের উপকরণ। আর তার কপালের চুলের মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে।[৪২৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪২৮]

(৭৯৯) عَنْ هُودِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدِّهِ مَزِيْدَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ.

৪২৩. শারহুস সুন্নাহ ১/৬৫১ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/২৫৭৯; মিশকাত হা/৩৮৭৫, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬৯৯।।

৪২৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৫৭৯; মিশকাত হা/৩৮৭৫।

৪২৫. আবুদাঊদ হা/২৫৪৩; মিশকাত হা/৩৮৭৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩২০২, ৮/৮ পৃঃ।

৪২৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৫৪৩; মিশকাত হা/৩৮৭৮।

৪২৭. আবুদাঊদ হা/২৫৪২; মিশকাত হা/৩৮৮০; বঙ্গানুবাদ হা/৩৭০৪, ৮/৯ পৃঃ।

৪২৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৫৪২; যঈফ আত-তারগীব হা/৮০৪; মিশকাত হা/৩৮৮০।

(৭৯৯) হুদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ তার দাদা মাযীদাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন এমন অবস্থায় প্রবেশ করেছেন যে, তাঁর তলোয়ারের কবজীর মধ্যে সোনা-রুপা মোড়ানো ছিল।[৪২৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৩০]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(৮০০) عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ.

(৮০০) আনাস (রাঃ) বলেন, স্ত্রীদের পরে (জিহাদের) ঘোড়ার চাইতে অন্য কোন জিনিস রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট অধিক প্রিয় ছিল না।[৪৩১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৩২]

(৮০১) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَتْ بِيَدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ فَرَأَى رَجُلاً بِيَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ فَقَالَ مَا هَذِهِ أَلْقِهَا وَعَلَيْكُمْ بِهَذِهِ وَأَشْبَاهِهَا وَرِمَاحِ الْقَنَا فَإِنَّهُمَا يَزِيْدُ اللهُ بِهِمَا فِيْ الدِّينِ وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِيْ الْبِلاَدِ.

(৮০১) আলী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে ছিল একখানা আরবী নমুনার তৈরি ধনুক। এমন সময় তিনি দেখতে পাইলেন, অ্য আরেক লোকে হাতে একখানা পারস্যের ধনুক। তখন তিনি বললেন, তোমার হতে ইহা কি? উহা ফেলে দাও। তোমাদের উচিত যে, তোমরা এই জাতীয় আরবী ধনুক ব্যবহার কর। আর উন্নত মানের বর্শা ব্যবহান কর। কারণ ইহার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দ্বীনের রাস্তায় মদদ করবেন এবং বিভিন্ন শহরে-নগরে তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।[৪৩৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৩৪]

---

৪২৯. তিরমিযী হা/১৬৯০; মিশকাত হা/৩৮৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭০৯, ৮/১১ পৃঃ।
৪৩০. যঈফ তিরমিযী হা/১৬৯০; মিশকাত হা/৩৮৮৫।
৪৩১. নাসাঈ হা/৩৫৬৪; মিশকাত হা/৩৮৯০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭১৪।
৪৩২. যঈফ নাসাঈ হা/৩৫৬৪; মিশকাত হা/৩৮৯০।
৪৩৩. ইবনু মাজাহ হা/২৮০০; মিশকাত হা/৩৮৯১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭১৫।
৪৩৪. ইবনু মাজাহ হা/২৮০০; মিশকাত হা/৩৮৯১।

باب آداب السفر

অনুচ্ছেদ : সফরের শিষ্টাচার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٨٠٢) عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِىْ هِنْد قَالَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَكُوْنُ إِبِلٌ لِلشَّيَاطِيْنِ وَبُيُوْتٌ لِلشَّيَاطِينِ فَأَمَّا إِبِلُ الشَّيَاطِيْنِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ بِجَنِيبَاتٍ مَعَهُ قَدْ أَسْمَنَهَا فَلاَ يَعْلُوْ بَعِيْرًا مِنْهَا وَيَمُرُّ بِأَخِيْهِ قَد انْقَطَعَ بِهِ فَلاَ يَحْمِلُهُ وَأَمَّا بُيُوْتُ الشَّيَاطِيْنِ فَلَمْ أَرَهَا كَانَ سَعِيْدٌ يَقُوْلُ لاَ أُرَاهَا إِلاَّ هَذِهِ الأَقْفَاصَ الَّتِىْ يَسْتُرُ النَّاسُ بِالدِّيْبَاجِ.

(৮০২) সাঈদ ইবনু আবু হিন্দ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এক প্রকারের উচ শয়তানের জন্য এবং এক প্রকারের গৃহও শয়তানের জন্য। বস্তুত শয়তানের উচ হল উহা, যা আমি প্রতক্ষ করেছি- তোমাদের কেউ কেউ খুব উত্তম উচ সঙ্গে নিয়ে সফরে বের হয়, উহাকে খুব মোচা-তাজা করে নিয়াছে, কিন্তু নিজেও উহাতে সওয়ার হয় না এবং সে তার এমন কোন ভাইয়ের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করে যার নিকট কোন সওয়ারী নাই, তবুও তাকে উহাতে সওয়ার করায় না। আর শয়তানের ঘর, আমি উহা দেখি নাই সাঈদ বলেনম আমার ধারণা উহা সেই সকল 'হাওদা'ই হবে, যাকে লোকেরা রেশমী কাপড় ইত্যাদি দ্বারা ঘিরে সাজিয়ে নেয়।[৪৩৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৩৬]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٨٠٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِىْ سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَغَدَا أَصْحَابُهُ فَقَالَ أَتَخَلَّفُ فَأُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ. فَلَمَّا صَلَّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ رَآهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُوَ مَعَ أَصْحَابِكَ فَقَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّىَ مَعَكَ ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ. قَالَ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِىْ الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ.

---

৪৩৫. আবুদাঊদ হা/২৫৬৮; মিশকাত হ/৩৯১৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭৪৩, ৮/২১ পৃঃ।
৪৩৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৫৬৮; মিশকাত হ/৩৯১৯।

(৮০৩) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একবার নবী করীম (ছাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাঃ) কে একটি সেনাদলে পাঠালেন, ঘটনাক্রমে সেই দিন ছিল জুমআর দিন। তাঁর সঙ্গীরা তো ভোরেই রওয়ানা হয়ে চলে গেল, কিন্তু ইবনু রাওয়াহা বললেন, আমি তাদের পশ্চাতে থেকে যাব এবং রাসূল (ছাঃ) সাথে ছালাত আদায় করে পরে গিয়ে সঙ্গীদের সাথে মিলিত হব। অতঃপর তিনি যখন রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত আদায় করলেন, তখন তিনি আব্দুল্লাহকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ভোরে তোমার সঙ্গীদের সাথে যাওয়া হতে কিসে তোমাকে বিরত রেখেছে? উত্তরে তিনি বললেন, আমি এই ইচ্ছা রেখেছি যে, আপনার সাথে ছালাত আদায় করে পরে সঙ্গীদের সাথে মিলিত হব। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ব্যয় কর, তবুও তুমি সঙ্গীদের সাথে ভোরে রওয়ানা হওয়ার ফযীলত হাছিল করতে পারবে না।[৪৩৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৩৮] যঈফ তিরমিযী হা/৫২৭; মিশকাত হা/৩৯২৩

(٨٠٤) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ سَيِّدُ الْقَوْمِ فِي السَّفَرِ خَادِمُهُمْ، فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُوْهُ بِعَمَلٍ إِلَّا الشَّهَادَةَ.

(৮০৪) সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সফরের মধ্যে সেই ব্যক্তিই কাফেলার সর্দার, যে তাদের খেদমত করে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের খেদমতে অগ্রগামী থাকবে, অন্য কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হওয়া ব্যতীত অন্য কোন আমল দ্বারা তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হবে না।[৪৩৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৪০]

باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

অনুচ্ছেদ : কাফেরদের প্রতি পত্র প্রেরণ ও ইসলামের দিকে আহ্বান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٨٠٥) عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْسَكَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَاتَلَ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ أَمْسَكَ حَتَّى

৪৩৭. তিরমিযী হা/৫২৭; মিশকাত হা/৩৯২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭৪৭।
৪৩৮. যঈফ আবুদাউদ হা/২৫৭৯; মিশকাত হা/৩৮৭৫।
৪৩৯. শু'আবুল ঈমান হা/৮০৫০; মিশকাত হা/৩৯২৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭৪৯, ৮/২৪ পৃঃ।
৪৪০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৩২৫; মিশকাত হা/৩৯২৫।

تَزُوْلَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَت الشَّمْسُ قَاتَلَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ أَمْسَكَ حَتَّى يُصَلِّىَ الْعَصْرَ ثُمَّ يُقَاتِلُ قَالَ وَكَانَ يُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ تَهِيْجُ رِيَاحُ النَّصْرِ وَيَدْعُو الْمُؤْمِنُوْنَ لِجُيُوْشِهِمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ.

(৮০৫) ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নু'মান ইবনু মুকাররিন (রাঃ) বলেছেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে যুদ্ধ করেছি। তাঁর অভ্যাস ছিল, যখন ফজরের সময় হয়ে যেত, তখন সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত (যুদ্ধ হতে) বিরত থাকতেন। যখন সূর্য উদয় হয়ে যেত, তখন যুদ্ধ আরম্ভ করতেন। আবার মধ্যাহ্ন হলে লড়াই বন্ধ রাখতেন যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে। আবার যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ত, তখন (যোহরের ছালাত আদায় করে) আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাইতেন। আবার আসরের ছালাতের জন্য বিরতি দিতেন্ ছালাত শেষে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করতেন। বর্ণনাকারী ক্বাতাদাহ বলেন, ছাহাবায়ে কেউামগণ বলতেন, সেই সময় আল্লাহ্র পক্ষ হতে বিজয়-বায়ু প্রবাহিত হয়। আর মুমিনগণ তাদের ছালাতে নিজ সৈন্যদের জন্য দু'আ করেন।[৪৪১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৪২]

(٨٠٦) عَن عِصَامِ الْمُزَنِيِّ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ سَرِيَّةٍ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَقْتُلُوْا أَحَدًا.

(৮০৬) ইছামুল মুযানী (রাঃ) বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে একটি সৈন্যদলে প্রেরণ করলেন এবং এই উপদেশ দিলেন, যখন তোমরা মসজিদ দেখতেপাও কিংবা মুয়াযযিনের আযান শুন, তখন কাউকেও হত্যা কর না।[৪৪৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৪৪]

باب القتال في الجهاد

অনুচ্ছেদ : জিহাদ অভিযানে লড়াই সম্পর্কে বর্ণনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٨٠٧) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ عَبَّأَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِبَدْرٍ لَيْلاً.

৪৪১. তিরমিযী হা/১৬১২; মিশকাত হ/৩৯৩৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭৫৮।
৪৪২. যঈফ তিরমিযী হা/১৬১২; মিশকাত হা/৩৯৩৪।
৪৪৩. তিরমিযী হা/১৫৪৯; মিশকাত হা/৩৯৩৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭৫৯, ৮/৩২ পৃঃ।
৪৪৪. যঈফ তিরমিযী হা/১৫৪৯; মিশকাত হা/৩৯৩৫।

(৮০৭) আব্দুর রহমান ইবনু আওফ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বদরের যুদ্ধের দিন রাত্রের বেলায়ই আমাদেরকে প্রস্তুত করেছেন।[৪৪৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৪৬]

(٨٠٨) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ عَبْدُ اللهِ وَشِعَارُ الأَنْصَارِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

(৮০৮) সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) বলেন, মুহাজিরদের সংকেত ছিল 'আব্দুল্লাহ' আর আনছারদের সংকেত ছিল 'আব্দুর রহমান'।[৪৪৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৪৮]

(٨٠٩) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اقْتُلُوْا شُيُوْخَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاسْتَحْيُوْا شَرْخَهُمْ وَالشَّرْخُ الْغِلْمَانُ الَّذِيْنَ لَمْ يُنْبِتُوْا.

(৮০৯) সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যুদ্ধের ময়দানে মশরিকদের বয়স্কদেরকে হত্যা কর, আর তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে জীবিত রাখ।[৪৪৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৫০]

(٨١٠) عَنِ عُرْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ أُسَامَةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ عَهِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَغِرْ عَلَى أُبْنَى صَبَاحًا وَحَرِّقْ.

(৮১০) উরওয়া (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) আমাকে বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) তাকে গুরুত্ব সহকারে নির্দেশ দিলেন, উবনা নামক বস্তির উপর ভোর বেলায় অতর্কিতে আক্রমণ কর এবং জ্বালিয়ে দাও।[৪৫১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৫২]

---

৪৪৫. তিরমিযী হা/১৬৭৭; মিশকাত হা/৩৯৪৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭৭১, ৮/৩৭ পৃঃ।
৪৪৬. যঈফ তিরমিযী হা/১৬৭৭; মিশকাত হা/৩৯৪৭।
৪৪৭. আবুদাঊদ হা/২৫৯৫; মিশকাত হা/৩৯৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭৭৩।
৪৪৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৫৯৫; মিশকাত হা/৩৯৪৯।
৪৪৯. তিরমিযী হা/১৫৮৩; আবুদাঊদ হা/২৬৭০; মিশকাত হা/৩৯৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭৭৬, ৮/৩৮ পৃঃ।
৪৫০. যঈফ তিরমিযী হা/১৫৮৩; যঈফ আবুদাঊদ হা/২৬৭০; মিশকাত হা/৩৯৫২।
৪৫১. আবুদাঊদ হা/২৬১৬; মিশকাত হা/৩৯৫৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭৭৭।
৪৫২. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৬১৬; মিশকাত হা/৩৯৫৩।

(٨١١) عَنْ أَبِىْ أُسَيْدِ السَّاعِدِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ إِذَا أَكْثَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ وَلاَ تَسُلُّوا السُّيُوفَ حَتَّى يَغْشَوْكُمْ.

(৮১১) আবু উসায়দ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বদরের যুদ্ধের দিন বলেছেন, শত্রুরা যখন তোমাদের অতি নিকটবর্তী হয়ে যায়, তখনই তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ কর এবং একেবারে সম্মুখে না আসা পর্যন্ত তলোয়ার কোষমুক্ত করো না।[৪৫৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৫৪]

(٨١٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ انْطَلِقُوْا بِاسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ وَلاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلاَ طِفْلاً وَلاَ صَغِيْرًا وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ تَغُلُّوْا وَضُمُّوْا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوْا وَأَحْسِنُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

(৮১২) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র সাহায্যে তাঁর রাসূলের দ্বীনের উপর তোমরা রওয়ানা হও। অতি বৃদ্ধ, ছোট শিশু এবং কোন মহিলাকে হত্যা কর না। গনীমতের মালে খেয়ানত কর না এবং সমস্ত যুদ্ধলব্ধ মাল-সম্পদকে একত্রে জমা করবে, পরস্পর মিলে মিশে থাকবে এবং সদ্ব্যবাহার করবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা সদ্ব্যবহারকারীদেরকে ভালবাসেন।[৪৫৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৫৬]

(٨١٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِىْ سَرِيَّةٍ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاخْتَبَيْنَا بِهَا وَقُلْنَا هَلَكْنَا ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ نَحْنُ الْفَرَّارُونَ قَالَ بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُوْنَ وَأَنَا فِئَتُكُمْ. فَقَالَ لاَ بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُوْنَ. قَالَ فَدَنَوْنَا فَقَبَّلْنَا يَدَهُ فَقَالَ أَنَا فِئَةُ الْمُسْلِمِيْنَ.

(৮১৩) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে একটি সেনাদলে পাঠালেন। কিন্তু আমাদের লোকজন (শত্রুর মোকাবিলায় টিকে থাকতে না পেরে) পলায়ন করল এবং আমরা মদীনায় ফিরে এসে আত্মগোপন করলাম। আর বলতে লাগলাম, আমরা ধ্বংস হয়ে গেছি। অতঃপর আমরা রাসূল

---

৪৫৩. আবুদাঊদ ২৬৬৪; মিশকাত হা/৩৯৫৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭৭৮।
৪৫৪. যঈফ আবুদাঊদ ২৬৬৪; মিশকাত হা/৩৯৫৪।
৪৫৫. আবুদাঊদ হা/২৬১৪; মিশকাত হা/৩৯৫৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭৮০, ৮/৪০ পৃঃ।
৪৫৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৬১৪; মিশকাত হা/৩৯৫৬।

(ছাঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমরা পলায়নকারী। তিনি বললেন, বরং তোমরা তো প্রতিআক্রমণকারী, আর আমি তোমাদের পশ্চাৎ দলে রয়েছি।[৪৫৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৫৮]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٨١٤) عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ.

(৮১৪) ছাওবান ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) তায়েফবাসীদের উপর আক্রমণের জন্য মিনজানীক স্থাপন করেন।[৪৫৯]

তাহক্বীক্ব : জাল।[৪৬০]

باب قسمة الغنائم والغلول فيها

অনুচ্ছেদ : গনীমতের মাল-সম্পদ বিতরণ ও উহাতে খেয়ানত করা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٨١٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ نَفَّلَنِى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ أَبِىْ جَهْلٍ كَانَ قَتَلَهُ.

(৮১৫) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বদরের যুদ্ধের দিন আমাকে আবু জাহ লের তলোয়ারখানা নফল হিসাবে প্রদান করেছেন। ইবনু মাসঊদই তাকে হত্যা করেছিলেন।[৪৬১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৬২]

(٨١٦) عَنْ زَيْد بْنِ خَالد الْجُهَنِىِّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَاب النَّبِىِّ ﷺ تُوُفِىْ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوا ذَلكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلكَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ لاَ يُسَاوِى دِرْهَمَيْنِ.

---

৪৫৭. আবুদাঊদ হা/২৬৪৭; মিশকাত হা/৩৯৫৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭৮২।
৪৫৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৬৪৭; মিশকাত হা/৩৯৫৮।
৪৫৯. তিরমিযী হা/২৭৬২; মিশকাত হা/৩৯৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭৮৩।
৪৬০. যঈফ তিরমিযী হা/২৭৬২; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮৮; মিশকাত হা/৩৯৫৯।
৪৬১. আবুদাঊদ হা/২৭২২; মিশকাত হা/৪০০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৮২৮, ৮/৭০ পৃঃ।
৪৬২. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৭২২; মিশকাত হা/৪০০৪।

(৮১৬) ইয়াযীদ ইবনু খালেদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি খায়বারের লড়াইয়ের দিন মৃত্যু বরণ করল। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এই সংবাদটি জানানো হলে তিনি বললেন, তোমরা সঙ্গীর জানাযা পড়ে নাও। ইহাতে (এই কথা শুনে) লোকদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তখন (তাদের মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরে) তিনি বললেন, তোমাদের এই সাথী আল্লাহ্র পথে (অর্থাৎ, গনীমতের মালে) খেয়ানত করেছে। (বর্ণনাকারী বলেন,) অতঃপর আমরা তার আসবাবপত্র তালাশ করলাম, তখন (উহাতে) ইহুদীদের এক খন্ড হার পেলাম, যার মূল্য দুই দিরহামের বেশী হবে না।[৪৬৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৬৪]

(৮১৭) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَّقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ وَضَرَبُوْهُ.

(৮১৭) আমর ইবনু শু‘আইব (রহঃ) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হেত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (ছাঃ), আবুবকর ও ওমর (রাঃ) খেয়ানতকারীর সমস্ত মাল-সামান জ্বালিয়ে দেন এবং তাকে প্রহার করেন।[৪৬৫]

তহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৬৬]

(৮১৮) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَتَمَ غَالاًّ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ.

(৮১৮) সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলতেন, যে ব্যক্তি খেয়ানতকারীর খেয়ানতের ব্যাপারে গোপন করে, সেও তার মতই।[৪৬৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৬৮]

(৮১৯) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ.

(৮১৯) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বন্টনের পূর্বে গনীমতের মাল ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[৪৬৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৭০]

---

৪৬৩. আবুদাঊদ হা/১৯৫৯; নাসাঈ হা/২৭১০; মিশকাত হা/৪০১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৮৩৫, ৮/৭৪ পৃঃ।
৪৬৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/১৯৫৯; নাসাঈ হা/২৭১০; মিশকাত হা/৪০১১।
৪৬৫. আবুদাউদ হা/২৭১৫, মিশকাত হা/৪০১৩, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৮৩৭।
৪৬৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৭১৫; মিশকাত হা/৪০১৩।
৪৬৭. আবুদাঊদ হা/২৭১৬; মিশকাত হা/৪০১৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৮৩৮।
৪৬৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৭১৬; মিশকাত হা/৪০১৪।
৪৬৯. তিরমিযী হা/১৫৬৩; মিশকাত হা/৪০১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৮৩৯, ৮/৭৫ পৃঃ।
৪৭০. যঈফ তিরমিযী হা/১৫৬৩; মিশকাত হা/৪০১৫।

(٨٢٠) عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ الْجَزْرَ فِيْ الْغَزْوِ وَلاَ نَقْسِمُهُ حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وَأَخْرِجَتُنَا مِنْهُ مُمْلاَةٌ.

(৮২০) আব্দুর রহমান ইবনু খালেদের গোলাম কাসেম নবী করীম (ছাঃ) জনৈক ছাহাবী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যুদ্ধের সময় আমরা উটের গোশত খাইতাম, কিন্তু উহাকে বন্টন করতাম না। এমন কি যখন আমরা নিজেদের তঁবুতে ফিরে আসতাম, তখন দেখতাম, আমাদের খাদ্যভান্ডগুলোপরিপূর্ণ হয়ে আছে।[৪৭১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৭২]

باب الجزية

অনুচ্ছেদ : জিযিয়ার বয়ান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٨٢١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِيْ أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ.

(৮২১) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, একই ভূ-খণ্ডে দুই কেবলার লোক বসবাস করা সঙ্গত নয় এবং কোন মুসলিম হতে জিযিয়া নেওয়া হবে না।[৪৭৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৭৪]

(٨٢٢) عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِيْ أُمِّهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ.

(৮২২) হারব ইবনু ওবাইদুল্লাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর নানক হতে এবং তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইহুদী ও নাসারাগণ দশমাংশ (উশর কর) দিতে বাধ্য থাকবে ; কিন্তু মুসলিমের উপর কোন উশর নেই।[৪৭৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৭৬]

---

৪৭১. আবুদাঊদ হা/২৭০৬; মিশকাত হা/৪০২২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৮৪৬, ৮/৭৭ পৃঃ।
৪৭২. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৭০৬; মিশকাত হা/৪০২২।
৪৭৩. তিরমিযী হা/৬৩৩; মিশকাত হা/৪০৩৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৮৬০, ৮/৮৭ পৃঃ।
৪৭৪. যঈফ তিরমিযী হা/৬৩৩; মিশকাত হা/৪০৩৭।
৪৭৫. আবুদাঊদ হা/৩০৪৬; মিশকাত হা/৪০৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৮৬২, ৮/৮৮ পৃঃ।
৪৭৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩০৪৬; মিশকাত হা/৪০৩৯।

باب الفيء

অনুচ্ছেদ : বিনা যুদ্ধে কাফেরদের সম্পদ হস্তগত হওয়া

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٨٢٣) عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بَنِى مَرْوَانَ حِيْنَ اسْتُخْلِفَ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ فَدَكُ فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا وَيَعُوْدُ مِنْهَا عَلَى صَغِيْرِ بَنِى هَاشِمٍ وَيُزَوِّجُ مِنْهَا أَيِّمَهُمْ وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبَى فَكَانَتْ كَذَلِكَ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتَّى مَضَى لِسَبِيْلِهِ فَلَمَّا أَنْ وَلِىَ أَبُوْ بَكْرٍ رضى الله عنه عَمِلَ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ حَيَاتِهِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيْلِهِ فَلَمَّا أَنْ وَلِىَ عُمَرُ عَمِلَ فِيْهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلاَ حَتَّى مَضَى لِسَبِيْلِهِ ثُمَّ أَقْطَعَهَا مَرْوَانُ ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ يَعْنِى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَرَأَيْتُ أَمْرًا مَنَعَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ وَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ يَعْنِى عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

(৮২৩) মুগীরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) খলীফা নিযুক্ত হয়েই মারওয়ানের সন্তাদেরকে একত্রিত করে বললেন, নিশ্চয় ফাদাকভূমি রাসূল (ছাঃ)-এর জন্যই ছিল, তিনি ফাদাক ভূমির আয় নিজের জন্য ব্যয় করতেন। এতদ্ভিন্ন বনী হাশেমের ছোট ছোট শিশু-কিশোরের জন্য উহা হতে ব্যয় করতেন এবং উহা হতে তাদের অবিবাহিতদের বিবাহে ব্যয় করতেন। ফাতেমা (রাঃ) হুযুর (ছাঃ)-এর কাছে চাইলেন যে, উক্ত (ফাদাক) ভূমি তাঁকে দেওয়া হৌক ; কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন। ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় উহা অনুরূপভাবেই পরিচালিত হচ্ছিল। অতঃপর এই অবস্থায় রেখে তিনি ইন্নেকাল করলেন। যখন আবুবকর (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত হলেন, তখন তিনিও উহাতে সেই নীতিই অবলম্বন করলেন যেই নীতি রাসূল (ছাঃ) তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবলম্বন করেছিলেন। অবশেষে এই অবস্থায় রেখে তিনিও ইন্তেকাল করলেন। অতঃপর যখন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত হলেন, তখন তিনিও তার মধ্যে সেই একই নীতি অবলম্বন করলেন, যা তাঁর পূর্বসূরী দুইজন (অর্থাৎ, নবী করীম (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) অবলম্বন করেছিলেন। এই অবস্থায় রেখে অবশেষে তিনিও ইন্তেকাল করলেন। অতঃপর মারওয়ান উক্ত ফাদাক ভূমিকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করল। অতঃপর উহা ওমর ইবনু

আব্দুল আযীযের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হল। রাসূল [ছাঃ] যা তাঁর কন্যা ফাতেমাকে দেন নাই, আমি দেখিতেছি, তার মধ্যে কোন অবস্থাতেই আমার ব্যক্তিগত কোন অধিকার নেই। আমি তোমাদেরকে সাক্ষ্য করে ঘোষণা করছি যে, আমি ফাদাক ভূমিকে পুনরায় ঐ অবস্থায় ফেরত দিয়ে দিলাম, যেই অবস্থায় উহা ছিল অর্থাৎ, রাসূল (ছাঃ) এবং আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর যামানায়।[৪৭৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৭৮]

كتاب الصيد والذبائح

অনুচ্ছেদ : শিকার ও যবাহ্ পর্ব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٨٢٤) عَنْ أَبِيْ الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَمَا تَكُوْنُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِيْ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِيْ فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ.

(৮২৪) আবুল উশারা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! গলা ও গ্রীবা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে কি যবাহ্ করা যায় না ? তিনি বললেন, যদি তুমি তার ঊরুর মধ্যেও ক্ষত করে দাও, তার তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।[৪৭৯]

তাহক্বীক্ব : মুনকার।[৪৮০]

(٨٢٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ.

(৮২৫) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে মজুসীর কুকুরের শিকারকৃত জানোয়ার খেতে নিষেধ করা হয়েছে।[৪৮১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৮২]

(٨٢٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ زَادَ ابْنُ عِيْسَى وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالاَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ شَرِيْطَةِ الشَّيْطَانِ. زَادَ ابْنُ عِيْسَى فِيْ حَدِيْثِهِ وَهِيَ الَّتِيْ تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ وَلاَ تُفْرَى الأَوْدَاجُ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوْتَ.

---

৪৭৭. আবুদাঊদ হা/২৯৭২; মিশকাত হা/৪০৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৮৮৬, ৮/১০৬ পৃঃ।
৪৭৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৯৭২; মিশকাত হা/৪০৬৩।
৪৭৯. তিরমিযী হা/১৪৮১; আবুদাঊদ হা/২৮২৫; নাসাঈ হা/৪০০৮; মিশকাত হা/৪০৮২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯০৫, ৮/১১৫ পৃঃ।
৪৮০. যঈফ তিরমিযী হা/১৪৮১; যঈফ আবুদাঊদ হা/২৮২৫; যঈফ নাসাঈ হা/৪০০৮; মিশকাত হা/৪০৮২।
৪৮১. তিরমিযী হা/১৪৬৬; মিশকাত হা/৪০৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯০৮।
৪৮২. যঈফ তিরমিযী হা/১৪৬৬; মিশকাত হা/৪০৮৫।

(৮২৬) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) শরীতাতে শয়তান হতে নিষেধ করেছেন। ইবনু ঈসা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, কোন প্রাণীকে এমনভাবে যবাহ্ করা যে, তার শুধু চামড়া কাটা হয় ; কিন্তু তার রগ বা শিরা না কেটে এমনিই ফেলে রাখা হয়, অবশেষে এই অবস্থায় উহা মরে যায়।[৪৮৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৮৪]

(৮২৭) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَ اللهُ عَزَّ جَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَمَا حَقُّهَا قَالَ حَقُّهَا أَنْ تَذْبَحهَا فَتَأْكُلَهَا وَلاَ تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا.

(৮২৭) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আছ (রাঃ) হতে বর্ণি, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি না-হক চড়ুই কিংবা তদপেক্ষা ছোট পাখী বধ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার হত্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তার হক্ কি। তিনি বললেন, উহাকে যবাহ্ করে খাইবে এবং তার মাথা কেটে ফেলে দিবে না।[৪৮৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৮৬]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(৮২৮) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِيْ الْبَحْرِ إِلاَّ قَدْ ذَكَّاهَا اللهُ تَعَالَى لِبَنِى آدَمَ .

(৮২৮) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সামুদ্রিক প্রাণী সেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা আদম-সন্তানের জন্য যবাহ করেছেন।[৪৮৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৮৮]

---

৪৮৩. আবুদাঊদ হা/২৮২৬; মিশকাত হা/৪০৯০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯১৩, ৮/১১৭ পৃঃ।
৪৮৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৮২৬; মিশকাত হা/৪০৯০।
৪৮৫. আহমাদ হা/৬৫৫১; নাসাঈ হা/৪৪৪৫; দারেমী হা/২০৩০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯১৬।
৪৮৬. যঈফ নাসাঈ হা/৪৪৪৫; মিশকাত হা/৪০৯৪।
৪৮৭. দারাকুৎনী হা/৪৭৭২; মিশকাত হা/৪০৯৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯১৯, ৮/১২০ পৃঃ।
৪৮৮. যঈফুল জামে' হা/৫১৬৯; মিশকাত হা/৪০৯৭।

باب ذكر الكلب

অনুচ্ছেদ : কুকুর সম্পর্কে বর্ণনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٨٢٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ.

(৮২৯) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) পশুদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই করাতে নিষেধ করেছেন।[৪৮৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৯০]

باب ما يحل اكله وما يحرم

অনুচ্ছেদ : যে সমস্ত প্রাণী খাওয়া হালাল ও যা হারাম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٨٣٠) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِىْ السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوْهُ.

(৮৩০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ঘিয়ের মেধ্য ইঁদুর পড়ে গেলে, যদি জমাট হয়, তখন ইঁদুর ও তার আশেপাশের ঘি ফেলে দাও। আর যদি উহা তরখ হয়, তখন উহা কাছেও যেয়ো না।[৪৯১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৯২]

(٨٣١) عَنْ سَفِينَةَ قَالَ أَكَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَحْمَ حُبَارَى.

(৮৩১) সাফীনা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হোবারার গোশত খেয়েছি।[৪৯৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৯৪]

(٨٣٢) عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْهِرَّةِ وَثَمَنِهَا.

---

৪৮৯. আবুদাউদ হা/২৫৬২; তিরমিযী হা/১৭০৮; মিশকাত হা/৪১০৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯২৫, ৮/১২৩ পৃঃ।

৪৯০. যঈফ আবুদাউদ হা/২৫৬২; যঈফ তিরমিযী হা/১৭০৮; মিশকাত হা/৪১০৩।

৪৯১. আবুদাউদ হা/৩৮৪২; মিশকাত হা/৪১২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৪৫, ৮/১৩১ পৃঃ।

৪৯২. যঈফ আবুদাউদ হা/৩৮৪২; মিশকাত হা/৪১২৩।

৪৯৩. আবুদাউদ হা/৩৭৯৭; মিশকাত হা/৪১২৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৪৬, ৮/১৩২ পৃঃ।

৪৯৪. যঈফ আবুদাউদ হা/৩৭৯৭; মিশকাত হা/৪১২৫।

(৮৩২) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম (ছাঃ) বিড়াল খেতে এবং তার মূল্য ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।[৪৯৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৯৬]

(٨٣٣) عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ.

(৮৩৩) খালেদ ইবনু ওয়লীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।[৪৯৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৪৯৮]

(٨٣٤) عَنْ خَالِد بْنِ الْوَلِيد قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ فَأَتَت الْيَهُودُ فَشَكَوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى حَظَائِرِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلاَ لاَ تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهِدِينَ إِلاَّ بِحَقِّهَا

(৮৩৪) খালেদ ইবনু ওয়লীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের দিন আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে শরীক ছিলাম। ইয়াহুদীরা এসে এই অভিযোগ করল যে, লোকেরা তাদের ফলফলাদির প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। তখন রাসূল (ছাঃ) ঘোষণা করলেন, সাবধান! সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ এমন লোকদের মাল-সম্পদ ন্যায্য অধিকার ছাড়া হালাল নয়।[৪৯৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫০০]

(٨٣٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيْهِ وَطَفَا فَلاَ تَأْكُلُوهُ.

(৮৩৫) জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে মাছটিকে সমুদ্র তীরের দিকে নিক্ষেপ করে এবং উহা হতে পানি সরে যায়, উহা তোমরা খাবে। আর যে মাছ পনিতে মরে ভেষে উঠে উহা খেয়ো না।[৫০১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫০২]

---

৪৯৫. আবুদাঊদ হা/৩৮০৭; তিরমিযী হা/১২৮০; মিশকাত হা/৪১২৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৪৯।
৪৯৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৮০৭; যঈফ তিরমিযী হা/১২৮০; মিশকাত হা/৪১২৮।
৪৯৭. আবুদাঊদ হা/৩৭৯০; নাসাঈ হা/৪৩৩১; মিশকাত হা/৪১৩০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৫১, ৮/১৩৩ পৃঃ।
৪৯৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৭৯০; যঈফ নাসাঈ হা/৪৩৩১; মিশকাত হা/৪১৩০।
৪৯৯. আবুদাঊদ হা/৩৮০৬; মিশকাত হা/৪১৩১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৫২।
৫০০. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৮০৬; মিশকাতা হা/৪১৩১।
৫০১. আবুদাঊদ হা/৩৮১৫; ইবনু মাজাহ হা/৩২৪৭; মিশকাত হা/৪১৩৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৫৪।
৫০২. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৮১৫; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩২৪৭; মিশকাত হা/৪১৩৩।

(٨٣٦) عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ أَكْثَرُ جُنُوْدِ اللهِ لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ.

(৮৩৬) সালমান ফারেসী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী করীম (ছাঃ)-কে টিডিড (খাওয়া) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, আল্লাহ্র এমন বহু জাতি সৃষ্ট জীব আছে, যা আমি খাইও না এবং হারামও বলি না।[৫০৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫০৪]

(٨٣٧) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِىْ لَيْلَى قَالَ قَالَ أَبُوْ لَيْلَى قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِىْ الْمَسْكَنِ فَقُوْلُوا لَهَا إِنَّا نَسْأَلُكِ بِعَهْدِ نُوحٍ وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنْ لاَ تُؤْذِينَا فَإِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوهَا.

(৮৩৭) আব্দুর রহমান ইবনু আবু লায়লা (রহঃ) আবু লায়লা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যদি তোমাদের গৃহে সাপ দেখা যায়, তখন উহাকে লক্ষ্য করে বল, আমরা তোমাকে নূহ (আঃ) এবং সোলায়মান ইবনু দাঊদ (আঃ) এর সাথে কৃত অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে বলছি, আমাদেরকে কষ্ট দিবে না। আর যদি ইহার পরও ফিরে আসে, তখন উহাকে মেরে ফেল।[৫০৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫০৬]

(٨٣٨) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنِسَ زَمْزَمَ وَإِنَّ فِيْهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ يَعْنِى الْحَيَّاتِ الصِّغَارَ فَأَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِقَتْلِهِنَّ.

(৮৩৮) আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! আমরা যম্‌যম কূপটি পরিষ্কার করতে ইচ্ছা রাখি। কিন্তু তার মধ্যে জিন অর্থাৎ, ছোট ছোট সাপ আছে। রাসূল (ছাঃ) সেগুলোকে মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিলেন।[৫০৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫০৮]

---

৫০৩. আবুদাঊদ হা/৩৮১৩; মিশকাত হা/৪১৩৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৫৫।
৫০৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৮১৩; মিশকাত হা/৪১৩৪।
৫০৫. তিরমিযী হা/১৪৮৫; মিশকাত হা/৪১৩৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৫৮।
৫০৬. যঈফ তিরমিযী হা/১৪৮৫; মিশকাত হা/৪১৩৭।
৫০৭. আবুদাঊদ হা/৫২৫১; মিশকাত হা/৪১৪১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৬২, ৮/১৩৬ পৃঃ।
৫০৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/৫২৫১; যঈফ আত-তারগীব হা/১৭৬৮; মিশকাত হা/৪১৪১।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(৮৩৯) عَن أبي ثعلبةَ الخُشَنِيَّ يَرْفَعُهُ الْجِنُّ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ صِنْفٌ لَهُمْ أَجْنِحَةٌ يَطِيرُونَ فِي الْهَوَاءِ وَصِنْفٌ حَيَّاتٌ وَكِلَابٌ وَصِنْفٌ يُحلُّونَ ويظعنونَ .

(৮৩৯) আবু ছা'লাবা খোশানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, জিন জাতি তিন প্রকার। এক প্রকার জিন, তাদের ডানা আছে, তারা শূন্যে উড়ে বেড়ায়। দ্বিতীয় প্রকারের জিন, তারা সাপ ও কুকুরের আকৃতি ধারণ করে। আর তৃতীয় প্রকারের জিন, কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থানও করে এবং তথা হতে অন্যত্র চলে যায়।[৫০৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫১০]

باب العقيقة

অনুচ্ছেদ : আক্বীক্বার বর্ণনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(৮৪০) عَنْ أَبِىْ رَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَذَّنَ فِىْ أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ.

(৮৪০) আবু রাফে' (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান ইবনু আলীকে যখন ফাতেমা (রাঃ) প্রসব করলেন, তখন আমি রাসূল (ছাঃ)-কে তার কানে ছালাতের আযানের ন্যায় আযান দিতে দেখেছি।[৫১১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫১২]

---

৫০৯. মিশকাত হা/৪১৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৬৯।
৫১০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৫৪৯; মিশকাত হা/৪১৪৮।
৫১১. তিরমিযী হা/১৫১৪; আবুদাউদ হা/৫১০৫; মিশকাত হা/৪১৫৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৭৮, ৮/১৪৩ পৃঃ।
৫১২. যঈফ তিরমিযী হা/১৫১৪; যঈফ আবুদাউদ হা/৫১০৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৯৩; তারাজুউ হা/২২; মিশকাত হা/৪১৫৭।

كتاب الأطعمة

অধ্যায় : খাদ্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٨٤١) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا فَقُرِّبَ طَعَامٌ فَلَمْ أَرَ طَعَامًا كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ أَوَّلَ مَا أَكَلْنَا وَلا أَقَلَّ بَرَكَةً فِي آخِرِهِ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ هَذَا؟ قَالَ إِنَّا ذَكَرْنَا اسْمَ اللهِ حِينَ أَكَلْنَا ، ثُمَّ قَعَدَ مَنْ أَكَلَ وَلَمْ يُسَمِّ اللهَ فَأَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ

(৮৪১) আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে ছিলাম, এমন সময় খাবার আনা হল। আমি অদ্যাবধি উহা হতে বেশি বরকতময় খানা কখনো দেখি নাই, প্রথম ভাগে যা আমরা খেয়েছিলাম। আর না অতি অল্প বরকত যা তার শেষ ভাগে ছিল। আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এমনটা হল কেন? তিনি বললেন, আমরা যখন খাচ্ছিলাম, তখন আল্লাহ্র নাম নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম। অতঃপর এক লোক খেতে বসেছে, সে আল্লাহ্র নাম নেয়নি, ফলে তার সাথে শয়তানও খানা খেয়েছে।[৫১৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫১৪]

(٨٤٢) عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِيٍّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسًا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلاَّ لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ قَالَ بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اسْتَقَاءَ مَا فِيْ بَطْنِهِ.

(৮৪২) উমাইয়া ইবনু মাখশী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি বিসমিল্লাহ না পড়ে খাচ্ছিল, অবশেষে মাত্র একটি গ্রাস অবশিষ্ট রইল, যখন সে উহাকে মুখের কাছে তলল, তখন সে বলে উঠল, বিসমিল্লাহ আওয়্যালাহু ওয়া আখিরাহু। তার অবস্থা দেখে নবী করীম (ছাঃ) হেসে উঠলেন, অতঃপর বললেন, এতক্ষণ পর্যন্ত শয়তান ঐ লোকটির সঙ্গে খাচ্ছিল। আর যখনই সে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করল, তখনই শয়তান তার পেটের মধ্যে যা কিছু ছিল বমি করে দিল।[৫১৫]

---

৫১৩. শারহুস সুন্নাহ ১/৬৯৬ পৃঃ; মুখতাছার শামায়েল হা/১৬০; মিশকাত হা/৪২০১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০১৯, ৮/১৫৫ পৃঃ।

৫১৪. মুখতাছার শামায়েল হা/১৬০; মিশকাত হা/৪২০১।

৫১৫. আবুদাউদ হা/৩৭৬৮; মিশকাত হা/৪২০৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০২১।

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫১৬]

(٨٤٣) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ.

(৮৪৩) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন খানাপিনা হতে অবসর হতেন, তখন এই দু'আ পড়তেন 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাদেরকে খাওয়াইয়াছেন, পান করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করিয়েছেন।[৫১৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫১৮]

(٨٤٤) عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ فِىْ التَّوْرَاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ قَبْلَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوْءُ بَعْدَهُ.

(৮৪৪) সালমান ফারেসী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাওরাতে পড়েছি, খাওয়ার পরে ওযূ করলে খাদ্যের মধ্যে বরকত হাসিল হয়। এই কথাটি আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে জানালাম, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, খানার বরকত খাওয়ার পূর্বে ওযূ করা এবং তার পরে ওযূ করা।[৫১৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫২০]

(٨٤٥) عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّيْنِ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ الأَعَاجِمِ وَانْهَسُوهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ.

(৮৪৫) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা ছুরি দ্বারা গোশতকে কাটিও না। কারণ উহা আজমী (পারসিক)-দের আচরণ ; বরং উহা দাঁত দ্বারা ছুটিয়ে খাও। কারণ, ইহা বেশী সুস্বাদু এবং হজমের দিক দিয়া ভল।[৫২১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫২২]

---

৫১৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৭৬৮; মিশকাত হা/৪২০৩।
৫১৭. তিরমিযী হা/৩৪৫৭; আবুদাঊদ হা/৩৮৫০; ইবনু মাজাহ হা/৩২৭৪; মিশকাত হা/৪২০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০২২।
৫১৮. যঈফ তিরমিযী হা/৩৪৫৭; যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৮৫০; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩২৭৪; মিশকাত হা/৪২০৪।
৫১৯. তিরমিযী হা/১৮৪৬; আবুদাঊদ হা/৩৭৬১; মিশকাত হা/৪২০৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০২৫, ৮/১৫৭ পৃঃ।
৫২০. যঈফ তিরমিযী হা/১৮৪৬; যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৭৬১; মিশকাত হা/৪২০৮।
৫২১. আবুদাঊদ হা/৩৭৭৮; মিশকাত হা/৪২১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৩১।
৫২২. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৭৭৮; মিশকাত হা/৪২১৫।

(٨٤٦) عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ أَكَلَ فِىْ قَصْعَةٍ فَلَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ.

(৮৪৬) নুবায়শাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি পেয়লাতে খায় এবং পরে উহা চটে লয়, পাত্রটি তার জন্য মাগফিরাত কামনা করে।[৫২৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫২৪]

(٨٤٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الثَّرِيدَ مِنَ الْخُبْزِ وَالثَّرِيدَ مِنَ الْحَيْسِ.

(৮৪৭) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল(ছাঃ)-এর কাছে রুটির সারীদ এবং হায়সের সারীদ ছিল প্রিয় খাদ্য।[৫২৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫২৬]

(٨٤٨) عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً وَقَالَ هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ.

(৮৪৮) ইউসুফ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) বলেন, একবার আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখেছি, তিনি এক টুকরা যবের রুটি নিয়ে তার উপরে খেজুর রেখে বললেন, ইহা (খজুর) তার (রুটির) সালন। এবং উহা খেলেন।[৫২৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫২৮]

(٨٤٩) عَنْ سَعْدٍ قَالَ مَرِضْتُ مَرَضًا أَتَانِى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِى فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَىَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا عَلَى فُؤَادِى فَقَالَ إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْئُودٌ ائْتِ الْحَارِثَ بْنَ كَلَدَةَ أَخَا ثَقِيفٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَأْهُنَّ بِنَوَاهُنَّ ثُمَّ لِيَلُدَّكَ بِهِنَّ.

(৮৪৯) সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় আমি মারত্মকভাবে পীড়িত হয়ে পড়লাম। নবী করীম (ছাঃ) আমার খোঁজখবর নিয়ে তাশরীফ আনলেন। তিনি নিজের হাতখানা আমার দুই স্তনের মাঝখানে (বুকের উপর)

---

৫২৩. তিরমিযী হা/১৮০৪; ইবনু মাজাহ হা/৩২৭১; মিশকাত হা/৪২১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৩৪, ৮/১৬০ পৃঃ।
৫২৪. যঈফ তিরমিযী হা/১৮০৪; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩২৭১; মিশকাত হা/৪২১৮।
৫২৫. আবুদাঊদ হা/৩৭৮৩; মিশকাত হা/৪২২০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৩৬।
৫২৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৭৮৩; মিশকাত হা/৪২২০।
৫২৭. আবুদাঊদ হা/৩৮৩০; মিশকাত হা/৪২২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৩৯।
৫২৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৮৩০; মিশকাত হা/৪২২৩।

রাখলেন। তাতে আমি আমার কলিজায় শীতলতা অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি একজন হৃদ-বেদনার রোগী। সুতরাং তমি সাকীফ গোত্রীয় হারেস ইবনু কালদার নিকট যাও। সে একজন চিকিৎসক। সে যেন অবশ্যই মদীনার সাতটি আজওয়া খেজুর বীচিসহ পিষে তোমার মুখের মধ্যে ঢেলে দেয়।[৫২৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৩০]

(৮৫০) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِىْ خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةً بِسَمْنٍ وَلَبَنٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ فِىْ أَىِّ شَىْءٍ كَانَ هَذَا قَالَ فِىْ عُكَّةِ ضَبٍّ قَالَ ارْفَعْهُ.

(৮৫০) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ঘি-দুধে মিশ্রিত চুপসা ভিজা ধবধবে সাদা উত্তম গমের আটার তৈরী রুটি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এই কথা শুনে জনতার মধ্য হতে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং রুটি তৈরী করে তাঁর খেদমাতে নিয়ে আসল। তিনি জিজ্ঞেস করলন, উহা কেমন ধরনের পাত্রে রাখা ছিল? সে বলল, গেবই সাপের চামড়ার থলির মধ্যে। তখন তিনি বললেন, ইহা তুলে নাও।[৫৩১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৩২]

(৮৫১) عَنْ أَبِىْ زِيَادِ خِيَارِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الْبَصَلِ فَقَالَتْ إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَعَامٌ فِيْهِ بَصَلٌ.

(৮৫১) আবু যিয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়েশা (রাঃ)-কে পিয়াজ (খাওয়া) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) সর্বশেষ খানা যা খেয়েছেন, তন্মধ্যে পিয়াজ ছিল।[৫৩৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৩৪]

(৮৫২) عَنْ أَبِيْهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُؤَيْبٍ فَأُتِينَا بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الثَّرِيدِ وَالْوَذْرِ وَأَقْبَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا فَخَبَطْتُ بِيَدِى مِنْ نَوَاحِيهَا وَأَكَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَبَضَ بِيَدِهِ

৫২৯. আবুদাঊদ হা/৩৮৭৫; মিশকাত হা/৪২২৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৪০, ৮/১৬১ পৃঃ।
৫৩০. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৮৭৫; মিশকাত হা/৪২২৪।
৫৩১. আবুদাঊদ হা/৩৮১৮; ইবনু মাজাহ হা/১১৩; মিশকাত হা/৪২২৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৪৫, ৮/১৬৩ পৃঃ।
৫৩২. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৮১৮; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১১৩; মিশকাত হা/৪২২৯।
৫৩৩. আবুদাঊদ হা/৩৮২৯; মিশকাত হা/৪২৩১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৪৭।
৫৩৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৮২৯; মিশকাত হা/৪২৩১।

الْيُسْرَى عَلَى يَدِى الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ ثُمَّ أُتِينَا بِطَبَقٍ فِيْهِ أَلْوَانُ الرُّطَبِ أَوِ التَّمْرِ عُبَيْدُ اللهِ شَكَّ قَالَ فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَجَالَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِىْ الطَّبَقِ وَقَالَ يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ. ثُمَّ أُتِينَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِبَلَلِ كَفَّيْهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَالَ يَا عِكْرَاشُ هَذَا الْوُضُوْءُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ.

(৮৫২) ইকরাশ ইবনু যুয়াইব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমাদের সম্মুখে বৃহদাকারের একটি খাদ্যপাত্র আনা ল। পাত্রটি ছিল সারীদ ও গোশতের টুকরাবিশিষ্ট। আমি আমার হাত দিয়ে পাত্রের চার পাশ হতে নিতে লাগলাম। আর রাসূল (ছাঃ) নিজের সম্মুখ হতে খাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি বাম হাত দ্বারা আমার ডান হাত ঘরে ফেললেন, এবং বললেন, হে ইকরাশ ! এক জায়গা হতে খাও, কারণ ইহা এক প্রকারের খাদ্য। অতঃপর আমাদের সম্মুখে একখানি থালা আনা হল। তন্মধ্যে ছিল বিভিন্ন প্রকারের খেজুর। তখন আমি কেবল মাত্র আমার সম্মুখ হতে খাইতে লাগলাম। আর রাসূল (ছাঃ)-এর হাত গোটা থালার মধ্যেই ঘুরছিল। তখন তিনি বললেন, হে ইকরাশ! থালার যেই জায়গা হতে ইচ্ছা হয় খাও, কারণ ইহা এক প্রকারে নয়। অতঃপর আমাদের জন্য পানি আনা হল, তখন মুখমণ্ডল, বাহুদ্বয় ও মাথা মুছে নিলেন এবং বললেন, হে ইকরাশ! ইহা হল সেই খাদ্যের ওযূ যাকে আগুন পরিবর্তন করে দিয়েছে।[৫৩৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৩৬]

(٨٥٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعْكُ أَمَرَ بِالْحَسَاءِ فَصُنِعَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنْهُ وَكَانَ يَقُوْلُ إِنَّهُ لَيَرْتُوْ فُؤَادَ الْحَزِيْنِ وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ كَمَا تَسْرُوْ إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا.

(৮৫৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবারস্থ কারো জ্বর হলে তিনি হাসা প্রস্তুত করতে বলতেন এবং উহা চটে খাইতে নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন, ইহা চিন্তাযুক্ত মনকে সুদৃঢ় করে এবং পীগিতের অন্তর হতে রোগের ক্লেশকে দূর করে, যেমন তোমাদের নারীদের কেউ পানি দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল হতে ময়লা দূর করে থাকে।[৫৩৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৩৮]

---

৫৩৫. তিরমিযী হা/১৮৪৮; মিশকাত হা/৪২৩৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৪৯।
৫৩৬. যঈফ তিরমিযী হা/১৮৪৮; মিশকাত হা/৪২৩৩।
৫৩৭. তিরমিযী হা/২০৩৯; মিশকাত হা/৪২৩৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৫০, ৮/১৬৪ পৃঃ।
৫৩৮. যঈফ তিরমিযী হা/২০৩৯; মিশকাত হা/৪২৩৪।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٨٥٤) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ غُلَامًا فَأَلْقَى بَيْنَ يَدَيْهِ تَمْرًا فَأَكَلَ الْغُلَامُ فَأَكْثَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ كَثْرَةَ الْأَكْلِ شُؤْمٌ وَأَمَرَ بِرَدِّهِ

(৮৫৪) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক সময় রাসূল (ছাঃ) একটি গোলাম খরিদ করতে ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি তার সম্মুখে কিছু খেজুর ঢেলে দিলেন। সে অধিক পরিমাণে খেয়ে ফেলল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, বেশী খাওয়া অশুভ। অতএব গোলামকে ফেরৎ দিতে নির্দেশ দিলেন।[৫৩৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৪০]

(٨٥٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَيِّدُ إِدَامِكُمُ الْمِلْحُ.

(৮৫৫) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের পুধান সালন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৫৪১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৪২]

(٨٥٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَاخْلَعُوا نِعَالَكُمْ ، فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لأَقْدَامِكُمْ.

(৮৫৬) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন খানা হাযির করা হয়, তখন তোমরা জুতা খুলে নাও। কারণ ইহাতে পায়ের প্রশান্তি রয়েছে।[৫৪৩]

তাহক্বীক্ব : নিতান্তই যঈফ।[৫৪৪]

অনুচ্ছেদ : অতিথি আপ্যায়ন প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٨٥٧) عَنِ الْمِقْدَامِ بن معديكرب قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ.

---

৫৩৯. শু'আবুল ঈমান হা/৫২৭৩; মিশকাত হা/৪২৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৫৪, ৮/১৬৭ পৃঃ।
৫৪০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮১০; মিশকাত হা/৪২৩৮।
৫৪১. ইবনু মাজাহ হা/৩৩১৫; মিশকাত হ/৪২৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৫৫।
৫৪২. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩৩১৫; মিশকাত হ/৪২৩৯।
৫৪৩. দারেমী হা/২১৩৩; যঈফুল জামে' হা/৭১৯; মিশকাত হা/৪২৪০; বঙ্গানুবাদ মিশকত হা/৪০৫৬।
৫৪৪. যঈফুল জামে' হা/৭১৯; মিশকাত হা/৪২৪০, ৮/১৬৭ পৃঃ ।

(৮৫৭) মিকদাম ইবনু মা'দীকারেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, যে কোন মুসলিম কোন কওমের মেহমান হয়, আর উক্ত মেহমান বঞ্চিত অবস্থায় ভোর করে, তখন প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হয়ে যায় তার সাহায্য করা। যাতে সে মেজবান ব্যক্তির মাল-সম্পদ হতে আতিথ্য পরিমাণ উসূল করে নিতে পারে।[৫৪৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৪৬]

(٨٥٩) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْإِيْمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِيْ أَخْبِيَتِهِ يَجُوْلُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى خَبْتِهِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُو ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيْمَانِ فَأَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْأَتْقِيَاءَ وَوَلُّوا مَعْرُوْفَكُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

(৮৫৯) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ঈমানদার ব্যক্তি ও ঈমানের দৃষ্টান্ত হল খুঁটায় বাঁধা ঘোড়ার ন্যায়। উহা চক্কর কাটতে থাকে। অবশেষে উক্ত খুঁটার দিকেই ফিরে আসে। অনুরূপভাবে কোন মুমিন ভুলভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়, আবার ঈমানের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অতএব, তোমাদের খানা-খাদ্যা পরহেযগার লোকদেরকে খাওয়াও এবং তোমাদের দান-খয়রাত ঈমানদারদেরকে প্রদান কর।[৫৪৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৪৮]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٨٦٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا يَقُوْمُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ وَلْيُعْذِرْ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيْ الطَّعَامِ حَاجَةٌ.

(৮৬০) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন দস্তরখানা বিছানো হয়, তখন উহা তুলে নেওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তিই যেন বসার স্থান হতে উঠে না যায়। আর লোকজনের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে যেন নিজ হাতকে গুটিয়ে না নেয়, যদিও সে পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। আর যেন কোন ওযর পেশ করে যায়। কারণ ইহা সঙ্গীকে লজ্জিত করবে, ফলে

---

৫৪৫. আবুদাঊদ হা/৩৭৫১; মিশকাত হা/৪২৪৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৬৩, ৮/১৭১ পৃঃ।
৫৪৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৭৫১; মিশকাত হা/৪২৪৭।
৫৪৭. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১০৪৬০; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৬৩৭; মিশকাত হা/৪২৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৬৬, ৮/১৭৩ পৃঃ।
৫৪৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৬৩৭; মিশকাত হা/৪২৫০।

সেও নিজের হাতখানা গুটিয়ে ফেলবে। অথচ তারা আরো খাওয়ার প্রয়োজন থাকতে পারে।[৫৪৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৫০]

(٨٦١) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ كَانَ آخِرَهُمْ أَكْلًا

(৮৬১) জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) যখন লোকজনের সঙ্গে খেতে বসতেন, তখন সকলের শেষে খাওয়া হতে অবসর হতেন।[৫৫১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৫২]

(٨٦٢) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ.

(৮৬২) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা একত্রে খানা খাও, পৃথক পৃথক খেয়ো না। কারণ জামা'আতের সাথে খাওয়ার মধ্যে বরকত হয়ে থাকে।[৫৫৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৫৪]

(٨٦٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ.

(৮৬৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তির মেহমানের সঙ্গে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত বের হওয়া সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত।[৫৫৫]

তাহক্বীক্ব : জাল।[৫৫৬]

---

৫৪৯. ইবনু মাজাহ হা/৩২৯৫; মিশকাত হা/৪২৫৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৭০, ৮/১৭৫ পৃঃ।
৫৫০. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩২৯৫; মিশকাত হা/৪২৫৪।
৫৫১. শু'আবুল ঈমান হা/৫৬৩৬; মিশকাত হা/৪২৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৭১।
৫৫২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৭৪৭; মিশকাত হা/৪২৫৫।
৫৫৩. ইবনু মাজাহ হা/৩২৮৭; মিশকাত হা/৪২৫৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৭৩।
৫৫৪. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩২৮৭; মিশকাত হা/৪২৫৭।
৫৫৫. ইবনু মাজাহ হা/৩৩৫৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫৮; মিশকাতহ হা/৪২৫৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৭৪, ৮/১৭৭ পৃঃ।
৫৫৬. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩৩৫৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫৮; মিশকাতহ হা/৪২৫৮।

(٨٦٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِى يُؤْكَلُ فِيْهِ مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَى سَنَامِ الْبَعِيرِ.

(৮৬৪) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে গৃহে মেহমানদারী করা হয়, উটের চোঁটের গোশত কাটার উদ্দেশ্যে ছুরি যত দ্রুত অগ্রসর হয়, সে গৃহে বরকত তার চাইতেও দ্রুত প্রবেশ করে।[৫৫৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৫৮]

باب أكل المضطر

অনুচ্ছেদ : নিরুপায়দের খাওয়া সম্পর্কে

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٨٦٥) عَنِ الْفُجَيْعِ الْعَامِرِىِّ أَنَّهُ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ مَا طَعَامُكُمْ. قُلْنَا نَغْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ. قَالَ أَبُوْ نُعَيْمٍ فَسَّرَهُ لِى عُقْبَةُ قَدَحٌ غُدْوَةً وَقَدَحٌ عَشِيَّةً. قَالَ ذَاكَ وَأَبِىْ الْجُوعُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ.

(৮৬৫) ফুযাইল আমেরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের পক্ষে মৃত খাওয়া কখন হালাল হবে? হুযুর (ছাঃ) জিজ্ঞাস করলেন, তোমাদের খাদ্য কি পরিমাণ আছে? আমরা বললাম, আমরা গাবুক ও সাবূহ্ করে থাকি। বর্ণনাকারী আবু নায়ীম বলেন, ওক্ববাহ আমাকে ইহার ব্যাখ্যায় বলেছেন, সকালে এক পেয়ালা এবং বিকালে এক পেয়ালা দুধ। এই কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার পিতার কসম! খাদ্য তো ক্ষুধারই নামান্তর। ফলে তিনি এমতাবস্থায় তাদের মজ্য মৃত খাওয়ার অনুমতি দিলেন।[৫৫৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৬০]

---

৫৫৭. ইবনু মাজাহ হা/৩৩৫৭; মিশকাত হা/৪২৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৭৫।
৫৫৮. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩৩৫৭; মিশকাত হা/৪২৬০।
৫৫৯. আবুদাঊদ হা/৩৮১৭; মিশকাত হা/৪২৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৭৬, ৮/১৭৮ পৃঃ।
৫৬০. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৮১৭; মিশকাত হা/৪২৬১।

باب الأشربة

অনুচ্ছেদ : পানীয় দ্রব্যের বর্ণনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٨٦٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيرِ وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلاَثَ وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ.

(৮৬৬) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা উটের ন্যায় এক শ্বাসে পান করবে না; বরং দুই কিংবা তিন শ্বাসে পান করবে। আর যখন পান করবে বিসমিল্লাহ পড়বে এবং যখন (পানান্তে) পেয়ালা মুখ হতে আলাদা করবে তখন আলহামদুলিল্লাহ বলবে।[৫৬১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৬২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٨٦٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِيْ إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ إِنَاءٍ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

(৮৬৭) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্রে অথবা এমন পাত্রে পান করে যাতে সোন-রূপার কিছু অংশ মিশ্রিত আছে, সে যেন নিজের পেটে জাহান্নামের আগুনের ঢোক গিলল।[৫৬৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৬৪]

অধ্যায় : পোশাক-পরিচ্ছদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٨٦٨) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ كُمِّ قَمِيْصِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى الرُّصْغِ.

---

৫৬১. তিরমিযী হা/১৮৮৫; মিশকাত হা/৪২৭৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪০৯৩, ৮/১৮৪ পৃঃ।
৫৬২. যঈফ তিরমিযী হা/১৮৮৫; মিশকাত হা/৪২৭৮।
৫৬৩. দারাকুৎনী হা/১১৩; ফাতহুল বারী হা/১০১; মিশকাত হা/৩২৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১০০, ৮/১৮৭ পৃঃ।
৫৬৪. ফাৎহুল বারী হা/১০১; মিশকাত হা/৩২৮৫।

(৮৬৮) আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণি, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে কোর্তাই ছিল সর্বাধিক প্রিয় লেবাস।[৫৬৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৬৬]

(٨٦٩) عَنْ أَبِىْ كَبْشَةَ قَالَ كَانَ كِمَامُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بُطْحًا.

(৮৬৯) আবু কাবশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের টুপী ছিল চেপটা।[৫৬৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৬৮]

(٨٧٠) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ عَمَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ.

(৮৭০) আব্দুর রহমান ইবনু আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ) আমার মাথায় পাগড়ী বেঁধে দিলেন এবং তার এক দিক আমার সামনে অপর দিক পিছনে ঝুলে দিলেন।[৫৬৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৭০]

(٨٧١) عَنْ رُكَانَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَصَرَعَهُ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ رُكَانَةُ وَسَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلاَنِسِ.

(৮৭১) রোকানা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে পার্তক্য হল টুপীর উপরে পাগড়ী বাঁধা।[৫৭১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৭২]

(٨٧٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَدْت اللُّحُوقَ بِى فَلْيَكْفِيكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الأَغْنِيَاءِ وَلاَ تَسْتَخْلِقِى ثَوْبًا حَتَّى تُرَقِّعِيه.

---

৫৬৫. তিরমিযী হা/১৭৬৫; আবুদাঊদ হা/৪০২৭; মিশকাত হা/৪৩২৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১৩৬, ৮/২০১ পৃঃ।
৫৬৬. যঈফ তিরমিযী হা/১৭৬৫; যঈফ আবুদাঊদ হা/৪০২৭; মিশকাত হা/৪৩২৯।
৫৬৭. তিরমিযী হা/১৭৮২; মিশকাত হা/৪৩৩৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১৪০, ৮/২০২ পৃঃ।
৫৬৮. যঈফ তিরমিযী হা/১৭৮২; মিশকাত হা/৪৩৩৩।
৫৬৯. আবুদাঊদ হা/৪০৭৯; মিশকাত হা/৪৩৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১৪৫।
৫৭০. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪০৭৯; মিশকাত হা/৪৩৩৯।
৫৭১. তিরমিযী হা/১৭৮৪; আবুদাঊদ হা/৪০৭৮; মিশকাত হা/৪৩৪০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১৪৬, ৮/২০৪ পৃঃ।
৫৭২. যঈফ তিরমিযী হা/১৭৮৪; যঈফ আবুদাঊদ হা/৪০৭৮; মিশকাত হা/৪৩৪০।

(৮৭২) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে আয়েশা! যদি তুমি আমার সান্নিধ্য লাভের ইচ্ছা রাখ, তবে দুনিয়ার সম্পদের এই পরিমাণই নিজের জন্য যথেষ্ট মনে কর, যেই পরিমাণ একজন মুসাফিরের পাথেয় হিসাবে যথেষ্ট হয় এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সাহচর্য হতে বেঁচে থাক, আর তালি না লাগানো পর্যন্ত কোন কাপড়কে পুরাতন ধারণা কর না।[৫৭৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৭৪]

(٨٧٣) عَنْ سُوَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَيَةٍ تَوَاضُعًا كَسَاهُ اللهُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ وَمَنْ زَوَّجَ لِلَّهِ تَعَالَى تَوَّجَهُ اللهُ تَاجَ الْمُلْكِ.

(৮৭৩) সুওয়াইদ ইবনু ওহাব (রহঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর একজন ছাহাবীর পুত্রের সূত্রে তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সৌন্দর্যের লেবাস পরিহার করে, অপর এক রেওয়ায়তে আছে, বিনয়বশত আল্লাহ তা'আলা তাকে মর্যাদার পোশাক পরিধান করাবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিবাহ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে রাজকীয় মুকুট পরিধান করাবেন।[৫৭৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৭৬]

(٨٧٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ.

(৮৭৪) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি লাল বর্ণের দুইখানা কাপড় পরে যাবার কালে নবী করীম (ছাঃ)-কে সালাম করল, তিনি তার সালামের জবাব দিলেন না।[৫৭৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৭৮]

---

৫৭৩. তিরমিযী হা/১৭৮০; মিশকাত হা/৪৩৪৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১৫০।
৫৭৪. যঈফ তিরমিযী হা/১৭৮০; মিশকাত হা/৪৩৪৪।
৫৭৫. আবুদাউদ হা/৪৮৮৭; মিশকাত হা/৪৩৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১৫৪, ৮/২০৭ পৃঃ।
৫৭৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৮৮৭; মিশকাত হা/৪৩৪৮।
৫৭৭. তিরমিযী হা/২৮০৭; আবুদাউদ হা/৪০৬৯; মিশকাত হা/৪৩৫৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১৫৮।
৫৭৮. যঈফ তিরমিযী হা/২৮০৭; যঈফ আবুদাঊদ হা/৪০৬৯; মিশকাত হা/৪৩৫৩।

(٨٧٥) عَنْ أَبِىْ رَيْحَانَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ عَشْرٍ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْف وَعَنْ مُكَامَعَة الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَعَنْ مُكَامَعَة الْمَرْأَة الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِىْ أَسْفَلِ ثِيَابِه حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْه حَرِيْرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ وَعَنِ النُّهْبَى وَرُكُوْبِ النُّمُوْرِ وَلُبُوْسِ الْخَاتَمِ إِلاَّ لِذِىْ سُلْطَانٍ.

(৮৭৫) আবু রায়হানা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) দশটি কাজ নিষেধ করেছেন। (১) দাঁতকে ধারালো করা (২) শরীরে উলকি লাগানো (৩) সৌন্দর্যের জন্য) মুখের পশম উঠান (৪) কাপড়ের আবরণ ব্যতীত দুইজন পুরুষের একই চাদরের নীচে শয়ন করা (৫) কাপড়ের আবরণ ছাড়া দুইজন মহিলার একই চাদরে শয়ন করা (৬) আজমীদের ন্যায় জামার নীচে রেশম ব্যবহার করা (৭) অথবা আজমীদের ন্যায় জামার কাঁধে রেশম ব্যবহার করা (৮) ছিনতাই করা (৯) চিতার চামড়ার গদির উপর সওয়ার হওয়া এবং (১০) শাসক ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে সীলযুক্ত আংটি ব্যবহার করা।[৫৭৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৮০]

(٨٧٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَآنِى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ أَبُوْ عَلِىٍّ اللُّؤْلُؤِىُّ أُرَاهُ وَعَلَىَّ ثَوْبٌ مَصْبُوغٌ بِعُصْفُرٍ مُوَرَّدٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَانْطَلَقْتُ فَأَحْرَقْتُهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا صَنَعْتَ بِثَوْبِكَ فَقُلْتُ أَحْرَقْتُهُ. قَالَ أَفَلاَ كَسَوْتَهُ بَعْضَ أَهْلِكَ.

(৮৭৬) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু ‘আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাকে এমন অবস্থায় দেখতে পেলেন যে, তখন আমার পরনে ছিল উছফুরে রঞ্জিত গোলাপী রংয়ের একখানা কাপড়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইহা কি? তাঁর তাঁর এই প্রশ্ন হতে আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি উহাকে অপসন্দ করেছেন। সুতরাং আমি তৎক্ষনাৎ চলে আসলাম এবং কাপড়খানাকে জ্বালিয়ে ফেললাম। তখন রাসূল (ছাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার কাপড়খানা কি করেছ? বললাম, উহাকে জ্বালিয়ে ফেলেছি। তখন তিনি বললেন, তুমি কেন উহা তোমার পরিবারস্থ কোন মহিলাকে পরিধান করালে না? কারণ উহা মহিলাদের ব্যবহারে কোন দোষ নেই।[৫৮১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৮২]

---

৫৭৯. নাসাঈ হা/৫০৯১; আবুদাঊদ হা/৪০৪৯; মিশকাত হা/৪৩৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১৬০, ৮/২০৯ পৃঃ।
৫৮০. যঈফ নাসাঈ হা/৫০৯১; যঈফ আবুদাঊদ হা/৪০৪৯; মিশকাত হা/৪৩৫৫।
৫৮১. আবুদাঊদ হা/৩৫৪৬; মিশকাত হা/৪৩৬২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১৬৭, ৮/২১১ পৃঃ।
৫৮২. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৫৪৬; মিশকাত হা/৪৩৬২।

(٨٧٧) عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشَمْلَةٍ وَقَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ.

(৮৭৭) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একবার আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম, সেই সময় তিনি একখানা চাদর দ্বারা এহ্‌তাবা অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন এবং তার ঝালর তাঁর পদদ্বয়ের উপর পড়েছিল।[৫৮৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৮৪]

(٨٧٨) عَنْ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ أُتِىَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِقَبَاطِيَّ فَأَعْطَانِى مِنْهَا قُبْطِيَّةً فَقَالَ اصْدَعْهَا صَدْعَيْنِ فَاقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيصًا وَأَعْطِ الآخَرَ امْرَأَتَكَ تَخْتَمِرُ بِهِ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ وَأْمُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لاَ يَصِفُهَا.

(৮৭৮) দাহইয়া ইবনু খলীফা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে মিসরী কিছু কাপড় নিয়ে আসা হল। সেখান থেকে তিনি একটি কাপড় নিয়ে আমাকে দিয়ে বললেন, এটাকে দু'টি করে নাও। একটি কেটে জামা তৈরি কর আর একটি দ্বারা ওড়না করে তোমার স্ত্রীকে দাও। যখন তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার স্ত্রীকে বলবে এর নীচে যেন আরেকটি কাপড় পরে, যাতে দেখা না যায়।[৫৮৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৮৬]

(٨٧٩) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِىَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ لَيَّةً لاَ لَيَّتَيْنِ.

(৮৭৯) উম্মে সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, একদা নবী করীম (ছাঃ) তাঁর কাছে আসলেন। সেই সময় তিনি ওড়না পরিহিতা অবস্থায় ছিলেন। তখন তিনি বললেন, কাপড় দ্বারা এক পেঁচই যথেষ্ট, দুই পেঁচ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।[৫৮৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৮৮]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٨٨٠) عَنْ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ فَإِنَّهَا سِيمَا الْمَلَائِكَةِ وَأَرْخُوا لَهَا خَلْفَ ظُهُورِكُمْ

৫৮৩. আবুদাউদ হা/৪১১৬; মিশকাত হা/৪৩৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১৭১।
৫৮৪. যঈফ আবুদাউদ হা/৪১১৬; মিশকাত হা/৪৩৬৬।
৫৮৫. আবুদাউদ হা/৪১১৬; মিশকাত হা/৪৩৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১৭১, ৮/২১২ পৃঃ।
৫৮৬. যঈফ আবুদাউদ হা/৪১১৬; মিশকাত হা/৪৩৬৬।
৫৮৭. যঈফ আবুদাউদ হা/২৫৭৯; মিশকাত হা/৩৮৭৫।
৫৮৮. যঈফ আবুদাউদ হা/৪১১৫; মিশকাত হা/৪৩৬৭

(৮৮০) উবাদা ছামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা পাগড়ী বাঁধবে। কারণ উহা ফেরেশতাদের প্রতীক। আর উহা পিছনে পিঠের উপর ছেড়ে দাও।[৫৮৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৯০]

(৮৮১) عَنْ أَبِىْ مَطَرٍ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا اشْتَرَى ثَوْباً بِثَلاَثَة دَرَاهِمَ فَلَمَّا لَبِسَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰه الَّذِى رَزَقَنِى مِنَ الرِّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِىْ النَّاسِ وَأُوَارِى بِهِ عَوْرَتِى. ثُمَّ قَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ.

(৮৮১) আবু মাত্বর হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদা আলী (রাঃ) তিন দিরহামে একখানা াপড় খরিদ করলেন। যখন তিনি উহা পরিধান করলেন, তখন এই দু'আটি পড়লেন, "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী রাযাকানী মিনার রিয়াশে মা আতাজাম্মালু বিহী ফিন্নাসে ওয়া উয়ারী বিহী আওরাতী"। অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি আমাকে পোশাক দান করেছেন, আমি ইহার দ্বারা লোক সমাজে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করার প্রয়াস পাব এবং আমার সতর আবৃত করব। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে এরূপ বলতে শুনেছি।[৫৯১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৯২]

(৮৮২) عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ قَالَ لَبِسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰه الَّذِى كَسَانِى مَا أُوَارِى به عَوْرَتِى وَأَتَجَمَّلُ به فِىْ حَيَاتِى. ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِى أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ به ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰه الَّذِى كَسَانِى مَا أُوَارِى به عَوْرَتِى وَأَتَجَمَّلُ به فِىْ حَيَاتِى ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِى أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِىْ كَنَفِ اللهِ وَفِىْ حِفْظِ اللهِ وَفِىْ سَتْرِ اللهِ حَيًّا وَمَيِّتًا.

(৮৮২) আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) নতুন কাপড় পরিধান করলেন এবং এই দু'আ পড়লেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্র যিনি আমাকে ঐ পোশাকটি পরিধান করেছেন, যার দ্বারা আমি সতর

৫৮৯. শু'আবুল ঈমান হা/৫৮৫১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১৭৬, ৮/২১৪ পৃঃ।
৫৯০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৬৯; মিশকাত হা/৪৩৭১।
৫৯১. আহমাদ হা/১৩৫২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬২৬৩; মিশকাত হা/৪৩৭৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১৭৮।
৫৯২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬২৬৩; মিশকাত হা/৪৩৭৩।

আবৃত করতে পারি এবং আমার জীবনকে সৌন্দর্যমন্ডিত করতে পারি'। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করে উক্ত দু'আটি পাঠ করে এবং ব্যবহৃত পুরাতন কাপড়খানি ছাদাকা করে দেয়, সে জীবনে এবং মরণে আল্লাহ্‌র পানাহতে আল্লাহ্‌র হেফাযতে এবং আল্লাহ্‌র আচ্ছাদনে অবস্থান করে।[৫৯৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৫৯৪]

(٨٨٣) عَنْ أَبِىْ الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُمُ اللهَ بِهِ فِىْ قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمُ الْبَيَاضُ .

(৮৮৩) আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যা পরিধান করে তোমরা কবরে এবং মসজিদে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে, তন্মধ্যে সর্বোত্তম হল সাদা কাপড়।[৫৯৫]

তাহক্বীক্ব : জাল।[৫৯৬]

অনুচ্ছেদ : আংটির বর্ণনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٨٨٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِىْ يَسَارِهِ

(৮৮৪) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) তাঁর বাম হাতে আংটি পরতেন।[৫৯৭]

তাহক্বীক্ব : শায বা যঈফ।[৫৯৮]

(٨٨٥) عَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ فَقَالَ لَهُ مَا لِى أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ مَا لِى أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ أَىِّ شَىْءٍ أَتَّخِذُهُ قَالَ اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ وَلاَ تُتِمَّهُ مِثْقَالاً.

---

৫৯৩. তিরমিযী হা/৩৫৬০; মিশকাত হা/৪৩৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১৭৯।
৫৯৪. যঈফ তিরমিযী হা/৩৫৬০; মিশকাত হা/৪৩৭৪।
৫৯৫. ইবনু মাজাহ হা/৩৫৬৮; মিশকাত হা/৪৩৮২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১৮৭, ৮/২১৮ পৃঃ।
৫৯৬. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩৫৬৮; মিশকাত হা/৪৩৮২।
৫৯৭. আবুদাঊদ হা/৪২২৭; মিশকাত হা/৪৩৯৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১৯৭, ৮/২২২ পৃঃ
৫৯৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪২২৭; মিশকাত হা/৪৩৯৩।

(৮৮৫) বুরায়দা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম (ছাঃ) কাঁসার তৈরী আংটি পরিহিত এক ব্যক্তিকে বললেন, কি ব্যাপার! আমি যে তোমার নিকট হতে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি? তখন সে আংটিটি খুলে ফেলে দিল। অতঃপর সে লোহার তৈরী একটি আংটি পরিধান করে আসল। এবার তিনি বললেন, কি ব্যাপার ! আমি যে তোমাকে জাহান্নামীদের অলংকার পরিহিত অবস্থায় দেখছি। এবারও সে আংটিটি খুলে ফেলে দিল। অতঃপর সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তবে আমি কিসের আংটি তৈরী করব? তিনি বললেন, রূপার দ্বারা। কিন্তু তার পরিমাণ যেন এক মিসকাল হতে কম হয়।[৫৯৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬০০]

(৮৮٦) عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلاَلٍ الصُّفْرَةَ يَعْنِى الْخَلُوقَ وَتَغْيِيْرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الإِزَارِ وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالرُّقَى إِلاَّ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَعَقْدَ التَّمَائِمِ وَعَزْلَ الْمَاءِ لِغَيْرِ أَوْ غَيْرِ مَحِلِّهِ أَوْ عَنْ مَحِلِّهِ وَفَسَادَ الصَّبِىِّ غَيْرَ مُحَرِّمِه.

(৮৮৬) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করীম (ছাঃ) দমটি অভ্যাসকে (কাজকে) অপসন্দ করতেন (১) সুগন্ধি হলুদ রং। (২) বার্ধক্য পরিবর্তন করা (৩) ইযার ঝুলিয়ে পড়া (৪) স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা (৫) পরপুরুষের সম্মুখে স্বীয় সাজ-সৌন্দর্য প্রকাশ করা (৬) গুটি খেলা করা। (৭) সূরায়ে ফালাক ও সূরায়ে নাস ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা (যাতে কুফরী শব্দ রয়েছে) মন্তর করা) (৮) (জাহেলী পন্থায় শয়তানের নাম সম্বলিত) তাবিজ গলায় বাঁধা (৯) অপাত্রে বীর্য প্রবাহিত করা (১০) শিশু সন্তানের অনিষ্ট করা। অবশ্য রাসূল (ছাঃ) ইহাকে হারাম বলেননি।[৬০১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬০২]

(৮৮٧) عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَوْلاَةً لَهُمْ ذَهَبَتْ بِابْنَةِ الزُّبَيْرِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِىْ رِجْلِهَا أَجْرَاسٌ فَقَطَعَهَا عُمَرُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَانًا.

---

৫৯৯. তিরমিযী হা/১৭৮৫; আবুদাঊদ হা/৪২২৩; নাসাঈ হা/৫১৯৫; মিশকাত হা/৪৩৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২০০।

৬০০. যঈফ তিরমিযী হা/১৭৮৫; যঈফ আবুদাঊদ হা/৪২২৩; যঈফ নাসাঈ হা/৫১৯৫; মিশকাত হা/৪৩৯৬।

৬০১. আবুদাঊদ হা/৪২২২; নাসাঈ হা/৫০৮৮; মিশকাত হা/৪৩৯৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২০১।

৬০২. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪২২২; যঈফ নাসাঈ হা/৫০৮৮; মিশকাত হা/৪৩৯৭।

(৮৮৭) ইবনু যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তাদের আযাদকৃত এক দাসী যুবায়রের একটি কন্যাকে নিয়ে ওমর ইবনুল খাত্তাবের নিকট গেল। সেই সময় মেয়েটির পায়ে বাঁধা ছিল ঝুমঝুমি। তখন ওমর ঝুমঝুমিটি কেটে ফেললেন এবং বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক বাজনার সাথে শয়তান থাকে।[৬০৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬০৪]

(৮৮৮) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْت يَزِيدَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَة تَقَلَّدَتْ قِلاَدَةً مِنْ ذَهَب قُلِّدَتْ فِىْ عُنُقِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَة وَأَيُّمَا امْرَأَة جَعَلَتْ فِىْ أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِىْ أُذُنِهَا مِثْلُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَة.

(৮৮৮) আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে নারী গলায় সোনার হার পরিধান করল, কিয়ামতের দিন তার গলায় অনুরূপ আগুনের হার পরিধান করানো হবে। আর যে নারী স্বীয় কানের মধ্যে সোনার বালি পরিধান করবে, ক্বিয়ামতের দিন তার কানে তার অনুরূপ আগুনের বালি পরানো হবে।[৬০৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬০৬]

(৮৮৯) عَنْ أُخْت لِحُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِىْ الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ.

(৮৮৯) হুযায়ফা (রাঃ)-এর ভগ্নী হতে বর্ণিত, একদা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, হে মহিলা সম্প্রদায়! তোমাদের জন্য ইহা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমরা কেবলমাত্র রূপার দ্বারা অলংকার তৈরী করবে? সাবধান! তোমাদের যে মহিলা সোনার অলংকার প্রস্তুত করবে এবং উহা বেগানা পুরুষদের মধ্যে প্রকাশ করে বেড়াবে, তজ্জন্য তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।[৬০৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬০৮]

---

৬০৩. আবুদাঊদ হা/৪২৩০; মিশকাত হা/৪৩৯৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২০২।
৬০৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪২৩০; মিশকাত হা/৪৩৯৮।
৬০৫. আবুদাঊদ হা/৫১৩৯; মিশকাত হা/৪৪০২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২০৬।
৬০৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/৫১৩৯; মিশকাত হা/৪৪০২।
৬০৭. আবুদাঊদ হা/৪২৩৭; নাসাঈ হা/৫১৩৭; মিশকাত হা/৪৪০৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২০৭, ৮/২২৫ পৃঃ।
৬০৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪২৩৭; যঈফ নাসাঈ হা/৫১৩৭; মিশকাত হা/৪৪০৩।

باب النعال

অনুচ্ছেদ : পাদুকা সম্পর্কীয় বর্ণনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٨٩٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعَهُمَا بِجَنْبِهِ.

(৮৯০) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কেউ যখন বসে, তখন সুন্নত হর স্বীয় জুতা খুলে বসবে এবং নিজের এক পার্শ্বে উহা রেখে দিবে।[৬০৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬১০]

باب الترجل

অনুচ্ছেদ : চুল আঁচড়ানো

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٨٩١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُصُّ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ يَفْعَلُهُ.

(৮৯১) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) নিজের গোঁফ কাটতেন অথবা বলেছেন, উহা ছাঁটতেন। আমার বন্ধু ইবরাহীম (আঃ) ও এরূপ করতেন।[৬১১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬১২]

(٨٩٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُوْلِهَا. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

(৮৯২) আমর ইবনু শু‘আইব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) স্বীয় দাড়ি প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্য হতে ছেঁটে নিতেন।[৬১৩]

তাহক্বীক্ব : জাল।[৬১৪]

---

৬০৯. আবুদাঊদ হা/৪১৩৮; মিশকাত হা/৪৪১৭; বঙ্গনুবাদ মিশকাত হা/৪২২০, ৮/২২৯ পৃঃ।
৬১০. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪১৩৮; মিশকাত হা/৪৪১৭।
৬১১. তিরমিযী হা/২৭৬০; মিশকাত হা/৪৪৩৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৪০, ৮/২৩৬ পৃঃ।
৬১২. যঈফ তিরমিযী হা/২৭৬০; মিশকাত হা/৪৪৩৭।
৬১৩. তিরমিযী হা/২৭৬২; মিশকাত হা/৪৪৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৪২।
৬১৪. তিরমিযী হা/২৭৬২; মিশকাত হা/৪৪৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৪২।

(٨٩٣) عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ رَجُلاً مُتَخَلِّقًا قَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لاَ تَعُدْ.

(৮৯৩) ই‘আলা ইবনু মুররাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম (ছাঃ) তার (শরীরে অথবা কাপড়ের) উপরে খালুক (জাফরান দ্বারা তৈরী)। সুগন্ধি দেখতে পেলেন। তখন বললেন, তোমার কি স্ত্রী আছে ? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, উহা ধুয়ে ফেল, আবারো ধুয়ে ফেল। অতঃপর আর কখনও উহা ব্যবহার করো না।[৬১৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬১৬]

(٨٩٤) عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَقْبَلُ اللهُ تَعَالَى صَلاَةَ رَجُلٍ فِيْ جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ خَلُوْقٍ.

(৮৯৪) আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে (পুরুষ) গায়ে খালুক রংয়ের সামান্য পরিমাণও লেগে আছে, আল্লাহ তা‘আলা এমন ব্যক্তির ছালাত কবুল করেন না।[৬১৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬১৮]

(٨٩٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ دَهْنَ رَأْسِهِ وَتَسْرِيحَ لِحْيَتِهِ وِيُكْثِرُ الْقِنَاعَ كَأَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَيَّات

(৮৯৫) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) মাথায় খুব বেশী তৈল ব্যবহার করতেন এবং দাড়ি আঁচড়াতেন। আর প্রায়শ মাথায় একখানা কাপড় রাখতেন। দেখতে উহা প্রায় তেলীদের কাপড়ের ন্যায় মনে হত।[৬১৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬২০]

(٨٩٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ قَدْ خَضَبَ بِالْحَنَّاءِ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ هَذَا ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ قَدْ خَضَبَ بِالْحَنَّاءِ وَالْكَتَمِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا ثُمَّ مَرَّ بِآخَرَ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ.

---

৬১৫. তিরমিযী হা/২৮১৬; নাসাঈ হা/৫১২১; মিশকাত হা/৪৪৪০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৪৩।
৬১৬. যঈফ তিরমিযী হা/২৮১৬; যঈফ নাসাঈ হা/৫১২১; মিশকাত হা/৪৪৪০।
৬১৭. আবুদাঊদ হা/৪১৭৮; মিশকাত হ/৪৪৪১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৪৪।
৬১৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪১৭৮; মিশকাত হ/৪৪৪১।
৬১৯. শারহুস সুন্নাহ ১/৭৪২; মিশকাত হা/৪৪৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৪৮, ৮/২৩৮ পৃঃ।
৬২০. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৩৫৬; মিশকাত হা/৪৪৪৫।

(৮৯৬) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট দিয়ে এমন এক ব্যক্তি অতিক্রম করল, যে মেন্ধীর দ্বারা খেযাব লাগিয়েছিল, তাকে দেখে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ইহা কতই না চমৎকার। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আরক ব্যক্তি অতিক্রম করল সে মেন্ধী ও কতম ঘাস উভয়টি দ্বারা খেযাব করেছিল। নবী করীম (ছাঃ) তাকে দেখে বললেন, ইহা (প্রথমটি) হতে উত্তম। অতঃপর আরেক ব্যক্তি অতিক্রম করল, যে হলুদ রং দ্বারা খেযাব লাগিয়েছিল। নবী করীম (ছাঃ) তাকে দেখে বললেন, ইহা সর্বাপেক্ষা উত্তম।[৬২১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬২২]

(৮৯৭) عَنِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الأَسَدِىُّ لَوْلَا طُوْلُ جُمَّتِه وَإِسْبَالُ إِزَارِه فَبَلَغَ ذَلِكَ خُرَيْمًا فَعَجِلَ فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَى أُذُنَيْهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ.

(৮৯৭) নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে ইবনু হানযালিয়া নামী একজন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, খোরায়ম আসাদী লোকটি ভল, তবে যদি তার মাথার চুল খুব লম্বা না হত এবং পরনের লুঙ্গী না ঝুলত। পরে খোরায়মের কাছে হুযূরের এই কথাগুলোপৌঁছলে তিনি ছুরি নিয়ে চুলকে দুই কানের লতি পর্যন্ত কেটে ফেললেন এবং লুঙ্গীকে অর্ধ গোড়ালি পর্যন্ত উঠিয়ে নিলেন।[৬২৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬২৪]

(৮৯৮) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ كَانَتْ لِى ذُؤَابَةٌ فَقَالَتْ لِىْ أُمِّىْ لاَ أَجُزُّهَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُ بِهَا.

(৮৯৮) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মাথার সম্মুখ ভাগে এক গুচ্ছ লম্বা চুল ছিল। আমার আম্মা আমাকে বললেন, আমি উহা কাটব না। কারণ রাসূল (ছাঃ) উহাকে ধরে সোজা করতেন।[৬২৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬২৬]

---

৬২১. আবুদাঊদ হা/৪২১১; মিশকাত হা/৪৪৫৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৫৭, ৮/২৪০ পৃঃ।
৬২২. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪২১১; মিশকাত হা/৪৪৫৪।
৬২৩. আবুদাঊদ হা/৪০৮৯; মিশকাত হা/৪৪৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৬২, ৮/২৪২ পৃঃ।
৬২৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪০৮৯; মিশকাত হা/৪৪৬১।
৬২৫. আবুদাঊদ হা/৪১৯৬; মিশকাত হা/৪৪৬২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৬৩।
৬২৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪১৯৬; মিশকাত হা/৪৪৬২।

(٨٩٩) عَنْ كَرِيمَةَ بِنْت هَمَّام أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَائِشَةَ رضى الله عنها فَسَأَلَتْهَا عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ فَقَالَتْ لاَ بَأْسَ بِهِ وَلَكِنِّىْ أَكْرَهُهُ كَانَ حَبِيْبِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ رِيْحَهُ.

(৮৯৯) কারীমা বিনতে হুমাম (রহঃ) হতে বর্ণিত, একদা জনৈকা মহিলা মেন্ধী দ্বারা (চুল) খেযাব লাগানো সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল। উত্তরে তিনি বললেন, হার ব্যবহারে কোন দোষ নেই, তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে তার ব্যবহারকে পসন্দ করি না। কারণ আমার প্রিয় নবী করীম (ছাঃ) তার গন্ধ পসন্দ করতেন না।

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬২৭]

(٩٠٠) عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا نَبِىَّ اللهِ بَايِعْنِىْ. قَالَ لاَ أُبَايِعُكِ حَتَّى تُغَيِّرِى كَفَّيْكِ كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ.

(৯০০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা হিন্দা বিনতে উতবা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাকে বায়‘আত করিয়ে নিন। তখন তিনি বললেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে বায়‘আত করাব না, যতক্ষণ না তুমি তোমার হাতলীদ্বয় পরিবর্তন করে নিবে। কারণ তোমার হাতরে তালুদ্বয়কে দেখতে যেন হিংস্র জন্তুর থাবার ন্যায় দেখাচ্ছে।[৬২৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬২৯]

(٩٠١) عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرُ عَهْدِه بِإِنْسَان مِنْ أَهْلِه فَاطِمَةَ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَدِمَ فَاطِمَةَ فَقَدِمَ مِنْ غَزَاة لَهُ وَقَدْ عَلَّقَتْ مِسْحًا أَوْ سِتْرًا عَلَى بَابِهَا وَحَلَّت الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قُلْبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَقَدِمَ فَلَمْ يَدْخُلْ فَظَنَّتْ أَنَّ مَا مَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَا رَأَى فَهَتَكَت السِّتْرَ وَفَكَّكَت الْقُلْبَيْنِ عَنِ الصَّبِيَّيْنِ وَقَطَعَتْهُ بَيْنَهُمَا فَانْطَلَقَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُمَا يَبْكِيَانِ فَأَخَذَهُ مِنْهُمَا وَقَالَ يَا ثَوْبَانُ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى آلِ فُلاَنٍ أَهْلِ بَيْتٍ بِالْمَدِينَةِ

৬২৭. আবুদাঊদ হা/৪১৬৪; মিশকাত হা/৪৪৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৬৬, ৮/২৪৩ পৃঃ।
৬২৮. আবুদাঊদ হা/৪১৬৫; মিশকাত হা/৪৪৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৬৭।
৬২৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪১৬৫; মিশকাত হা/৪৪৬৬।

إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِى أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِىْ حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا يَا ثَوْبَانُ اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصَبٍ وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ.

(৯০১) ছাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সাধারণ নিয়ম ছিল যে, যখন তিনি কোন সফরে বের হতেন, তখন ঘরের সকলের নিকটহতে বিদায় হয়ে সর্বশেষ বিদায় নিতেন ফাতেমা (রাঃ) হতে। আর যখন তিনি ফিরে আসতেন, তখন সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ করতেন ফাতেমার সাথে। যথারীতি একবার তিনি এক অভিযান হতে আগমন করলেন এবং ফাতেমার ঘরের দিকে অগ্রসর হয়ে দেখলেন, একখানা চট অথবা পর্দা তাঁর ঘরের দরজায় ঝুলানো রয়েছে। আর হাসান ও হুসাইন তাঁদের উভয়ের হাতে পরিহিত রয়েছে দুইখানা রূপার বালা। ইহা দেখে নবী করীম (ছাঃ) ঘরের দরজা পর্যন্ত আসলেন বটে, কিন্তু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন না। ফলে ফাতেমা বুঝতে পেরেছিলেন যে, এইগুলোদেখার কারণে রাসূল (ছাঃ) গৃহে প্রবেশ করেননি। অতঃপর ফাতেমা পর্দখানা ছিঁড়ে ফেললেন এবং বালকদ্বয়ের হাত হতে বালা দুইখানি খুলে নিলেন এবং ভেঙ্গে ফেললেন এবং বালকদ্বয় ভাঙ্গা বালা দু'টি নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে চলে গেল। তখন রাসূল (ছাঃ) বালা দু'টি তাঁদের হাত হতে নিয়া নিলেন এবং বললেন, হে ছাওবান! এই অলংকার দু'টি নিয়ে যাও এবং অমুক পরিবারস্থ লোকদেরকে দিয়ে আস। আর এরা হল আমার পরিজন। তারা পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করবে, আমি উহা পসন্দ করি না। অতঃপর বললেন, হে ছাওবান! যাও, ফাতেমার জন্য আছবের একখানা হার এবং হাতীর দাঁতের তৈরী দুই বালা খানা খরিদ করে আন।[৬৩০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৩১]

(٩٠٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ بِالْإِثْمِد ثَلَاثًا فِيْ كُلِّ عَيْنٍ قَالَ وَقَالَ إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ اللُّدُوْدُ وَالسَّعُوْطُ وَالْحَجَامَةُ وَالْمَشِيُّ وَخَيْرُ مَا اكْتَحَلْتُمْ بِهِ الْإِثْمِد فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ وَإِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُوْنَ فِيْهِ يَوْمُ سَبْعَ عَشَرَةَ وَيَوْمُ تِسْعَ عَشَرَةَ وَيَوْمُ إِحْدَى وَّعِشْرِيْنَ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَيْثُ عُرِجَ بِهِ مَا مَرَّ عَلَى مَلَأٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوْا عَلَيْكَ بِالْحَجَامَةِ.

---

৬৩০. আহমাদ হা/২২৪১৭; আবুদাঊদ হা/৪২১৩; মিশকাত হা/৪৪৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৭২, ৮/২৪৫ পৃঃ।

৬৩১. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪২১৩; মিশকাত হা/৪৪৭১।

(৯০২) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) রাত্রে শোয়ার পূর্বে প্রত্যেক চোখে তিন তিন শলাকা ইসমিদ সুরমা লাগাতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আরো বলেছেন, যেই সমস্ত জিনিস দ্বারা তোমরা চিকিৎসা গহণ কর তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম–লাদুদ (ফোঁটা ফোঁটা করে মুখে ঢালার ঔষধ), ছাঈত (ফোঁটা ফোঁটা করে নাকে দেওয়ার ঔষধ), শিংগা লাগানো এবং জোলাপ নেওয়া। যে সকল সুরমা তোমরা ব্যবহার কর তন্মধ্যে ইসমিদ হল সর্বোত্তম। উহাতে চোখের দৃষ্টিশক্তি সতেজ হয় এবং চোখের পলকের চুল অধিক জন্মায়। আর শিংগা লাগানোর জন্য উত্তম দিন হল চাঁদের সতের উনিশ ও একুশ তারিখ। আর রাসূল (ছাঃ)-এর যখন মি'রাজ হয়েছিল, তখন তিনি ফেরেশতাদের যে কোন দলের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তারা প্রত্যেকেই বলেছেন যে, আপনি অবশ্যই শিংগা লাগাবেন।[৬৩২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৩৩]

(٩٠٣) عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ دُخُوْلِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوْهَا فِىْ الْمَيَازِرِ.

(৯০৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) পুরুষদের এবং মহিলাদেরকে হাম্মামখানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য পরে কেবলমাত্র পুরুষদেরকে ইযারসমেত প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছেন।[৬৩৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৩৫]

(٩٠٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُوْنَ فِيْهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ فَلاَ يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلاَّ بِالأُزُرِ وَامْنَعُوْهَا النِّسَاءَ إِلاَّ مَرِيْضَةً أَوْ نُفَسَاءَ.

(৯০৪) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, অচিরেই আজমী দেশ তোমাদের দখলে আসবে এবং সেখানে তোমরা এমন কিছু ঘর পাবে যাকে হাম্মাম বলা হয়। সেই সমস্ত হাম্মামে তোমাদের পুরুষেরা যেন ইযার পরিহিত অবস্থা ব্যতীত প্রবেশ না করে, আর মহিলাদের উহা হতে বিরত রাখবে। তবে রুগ্ন এবং হায়েয-নেফাস হতে পবিত্রতা অর্জনাকারী মহিলাদের বাধা দিবে না।[৬৩৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৩৭]

---

৬৩২. তিরমিযী হা/২০৪৮; মিশকাত হা/৪৪৭৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৭৪, ৮/২৪৬ পৃঃ।
৬৩৩. যঈফ তিরমিযী হা/২০৪৮; মিশকাত হা/৪৪৭৩।
৬৩৪. তিরমিযী হা/২৮০২; আবুদাঊদ হা/৪০০৯; মিশকাত হা/৪৪৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৭৫।
৬৩৫. যঈফ তিরমিযী হা/২৮০২; যঈফ আবুদাঊদ হা/৪০০৯; মিশকাত হা/৪৪৭৪।
৬৩৬. আবুদাঊদ হা/৪০১১; মিশকাত হা/৪৪৭৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৭৭।
৬৩৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪০১১; মিশকাত হা/৪৪৭৬।

(٩٠٥) عَنِ الْوَلِيد بْنِ عُقْبَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُونَهُ بِصِبْيَانِهِمْ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيَمْسَحُ رُءُوسَهُمْ قَالَ فَجِيءَ بِي إِلَيْهِ وَأَنَا مُخَلَّقٌ فَلَمْ يَمَسَّنِي مِنْ أَجْلِ الْخَلُوقِ.

(৯০৫) ওয়ালীদ ইবনু ওক্ববা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মক্কা জয় করলেন, তখন মক্কাবাসীরা তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে তাঁর খেদমতে আনতে শুরু করল আর তিনিও উহাদের জন্য বরকতের দু'আ করতেন এবং তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। ওয়ালীদ বলেন, আমাকেও তাঁর খেদমতে আনা হল, সেই সময় আমার গায়ে খালুক সুগন্ধি মাখা ছিল। সেই (রঙ্গিন) খালুক সুগন্ধির দরুন তিনি আমাকে স্পর্শ করেননি।[৬৩৮]

তাহক্বীক্ব : মুনকার।[৬৩৯]

(٩٠٦) عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ أَنَّه قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِنَّ لِي جُمَّةً أَفَأُرَجِّلُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَعَمْ وَأَكْرِمْهَا فَكَانَ أَبُوْ قَتَادَةَ رُبَّمَا دَهَنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ لِمَا قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَعَمْ وَأَكْرِمْهَا.

(৯০৬) আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, আমার চুল ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছেছে। সুতরাং আমি কি উহাকে আঁচড়িয়ে রাখতে পারি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, এবং উহাকে সযত্নে রাখ। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর হ্যাঁ এবং উহাকে যত্ন কর বলার কারণে আবু কাতাদাহ দৈনিক দুইবার উহাতে তৈল মালিশ করতেন।[৬৪০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৪১]

(٩٠٧) عَنِ الْحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِك فَحَدَّثَتْنِيْ أُخْتِيْ الْمُغِيْرَةُ قَالَتْ وَأَنْتَ يَوْمَئِذ غُلَامٌ وَلَكَ قَرْنَان أَوْ قُصَّتَانِ فَمَسَحَ رَأْسَكَ وَبَرَّكَ عَلَيْكَ وَقَالَ احْلِقُوْا هَذَيْنِ أَوْ قُصُّوهُمَا فَإِنَّ هَذَا زِيُّ الْيَهُوْد.

(৯০৭) হাজ্জাজ ইবনু হাসসান (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। আমার ভগ্নী মুগীরা বর্ণনা করেছেন যে,

৬৩৮. আবুদাউদ হা/৪১৮১; মিশকাত হা/৪৪৮২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৮৩, ৮/২৫০ পৃঃ।
৬৩৯. যঈফ আবুদাউদ হা/৪১৮১; মিশকাত হা/৪৪৮২
৬৪০. মালেক হা/৩৪৯৩; মিশকাত হা/৪৪৮৩; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৭০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৮৪।
৬৪১. মিশকাত হা/৪৪৮৩; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৭০।

তুমি তখন ছোট বাচ্চাই ছিলে। তোমার চুলের দুইটা বেণী অথবা দু'টি গুচ্ছ ছিল। তখন আনাস (রাঃ) তোমার মাথার উপরে হাত ফিরিয়ে তোমার জন্য বরকতের দু'আ করলেন এবং বললেন, তার এই বেণী দু'টি কেটে ফেল অথবা বলেছেন, মুড়িয়ে ফেল। কারণ ইহুদীদের আচরণ।[৬৪২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৪৩]

(٩٠٨) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا.

(৯০৮) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) স্ত্রীলোকের মাথা মুড়িয়ে ফেলতে নিষেধ করেছেন।[৬৪৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৪৫]

(٩٠٩) عَنِ بنِ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَنَظِّفُوا أُرَاهُ قَالَ أَفْنِيَتَكُمْ وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ. قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِيهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ نَظِّفُوْا أَفْنِيَتَكُمْ.

(৯০৯) সাঈদ ইবনু মূসাইয়াব (রাঃ) হতে শ্রুত যে, তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পবিত্র তিনি পবিত্রতাকেই ভালবাসেন। তিনি পরিচ্ছন্ন, তাই পরিচ্ছন্নতাকেই পসন্দ করেন। তিনি দয়ালু, তাই দয়া করাকেই ভালবাসেন। তিনি দাতা, তাই দানশীলতাকে পসন্দ করেন। সুতরাং তোমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ, রাবী বলেন, সম্ভবত ইবনু মূসাইয়াব বলেছেন, তোমাদের আঙ্গিনাকে ইয়াহুদীদের মত রেখো না। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনু মূসাইয়াবের বর্ণিত এই কথাগুলোআমি মুহাজির ইবনু মিসমারের কাছে বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, অবিকল এই কথাগুলোআমাকে আমের ইবনু সা'দ তাঁর পিতার মাধ্যমে নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি নি:সন্দেহে বলেছেন, তোমরা নিজেদের আঙ্গিনাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ।[৬৪৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৪৭]

---

৬৪২. আবুদাঊদ হা/৪১৯৭; মিশকাত হা/৪৪৮৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৮৫।
৬৪৩. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪১৯৭; মিশকাত হা/৪৪৮৪।
৬৪৪. নাসাঈ হা/৫০৪৯; মিশকাত হা/৪৪৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৮৬।
৬৪৫. যঈফ নাসাঈ হা/৫০৪৯; মিশকাত হা/৪৪৮৫।
৬৪৬. তিরমিযী হা/২৭৯৯; মিশকাত হা/৪৪৮৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪২৮৮, ৮/২৫১ পৃঃ।
৬৪৭. যঈফ তিরমিযী হা/২৭৯৯; মিশকাত হা/৪৪৮৭।

باب التصاوير

অনুচ্ছেদ : ছবি সম্পর্কে বর্ণনা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٩١٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ أَوْ قَتَلَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ والْمُصَوِّرُوْنَ وَعَالِمٌ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعِلْمِهِ.

(৯১০) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে সেই ব্যক্তির, যে কোন নবীকে কতল করেছে অথবা কোন নবী যাকে কতল করেছেন। অথবা যে ব্যক্তি তার পিতা বা মাতার মধ্যে কাউকে কতল করেছে। আর ছবি প্রস্তুতকারীদের এবং ঐ আলেম যে নিজের ইলম হতে উপকৃত হয় না।[৬৪৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৪৯]

(٩١١) عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ الشَّطْرَنْجُ هُوَ مَيْسِرُ الْأَعَاجِمِ.

(৯১১) আলী (রাঃ) বলতেন, শতরঞ্জ খেলা হল আজমীদের জুয়া।[৬৫০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৫১]

(٩١٢) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ لَا يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ إِلَّا خَاطِئٌ

(৯১২) ইবনু শিহাব যুহরী (রহঃ) হতে বর্ণিত, আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলেছেন, পাপী ব্যক্তিই দাবা খেলায় লিপ্ত হয়।[৬৫২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৫৩]

---

৬৪৮. শু'আবুল ঈমান হা/৭৫০৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬১৭; মিশকাত হা/৪৫০৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩১০, ৮/২৬০ পৃঃ।
৬৪৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬১৭; মিশকাত হা/৪৫০৯।
৬৫০. শু'আবুল ঈমান হা/৬০৯৭; মিশকাত হা/৪৫১০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩১১।
৬৫১. মিশকাত হা/৪৫১০।
৬৫২. শু'আবুল ঈমান হা/৬০৯৭; মিশকাত হা/৪৫১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩১২।
৬৫৩. মিশকাত হা/৪৫১১।

(٩١٣) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَعِبِ الشَّطْرَنْجِ، فَقَالَ هِيَ مِنَ الْبَاطِلِ وَلَا يُحِبُّ اللهُ الْبَاطِلَ

(৯১৩) ইবনু শিহাব যুহরী অথবা আবু মূসা আশআরী (রাঃ) কে দাবা খেলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ইহা বাতিল (অবৈধ) কাজ। আর আল্লাহ তা‘আলা বাতিল কাজ পসন্দ করেন না।

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৫৪]

(٩١٤) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْتِىْ دَارَ قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَدُوْنَهُمْ دَارٌ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ تَأْتِى دَارَ فُلاَنٍ وَلاَ تَأْتِىْ دَارَنَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لأَنَّ فِىْ دَارِكُمْ كَلْبًا قَالُوْا فَإِنَّ فِىْ دَارِهِمْ سِنَّوْرًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ السِّنَّوْرُ سَبُعٌ.

(৯১৪) আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) প্রায়শ এক আনছারীর ঘরে আসা-যাওয়া করতেন। অথচ তাদের নিকটেই অন্য আরেকটি ঘর আছে, এতে সেই গৃহবাসীর মন:কষ্ট হল। তখন তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আপনি অমুকের ঘরে আসেন, অথচ আমাদের ঘরে আসেন না। উত্তরে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যেহেতু তোমাদের ঘরে কুকুর আছে। তখন তারা বলল, উহাদের ঘরে তো বিড়াল রয়েছে। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, বিড়াল তো একটি পশু মাত্র।[৬৫৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৫৬]

---

৬৫৪. মিশকাত হা/৪৫১২, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩১৩।
৬৫৫. দারকুৎনী হা/২০৮; মিশকাত হা/৪৫১৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩১৪, ৮/২৬১ পৃঃ।
৬৫৬. মিশকাত হা/৪৫১৩।

كتاب الطب والرقى

অধ্যায় : চিকিৎসা ও মন্ত্র

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٩١٥) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَدَاوَى مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ .

(৯১৫) যায়েদ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে পাঁজরে ব্যথার চিকিৎসায় কোস্ত বাহ্‌রী ও যয়তুনের তৈল ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন।[৬৫৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৫৮]

(٩١٦) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ.

(৯১৬) যায়েদ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) পাঁজরে ব্যথার রোগের চিকিৎসায় যয়তুনের তৈল এবং অর্‌স ঘাস ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন।[৬৫৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৬০]

(٩١٧) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَأَلَهَا بِمَ تَسْتَمْشِيْنَ قَالَتْ بِالشُّبْرُمِ قَالَ حَارٌّ جَارٌّ قَالَتْ ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ أَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيْهِ شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِيْ السَّنَا.

(৯১৭) আসমা বিনতু উমায়স (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা জোলাবের জন্য কি জিনিস ব্যবাহার কর ? আসমা বললেন, শোবরম ব্যবাহার করি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এটা তো অত্যধিক গরম– ভীষণ গরম। আসমা বলেন, পরে আমি সানা দ্বারা জোলাব নেই। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যদি মৃত্যু হতে রক্ষার কোন ঔষধ থাকত, তবে সারা এর মধ্যেই থাকত।[৬৬১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৬২]

---

৬৫৭. তিরমিযী হা/২০৭৯; মিশকাত হা/৪৫৩৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৩৬, ৮/২৬৮ পৃঃ।
৬৫৮. যঈফ তিরমিযী হা/২০৭৯; মিশকাত হা/৪৫৩৫।
৬৫৯. তিরমিযী হা/২০৭৮; মিশকাত হা/৪৫৩৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৩৭।
৬৬০. যঈফ তিরমিযী হা/২০৭৮; মিশকাত হা/৪৫৩৬।
৬৬১. তিরমিযী হা/২০৮১; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/৪৫৩৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৩৮।
৬৬২. যঈফ তিরমিযী হা/২০৮১; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/৪৫৩৭।

(٩١٨) عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ.

(৯১৮) আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা রোগও নাযিল করেছেন এবং ঔষধও। আর প্রত্যেক রোগের ঔষধও নির্ধারিত করেছেন। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা কর; কিন্তু হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করবে না।[৬৬৩]

তাহক্বীক্বী : যঈফ।[৬৬৪]

(٩١٩) عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرَةَ أَنَّ أَبَاهَا كَانَ يَنْهَى أَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَيَزْعُمُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ.

(৯১৯) কাবশা বিনতু আবু বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তার পিতা নিজের পরিবারস্থ লোকদেরকে মঙ্গলবারে শিংগা লাগাতে নিষেধ করতেন এবং তিনি বলতেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মঙ্গলবার রক্ত চলাচলের দিন এবং সেই দিনের মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যাতে রক্ত বন্ধ হয় না।[৬৬৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৬৬]

(٩٢٠) عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

(৯২০) যুহ্রী (রহঃ) থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বুধ অথবা শনিবারে শিংগা লাগানোর দরুন শ্বেতকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়, সে যেন নিজেকেই ধিক্কার দেয়।[৬৬৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৬৮]

(٩٢١) عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنِ احْتَجَمَ أو اطلى يَوْمَ السبت أو الأَرْبِعَاءِ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ فِي الْوَضْحِ رواه في شرح السنة.

---

৬৬৩. আবুদাঊদ হা/৩৮৭৪; মিশকাত হা/৪৫৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৩৯, ৮/২৬৯ পৃঃ।
৬৬৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৮৭৪; মিশকাত হা/৪৫৩৮।
৬৬৫. আবুদাঊদ হা/৩৮৬২; মিশকাত হা/৪৫৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৫০, ৮/২৭২ পৃঃ।
৬৬৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৮৬২; মিশকাত হা/৪৫৪৯।
৬৬৭. শারহুস সুন্নাহ, পৃঃ ৭৬১; মিশকাত হা/৪৫৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৫১।
৬৬৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৫২৪; মিশকাত হা/৪৫৫০।

(৯২১) যুহরী (রহঃ) হতে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যদি কেউ শনিবারে কিংবা বুধবারে শিংগা লাগায় অথবা শরীরের কোন অঙ্গে ঔষধ মালিশ করায় এবং ইহার দরুন শ্বেত-কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়, তবে যেন সে নিজেকেই দোষারোপ করে।[৬৬৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৭০]

(٩٢٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوخِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا أُبَالِى مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيْمَةً أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِىْ.

(৯২২) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমি যা (আল্লাহ্র পক্ষ হতে) নিয়ে এসেছি তৎসম্পর্কে অবহেলা করছি বলে প্রমাণিত হবে, যদি আমি বিষনাশক অমৃত পান করি বা তাবিজ ঝুলাই অথবা স্বরচিত কবিতা আবৃতি করি।[৬৭১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৭২]

(٩٢٣) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ دَمٍ.

(৯২৩) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বদ-নযর লাগা, বিষাক্ত প্রাণীর দংশন করা এবং রক্ত ঝরার জন্যই রয়েছে ঝাড়ফুঁক।[৬৭৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৭৪]

(٩٢٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلْ رُئِىَ أَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا فِيْكُمُ الْمُغَرِّبُوْنَ. قُلْتُ وَمَا الْمُغَرِّبُوْنَ قَالَ الَّذِيْنَ يَشْتَرِكُ فِيْهِمُ الْجِنُّ.

(৯২৪) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি মূসাররেবুন পরিলক্ষিত হয়? আমি জিজ্ঞেস করলাম, মূসাররেবুন কি? তিনি বললেন, মূসাররেবুন ঐ সমস্ত লোক, যাদের মধ্যে জিন অংশীদার হয়।[৬৭৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৭৬]

---

৬৬৯. মিশকাত হা/৪৫৫১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৫২।
৬৭০. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬৭২; মিশকাত হা/৪৫৫১।
৬৭১. আবুদাঊদ হা/৩৮৬৯; মিশকাত হা/৪৫৫৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৫৫, ৮/২৭৪ পৃঃ।
৬৭২. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৮৬৯; মিশকাত হা/৪৫৫৪।
৬৭৩. আবুদাঊদ হা/৩৮৮৯; মিশকাত হা/৪৫৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৫৯।
৬৭৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৮৮৯; মিশকাত হা/৪৫৫৯।
৬৭৫. আবুদাঊদ হা/৫১০৭; মিশকাত হা/৪৫৬৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৬৪, ৮/২৭৭ পৃঃ।
৬৭৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/৫১০৭; মিশকাত হা/৪৫৬৪।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٩٢٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَعدَةُ حَوْضُ الْبَدَنِ وَالْعُرُوْقُ إِلَيْهَا وَارِدَةٌ فَإِذَا صَحَتِّ الْمَعدَةُ، صَدَرَت الْعُرُوْقُ بِالصِّحَّةِ وَإِذَا فَسَدَتِ الْمَعدَةُ صَدَرَت الْعُرُوْقُ بِالسَّقَمِ

(৯২৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, পাকস্থলী হল দেহের হাউয। সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো সেই হাউযের দিকেই প্রবাহিত হয়। সুতরাং যখন পাকস্থলী ভাল হয়, তখন শিরাগুলোও সারা দেহে স্বাস্থ্যকর উপাদান সরবরাহ করে। আর যখন পাকস্থলী নষ্ট হয, তখন শিরাগুলোও দূষিত উপাদান সরবরাহ করে থাকে।[৬৭৭]

তাহক্বীক্ব : মুনকার।[৬৭৮]

(٩٢٦) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلاَثَ غَدَوَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلاَءِ.

(৯২৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিরাময়কারী দু'টি জিনসিকে তোমরা আঁকড়ে ধর। তা হল মধু এবং কুরআন।[৬৭৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৮০]

(٩٢٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ.

(৯২৭) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিরাময়কারী দু'টি জিনিষকে তোমরা আঁকড়ে ধর। কুরআন ও মধু।[৬৮১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৮২]

(٩٢٨) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ لِسَبْعَ عَشَرَةَ مِنَ الشَّهْرِ كَانَ دَوَاءً لِدَاءِ السَّنَةِ.

(৯২৮) মা'কেল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন চান্দ্রমাসের সতের তারিখ মঙ্গলবারে শিংগা লাগানো গোটা বছরের রোগের জন্য চিকিৎসা।[৬৮৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৮৪]

---

৬৭৭. শু'আবুল ঈমান হা/৫৪১৪; মিশকাত হা/৪৫৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৬৫, ৮/২৭৭ পৃঃ।
৬৭৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬৯২; মিশকাত হা/৪৫৬৬।
৬৭৯. ইবনু মাজাহ হা/৩৪৫২; মিশকাত হা/৪৫৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৭০, ৮/২৭৯ পৃঃ।
৬৮০. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩৪৫২; মিশকাত হা/৪৫৭১।
৬৮১. ইবনু মাজাহ হা/৩৪৫২; মিশকাত হা/৪৫৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৭০, ৮/২৭৯ পৃঃ।
৬৮২. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩৪৫২; মিশকাত হা/৪৫৭১।
৬৮৩. রাযীন, বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২০০২০; মিশকাত হা/৪৫৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৭৩, ৮/২৮১ পৃঃ।
৬৮৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/৪৫৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৭৩, ৮/২৮১ পৃঃ।

باب الفأل والطيرة

অনুচ্ছেদ : শুভ ও অশুভ লক্ষণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(৯২৯) عَنْ قَطَنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ الْعِيَافَةُ وَالطِّيَرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ.

(৯২৯) কাতান ইবনু কাবীছা (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, পাখী উড়ান বা ঢিল ছোঁড়া বা কোন কিছুতে অশুভ লক্ষণ মান্য করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।[৬৮৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৮৬]

(৯৩০) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مَجْذُومٍ فَأَدْخَلَهَا مَعَهُ فِيْ الْقَصْعَةِ ثُمَّ قَالَ كُلْ ثِقَةً بِاللهِ وَتَوَكُّلاً عَلَى اللهِ.

(৯৩০) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এক জুযামীর (কুষ্ঠরোগীর) হাত ধরে এবং তাকে নিজের খদ্যপাত্রে খাওয়ার মধ্যে শরীক করে নিলেন, অতঃপর বললেন, তুমি খাও আল্লাহ তা'আলার উপরে পূর্ণ ভরসা এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল সহকারে।[৬৮৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৮৮]

(৯৩১) عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ فَرْوَةَ بْنَ مُسَيْكٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرْضٌ عِنْدَنَا يُقَالُ لَهَا أَرْضُ أَبْيَنَ هِىَ أَرْضُ رِيْفِنَا وَمِيْرَتِنَا وَإِنَّهَا وَبِئَةٌ أَوْ قَالَ وَبَاؤُهَا شَدِيْدٌ. فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ دَعْهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفَ

(৯৩১) ইয়াহ্ইয়া ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু বাহীর (রহঃ) বলেন, আমাকে এমন এক লোক বর্ণনা করেছেন, যিনি ফারওয়াহ্ ইবনু মোসাইককে বলতে শুনেছেন যে, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের কাছে আবইয়ান নামে একটা যমীন আছে, যেখানে আমরা কৃষিদ্রব্য ও খাদ্যপণ্য ইত্যাদি আমদানী-রফতানী করে থাকি। তবে সেখানে অসুখ খুব লেগে থাকে। তখন তিনি বললেন, তুমি ঐ স্থানটি ছেড়ে দাও। কারণ অস্বাস্থ্যকর স্থানে বসবাস করা নিজেকে স্বেচ্ছায় ধ্বংস করারই নামান্তর।[৬৮৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৯০]

---

৬৮৫. আবুদাঊদ হা/৩৯০৭; মিশকাত হা/৪৫৮৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৮১, ৮/২৮৫ পৃঃ।
৬৮৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৯০৭; মিশকাত হা/৪৫৮৩।
৬৮৭. ইবনু মাজাহ হা/৩৫৪২; মিশকাত হা/৪৫৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৮৩।
৬৮৮. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩৫৪২; মিশকাত হা/৪৫৮৫।
৬৮৯. আবুদাঊদ হা/৩৪২২; মিশকাত হা/৪৫৯০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৮৮, ৮/২৮৭ পৃঃ।
৬৯০. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৪২২; মিশকাত হা/৪৫৯০।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٩٣٢) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرقَالَ ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلِ اللهُمَّ لاَ يَأْتِيْ بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ.

(৯৩২) উরওয়া ইবনু আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মুখে অশুভ লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তখন তিনি বললেন, নেক ফাল গ্রহণ করাই উত্তম। কোন মুসলিমকে অশুভ লক্ষণ তার উদ্দেশ্যে হতে ফিরে রাখতে পারে না। তবে হ্যাঁ, যদি তোমাদের কেউ মন্দ কিছু দেখতে পায়, তবে এই দু‘আ পাঠ করবে, হে আল্লাহ! ভাল কাজ আপনার দ্বারাই সংঘটিত হয় সঙ্গে মন্দ আপনিই দূর করেন। আল্লাহ ছাড়া আমাদের কোন শক্তি-সামর্থ্য নেই।[৬৯১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৯২]

باب الكهانة

অনুচ্ছেদ : জ্যোতিষীর গণনা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٩٣٣) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ أَمْسَكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَطَرَ عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ سِـــنِيْنَ ثُمَّ أَرْسَلَهُ لأَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ سِنِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سُقِينَا بِنَوْءِ الْمِجْدَحِ.

(৯৩৩) আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যদি আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাহদের হতে পাঁচ বছর বৃষ্টি বন্ধ করে রাখেন এবং তারপর উহা বর্ষণ করেন, তবুও মানুষের একদল এই বলে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করবে যে, মেজদাহ নক্ষত্র কক্ষস্থানে পৌঁছার কারণে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।[৬৯৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৯৪]

---

৬৯১. আবুদাঊদ হা/৩৯১৯; মিশকাত হা/৪৫৯১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩৮৯।
৬৯২. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৯১৯; মিশকাত হা/৪৫৯১।
৬৯৩. নাসাঈ হা/১৫২৬; মিশকাত হা/৪৬০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪০২, ৮/২৯৫ পৃঃ।
৬৯৪. যঈফ নাসাঈ হা/১৫২৬; মিশকাত হা/৪৬০৫।

كتاب الرؤيا

অধ্যায় : স্বপ্ন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٩٣٤) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ وَرَقَةَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ إِنَّهُ كَانَ صَدَّقَكَ وَلَكِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُرِيْتُهُ فِيْ الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ.

(৯৩৪) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-কে ওয়ারাকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। খাদীজা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর সম্মুখে বলেছিলেন, ওয়ারাকা আপনাকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু আপনার নবুওত প্রকাশের পূর্বেই তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ওয়ারাকাকে স্বপ্নে আমাকে দেখানো হয়েছে, তার গায়ে সাদা কাপড় রয়েছে। যদি তিনি জাহান্নামী হতেন তাহলে তার গায়ে অন্য ধরনের কাপড় হত।[৬৯৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৯৬]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٩٣٥) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالأَسْحَارِ

(৯৩৫) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ভোর রাত্রের স্বপ্ন হল সবচেয়ে অধিক সত্য।[৬৯৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৬৯৮]

বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৮ম খণ্ড সমাপ্ত

আলবানী মিশকাত দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

---

৬৯৫. তিরমিযী হা/২২৮৮; মিশকাত হা/৪৬২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪১৮, ৮/৩০৫ পৃঃ।

৬৯৬. যঈফ তিরমিযী হা/২২৮৮; মিশকাত হা/৪৬২৩।

৬৯৭. তিরমিযী হা/২২৭৪; দারেমী হা/২২০১; মিশকাত হা/৪৬২৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪২২, ৮/৩০৮ পৃঃ।

৬৯৮. যঈফ তিরমিযী হা/২২৭৪; মিশকাত হা/৪৬২৭।

كتاب الآداب

অধ্যায় : শিষ্টাচার

باب السلام

অনুচ্ছেদ : সালাম প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٩٣٦) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوْفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُوْدُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَتْبَعُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

(৯৩৬) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের সদ্ব্যবহারস্বরূপ ছয়টি হক্ব রয়েছে: (১) যখন তার সাথে সাক্ষাৎ হবে তাকে সালাম করবে (২) সে তাকে ডাকলে সাড়া দেবে (৩) যখন সে হ্যঁাচি দিবে, তখন 'আল-হামদুল্লিাহ' বলবে (৪) সে অসুস্থ হ'লে খোঁজ-খবর নিবে (৫) মৃত্যু হ'লে তার জানাযার সাথে যাবে (৬) এবং নিজের জন্য যা পসন্দ করবে, তার জন্যও তা পসন্দ করবে'।[৬৯৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭০০]

(٩٣٧) عَن معَاذ بْنِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ وَزَاد ثُمَّ أَتَى آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ أَرْبَعُوْنَ وَقَالَ هَكَذَا تَكُوْنُ الْفَضَائِل.

(৯৩৭) মু'আয ইবনু আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ) হতে পূর্বে বর্ণিত হাদীছটির অর্থানুযায়ী বর্ণনা করেছেন এবং আরও অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে বলল, 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগ্‌ফিরাতুহ্'। তখন তিনি বললেন, এই ব্যক্তির জন্য চল্লিশ নেকী। অতঃপর বললেন, ছওয়াবের পরিমাণ এভাবে বৃদ্ধি হতে থাকে।[৭০১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭০২]

---

৬৯৯. তিরমীযী হা/২৭৩৬; মিশকাত হা/৪৬৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৩৮, ৯/৯ পৃঃ।
৭০০. যঈফ তিরমিযী হা/২৭৩৬; যঈফুল জামে' হা/৪৭৫৪; মিশকাত হা/৪৬৪৩।
৭০১. আবুদাঊদ হা/৫১৯৬; মিশকাত হা/৪৬৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৪০।
৭০২. যঈফ আবুদাঊদ হা/৫১৯৬; মিশকাত হা/৪৬৪৫; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৬২১।

(٩٣٨) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا فِيْ الْجَاهِلِيْةِ نَقُوْلُ أَنْعَمَ اللهُ بِكَ عَيْنًا وَأَنْعَم صَبَاحًا فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ نُهِينَا عَنْ ذَلِكَ.

(৯৩৮) ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা জাহেলী যুগে বলতাম, আল্লাহ তোমার চক্ষু শীতল করুন, প্রাতঃকাল আনন্দময় হৌক। কিন্তু ইসলাম আসার পর আমাদের এটা হতে নিষেধ করা হয়।[৭০৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭০৪]

(٩٣٩) عَن أَبِى الْعَلَاء بن الْحَضْرَمِيّ أَنَّ الْعَلَاءَ الْحَضْرَمِيَّ كَانَ عَامِلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِليه بدأَ بنفسه.

(৯৩৯) আ’লা ইবনু হাযরামী (রহঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, (আমার পিতা) আ’লা ইবনু আল-হাযরামী (রহঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ হতে কর্মচারী ছিলেন। যখন তিনি তাঁর কাছে চিঠি লিখতেন তখন নিজের নাম দিয়ে আরম্ভ করতেন।[৭০৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭০৬]

(٩٤٠) عَنْ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيُتْرِبْهُ فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْث مُنكر

(৯৪০) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ কোন পত্র লিখে, সে যেন তাতে কিছু মাটি ছিটিয়ে দেয়। এটা উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে সহায়ক’।[৭০৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭০৮]

(٩٤١) عَنْ زَيْد بْنِ ثَابت قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْه كَاتبٌ فَسَمعْتُهُ يَقُوْلُ ضَعِ الْقَلَمَ عَلَى أُذُنِكَ فَإِنَّهُ أَذْكَرُ لِلْمَآلِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَفِيْ إِسْنَاده ضعفٌ

৭০৩. আবুদাঊদ হা/৫২২৭; মিশকাত হা/৪৬৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৪৯।
৭০৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/৫২২৭; মিশকাত হা/৪৬৫৫।
৭০৫. আবুদাঊদ হা/৫১৩৪; মিশকাত হা/৪৬৫৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৫১।
৭০৬. আবুদাঊদ হা/৫১৩৪; মিশকাত হা/৪৬৫৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৫১।
৭০৭. তিরমিযী হা/২৭১৩; মিশকাত হা/৪৬৫৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৫২, ৯/১৩ পৃঃ।
৭০৮. যঈফ তিরমিযী হা/২৭১৩; মিশকাত হা/৪৬৫৭

(৯৪১) যায়েদ ইবনু ছাবেত (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। এই সময় তাঁর সম্মুখে ছিল একজন কাতিব (লেখক)। আমি শুনতে পেলাম, তিনি কাতিবকে বলছেন, 'কলমটি তোমার কানের উপরে রাখ। কেননা এতে প্রয়োজনীয় কথা বেশী স্মরণে আসে'।[৭০৯]

তাহক্বীক্ব : জাল।[৭১০]

(٩٤٢) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لا خَيْرَ فِيْ جُلُوْسٍ فِي الطُّرُقَاتِ إِلا لِمَنْ هَدَى السَّبِيلَ وَرَدَّ التَّحِيَّةَ وَغَضَّ الْبَصَرَ وَأَعَانَ عَلَى الْحُمُوْلَةِ

(৯৪২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'রাস্তায় বসার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। তবে সেই ব্যক্তির জন্য কল্যাণ আছে, যে পথভোলা ব্যক্তিকে পথ দেখায়, সালামের জওয়াব দেয়, চক্ষু অবনমিত রাখে এবং বোঝা বহনকারীকে সাহায্য করে'।[৭১১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭১২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٩٤٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَادِئُ بِالسَّلَامِ بَرِيءٌ مِنَ الْكِبْرِ.

(৯৪৩) আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আগে সালাম প্রদানকারী গর্ব-অহংকার হতে মুক্ত'।[৭১৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭১৪]

باب الاستئذان

অনুচ্ছেদ : অনুমতি চাওয়া

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٩٤٤) عَنْ عَلِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِيْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلٌ بِالنَّهَارِ فَكُنْتُ إِذَا دخلتُ بِاللَّيْلِ تَنَحْنَحُ لِيْ.

---

৭০৯. তিরমিযী হা/২৭১৪; মিশকাত হা/৪৬৫৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৫৩, ৯/১৪ পৃঃ।
৭১০. যঈফ তিরমিযী হা/২৭১৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৬৫; মিশকাত হা/৪৬৫৮।
৭১১. শারহুস সুন্নাহ ১/৭৯১ পৃঃ; মিশকাত হা/৪৬৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৫৬।
৭১২. মিশকাত হা/৪৬৬১।
৭১৩. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৮৭৮৬; মিশকাত হা/৪৬৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৬১।
৭১৪. যঈফুল জামে' হা/২৩৬৫; মিশকাত হা/৪৬৬৬।

(৯৪৪) আলী (রাঃ) বলেন, আমার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট রাত্রে ও দিনে (সর্বদা) যাওয়ার অনুমতি ছিল। তবে আমি রাত্রি বেলায় তাঁর নিকট গমন করলে তিনি (অনুমতিস্বরূপ) গলা খাঁকড়াতেন।[৭১৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭১৬]

باب المصافحة والمعانقة

অনুচ্ছেদ : করমর্দন ও আলিঙ্গন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٩٤٥) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ غَفَرَ لَهُمَا.

(৯৪৫) বারা ইবনু আযিব (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন দু'জন মুসলিম ব্যক্তি মিলিত হয়ে পরস্পরে মুছাফাহা করে এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করে এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চায় তখন আল্লাহ তাদের উভয়কে মাফ করে দেন।[৭১৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে যায়েদ ইবনু আবী শা'ছা নাম যঈফ রাবী আছে।[৭১৮]

(٩٤٦) عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَوْ عَلَى يَدِهِ فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ؟ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمذِيّ وَضَعفه

(৯৪৬) আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'রোগীর পূর্ণ শুশ্রূষা হল- তোমাদের কারো হাত তার কপালে অথবা হাতের উপরে রেখে জিজ্ঞেস করবে সে কেমন আছে? আর তোমাদের সালামের পূর্ণতা হল মুছাফাহা করা'।[৭১৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭২০]

(٩٤٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِيْنَةَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ بَيْتِيْ فَأَتَاهُ فَقَرَعَ البابَ فقامَ إِلَيْه رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

৭১৫. নাসাঈ হা/১২১২; মিশকাত হা/৪৬৭৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৭০, ৯/২৩ পৃঃ।
৭১৬. যঈফ নাসাঈ হা/১২১২; মিশকাত হা/৪৬৭৫।
৭১৭. আবুদাউদ হা/৫২১১; মিশকাত হা/৪৬৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৭৪, ৯/২৫ পৃঃ।
৭১৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৩৪৪; মিশকাত হা/৪৬৭৯
৭১৯. তিরমীযী হা/২৭৩১; মিশকাত হা/৪৬৮১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৭৬।
৭২০. যঈফ তিরমীযী হা/২৭৩১; মিশকাত হা/৪৬৮১।

(৯৪৭) আয়েশা (রাঃ) বলেন, যায়েদ ইবনু হারেছা (রাঃ) মদীনায় আগমন করলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) আমার ঘরেই ছিলেন। যায়েদ এসে ঘরের দরজায় টোকা দিতেই রাসূল (ছাঃ) খালি গায়ে চাদর টানতে টানতে তার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! এর আগে বা পরে আমি আর কোনদিন তাঁকে এভাবে খালি গায়ে দেখিনি। অতঃপর তিনি তার সাথে কোলাকুলি করলেন এবং তাকে চুম্বন করলেন'।[৭২১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭২২]

(٩٤٨) عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ بُشَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنَزَةَ أَنَّه قَالَ قُلْتُ لِأَبِىْ ذَرٍّ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيتُمُوْهُ؟ قَالَ مَا لَقِيْتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِيْ وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِيْ أَهْلِيْ فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيْرٍ فَالْتَزَمَنِي فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ.

(৯৪৮) আইয়ূব ইবনু বুশাইর (রাঃ) আনাযা গোত্রীয় এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, আমি আবু যার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (ছাঃ) যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তখন কি মুছাফাহা করতেন? তিনি বললেন, আমি যখনই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছি' তিনি তখনই আমার সাথে মুছাফাহা করেছেন। একদা তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন, কিন্তু আমি গৃহে ছিলাম না, পরে যখন আমি আসলাম' তখন আমাকে সংবাদটি জানানো হল এবং আমি সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম। সেই সময় তিনি খাটের উপরে বসা ছিলেন। তখন তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং ইহা ছিল অতি উত্তম! অতি উত্তম![৭২৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭২৪]

(٩٤٩) عَن عكرمةَ بن أَبِىْ جهلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ جِئْتُهُ مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ.

(৯৪৯) ইকরামা ইবনে আবু জাহ্‌ল (রাঃ) বলেন, যেদিন আমি রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হই' তখন তিনি বললেন, 'হিজরতকারী সওয়ারের প্রতি মুবারকবাদ'।[৭২৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭২৬]

---

৭২১. তিরমীযী হা/২৭৩২; মিশকাত হা/৪৬৮২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৭৭।
৭২২. যঈফ তিরমীযী হা/২৭৩২; মিশকাত হা/৪৬৮২।
৭২৩. আবুদাউদ হা/৫২১৪; মিশকাত হা/৪৬৮৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৭৮, ৯/২৭ পৃঃ।
৭২৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/৫২১৪; মিশকাত হা/৪৬৮৩।
৭২৫. তিরমিযী হা/২৭৩৫; মিশকাত হা/৪৬৮৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৭৯।

(৯৫০) عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ فَالْتَزَمَهُ وقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

(৯৫০) আমের শা'বী (রঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) জা'ফর ইবনু আবু তালিবের সাথে সাক্ষাতের সময় তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে চুমু দিলেন।[৭২৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭২৮]

(৯৫১) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِصَبِيٍّ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمْ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ وَإِنَّهُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللهِ.

(৯৫১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে একটি শিশু আনা হল, তিনি শিশুটিকে চুম্বন করলেন অতঃপর বললেন, 'তোমরা জেনে রাখ! এই সমস্ত শিশুরাই হল কার্পণ্য ও ভীরুতার কারণ। এবং তারা হল আল্লাহ তা'আলার দেওয়া সুগন্ধি'।[৭২৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৩০]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(৯৫২) عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَصَافَحُوْا يَذْهَبْ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبْ الشَّحْنَاءُ.

(৯৫২) আতা খোরাসানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা পরস্পর মুছাফাহা কর, এতে অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়ে যাবে। আর পরস্পরের মধ্যে হাদিয়া আদান-প্রদান কর, এতে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং বৈরিতা বিদূরিত হবে'।[৭৩১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৩২]

---

৭২৬. যঈফ তিরমীযী হা/২৭৩৫; মিশকাত হা/৪৬৮৪।
৭২৭. আবুদাঊদ হা/৫২২০; মিশকাত হা/৪৬৮৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৮১, ৯/২৮ পৃঃ।
৭২৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/৫২২০; মিশকাত হা/৪৬৮৬।
৭২৯. শারহুস সুন্নাহ ১/৮১৫ পৃঃ; মিশকাত হা/৪৬৯১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৮৬, ৯/৩০ পৃঃ।
৭৩০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩২১৪; তিরমিযী হা/১৯১০; মিরক্বাত হা/৪৬৯১; মিশকাত হা/৪৬৯১।
৭৩১. মালেক হা/৩৩৬৮; মিশকাত হা/৪৬৯৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৮৮।
৭৩২. মিশকাত হা/৪৬৯৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৭৬৬; যঈফুল জামে'' হা/২৪৯০।

باب القيام

অনুচ্ছেদ : দাঁড়ানোর বর্ণনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٩٥٣) عَن أَبِىْ أُمَامَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُتَّكِئًا عَلَى عَصًا فَقُمْنَا فَقَالَ لَا تَقُوْمُوْا كَمَا يَقُوْمُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضهَا بَعْضًا.

(৯৫৩) আবু উমামা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) লাঠিতে ভর করে ঘর হতে বের হয়ে আসলেন। আমরা তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ালাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা (অমুসলিম) আ'জমী লোকদের ন্যায় দাঁড়াবে না। তারা এভাবে দাঁড়িয়ে একে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করে।[৭৩৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৩৪]

(٩٥٤) عَن سعيد بن أَبِىْ الْحسن قَالَ جَاءَنَا أَبُوْ بكرَة فِيْ شَهَادَة فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلسه فَأَبَى أَنْ يَجْلسَ فِيْه وَقَالَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنْ ذَا وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ.

(৯৫৪) সাঈদ ইবনু আবুল হাসান (রঃ) বলেন, একদা আবু বাকরাহ (রাঃ) কোন এক বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আমাদের নিকট আগমন করলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বসানোর জন্য নিজের আসন হতে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু আবু বাকরাহ সেখানে বসতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, নবী করীম (ছাঃ) ইহা হতে নিষেধ করেছেন এবং নবী করীম (ছাঃ) এমন ব্যক্তির কাপড় দ্বারা হাত মুছতে নিষেধ করেছেন, যাকে সে কাপড় পরিধান করায়নি।[৭৩৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৩৬]

(٩٥٥) عَن أَبِى الدرداءِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ جَلَسْنَا حَوْلَهُ فَأَرَادَ الرُّجُوْعَ نَزَعَ نَعْلَهُ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُوْنُ عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُوْنَ.

(৯৫৫) আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন বসতেন এবং আমরাও তাঁর চতুষ্পার্শ্বে বসে থাকতাম, তখন তিনি উঠে যাওয়ার সময় পুনরায় ফিরে আসার

---

৭৩৩. আবুদাউদ হা/৫২৩০; মিশকাত হা/৪৭০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৯৫, ৯/৩৪ পৃঃ।
৭৩৪. যঈফ আবুদাউদ হা/৫২৩০; মিশকাত হা/৪৭০০; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৪৬।
৭৩৫. আবুদাউদ হা/৪৮২৭; মিশকাত হা/৪৭০১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৯৬।
৭৩৬. যঈফ আবুদাউদ হা/৪৮২৭; মিশকাত হা/৪৭০১; যঈফুল জামে'' হা/৬০২৫।

ইচ্ছা থাকলে নিজের জুতা কিংবা পরিধানের অন্য কিছু খুলে রেখে যেতেন। এতে ছাহাবীগণ বুঝতে পারতেন যে, তিনি ফিরে আসবেন, ফলে আপনার স্বস্থানে বসে থাকতেন।[৭৩৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৩৮]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٩٥٦) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوْتِ أَزْوَاجِه.

(৯৫৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের সাথে মসজিদে বসে কথাবার্তা বলতেন। আর যখন তিনি উঠে যেতেন তখন আমরা দাঁড়িয়ে থাকতাম, যে পর্যন্ত না আমরা দেখতে পেতাম যে, তিনি তাঁর বিবিদের কারো ঘরে প্রবেশ করেছেন।[৭৩৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৪০]

(٩٥٧) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَاعِدٌ فَتَزَحْزَحَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فِي الْمَكَانِ سَعَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لِلْمُسْلِمِ حَقًّا إِذَا رَآهُ أَخُوْهُ أَنْ يَتَزَحْزَحَ لَهُ.

(৯৫৭) ওয়াছিলা ইবনু খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসল, এ সময় তিনি মসজিদে বসা ছিলেন। তার আগমনে রাসূল (ছাঃ) বসার স্থান হতে কিছুটা সরে বসলেন। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! জায়গা তো প্রশস্তই আছে। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ইহা মুসলিমের হক্ব, যখন তাকে তার কোন মুসলিম ভাই দেখবে, তখন সে তার জন্য কিছুটা সরে জায়গা দিবে।[৭৪১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ, মুনকার।[৭৪২]

---

৭৩৭. আবুদাউদ হা/৪৮৫৪; মিশকাত হা/৪৭০২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪৯৭।
৭৩৮. যঈফ আবুদাউদ হা/৪৮৫৪; মিশকাত হা/৪৭০২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৭৬৭।
৭৩৯. আবুদাউদ হা/৪৭৭৫; মিশকাত হা/৪৭০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫০০, ৯/৩৫ পৃঃ।
৭৪০. আবুদাউদ হা/৪৭৭৫; মিশকাত হা/৪৭০৫।
৭৪১. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৮৫৩৪; মিশকাত হা/৪৭০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫০১, ৯/৩৬ পৃঃ।
৭৪২. মিশকাত হা/৪৭০৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/৭১১৭।

باب الجلوس والنوم والمشي

অনুচ্ছেদ : বসা, নিদ্রা যাওয়া ও চলাফেরা করা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٩٥٨) عَنْ بَعْضِ آلِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَحْوًا مِمَّا يُوضَعُ فِيْ قَبْرِهِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأسه.

(৯৫৮) উম্মে সালামার পরিবারস্থ কোন এক ব্যক্তি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর বিছানা ছিল- যেরূপ কাপড় তাঁর কবরে রাখা হয়েছে। আর শোয়ার সময় মসজিদ থাকত তাঁর মাথার কাছে।[৭৪৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৪৪]

(٩٥٩) عَنْ يَعيشَ بْنِ طخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ الْغفَارِيِّ عَن أَبِيْه وَكَانَ منْ أَصْحَابِ الصُّفَّة قَالَ بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ منَ السَّحَرِ عَلَى بَطْنِيْ إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِيْ بِرِجْلِه فَقَالَ هَذه ضِجْعَةٌ يَبْغَضُهَا اللهُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ رَسُوْلُ الله ﷺ.

(৯৫৯) ইয়াঈশ ইবনু তিখফাহ্ ইবনু ক্বায়েস (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি ছিলেন 'আছহাবে ছুফ্ফার' একজন। তিনি বলেন, আমি বুক ব্যাথার দরুন উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমাকে নিজের প দ্বারা নাড়া দিয়ে বললেন, এভাবে শোয়া আল্লাহ তা'আলা পসন্দ করেন না। তখন আমি তাকাতেই দেখলাম, তিনি রাসূল (ছাঃ)।[৭৪৫]

তাহক্বীক্ব : যইফ।[৭৪৬]

(٩٦٠) عَن حذيفةَ قَالَ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّد ﷺ مَنْ قَعَدَ وَسْطَ الْحَلْقَة.

(৯৬০) হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষায় সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে মজলিসের মাঝখানে গিয়ে বসে।[৭৪৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৪৮]

---

৭৪৩. আবুদাঊদ হা/৫০৪৪; মিশকাত হা/৪৭১৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫১২, ৯/৪০ পৃঃ।
৭৪৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/৫০৪৪; মিশকাত হা/৪৭১৭।
৭৪৫. আবুদাঊদ হা/৫০৪০; মিশকাত হা/৪৭১৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫১৪।
৭৪৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/৫০৪০; মিশকাত হা/৪৭১৯
৭৪৭. তিরমীযী হা/২৭০৩; মিশকাত হা/৪৭২২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫১৭।
৭৪৮. যঈফ তিরমীযী হা/২৭০৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৩৮; মিশকাত হা/৪৭২২।

(٩٦١) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِيْ الْفَيْءِ فقلص الظِّلُّ فَصَارَ بَعْضُهُ فِيْ الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِيْ الظل فَلِيقمْ.

(৯৬১) আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) দু'জন মহিলার মাঝখানে চলতে নিষেধ করেছেন।[৭৪৯]

তাহক্বীক্ব : জাল।[৭৫০]

باب العطاس والتثاؤب

অনুচ্ছেদ : হাঁচি দেওয়া এবং হাই তোলা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٩٦٢) عَن هلال بن يسَاف قَالَ كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْن عُبَيْد فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ. فَكَأَنَّ الرَّجُلَ وَجَدَ فِيْ نَفْسه فَقَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُلْ إِلَّا مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ للَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ يَرْحَمُكَ اللهُ وَلْيَقُلْ يَغْفِرُ لِيْ وَلَكُمْ.

(৯৬২) হেলাল ইবনু ইয়াসাফ (রাঃ) বলেন, একদা আমরা সালেম ইবনু উবাইদের সঙ্গে ছিলাম। এমতাবস্থায় জনগণের মধ্য থেকে একজন হাঁচি দিল এবং বলল, আস-সালামু আলাইকুম। তখন সালেম (রাঃ) বললেন, তোমার উপর ও তোমার মায়ের উপর। এতে লোকটি মনে ব্যথা পেল। তখন সালেম বললেন, আমি এটা নিজের পক্ষ থেকে বলিনি; বরং এটা রাসূল (ছাঃ)-এর উক্তি। একদা তাঁর সামনে এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে আস-সালামু আলাইকুম বললে তিনি বলেন, তোমার উপর ও তোমার মায়ের উপর। জেনে রেখ, তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দিবে তখন সে যেন বলে, আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন। আর যে উত্তর দিবে সে যেন বলে, ইয়ারহামুকাল্লাহ। অতঃপর হ্যাঁচি দাতা বলবে, ইয়াগফিরুল্লাহু লী ওয়ালাকুম।[৭৫১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৫২]

---

৭৪৯. আবুদাউদ হা/৫২৭৩; মিশকাত হা/৪৭২৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫২২, ৯/৪৩ পৃঃ।
৭৫০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৭৫; মিশকাত হা/৪৭২৮।
৭৫১. তিরমিযী হা/২৭৪০; আবুদাউদ হা/৫০৩১; মিশকাত হা/৪৭৪১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫৩৫, ৯/৪৮ পৃঃ।
৭৫২. যঈফ তিরমিযী হা/২৭৪০; যঈফ আবুদাউদ হা/৫০৩১; মিশকাত হা/৪৭৪১।

(٩٦٣) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شَمِّتِ الْعَاطِسَ ثَلَاثًا فَإِنْ زَادَ فَشَمِّتْهُ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا.

(৯৬৩) উবাইদ ইবনু রিফাআ' (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'হাঁচিদাতার হাঁচির জওয়াব তিনবার পর্যন্ত দাও। এর অধিক হাঁচি দিলে তবে তোমার ইচ্ছা। জওয়াব দিতেও পার এবং নাও দিতে পার'।[৭৫৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৫৪]

باب الأسامي

অনুচ্ছেদ : নাম রাখা সম্পর্কে বর্ণনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٩٦٤) عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ لَقِيْتُ عُمَرَ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ مَسْرُوْقُ بْنُ الْأَجْدَعِ قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ الْأَجْدَعُ شَيْطَانٌ.

(৯৬৪) মাসরূক বলেন, একদা আমি ওমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? বললাম, আমি মাসরূক ইবনে আজদা। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আজদা হল শয়তান।[৭৫৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৫৬]

(٩٦٥) عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَائَكُمْ.

(৯৬৫) আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নাম এবং পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। সুতরাং তোমরা নিজের ভাল নাম রাখবে'।[৭৫৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৫৮]

---

৭৫৩. তিরমীযী হা/২৭৪৪; আবুদাউদ হা/৫০৩৬; মিশকাত হা/৪৭৪২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫৩৬।
৭৫৪. যঈফ তিরমীযী হা/২৭৪৪; যঈফ আবুদাউদ হা/৫০৩৬; মিশকাত হা/৪৭৪২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৮৩০।
৭৫৫. আবুদাউদ হা/৪৯০৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৩১; মিশকাত হা/৪৭৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫৬০, ৯/৫৯ পৃঃ।
৭৫৬. যঈফ আবুদাউদ হা/৪৯০৯; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩৭৩১; মিশকাত হা/৪৭৬৭।
৭৫৭. আবুদাউদ হা/৪৯৪৮; মিশকাত হা/৪৭৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫৬১।
৭৫৮. যঈফ আবুদাউদ হা/৪৯৪৮; মিশকাত হা/৪৭৬৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৪৬০।

(٩٦٦) عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِيْ فَلاَ يَكْتَنِيْ بِكُنْيَتِيْ وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِيْ فَلاَ يَتَسَمَّى بِاسْمِيْ.

(৯৬৬) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে নাম রাখে সে যেন আমার কুনিয়াতে নিজের কুনিয়াত না রাখে। আর যে কুনিয়াতে কুনিয়াত রাখে সে যেন আমার নামানুসারে নাম না রাখে।[৭৫৯]

তাহক্বীক্ব : মুনকার।[৭৬০]

(٩٦٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي وَلَدْتُ غُلَامًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكَنَّيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ فَذُكِرَ لِيْ أَنَّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ مَا الذِيْ أَحَلَّ اسْمِيْ وَحرم كنيتي؟ أَو ماالذِيْ حَرَّمَ كُنْيَتِيْ وَأَحَلَّ اسْمِيْ؟.

(৯৬৭) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েছি এবং তার নাম মুহাম্মাদ ও কুনিয়াত আবুল ক্বাসেম রেখেছি, অতঃপর আমাকে বলা হয়েছে আপনি নাকি ইহা পসন্দ করেন না। তখন তিনি বললেন, কিসে আমার নাম হালাল করল আর আমার কুনিয়াত হারাম করল?[৭৬১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৬২]

(٩٦٨) عَن أنس قَالَ كَنَّانِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ بِبَقْلَة كُنْتُ أَجْتَنِيهَا.

(৯৬৮) আনাস (রাঃ) বলেন, একদা আমি কিছু শাক্-সব্জি তুলছিলাম। সুতরাং রাসূল (ছাঃ) সেই সবজির নামানুসারে আমার কুনিয়াত রেখেছিলেন।[৭৬৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৬৪]

باب البيان والشعر

অনুচ্ছেদ : বক্তৃতা প্রদান ও কবিতা আবৃত্তি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٩٦٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلَامِ لِيَسْبِيَ بِهِ قُلُوْبَ الرِّجَالِ أَوِ النَّاسِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

---

৭৫৯. আবুদাউদ হা/৪৯৬৬; মিশকাত হা/৪৭৭০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫৬৩
৭৬০. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৯৬৬; মিশকাত হা/৪৭৭০।
৭৬১. আবুদাউদ হা/৪৯৬৮; মিশকাত হা/৪৭৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫৬৪।
৭৬২. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৯৬৮; মিশকাত হা/৪৭৭১।
৭৬৩. তিরমিযী হা/৩৮৩০; মিশকাত হা/৪৭৭৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫৬৬, ৯/৬১ পৃঃ।
৭৬৪. যঈফ তিরমিযী হা/৩৮৩০; মিশকাত হা/৪৭৭৩।

(৯৬৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কথার এমন মারপ্যাঁচের শিক্ষা হাছিল করল যাতে পুরুষদের অথবা বলেছেন, মানুষদের অন্তরকে সম্মোহিত (মুগ্ধ) করতে পারে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার কোন ফরয বা নফল কবুল করবেন না'।[৭৬৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৬৬]

(٩٧٠) عَنْ صَخْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَن أَبِيْه عَن جدِّه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْمًا وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالًا.

(৯৭০) ছাখর ইবনু বুরাইদাহ্ তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয় বক্তব্য জাদু বিশেষ। আর কোন কোন বিদ্যা মূর্খতার নামান্তর; আর কোন কোন কাব্য-কবিতা হিকমতপূর্ণ এবং কোন কোন কথা দুর্ভোগের কারণ।[৭৬৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৬৮]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٩٧١) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ.

(৯৭১) জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'গান মানুষের অন্তরে এমনভাবে মুনাফেকী উৎপাদন করে, যেমন পানি শস্য উৎপাদন করে'।[৭৬৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৭০]

باب حفظ اللسان والغيبة والشتم

অনুচ্ছেদ : জিহ্বার সংযম, গীবত ও গাল-মন্দ প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(٩٧٢) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقُوْلُ الْكَلِمَةَ لَا يَقُوْلُهَا إِلَّا لِيُضْحِكَ بِهَا أَهْلَ الْمَجْلِسِ يَهْوِي بِهَا أَبْعَدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَزِلُّ عَلَى لِسَانِهِ أَشَدَّ مَا يَزِلُّ عَلَى قَدَمَيْهِ.

---

৭৬৫. আবুদাউদ হা/৫০০৮; মিশকাত হা/৪৮০২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫৯২, ৯/৭২ পৃঃ।
৭৬৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/৫০০৮; মিশকাত হা/৪৮০২।
৭৬৭. আবুদাউদ হা/৫০১৪; মিশকাত হা/৪৮০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫৯৪।
৭৬৮. যঈফ আবুদাউদ হা/৫০১৪; মিশকাত হা/৪৮০৪।
৭৬৯. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৫১০০; মিশকাত হা/৪৮১০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৫৯৯, ৯/৭৫ পৃঃ।
৭৭০. যঈফ আবুদাউদ হা/৪৯২৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৪৩০; মিশকাত হা/৪৮১০।

(৯৭২) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন বান্দা এমন একটি কথা উচ্চারণরণ করে, আর তা শুধু লোকজনকে হাসানোর উদ্দেশ্যেই বলে। ফলে এই কথার দরুন সে এতখানি দূরে নিক্ষিপ্ত হবে, যতখানি দূরত্ব রয়েছে আসমান ও যমীনের মধ্যে। বস্তুতঃ বান্দার পায়ের পিছলানো অপেক্ষা তার মুখের পিছলানো অধিক হয়ে থাকে'।[৭৭১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৭২]

(٩٧٣) عَنْ أَنَسٍ قَالَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِه فَقَالَ يَعْنِى رَجُلٌ أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوَلاَ تَدْرِى فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيْمَا لاَ يَعْنِيهِ أَوْ بَخِلَ بِمَا لاَ يَنْقُصُهُ. قَالَ هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

(৯৭৩) আনাস (রাঃ) বলেন, একদা ছাহাবীদের মধ্য হতে এক ব্যক্তির মৃত্যু 'হল, তখন জনৈক ব্যক্তি বললেন, তোমাকে জান্নাতের সুসংবাদ। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন , তুমি জান না, এমনও তো হতে পারে যে, সে নিরর্থক কথাবার্তা বলেছে অথবা সে এমন ব্যাপারে কার্পণ্য করেছে যা না করলেও তার কিছুই কমে যেত না।[৭৭৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৭৪]

(٩٧٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيلاً مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِه.

(৯৭৪) আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন বান্দা মিথ্যা বলে, তখন তার দুর্গন্ধে ফেরেশতা তার নিকট হতে এক মাইল দূরে চলে যায়'।[৭৭৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৭৬]

(٩٧٥) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيد الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ بِه مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِه كَاذِبٌ.

৭৭১. শু'আবুল ঈমান হা/৪৪৯২; মিশকাত হা/৪৮৩৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬২৪, ৯/৮৫ পৃঃ।
৭৭২. যঈফ আত-তারগীব হা/১৬১৬; মিশকাত হা/৪৮৩৫।
৭৭৩. তিরমীযী হা/২৩১৬; মিশকাত হা/৪৮৪২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬২৯, ৯/৮৬ পৃঃ।
৭৭৪. যঈফ তিরমীযী হা/২৩১৬; মিশকাত হা/৪৮৪২; যঈফুল জামে'' হা/২১৫০।
৭৭৫. তিরমীযী হা/১৯৭২; মিশকাত হা/৪৮৪৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৩১।
৭৭৬. যঈফ তিরমীযী হা/১৯৭২; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৮২৮; যঈফুল জামে' হা/৭৮০।

(৯৭৫) সুফিয়ান ইবনু আসাদ হাযরামী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা হল এই যে, তুমি তোমার কোন (মুসলিম) ভাইকে কোন কথা বল, সে তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়, অথচ তুমি তাতে মিথ্যাবাদী।[৭৭৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৭৮]

(٩٧٦) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِى عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ.

(৯৭৬) আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার ছাহাবীদের মধ্যে কেউ কারো কোন মন্দ কথা আমাকে পৌঁছাবে না। কারণ আমি ইহাই ভালবাসি যে, আমি তোমাদের কাছে এমন অবস্থায় উপস্থিত হই যে, তখন আমার অন্তর পরিষ্কার ও স্বচ্ছ থাকবে'।[৭৭৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৮০]

(٩٧٧) عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ يَعْنِى مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ وَخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ.

(৯৭৭) মু'আয (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইকে কোন অপরাধের জন্য লজ্জা দেয়, সেই লজ্জাদাতা উক্ত অপরাধটি না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। অর্থাৎ, ঐ অপরাধের উপর তিরস্কার করে, যা হতে সে তওবা করেছে, উক্ত অপরাধটি না করা পর্যন্ত সে মৃত্যুবরণ করবে না'।[৭৮১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৮২]

(٩٧٨) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لأَخِيكَ فَيَرْحَمُهُ اللهُ وَيَبْتَلِيْكَ.

---

৭৭৭. আবুদাউদ হা/৪৯৭১; মিশকাত হা/৪৮৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৩২।
৭৭৮. যঈফ আবুদাউদ হা/৪৯৭১; মিশকাত হা/৪৮৪৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৫১।
৭৭৯. আবুদাউদ হা/৪৮২৬; মিশকাত হা/৪৮৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৩৯, ৯/৮৯ পৃঃ।
৭৮০. যঈফ আবুদাউদ হা/৪৮২৬; মিশকাত হা/৪৮৫২।
৭৮১. তিরমিযী হা/২৫০৫; মিশকাত হা/৪৮৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৪২, ৯/৯০ পৃঃ।
৭৮২. যঈফ তিরমিযী হা/২৫০৫; যঈফুল জামে' হা/৫৭২২; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৭৮; মিশকাত হা/৪৮৫৫।

(৯৭৮) ওয়াছিলা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তুমি তোমার কোন মুসলিম ভাইকে বিপদগ্রস্ত দেখে আনন্দ প্রকাশ কর না। এমনও হতে পারে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং তোমাকে সেই বিপদে ফেলবেন।[৭৮৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৮৪]

(٩٧٩) عَن جُنْدُب قَالَ جَاءَ أَعْرَأَبِيْ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ عَقَلَهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى خَلْفَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَلَمَّا سَلَّمَ أَتَى رَاحِلَتَهُ فَأَطْلَقَهَا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ نَادَى اللهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تُشْرِكْ فِيْ رَحْمَتِنَا أَحَدًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَتَقُوْلُوْنَ هُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيْرُهُ؟ أَلَمْ تَسْمَعُوْا إِلَى مَا قَالَ؟ قَالُوْا: بَلَى؟ .

(৯৭৯) জুন্দুব (রাঃ) বলেন, একদা এক বেদুঈন এসে তার উট বসিয়ে তাকে বাঁধল। তারপর মসজিদে প্রবেশ করে রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করল। ছালাতের সালাম ফিরানোর পর সওয়ারীর কাছে এসে তার বাঁধন খুলল। অতঃপর উটের পৃষ্ঠে আরোহণ করে সশব্দে বলল, হে আল্লাহ! আমার প্রতি এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি রহম কর, কিন্তু আমাদের প্রতি রহমতে কাউকেও শামিল কর না। ইহা শুনে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের কী ধারণা? এই বেদুঈন লোকটি বেশী মূর্খ না কি তার উটটি? তোমরা কি শুননি সে কী বলল? সকলে উত্তর দিলেন, জি-হ্যাঁ, শুনেছি।[৭৮৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৮৬]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(٩٨٠) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ.

(৯৮০) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন ফাসেক্ব ব্যক্তির প্রশংসা করা হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা রাগান্বিত হন এবং তার জন্য আল্লাহ্র আরশ কেঁপে উঠে'।[৭৮৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৮৮]

---

৭৮৩. তিরমিযী হা/২৫০৬; মিশকাত হা/৪৮৫৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৪৩।
৭৮৪. যঈফ তিরমিযী হা/২৫০৬; মিশকাত হা/৪৮৫৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৪২৬।
৭৮৫. আবুদাঊদ হা/৪৮৮৫; মিশকাত হা/৪৮৫৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৪৫।
৭৮৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৮৮৫; মিশকাত হা/৪৮৫৮।
৭৮৭. বায়হাক্বী হা/৪৫৪৪; মিশকাত হা/৪৮৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৪৬।
৭৮৮. মিশকাত হা/৪৮৫৯।

(٩٨١) عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا إِلاَّ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ.

(৯৮১) আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মু'মিনের স্বভাবে খেয়ানত এবং মিথ্যাচারিতা ব্যতীত সকল ধরণের আচরণ থাকতে পারে'।[৭৮৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৯০]

(٩٨٢) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا فَقَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهُ أَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ بَخِيْلًا فَقَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهُ أَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا فَقَالَ لَا.

(৯৮২) ছাফওয়ান ইবনু সুলাইম (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, মুমিন কি ভীরু হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তাঁকে আরও জিজ্ঞেস করা হল, মুমিন কি কৃপণ হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবার জিজ্ঞেস করা হল, মুমিন কি মিথ্যাবাদী হতে পারে? তিনি বললেন, না।[৭৯১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৯২]

(٩٨٣) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ لَقِيْتُ أَبَا ذَرٍّ فَوَجَدْتُهُ فِيْ الْمَسْجِدِ مُحْتَبِئًا بِكِسَاءٍ أَسْوَدَ وَحْدَهُ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا هَذِهِ الْوَحْدَةُ؟ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيْسِ السَّوْءِ وَالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ، وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوْتِ وَالسُّكُوْتُ خَيْرٌ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ.

(৯৮৩) ইমরান ইবনু হিত্ত্বান (রঃ) বলেন, একদা আমি আবু যার (রাঃ)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে একটি কাল চাদর জড়ানো অবস্থায় একাকী মসজিদে পেলাম। তখন বললাম; হে আবু যার! এই একাকিত্ব কিরূপ? তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, অসৎ সঙ্গ অপেক্ষা একাকী থাকা অধিক উত্তম এবং একাকী বসে থাকার চেয়ে সৎ সঙ্গ উত্তম। নিশ্চুপ থাকা হতে ভাল কথা শিক্ষা দেওয়া উত্তম এবং খারাপ কিছু শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা নীরব থাকা উত্তম।[৭৯৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৯৪]

---

৭৮৯. আহমাদ হা/২২২২৪; বায়হাক্বী; মিশকাত হা/৪৮৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৪৭, ৯/৯২ পৃঃ।
৭৯০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩২১৫; যঈফুল জামে' হা/৬৪৪৮; মিশকাত হা/৪৮৬০।
৭৯১. মালেক হা/৩৬৩০; শু'আবুল ঈমান হা/৪৪৭২; মিশকাত হা/৪৮৬২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৪৮।
৭৯২. মিশকাত হা/৪৮৬২; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৭৫২।
৭৯৩. শু'আবুল ঈমান হা/৪৬৩৯; মিশকাত হা/৪৮৬৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৫০, ৯/৯৩ পৃঃ।
৭৯৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৮৫৩; মিশকাত হা/৪৮৬৪।

(٩٨٤) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَقَامُ الرَّجُلِ لِلصَّمْتِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً.

(৯৮৪) ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তির নীরবতার উপর কায়েম থাকা ষাট বছরের ইবাদত হতেও উত্তম।[৭৯৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৯৬]

(٩٨٥) عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوله إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَوْصِنِي قَالَ أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّه قُلْتُ زِدْنِي قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِيْ السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِيْ الْأَرْضِ قُلْتُ زِدْنِي، قَالَ عَلَيْكَ بِطُوْلِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ، وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِيْنِكَ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِك، فَإِنَّهُ يُمِيْتُ الْقَلْبَ، وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْه قُلْتُ زِدْنِي قَالَ قُلِ الْحَقَّ، وَإِنْ كَانَ مُرًّا قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ لَا تَخَفْ فِيْ اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ لِيَحْجِزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ.

(৯৮৫) আবুযার (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম, অতঃপর তিনি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করলেন। শেষ পর্যায়ে আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহভীতির উপদেশ দিচ্ছি। কারণ ইহা তোমার যাবতীয় কাজকে অধিক সৌন্দর্যমণ্ডিত করবে। আমি বললাম, আরও অধিক কিছু বলুন। তিনি বললেন, কুরআন তেলাওয়াত ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার যিক্‌রকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নাও। ইহা তোমার জন্য ঊর্ধ্ব আকাশে স্মরণযোগ্য এবং পৃথিবীতে তোমার জন্য আলো হবে। আমি পুনরায় বললাম, আরও অধিক কিছু বলুল। তিনি বললেন, নীরবতা দীর্ঘ কর। কারণ ইহা শয়তানকে দূরে সরিয়ে দিবে এবং দ্বীনী কাজে তোমার সহায়ক হবে। আমি আরয করলাম, আরও অধিক কিছু বলুন! তিনি বললেন, অধিক হাসা হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। কারণ ইহা অন্তরকে মেরে ফেলে এবং চেহারার জ্যোতি বিদূরিত

---

৭৯৫. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৪৬০২; মিশকাত হা/৪৮৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৫১।
৭৯৬. আব্দুল্লাহ বিন ছালেহ নামে একজন দুর্বল রাবী আছে। ইমাম আহমাদ তাকে যঈফ বলেছেন। ফাইযুল ক্বাদীর ৫/৬৭৪ পৃঃ। মিশকাত হা/৪৮৬৫।

করে দেয়। আমি আরয করলাম, আরও অধিক কিছু বলুন। তিনি বললেন, ন্যায় কথা বল, যদিও তা (কারো কাছে) তিক্ত হয়। আরয করলাম, আরও অধিক কিছু বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় কাজ করতে কোন নিন্দাকারীর নিন্দাকে ভয় কর না। আমি আরয করলাম, আরও অধিক কিছু বলুন। তিনি বললেন, নিজের মধ্যে যে দোষ-ত্রুটি তুমি জান তা যেন তোমাকে অন্য লোকের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা হতে বিরত রাখে।[৭৯৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৭৯৮]

(٩٨٦) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ خِيَارُ عِبَادِ اللهِ الَّذِيْنَ إِذَا رُءُوْا ذُكِرَ اللهُ وَشِرَارُ عِبَادِ اللهِ الْمَشَّاءُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ الْبَاغُوْنَ الْبُرَآءَ الْعَنَتَ.

(৯৮৬) আব্দুর রহমান ইবনু গনম ও আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তারাই আল্লাহ্র উত্তম বান্দা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহ্র স্মরণ হয়। পক্ষান্তরে তারাই আল্লাহ্র নিকৃষ্ট বান্দা, যারা চোগলখোরী করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং পূত-পবিত্র লোকদের প্রতি অপবাদ আনতে প্রয়াস পায়'।[৭৯৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮০০]

(٩٨٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَكَانَا صَائِمَيْنِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ، قَالَ أَعِيدَا وُضُوْءَكُمَا وَصَلَاتَكُمَا وَامْضِيَا فِيْ صَوْمِكُمَا وَاقْضِيَاهُ يَوْمًا آخَرَ قَالَا لِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ اغْتَبْتُمْ فُلَانًا.

(৯৮৭) আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা দু'জন লোক যোহর অথবা আসরের ছালাত আদায় করল এবং তারা উভয়েই ছিল ছায়েম। নবী করীম (ছাঃ) ছালাত সম্পাদন করে বললেন, তোমরা উভয়েই যাও, পুনরায় অযূ কর ও ছালাত পড় এবং তোমাদের ছিয়াম পূর্ণ করে অন্য কোন দিন তা ক্বাযা কর। তারা জিজ্ঞেস করল, কেন হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, তোমরা অমুক ব্যক্তির গীবত করেছ।[৮০১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮০২]

---

৭৯৭. শু'আবুল ঈমান হা/৪৫৯২; মিশকাত হা/৪৮৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৫২, ৯/৯৩ পৃঃ।
৭৯৮. যঈফুল জামে'' হা/২১২১; মিশকাত হা/৪৮৬৬।
৭৯৯. আহমাদ হা/১৮০২৭; মিশকাত হা/৪৮৭২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৫৭, ৯/৯৫ পৃঃ।
৮০০. যঈফুল জামে'' হা/২৮৭০; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৩৬৬; মিশকাত হা/৪৮৭২।
৮০১. শু'আবুল হা/৬৩০৩; মিশকাত হা/৪৮৭৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৫৮, ৯/৯৬ পৃঃ।
৮০২. মিশকাত হা/৪৮৭৩; যঈফুল জামে' হা/৩৯৪৮।

(৯৮৮) عَنْ أَبِى سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِي فَيَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةِ حَمْزَةَ فَيَتُوْبُ فَيَغْفِرُ لَهُ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ.

(৯৮৮) আবু সাঈদ ও জাবের (রাঃ) তারা উভয়ে বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন গীবত ব্যভিচার হতেও জঘন্য। ছাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) গীবত কিভাবে ব্যভিচার হতে জঘন্য? তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি ব্যভিচার করে, অতঃপর তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, অতঃপর সে তওবা করে, ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু গীবতকারীকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেন না, যে পর্যন্ত না যার গীবত করা হয়েছে, সে ক্ষমা করে দেয়। আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় আছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যিনাকারী তওবা করে, কিন্তু গীবতকারীর তওবা নেই।[৮০৩]

তাহক্বীক্ব : যাঈফ। উক্ত বর্ণনার সনদে উব্বাদ ইবনু কাছীর নামে পরিত্যক্ত রাবী আছে। সে মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা করত।[৮০৪]

(৯৮৯) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ تَقُوْلُ اللهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ وَقَالَ فِيْ هَذَا الْإِسْنَاد ضعف

(৯৮৯) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, গীবতের কাফ্ফারা হল যার গীবত তুমি করেছ, তার জন্য তুমি মাগফিরাত কামনা কর। এভাবে বলবে- হে আল্লাহ! আমাদেরকে এবং তাকে ক্ষমা কর।[৮০৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮০৬]

---

৮০৩. শু'আবুল ঈমান হা/৬৩১৫; মিশকাত হা/৪৮৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৫৯, ৯/৯৬ পৃঃ।
৮০৪. মিশকাত হা/৪৮৭৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৮৪৬।
৮০৫. বায়হাক্বী; মিশকাত হা/৪৮৭৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৬০, ৯/৯৭ পৃঃ।
৮০৬. বায়হাক্বী; মিশকাত হা/৪৮৭৭।

باب الوعد

অনুচ্ছেদ : প্রতিশ্রুতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(৯৯০) عَن عبدِ الله بن أَبِيْ الحَسْماءِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ بِهَا فِيْ مَكَانِه فَنَسِيتُ فَذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَإِذَا هُوَ فِيْ مَكَانِه فَقَالَ لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ أَنَا هَهُنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ أَنتظرك.

(৯৯০) আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবু হাসমা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর নবুঅত প্রাপ্তির পূর্বে আমি তাঁর নিকট হতে কিছু খরিদ করেছিলাম, যার কিছু মূল্য পরিশোধ আমার উপর বাকী রয়ে গেছে। আমি তাঁকে কথা দিলাম যে, তা এই স্থানে নিয়ে আসছি। কিন্তু আমি (সেই প্রতিশ্রুতির কথা) ভুলে গেলাম। তিন দিন পরে আমার স্মরণ হল। এসে দেখলাম তিনি উক্ত স্থানেই আছে। অতঃপর তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে তো কষ্টে ফেলেছিলে, আমি তিন দিন যতক্ষণ এই স্থানে তোমার অপেক্ষা করছি।[৮০৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮০৮]

(৯৯১) عَن زيد بن أَرقم عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيْ لَهُ فَلَمْ يَفِ وَلَمَ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.

(৯৯১) যায়েদ ইবনু আরক্বাম (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'যখন কোন ব্যক্তি তার কোন (মুসলিম) ভাইকে কোন বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং এই নিয়ত রাখে যে, তা পূরণ করবে। কিন্তু পরে কোন কারণে তা পূরণ করতে পারেনি এবং যথাসময়ে এসে ওয়াদা রক্ষা করতে পারল না, এতে তার কোন গুনাহ হবে না'।[৮০৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮১০]

---

৮০৭. আবুদাঊদ হা/৪৯৯৬; মিশকাত হা/৪৮৮০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৬৩, ৯/৯৯ পৃঃ।
৮০৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৯৯৬; মিশকাত হা/৪৮৮০।
৮০৯. আবুদাঊদ হা/৪৯৯৫; তিরমিযী হা/২৬৩৩; মিশকাত হা/৪৮৮১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৬৪।
৮১০. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৯৯৫; তিরমিযী হা/২৬৩৩; মিশকাত হা/৪৮৮১; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৪৭; যঈফুল জামে' হা/৭২৩।

باب المزاح

অনুচ্ছেদ : ঠাট্টা ও কৌতুক

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(৯৯২) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَازِحْهُ وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ.

(৯৯২) আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কোন (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করবে না, ঠাট্টা করবে না এবং এমন ওয়াদা করবে না, যা রক্ষা করতে পারবে না'।[৮১১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮১২]

باب المفاخرة

অনুচ্ছেদ : অহংকার ও পক্ষপাতিত্ব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(৯৯৩) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيْ عُقبةَ وَكَانَ مَوْلًى مِنْ أَهْلِ فَارِسَ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أُحُدًا فَضَرَبْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقُلْتُ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْفَارِسِيُّ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ هَلَّا قُلْتَ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْأَنْصَارِيُّ؟.

(৯৯৩) আব্দুর রহমান ইবনে আবু উক্ববা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন এবং তিনি (আবু উক্ববা) ছিলেন পারস্যের অধিবাসী আযাদকৃত গোলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ওহুদের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। তখন আমি এক মুশরিককে আঘাত করলাম এবং বললাম, এই আঘাত আমার তরফ হতে নাও। আমি হলাম পারস্যের একজন গোলাম। এই সময় নবী করীম (ছাঃ) আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন, তুমি কেন এই কথা বললে না যে, 'এটা আমার তরফ হতে নাও, আমি হলাম একজন আনছারী গোরাম'।[৮১৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮১৪]

---

৮১১. তিরমিযী হা/১৯৯৫; মিশকাত হা/৪৮৯২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৭৫, ৯/১০৫ পৃঃ।
৮১২. তিরমিযী হা/১৯৯৫; মিশকাত হা/৪৮৯২; যঈফুল জামে' হা/৬২৮৮।
৮১৩. আবুদাঊদ হা/৫১৩০; মিশকাত হা/৪৯০৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৮৬, ৯/১০৯ পৃঃ।
৮১৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/৫১৩০; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৭৮৪; মিশকাত হা/৪৯০৩।

(٩٩٤) عَن واثلةَ بن الأسقعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْعَصَبِيَّةُ؟ قَالَ أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ

(৯৯৪) ওয়াছিলা ইবনু আসকা (রাঃ) বলেন, একদা আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) 'আসাবিয়্যাত' কী? তিনি বললেন, অন্যায় কাজে তোমার স্ব-গোত্রের সাহায্য করা।[৮১৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮১৬]

(٩٩٥) عَن سُرَاقَة بن مالك بن جُعْشُم قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ خير كم الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيرَتِهِ مَا لَمْ يَأْثَمْ.

(৯৯৫) সুরাকা ইবনু মালেক ইবনু জো'শুম (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে তার গোত্রের পক্ষ হতে প্রতিরোধ করে, যে পর্যন্ত না সে কোন গুনাহে লিপ্ত হয়।[৮১৭]

তাহক্বীক্ব : জাল।[৮১৮]

(٩٩٦) عَن جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصَبِيَّةً وَلَيْسَ مِنَّا من مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ.

(৯৯৬) জুবাইর ইবনু মুতঈম (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি লোকদেরকে আসাবিয়্যাতের দিকে ডাকে, নিজেও আসাবিয়্যাতের সমর্থনে যুদ্ধ করে এবং আসাবিয়্যাতের সমর্থনে মৃত্যুবরণ করে সে ব্যক্তি আমাদের দলের নয়।[৮১৯]

তাহক্বীক্ব : জাল।[৮২০]

(٩٩٧) عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِيْ وَيُصِمُّ.

(৯৯৭) আবু দারদা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, বস্তুর প্রেম তোমাকে অন্ধ ও বধির করে ফেলে।[৮২১]

---

৮১৫. আবুদাউদ হা/৫১১৯; মিশকাত হা/৪৯০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৮৮।
৮১৬. যঈফ আবুদাঊদ হা/৫১১৯; মিশকাত হা/৪৯০৫।
৮১৭. আবুদাউদ হা/৫১২০; মিশকাত হা/৪৯০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৮৯ আবুদাঊদ হা/৫১২০; মিশকাত হা/৪৯০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৮৯।
৮১৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/৫১২০; মিশকাত হা/৪৯০৬।
৮১৯. আবুদাউদ হা/৫১২১; মিশকাত হা/৪৯০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৯০, ৯/১১০ পৃঃ।
৮২০. আবুদাউদ হা/৫১২১; মিশকাত হা/৪৯০৭।
৮২১. আবুদাউদ হা/৫১৩০; মিশকাত হা/৪৯০৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৯১।

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮২২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(৯৯৮) عَن عُبَادَةَ بْنِ كَثِيرِ الشَّامِيِّ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ عَن امْرَأَة مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فَسِيلَةُ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ أَبِىْ يَقُوْلُ سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَمِنَ الْعَصَبِيَّة أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ؟ قَالَ لَا وَلَكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ.

(৯৯৮) সিরিয়ার ফিলিস্তীনের অধিবাসী উবাদাহ ইবনু কাছীর তিনি তাঁর গোত্রীয় 'ফাসীলাহ' নাম্নী এক মহিলা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কোন ব্যক্তির আপনি গোত্রীয় লোকদেরকে ভালবাসা কি আসাবিয়্যাত বা সাম্প্রদায়িকতার অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, না; বরং সাম্প্রদায়িকতা হল কোন ব্যক্তি নিজের গোত্রকে তার যুলমের উপর সাহায্য-সহায়তা করা।[৮২৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮২৪]

باب البر والصلة

অনুচ্ছেদ : সৎ কাজ ও সদ্ব্যবহার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(৯৯৯) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِىْ أَوْفَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ.

(৯৯৯) আব্দুল্লাহ ইবনু আবু আওফা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি সেই সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষণ হয় না, যাদের মধ্যে আত্মীয়তা ছিন্নকারী বিদ্যমান রয়েছে।[৮২৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮২৬]

---

৮২২. যঈফ আবুদাঊদ হা/৫১৩০; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৮৬৮; মিশকাত হা/৪৯০৮।
৮২৩. ইবনু মাজাহ হা/৩৯৪৯; মিশকাত হা/৪৯০৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬৯২, ৯/১১১ পৃঃ।
৮২৪. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩৯৪৯; মিশকাত হা/৪৯০৯।
৮২৫. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৫৯০; মিশকাত হা/৪৯৩১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭১৪, ৯/১১৮ পৃঃ।
৮২৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৫৬; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬২; মিশকাত হা/৪৯৩১।

(١٠٠٠) عَنْ أَبِى أُسَيْد مَالك بْن رَبِيْعَةَ السَّاعدىِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عنْدَ رَسُوْل الله ﷺ إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ منْ بَنِى سَلمَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ الله هَلْ بَقىَ منْ برِّ أَبَوَىَّ شَىْءٌ أَبَرُّهُمَا به بَعْدَ مَوْتهمَا قَالَ نَعَم الصَّلاَةُ عَلَيْهمَا وَالاسْتغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدهمَا منْ بَعْدهمَا وَصلَةُ الرَّحم الَّتِىْ لاَ تُوْصَلُ إِلاَّ بهمَا وَإِكْرَامُ صَديْقهمَا.

(১০০০) আবু উসাইদ সায়েদী (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ছিলাম, এমন সময় বনু সালেমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও কি তাদের প্রতি সদাচরণ করার কোন কিছু অবশিষ্ট আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদের জন্য দু‘আ ও ইস্তিগফার করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের কৃত ওয়াদা পূরণ করা, শুধু তাদের সন্তুষ্টির জন্য আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।[৮২৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮২৮]

(١٠٠١) عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجعرَّانَة إِذْ أَقْبَلَت امْرَأَةٌ حَتَّى دَنَتْ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَبسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِىَ فَقَالُوْا هَذِه أُمُّهُ الَّتِىْ أَرْضَعَتْهُ.

(১০০১) আবু তোফায়েল (রাঃ) বলেন, আমি দেখলাম নবী করীম (ছাঃ) জেয়েররানা নামক স্থানে গোশত বন্টন করছেন। এমন সময় হঠাৎ একজন মহিলা আসল, এমনকি সে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটবর্তী হল। তখন তিনি নিজের চাদরখানা তার জন্য বিছিয়ে দিলেন। অতঃপর মহিলাটি তার উপর বসে পড়ল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি লোকদের কাছে জানতে চাইলাম এই মহিলাটি কে? তারা বললেন, ইনি তাঁর সেই মা যিনি তাঁকে দুধপান করিয়েছিলেন।[৮২৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৩০]

---

৮২৭. আবুদাঊদ হা/৫১৪২; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬৪; মিশকাত হা/৪৯৩৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭১৯, ৯/১২০ পৃঃ।

৮২৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/৫১৪২; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৯৭; মিশকাত হা/৪৯৩৬।

৮২৯. আবুদাঊদ হা/৫১৪৪; মিশকাত হা/৪৯৩৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭২০।

৮৩০. যঈফ আবুদাঊদ হা/৫১৪৪; মিশকাত হা/৪৯৩৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٠٠٢) عَن أَبِيْ أُمامةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ ونارُكَ.

(১০০২) আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! সন্তানের উপর পিতা-মাতার কী হক্ব বা দাবী আছে? তিনি বললেন, তারা উভয়ই তোমার জান্নাতও এবং জাহান্নামও।[৮৩১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৩২]

(١٠٠٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوتُ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَإِنَّهُ لَهُمَا لَعَاقٌّ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو لَهُمَا، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى يَكْتُبَهُ اللهُ بَارًّا.

(১০০৩) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন বান্দার পিতা-মাতা উভয়জন কিংবা তাদের একজন এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে তাদের অবাধ্য ছিল। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর সে-ই তাদের জন্য সর্বদা দু'আ করে এবং তাদের জন্য ক্ষমা চায়, ইস্তিগফার করে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করেন।[৮৩৩]

তাহক্বীক্ব : জাল।[৮৩৪]

(١٠٠٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَصْبَحَ مُطِيْعًا فِيْ وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا وَمَنْ أَمْسَى عَاصِيًا لِلَّهِ فِيْ وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا قَالَ الرَّجُلُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ؟ قَالَ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ، وَإِنْ ظَلَمَاهُ.

(১০০৪) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি পিতা-মাতার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের অনুগত থেকে ভোর করে, সে যেন তার জন্যে জান্নাতের দু'খানা দরজা খোলা অবস্থায় ভোর করল, যদি একজন থাকে তবে একখানা দরজা খোলা অবস্থায় ভোর করল। আর যে ব্যক্তি মাতা-পিতার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নাফারমান হিসেবে ভোর করে, সেই ভোরেই

---

৮৩১. ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬২; মিশকাত হা/৪৯৪১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭২৪, ৯/১২৩ পৃঃ।
৮৩২. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬২; যঈফ আত-তারগীব হা/১৪৭৬।
৮৩৩. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৫২৪; মিশকাত হা/৪৯৪২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭২৫।
৮৩৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/৯১৫; মিশকাত হা/৪৯৪২

তার জন্য জাহান্নামের দু'খানা দরজা খোলা থাকে। আর যদি একজনের ব্যাপারে অবাধ্য থাকে তখন জাহান্নামের একটি দরজা খোলা থাকে। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, যদি তারা উভয়ে পুত্রের উপর যুলম করে? তিনি বললেন, যদিও তারা তার উপর যুলম করে, যদিও তারা তার উপর যুলম করে, যদিও তারা তার উপর যুলম করে।[৮৩৫]

তাহক্বীক্ব : জাল।[৮৩৬]

(١٠٠٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُرُ إِلَى وَالِدَتِهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ إِلَّا كَانَ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةٌ مَبْرُوْرَةٌ قَالُوْا وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؟ قَالَ نَعَمْ اللهُ أَكْبَرُ وَأَطْيَبُ.

(১০০৫) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন কোন সদাচরণকারী সন্তান তার মাতা-পিতার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে তার আমল-নামায় একটি 'মকবুল হজ্জ' লিপিবদ্ধ করেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, যদি সে দৈনিক একশতবার দৃষ্টি করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ অতি পবিত্র।[৮৩৭]

তাহক্বীক্ব : জাল। উক্ত বর্ণনার সনদে নাহশাল ইবনু সাঈদ নামে মিথ্যুক রাবী আছে এবং মানছূর ইবনু জা'ফর নামে অপরিচিত রাবী আছে।[৮৩৮]

(١٠٠٦) عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُّ الذُّنُوبِ يَغْفِرُ اللهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَّا عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّهُ يُعَجَّلُ لِصَاحِبِهِ فِيْ الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ.

(১০০৬) আবু বাকরা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক গুনাহ হতে আল্লাহ তা'আলা যতটা ইচ্ছা করেন ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পিতা-মাতার নাফরমানী; বরং তার শাস্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্বে পার্থিব জীবনেই প্রদান করেন।[৮৩৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৪০]

---

৮৩৫. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৫৩৮; মিশকাত হা/৪৯৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭২৬।
৮৩৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬২৭১; যঈফুল জামে' হা/৫৪২৭; মিশকাত হা/৪৯৪৩।
৮৩৭. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৪৭৫; মিশকাত হা/৪৯৪৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭২৭, ৯/১২৪ পৃঃ।
৮৩৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬২৭৩; মিশকাত হা/৪৯৪৪।
৮৩৯. বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান হা/৭৮৯০; মিশকাত হা/৪৯৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭২৮।
৮৪০. যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৪৮৬; গাইয়াতুল মারাম হা/২৭৯; মিশকাত হা/৪৯৪৫।

(١٠٠٧) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَقُّ كَبِيْرِ الْإِخْوَةِ عَلَى صَغِيْرِهِمْ حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ.

(১০০৭) সাঈদ ইবনু আস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যেমন পিতার অধিকার তার সন্তানের উপর রয়েছে তেমনই বড় ভাইয়ের অধিকার ছোট ভাইদের উপর রয়েছে।[৮৪১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৪২]

باب الشفقة والرحمة على الخلق

অনুচ্ছেদ : সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٠٠٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

(১০০৮) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না, বড়দেরকে সম্মান করে না, ভাল কাজের আদেশ করে না এবং খারাপ কাজ হতে নিষেধ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[৮৪৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৪৪] তবে উক্ত মর্মে আরেকটি ছহীহ হাদীছ রয়েছে।[৮৪৫]

(١٠٠٩) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا مِنْ أَجْلِ سِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللهُ لَهُ عِنْدَ سِنِّهِ مَنْ يُكْرِمُهُ.

(১০০৯) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে যুবক কোন বৃদ্ধকে বার্ধক্যের কারণে সম্মান করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তার বৃদ্ধাবস্থায় এমন লোক নিয়োজিত করবেন যে তাকে সম্মান করবে।[৮৪৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৪৭]

---

৮৪১. বায়হাক্বী হা/৭৯২৯; মিশকাত হা/৪৯৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭২৯, ৯/১২৫।
৮৪২. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৯২৯; যঈফুল জামে' হা/২৭৩৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৮৭৮।
৮৪৩. তিরমিযী হা/১৯২১; মিশকাত হা/৪৯৭০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৫৩, ৯/১৩২ পৃঃ।
৮৪৪. যঈফ তিরমিযী হা/১৯২১; মিশকাত হা/৪৯৭০।
৮৪৫. আহমাদ হা/৭০৭৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৯৬।
৮৪৬. তিরমিযী হা/২০২২; মিশকাত হা/৪৯৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৫৪।
৮৪৭. যঈফ তিরমিযী হা/২০২২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩০৪; মিশকাত হা/৪৯৭১।

(١٠١٠) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُ بَيْت فِيْ المسلميْنَ بَيْتٌ فِيْه يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْت فِيْ المسلميْنَ بيتٌ فِيْ يَتِيْم يساء إِلَيْه.

(১০১০) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মুসলিমদের সেই ঘরটিই সর্বোত্তম, যেখানে কোন ইয়াতীম আছে এবং তার সাথে ভাল আচরণ করা হয়। আর মুসলিমদের সেই ঘরটিই সর্বপেক্ষা মন্দ, যাতে কোন ইয়াতীম আছে, তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়।[৮৪৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৪৯]

(١٠١١) عَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيْمٍ أَوْ يَتِيْمَة لَمْ يَمْسَحْهُ إِلاَّ للَّه كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَة مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيْمَةٍ أَوْ يَتِيْمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِى الْجَنَّة كَهَاتَيْنِ وَقَرَنَ بَيْنَ أُصْبُعَيْه.

(১০১১) আবু উমামা বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাবে, যে সমস্ত চুলের উপর দিয়ে তার হাত অতিক্রম করবে তার প্রতিটির বিনিময়ে তার জন্য ছওয়াব লিখা হবে। আর যেই ব্যক্তি তার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত ইয়াতীম বালক-বালিকার সাথে ভাল আচরণ করবে, আমি ও সেই ব্যক্তি জান্নাতে এ দু'টির মত হব। ইহা বলে তিনি নিজের আঙ্গুলী দু'টি মিলিত করলেন।[৮৫০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৫১]

(١٠١٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ آوَى يَتِيمًا إِلَى طَعَامه وَشَرَابه أَوْجَبَ اللهُ لَهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ وَمَنْ عَالَ ثَلاثَ بَنَات أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الأَخَوَات فَأَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتَّى يُغْنِيَهُنَّ اللهُ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوِ اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ أَوِ اثْنَتَيْنِ حَتَّى لَوْ قَالُوْا وَوَاحِدَةً لَقَالَ وَاحِدَةً وَمَنْ أَذْهَبَ اللهُ بِكَرِيْمَتَيْهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا كَرِيْمَتَاهُ؟ قَال عَيْنَاهُ.

(১০১২) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন ইয়াতীমকে নিজের খানা-পিনাতে শামিল করে, আশ্রয় দেয়, আল্লাহ

---

৮৪৮. ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭৯; মিশকাত হা/৪৯৭৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৫৬।
৮৪৯. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬৩৭; মিশকাত হা/৪৯৭৩।
৮৫০. আহমাদ হা/২২৩৩৮; মিশকাত হা/৪৯৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৫৭, ৯/১৩৩ পৃঃ।
৮৫১. আহমাদ হা/২২৩৩৮; যঈফ আত-তারগীব হা/১৫১৩; মিশকাত হা/৪৯৭৪।

তা'আলা তার জন্য নিশ্চয় জান্নাত ওয়াজিব করে দিবেন যে পর্যন্ত না সে এমন কোন গুনাহ করে যা মার্জনাযোগ্য নয়। আর যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা অথবা এই পরিমাণ বোনের প্রতিপালন করবে অর্থাৎ, তাদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষা দিবে এবং স্নেহ করবে যে পর্যন্ত না তাদেরকে আল্লাহ পাক পরমুখাপেক্ষিতা হতে মুক্ত করেন, তার জন্য আল্লাহ পাক জান্নাত অবধারিত করবেন। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! দু'টির বেলায়ও কি অনুরূপ ছওয়াব হবে? তিনি বললেন, দুই জনের ব্যাপারেও সেই ছওয়াব পাবে। রাবী বলেন, এমনকি যদি তারা (ছাহাবীগণ) একজনের ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করতেন, তবে একজন সম্পর্কেও তিনি তাই বলতেন। (রাবী বলেন) তিনি আরও বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যার দু'টি মূল্যবান প্রিয় বস্তু নিয়ে গেছেন তার জন্য জান্নাত অবধারিত। কেউ জিজ্ঞেস করল, সেই প্রিয় বস্তু দু'টি কি? তিনি বললেন, 'তার চক্ষুদ্বয়'।[৮৫২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৫৩]

(١٠١٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. وَنَاصِحٌ هُوَ ابْنُ الْعَلاَءِ كُوْفِيٌّ لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ بِالْقَوِىِّ.

(১০১৩) জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার সন্তানকে একটি আদব শিক্ষা দেওয়া এক ছা' খাদ্য ছাদাকা করা অপেক্ষা উত্তম।[৮৫৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৫৫]

(١٠١٤) عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِنْ نُحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ.

(১০১৪) আইয়ূব ইবনে মূসা তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন পিতা তার পুত্রকে উত্তম শিষ্টাচার অপেক্ষ অধিক শ্রেয় কোন বস্তু দান করতে পারে না।[৮৫৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৫৭]

---

৮৫২. শারহুস সুন্নাহ ১/৮১৭ পৃঃ; মিশকাত হা/৪৯৭৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৫৮, ৯/১৩৪ পৃঃ।
৮৫৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮০৯; মিশকাত হা/৪৯৭৫।
৮৫৪. তিরমিযী হা/১৯৫১; মিশকাত হা/৪৯৭৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৫৯।
৮৫৫. যঈফ তিরমিযী হা/১৯৫১; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৮৮৮; মিশকাত হা/৪৯৭৬।
৮৫৬. তিরমিযী হা/১৯০৫২; মিশকাত হা/৪৯৭৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৬০।
৮৫৭. যঈফ তিরমিযী হা/১৯৫২; মিশকাত হা/৪৯৭৭।

(١٠١٥) عَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ أَنا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَة وَأَوْمَأَ يَزِيْدُ بْنُ ذُرَيْعٍ إِلَى الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَة امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ حبَسَتْ نَفْسُهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوْا أَوْمَاتُوْا.

(১০১৫) আওফ ইবনু মালেক আশজাঈ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি ও কালো গণ্ডদ্বয়বিশিষ্ট মহিলা কিয়ামতের দিন এভাবে (নিকটবর্তী হব)। রাবী ইয়াযীদ ইবনু যোরাঈ নিজের মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুলীর পতি ইংগিত করে দেখালেন। অর্থাৎ, সে এমন মহিলা যার স্বামী নাই। অথচ সে মর্যাদাশীলা ও রূপসী হওয়া সত্ত্বেও ইয়াতীম সন্তানদের লালন-পালনের উদ্দেশ্যে নিজেকে বন্দী করে রেখেছে, যে পর্যন্ত না তা পৃথক হয়ে যায় বা মৃত্যুবরণ করে।[৮৫৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৫৯]

(١٠١٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِي الذُّكُوْرَ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ.

(১০১৬) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যার একটি কন্যা বা বোন আছে, সে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করেনি এবং তাকে তুচ্ছও মনে করেনি; আর তার উপর পুত্র সন্তানকে প্রাধান্যও দেয়নি, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[৮৬০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৬১]

(١٠١٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك قَالَ سَمعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اغْتِيبَ عنْدَهُ أَخُوْهُ الْمُسْلمُ وَهُوَ يقْدرُ عَلَى نَصْرِه فَنصَرَهُ نَصرَهُ اللهُ فِيْ الدُّنْيَا وَالآخرَة فَإِنْ لَّمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدرُ عَلَى نَصْرِه أَدْرَكَهُ اللهُ به فِي الدُّنْيَا وَالْآخرَة.

(১০১৭) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তির সম্মুখে তার কোন মুসলিম ভাইয়ের গীবত করা হয়, আর সে তার (সেই ভাইয়ের) সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে এবং সে তার সাহায্য করে, আল্লাহ তা'আলা ইহ ও পরকালে তার সাহায্য করবেন। আর যদি সে সাহায্য না করে

---

৮৫৮. আবুদাউদ হা/৫১৫১; মিশকাত হা/৪৯৭৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৬১, ৯/১৩৫ পৃঃ।
৮৫৯. যঈফ আবুদাউদ হা/৫১৫১; সিলসিলা যঈফাহ হা/১১২২; মিশকাত হা/৪৯৭৮।
৮৬০. আবুদাউদ হা/৫১৪৬; মিশকাত হা/৪৯৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৬২।
৮৬১. যঈফ আবুদাউদ হা/৫১৪৬।

অথচ সে তার সাহায্য করার ক্ষমতা রাখত, আল্লাহ তা'আলা তাকে ইহকালে ও পরকালে পাকড়াও করবেন।[৮৬২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৬৩]

(১০১৮) عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيْهِ بِالْمَغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ.

(১০১৮) আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার গোশত খাওয়া হতে অন্যকে প্রতিহত করবে, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর এটি দায়িত্ব হয়ে যায় যে, তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দেন।[৮৬৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৬৫]

(১০১৯) عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَرُدُّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ إِلا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَرُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

(১০১৯) আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে কোন মুসলিম তার কোন মুসলিম ভাইয়ের মান-সম্মান বিনষ্ট করা হতে অন্যকে বিরত রাখে, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর অপরিহার্য হয়ে যায় যে, ক্বিয়ামতের দিন তিনি তার উপর হতে জাহান্নামের আগুন প্রতিহত করবেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-কুরআনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন 'এবং ঈমানদারদের সাহায্য করা আমার উপর অপরিহার্য কর্তব্য।[৮৬৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৬৭]

(১০২০) عَنْ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِيْ مَوْضِعٍ يُنْتَهَكُ فِيْهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ مَوْطِنٍ

---

৮৬২. শারহুস সুন্নাহ ১/৮৩২ পৃঃ; মিশকাত হা/৪৯৮০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৬৩, ৯/১৩৬ পৃঃ।

৮৬৩. যঈফুল জামে' হা/৫৪৫৮। মিশকাত হা/৪৯৮০।

৮৬৪. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৮৬৪৩; আহমাদ হা/২৭৬৫০; মিশকাত হা/৪৯৮১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৬৪।

৮৬৫. তাহক্বীক্ব আহমাদ হা/২৭৬৫০;মিশকাত হা/৪৯৮১।

৮৬৬. শারহুস সুন্নাহ ১/৮৩২ পৃঃ; মিশকাত হা/৪৯৮২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৬৫।

৮৬৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮০; আহমাদ হা/২৭৫৭৬; মিশকাত হা/৪৯৮২।

يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِيْ مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيْهِ عرضه وينتهك فِيْهِ حُرْمَته إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِيْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نصرته.

(১০২০) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে কোন মুসলিম তার কোন মুসলিম ভাইয়ের এমন জায়গায় সাহায্য পরিত্যাগ করবে যেখানে তার সম্মানের লাঘব হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা এমন জায়গায় তার সাহায্য পরিত্যাগ করবেন যেখানে সে নিজেকে সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা করবে। আর যে কোন মুসলিম তার কোন মুসলিম ভাইয়ের এমন স্থানে সাহায্য করবে যেখানে সে অসম্মানিত হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন স্থানে সাহায্য করবেন যেখানে সে নিজেকে সাহায্য করার প্রত্যাশা রাখে।[৮৬৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৬৯]

(১০২১) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْؤُدَةً مِنْ قَبْرِهَا.

(১০২১) উকরা ইবনে আ'মের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ দেখে তাকে গোপন রাখল, সে ঐ ব্যক্তির মতই যে জীবন্ত প্রোথিত কোন কন্যাকে বাঁচাল।[৮৭০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৭১]

(১০২২) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةُ أَخِيهِ فَإِنْ رَأَى بِهِ أَذًى فَلْيُمِطْ عَنْهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ.

(১০২২) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই তার ভাইয়ের জন্য আয়নাস্বরূপ। সুতরাং যখন সে তার মধ্যে খারাপ কিছু দেখে তখন যেন সে তা দূর করে দেয়। [৮৭২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৭৩]

(১০২৩) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَنْزِلُوا النَّاس مَنَازِلَهُمْ.

---

৮৬৮. আবুদাঊদ হা/৪৮৮৩; মিশকাত হা/৪৯৮৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৬৬, ৯/১৩৭ পৃঃ।
৮৬৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৮৮৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৮৭১; মিশকাত হা/৪৯৮৩।
৮৭০. আহমাদ হা/১৭৩৭০; আবুদাঊদ হা/৪৮৯১; মিশকাত হা/৪৯৮৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৬৭।
৮৭১. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৮৯১; মিশকাত হা/৪৯৮৪।
৮৭২. তিরমিযী হা/১৯২৯; মিশকাত হা/৪৯৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৬৮।
৮৭৩. যঈফ তিরমিযী হা/১৯২৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৮৮৯; মিশকাত হা/৪৯৮৫।

(১০২৩) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, মানুষের সাথে তাদের মর্যাদানুযায়ী ব্যবহার কর।[৮৭৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৭৫]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٠٢٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلاَقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لاَ يُحِبُّ وَلاَ يُعْطِى الدِّيْنَ إِلاَّ لِمَنْ أَحَبَّ فَمَنْ أَعْطَاهُ اللهُ الدِّيْنَ فَقَدْ أَحَبَّهُ وَالَّذِى نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يُسْلِمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ وَلاَ يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

(১০২৪) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এভাবে তোমাদের মধ্যে তোমাদের রিযিক বন্টন করেছেন, অনুরূপভাবে তোমাদের চরিত্রও তোমাদের মধ্যে বন্টন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা যাকে ভালবাসেন এবং যাকে তিনি ভালবাসেন না, উভয়কেই 'দুনিয়া' দান করেন, কিন্তু দ্বীন শুধু ঐ ব্যক্তিকেই দান করেন যাকে তিনি ভালবাসেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যাকে দ্বীন দান করেছেন তাকে ভালবেসেছেন। সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম হবে না যে পর্যন্ত না তার অন্তর ও মুখ মুসলিম হবে এবং কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যে পর্যন্ত না তার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ হবে।[৮৭৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৭৭]

(١٠٢٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَضَى لِأَحَدٍ مِنْ أُمَّتِيْ حَاجَةً يُرِيْدُ أَنْ يَسُرَّهُ بِهَا فَقَدْ سَرَّنِيْ وَمَنْ سَرَّنِيْ فَقَدْ سَرَّ اللهَ، وَمَنْ سَرَّ اللهَ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ.

(১০২৫) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কারো অভাব পূরণ করবে, ইহাতে তার উদ্দেশ্য হল সে ঐ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করবে, প্রকৃতপক্ষে সে আমাকেই সন্তুষ্ট করল। আর যে ব্যক্তি আমাকে সন্তুষ্ট করল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই সন্তুষ্ট করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করল, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[৮৭৮]

তাহক্বীক্ব : জাল।[৮৭৯]

---

৮৭৪. আবুদাঊদ হা/৪৮৪২; মিশকাত হা/৪৯৮৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৭২, ৯/১৩৮ পৃঃ।
৮৭৫. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৮৪২; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৮৯৪; মিশকাত হা/৪৯৮৯।
৮৭৬. আহামাদ হা/৩৬৭২; মিশকাত হা/৪৯৯৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৭৭, ৯/১৪০ পৃঃ।
৮৭৭. যঈফ আত-তারগীব হা/১৫১৯, ১০৭৬; মিশকাত হা/৪৯৯৪।
৮৭৮. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৬৫৩; মিশকাত হা/৯৪৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৭৯।
৮৭৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৮৫৭; মিশকাত হা/৯৪৯৬।

(١٠٢٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَغَاثَ مَلْهُوْفًا كَتَبَ اللهُ لَهُ ثَلَاثًا وَسَبْعِيْنَ مَغْفِرَةً وَاحِدَةٌ فِيْها صَلَاحُ أَمْرِهِ كُلِّهِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ لَهُ دَرَجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(১০২৬) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মাযলুমের ফরিয়াদে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য তিহাত্তরটি (৭৩) মাগফিরাত লিপিবদ্ধ করবেন। তন্মধ্যে একটি মাগফিরাত হল তার সমুদয় বিষয়ের সংশোধন; আর বাহাত্তরটি হল কিয়ামতের দিন তার মর্যাদা বৃদ্ধির উপকরণ।[৮৮০]

তাহক্বীক্ব : জাল।[৮৮১]

(١٠٢٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ.

(১০২৭) আনাস ও আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সমস্ত মাখলূক আল্লাহ তা'আলার পরিবার। সুতরাং মাখলুকের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে সে-ই সর্বাপেক্ষা প্রিয়, যে আল্লাহ্‌র পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে।[৮৮২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৮৩]

(١٠٢٨) عَن سراقة بْنِ مَالِك أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ؟ ابْنَتُكَ مَرْدُوْدَةً إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ.

(১০২৮) সুরাকা ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে উত্তম ছাদাকা সম্পর্কে অবগত করব না? তোমার ঐ কন্যার প্রতি ছাদাকা করা, যাকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। তুমি ব্যতীত তার উপার্জনকারী আর কেউ নেই।[৮৮৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৮৫]

---

৮৮০. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৬৭০; মিশকাত হা/৪৯৯৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৮০।
৮৮১. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬২১; মিশকাত হা/৪৯৯৭।
৮৮২. শু'আবুল ঈমান হা/৭৪৪৮; মিশকাত হা/৪৯৯৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৮১।
৮৮৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৫৮৯; মিশকাত হা/৪৯৯৮।
৮৮৪. ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬৭; মিশকাত হা/৫০০২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৮৪, ৯/১৪২ পৃঃ।
৮৮৫. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬৭; মিশকাত হা/৫০০২।

باب الحب في الله ومن الله

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র সাথে এবং আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٠٢٩) عَن يزِيد بن نَعامة قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا آخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْأَلْهُ عَنِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيْهِ وَمِمَّنْ هُوَ؟ فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمُوَدَّةِ.

(১০২৯) ইয়াযীদ ইবনু না'আমাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে, তখন সে যেন তার নাম, তার পিতার নাম এবং তার বংশ-গোত্রের পরিচয় জেনে নেয়। কারণ ইহা বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করে।[৮৮৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৮৭]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٠٣٠) عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ أَتَدْرُوْنَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى؟ قَالَ قَائِلٌ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ. وَقَالَ قَائِلٌ: الْجِهَادُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ.

(১০৩০) আবুযার (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদের সম্মুখে এসে বললেন, তোমরা কি জান যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে কোন কাজ সর্বাধিক প্রিয় ? জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল, ছালাত ও যাকাত। আরেক জন বলল, জিহাদ। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ হল একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য মহব্বত রাখা এবং আল্লাহ্‌র জন্য শত্রুতা করা।[৮৮৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৮৯]

(١٠٣١) عَن أَسَماء بنت يزِيد أَنَّهَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ خِيَارُكُمُ الَّذِيْنَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللهُ.

---

৮৮৬. তিরমিযী হা/২৩৯২; মিশকাত হা/৫০২০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮০০, ৯/১৪৯ পৃঃ।
৮৮৭. যঈফ তিরমিযী হা/২৩৯২; মিশকাত হা/৫০২০।
৮৮৮. আবুদাঊদ হা/৪৫৯৯; মিশকাত হা/৫০২১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮০১।
৮৮৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৫৯৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৮৩৩; মিশকাত হা/৫০২১।

(১০৩১) আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব না। তোমাদের মধ্যে ভাল লোক কে? তারা সকলে বললেন, হ্যাঁ, বলুন হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যাদেরকে দেখলে আল্লাহ স্মরণ হয়।[৮৯০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৯১]

(١٠٣٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ أَنَّ عَبْدَيْنِ تَحَابَّا فِيْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاحِدٌ فِي الْمَشْرِقِ وَآخَرُ فِي الْمَغْرِبِ لَجَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُوْلُ هَذَا الذيْ كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيْ.

(১০৩২) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যদি দুই জন বান্দা মহান আল্লাহ্র জন্য একে অপরকে ভালবাসে, অথচ একজন প্রাচ্যে এবং অপর জন পাশ্চাত্যে বাস করে। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদের উভয়কে একত্র করে বলবেন, এই সেই ব্যক্তি যাকে তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য মহব্বত করতে।[৮৯২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৯৩]

(١٠٣٣) عَنْ أَبِيْ رَزِيْنٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مِلَاكِ هَذَا الْأَمْرِ الذيْ تُصِيبُ بِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ أَهْلِ الذِّكْرِ وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللهِ وَأَحِبَّ فِيْ اللهِ، وَأَبْغِضْ فِيْ اللهِ، يَا أَبَا رَزِينٍ هَلْ شَعُرْتَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ زَائِرًا أَخَاهُ شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ كُلُّهُمْ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ، وَيَقُوْلُوْنَ: رَبَّنَا إِنَّهُ وَصَلَ فِيْكَ فَصِلْهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُعْمِلَ جَسَدَكَ فِيْ ذَلِكَ فَافْعَلْ

(১০৩৩) আবু রাযীন (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, আমি কি তোমাকে দ্বীন ইসলামের বুনিয়াদী বিষয় সম্পর্কে অবগত করব না? যার দ্বারা তুমি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করতে পারবে। তুমি সর্বদা 'আহলে যিকরের' সাহচর্য অবধারিত করে নাও। আর যখন একাকী হও তখন সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ তা'আলার যিকরে তার রসনাকে রত রাখ। আর আল্লাহ তা'আলার

---

৮৯০. ইবনু মাজাহ হা/৪১১৯; মিশকাত হা/৫০২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮০৩।
৮৯১. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৪১১৯; মিশকাত হা/৫০২৩।
৮৯২. শু'আবুল ঈমান হা/৯০২২; মিশকাত হা/৫০২৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮০৪, ৯/১৫০ পৃঃ।
৮৯৩. যঈফুল জামে' হা/৪৮০৮।

সন্তুষ্টির জন্য কাউকেও ভালবাসবে এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কারো সাথে শত্রুতা রাখবে। হে আবু রাযীন! তুমি কি জান? যখন কোন ব্যক্তি তার কোন (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে নিজের ঘর হতে বের হয় তখন তার পিছনে সত্তর হাযার ফেরেশতা থাকে তারা সকলে তার জন্য দু'আ করে এবং বলে, হে আমাদের রব্ব ! এই ব্যক্তি শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য মিলিত হয়েছে। অতএব, তুমিও তাকে তোমার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত কর। সুতরাং তুমি যদি তোমার দেহকে এই কাজে ব্যবহার করতে পার তবে তাই কর।[৮৯৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৯৫]

(١٠٣٤) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَعُمَدًا مِنْ يَاقُوْتٍ عَلَيْهَا غُرَفٌ مِنْ زَبَرْجَدٍ لَهَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ تُضِيءُ كَمَا يُضِيءُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ يَسْكُنُهَا قَالَ الْمُتَحَابُّوْنَ فِي اللهِ وَالْمُتَجَالِسُوْنَ فِي اللهِ، وَالْمُتَلَاقُوْنَ فِي اللهِ

(১০৩৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, জান্নাতে অবশ্য ইয়াকুত পাথরের স্তম্ভসমূহ রয়েছে, যার উপরে জমররদের বালাখানা রয়েছে। তার দ্বারসমূহ সর্বদা উন্মুক্ত যা উজ্জ্বল তারকারাজির মত চক্চক্ করছে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তাতে কারা বাস করবে ? তিনি বললেন, ঐ সমস্ত লোকেরা যারা একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরের সাথে মহব্বত রাখে, আল্লাহ্র মহব্বতে একত্রে বসে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরে সাক্ষাৎ করে।[৮৯৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৯৭]

باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات

অনুচ্ছেদ : সম্পর্ক ত্যাগ, বিচ্ছিন্নতা ও দোষান্বেষণের নিষেধাজ্ঞা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٠٣٥) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثلاثُ فَلْيَلْقَهُ فليسلم عَلَيْهِ فَإِن رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَد اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ.

---

৮৯৪. শু'আবুল ঈমান হা/৯০২৪; মিশকাত হা/৫০২৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮০৫।
৮৯৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৬৬৪; মিশকাত হা/৫০২৫।
৮৯৬. শু'আবুল ঈমান হা/৯০০২; মিশকাত হা/; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮০৬, ৯/১৫১ পৃঃ।
৮৯৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৬৭।

(১০৩৫) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন মুমিনের জন্য জায়েয নয় যে, কোন মুমিন ব্যক্তির সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ত্যাগ করে। যখন তিন দিন অতিক্রম হয়ে যাবে তখনই যেন সে তার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে সালাম দেয়। সে সালামের জবাব দিলে তারা উভয়ে ছওয়াবের অংশীদার হবে। আর সে সালামের জবাব না দিলে তার পাপ হবে। সালাম প্রদানকারী সম্পর্কজনিত পাপ থেকে মুক্ত হবে।[৮৯৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৮৯৯]

(১০৩৬) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

(১০৩৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, হিংসা হতে তোমরা নিজকে বাঁচাও। কারণ আগুন যেভাবে কাষ্ঠকে খেয়ে ফেলে, অনুরূপভাবে হিংসা-বিদ্বেষ নেক আমলসমূহকে খেয়ে ফেলে।[৯০০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯০১]

(১০৩৭) عَنْ أَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَلْعُوْنٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ.

(১০৩৭) আবুবকর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে কোন ঈমানদারকে কষ্ট দেয় অথবা তার সাথে প্রতারণা করে।[৯০২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯০৩]

(১০৩৮) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حسْنِ الْعِبَادَةِ.

(১০৩৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ভাল ধারণা পোষণ করাও উত্তম ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।[৯০৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯০৫]

---

৮৯৮. আবুদাঊদ হা/৪৯১২; মিশকাত হা/৫০৩৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮১৬, ৯/১৫৫ পৃঃ।
৮৯৯. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৯১২; মিশকাত হা/৫০৩৭।
৯০০. আবুদাঊদ হা/৪৯০৩; মিশকাত হা/৫০৪০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮১৯।
৯০১. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৯০৩; মিশকাত হা/৫০৪০।
৯০২. তিরমিযী হা/১৯৪১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮২২, ৯/১৫৭ পৃঃ
৯০৩. যঈফ তিরমিযী হা/১৯৪১; মিশকাত হা/৫০৪৩।
৯০৪. আহমাদ হা/৭৯৪৩; আবুদাঊদ হা/৪৯৯৩; মিশকাত হা/৫০৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮২৭।
৯০৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩১৫; আবুদাঊদ হা/৪৯৯৩; মিশকাত হা/৫০৪৮।

(١٠٣٩) عَن عائشة قَالَتْ اعْتَلَّ بَعيرٌ لصَفيَّةَ وَعنْدَ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لزَيْنَبَ أَعْطِيْهَا بَعيرًا فَقَالَتْ أَنَا أُعْطِيْ تِلْكَ الْيَهُوْدِيَّةَ؟ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَهَجَرَهَا ذَا الْحُجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ.

(১০৩৯) আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক সময় ছাফিয়া (রাঃ)-এর উটটি অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং সেই সময় যয়নবের কাছে একটি অতিরিক্ত সওয়ারী ছিল। তখন রাসূল (ছাঃ) বিবি যয়নবকে বললেন, তাকে ঐ উটটি দিয়ে দাও। উত্তরে বিবি যয়নব বললেন, আমি কি ঐ ইহুদিনীকে তা দেব? এই কথাটি শুনে রাসূল (ছাঃ) রাগান্বিত হলেন এবং যিলহজ্জ, মহর্‌রম ও সফর মাসের কিছুদিন পর্যন্ত তাঁর সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন।[৯০৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯০৭]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٠٤٠) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا، وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَغْلِبَ الْقَدَرَ.

(১০৪০) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দরিদ্রতার মধ্যে কুফরী পর্যন্ত পৌঁছার উপক্রম রয়েছে এবং ঈর্ষা তাকদীরের উপর বিজয়ী হওয়ার উপক্রমে পৌঁছে দেয়।[৯০৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯০৯]

(١٠٤١) عَنْ جَابرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ فَلَمْ يَعْذُرْهُ أَوْلَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ.

(১০৪১) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের কাছে (তার কোন ত্রুটির জন্য) ক্ষমা চায়, কিন্ত সে তাকে ক্ষমার যোগ্য মনে করে না অথবা তার ক্ষমা গ্রহণ করে না, তখন সেই ব্যক্তি অন্যায়ভাবে উশর আদায়কারী (তহসীলদার)-এর সমপরিমাণ গুনাহ্গার হবে।[৯১০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯১১]

---

৯০৬. আবুদাঊদ হা/৪৬০২; মিশকাত হা/৫০৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮২৮, ৯/১৫৯।
৯০৭. আবুদাঊদ হা/৪৬০২; মিশকাত হা/৫০৪৯
৯০৮. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৬১৮৮; মিশকাত হা/৫০৫১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৩০, ৯/১৬০ পৃঃ।
৯০৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪০৮০; মিশকাত হা/৫০৫১
৯১০. শু'আবুল ঈমান হা/৭৯৮৫; মিশকাত হা/৫০৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৩১।
৯১১. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯০৭, ৬৬৬৫; মিশকাত হা/৫০৫২।

باب الحذر والتأني في الأمور

অনুচ্ছেদ : সর্ব কাজে সাবধানতা ও ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٠٤٢) عَنْ أَبِىْ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا حَلِيْمَ إِلَّا ذُو تَجْرُبَةٍ

(১০৪২) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, হোঁচট খাওয়া ব্যতীত কেউ সহনশীল হয় না এবং অভিজ্ঞতা অর্জন ব্যতীত কেউ জ্ঞানী হতে পারে না।[৯১২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯১৩]

(١٠٤٣) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْصِنِيْ. فَقَالَ خُذِ الْأَمْرَ بِالتَّدْبِيْرِ فَإِنْ رَأَيْتَ فِيْ عَاقِبَتِه خَيْرًا فَأَمْضِه وَإِنْ خِفْتَ غَيًّا فَأَمْسِكْ.

(১০৪৩) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, চিন্তা-ভাবনা করে কাজ কর। যদি তার পরিণাম উত্তম বলে বিবেচিত হয়, তবে তা সম্পাদন কর, আর যদি মন্দের আশংকা থাকে তখন তা হতে বিরত থাক।[৯১৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯১৫]

(١٠٤٤) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ المجالسُ بالأمانةِ إِلَّا ثلاثَةَ مَجَالِسَ سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ واقتطاع مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ.

(১০৪৪) জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বৈঠকসমূহের আলোচনা আমানতসরূপ। তবে এই তিনটি বৈঠক আমানত নয়। (১) অন্যায়ভাবে হত্যার ষড়যন্ত্র বৈঠকের গোপন আলোচন। (২) গোপনে ব্যভিচারের আলোচনা। (৩) অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র বৈঠকের গোপন আলোচনা।[৯১৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯১৭]

---

৯১২. আহমাদ হা/১১০৭১; তিরমিযী হা/২০৩৩; মিশকাত হা/৫০৫৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৩৫।
৯১৩. যঈফ তিরমিযী হা/২০৩৩; সিলসিলা যঈফা হা/৫৬৪৬।
৯১৪. শু'আবুল ঈমান হা/৪৬৪৯; মিশকাত হা/৫০৫৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৩৬।
৯১৫. যঈফুল জামে' হা/৬৮১৫; মিশকাত হা/৫০৫৭।
৯১৬. আবুদাঊদ হা/৪৮৬৯; মিশকাত হা/৫০৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৪২, ৯/১৬৪ পৃঃ।
৯১৭. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৮৬৯; মিশকাত হা/৫০৬৩।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٠٤٥) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ قُمْ فَقَامَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ، فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أُقْعُدْ فَقَعَدَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا خَلَقْتُ خَلْقًا هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَلَا أَفْضَلُ مِنْكَ وَلَا أَحْسَنُ مِنْكَ بِكَ آخُذُ وَبِكَ أُعْطِي وَبِكَ أُعْرَفُ، وَبِكَ أُعَاقِبُ وَبِكَ الثَّوَابُ وَعَلَيْكَ الْعِقَابُ.

(১০৪৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন (আক্ল) জ্ঞান সৃষ্টি করলেন তখন তাকে বললেন, দাঁড়াও, তখন তা দাঁড়াল। অতঃপর তাকে বললেন, দাঁড়াও, তখন তা দাঁড়াল। অতঃপর তাকে বললেন পিছনে ফির, তা পিছনে ফিরল। তারপর তাকে বললেন, সম্মুখের দিকে ফির, তা সম্মুখের দিকে ফিরল। অতঃপর বললেন বস, তা বসল। অতঃপর বললেন, আমি তোমার অপেক্ষা উত্তম, শ্রেষ্ঠ এবং সুন্দর আর কোন বস্তু সৃষ্টি করিনি। আমি তোমার দ্বারা বন্দেগী আদায় করি, তোমার দ্বারাই দান করি। তোমার দ্বারাই আমি পরিচিত হই। তোমার দ্বারাই আমি অসন্তুষ্টি দেখাই। তোমার দ্বারাই ছওয়াব দান করি এবং তোমার কারণেই সাজা প্রদান করি।[৯১৮]

তাহক্বীক্ব : জাল।[৯১৯]

(١٠٤٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُوْنُ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حَتَّى ذَكَرَ سِهَامَ الْخَيْرِ كُلَّهَا، وَمَا يُجْزَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِه.

(১০৪৬) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বললেন, কোন ব্যক্তি মুছল্লী, ছিয়াম পালনকারী, যাকাতদাতা এবং হজ্জ ও ওমরা পালনকারীদের মধ্যে হয়, এমনকি রাসূল (ছাঃ) অন্যান্য কল্যাণের কাজগুলিও উল্লেখ করে বললেন, কিন্তু কিয়ামতের দিন তাকে তার জ্ঞান পরিমাণই প্রতিফল দেওয়া হবে।[৯২০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯২১]

(١٠٤٧) عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيْرِ وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ.

---

৯১৮. শু'আবুল ঈমান হা/৪৬৩৩; মিশকাত হা/৫০৬৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৪৩।
৯১৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৫৩; মিশকাত হা/৫০৬৪।
৯২০. শু'আবুল ঈমান হা/৪৬৩৭; মিশকাত হা/৫০৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৪৪, ৯/১৬৫ পৃঃ।
৯২১. মিশকাত হা/৫০৬৫।

(১০৪৭) আবুযার (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, হে আবুযার! পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করার সমান কোন জ্ঞান নেই, নিবৃত্ত থাকার মত কোন পরহেযগারিতা নেই এবং উত্তম চরিত্রের মত কোন আভিজাত্য নেই।[৯২২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯২৩]

(১০৪৮) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الاقْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ.

(১০৪৮) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ব্যয়ের ব্যাপারে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উত্তম জীবিকার অর্ধেক। মানুষের প্রতি ভালবাসা রাখা জ্ঞানের অর্ধেক এবং উত্তমভাবে প্রশ্ন করা বিদ্যার অর্ধেক।[৯২৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯২৫]

باب الرفق والحياء وحسن الخلق

অনুচ্ছেদ : কোমলতা, লাজুকতা ও সচ্চরিত্রতা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(১০৪৯) عَنْ مُعَاذ قَالَ آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِينَ وَضَعْتُ رِجْلِيْ فِي الْغَرْزِ أَنْ قَالَ يَا مُعَاذُ أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ.

(১০৪৯) মু'আয (রাঃ) বলেন, যখন আমি সওয়ারীর রেকাবে পা রাখলাম তখন রাসূল (ছাঃ) আমাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, হে মু'আয! মানুষের জন্য তোমার আচরণ উত্তম রাখ।[৯২৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯২৭]

(১০৫০) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِيْه قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّه الذيْ حَسَّنَ خَلْقِي وَخُلُقِيْ وَزَانَ مِنِّيْ مَا شَانَ مِنْ غَيْرِيْ.

(১০৫০) জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন আয়নার দিকে তাকাতেন, তখন বলতেন, 'আলহামদু লিল্লাহ'

৯২২. শু'আবুল ঈমান হা/৮০৩১; মিশকাত হা/৫০৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৪৫।
৯২৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯১০; মিশকাত হা/৫০৬৬।
৯২৪. শু'আবুল ঈমান হা/৬৫৬৮; মিশকাত হা/৫০৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৪৬, ৯/১৬৫ পৃঃ।
৯২৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৫৭; মিশকাত হা/৫০৬৭।
৯২৬. মালেক হা/১৬০২; মিশকাত হা/৫০৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৬৯, ৯/১৭২ পৃঃ।
৯২৭. যঈফ আত-তারগীব হা/১৬০৩; মিশকাত হা/৫০৯৫।

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমার গঠন ও চরিত্রকে উত্তম বানিয়েছেন এবং অন্যান্যের মধ্যে যে সকল দোষ-ত্রুটি রয়েছে তা হতে মুক্ত রেখে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন।[৯২৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯২৯]

باب الغضب والكبر

অনুচ্ছেদ : ক্রোধ ও অহংকার প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٠٥١) عَن سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِينَ فَيُصِيبَهُ مَا أَصَابَهُمْ.

(১০৫১) সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মানুষ এমনভাবে আত্মগর্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে যে অবশেষে তার নাম অহংকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়, ফলে তার উপর সেই আযাবই নেমে আসে যা তাদের উপর অবতীর্ণ হয়ে থাকে।[৯৩০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৩১]

(١٠٥٢) عَن عَطِيَّة بن عُرْوَة السعديّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا يُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ.

(১০৫২) আতিয়াহ ইবনু উরওয়া সা‘দী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্রোধ শয়তানের পক্ষ হতে, আর শয়তান আগুনের তৈরী। বস্তুতঃ আগুন পানি দ্বারা নিভান হয়। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ ক্রোধান্বিত হয় তখন সে যেন ওযূ করে নেয়।[৯৩২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৩৩]

---

৯২৮. শু‘আবুল ঈমান হা/৪৪৫৯; মিশকাত হা/৫০৯৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৭১।
৯২৯. যঈফুল জামে‘ হা/৪৪৫৮; ইরওয়াউল গালীল হা/১১৪; মিশকাত হা/৫০৯৮।
৯৩০. তিরমিযী হা/২০০০; মিশকাত হা/৫১১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৮৪, ৯/১৭৭ পৃঃ।
৯৩১. যঈফ তিরমিযী হা/২০০০; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯১৪; মিশকাত হা/৫১১১।
৯৩২. আবুদাঊদ হা/৩৭৮৩; মিশকাত হা/৫১১৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৮৬।
৯৩৩. যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৭৮৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮২; মিশকাত হা/৫১১৩।

(١٠٥٣) عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ.

(১০৫৩) আবুযার (রাঃ) বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কারো রাগ আসে তখন যদি সে দাঁড়ান থাকে, তবে যেন বসে যায়। যদি এতে রাগ চলে যায় ভাল। অন্যথা যেন শুয়ে পড়ে।[৯৩৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৩৫]

(١٠٥٤) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَخَيَّلَ وَاخْتَالَ وَنَسِيَ الْكَبِيرَ الْمُتَعَالِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدَى وَنَسِيَ الْجَبَّارَ الْأَعْلَى بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ سَهَى وَلَهَى وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلَى بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ عَتَى وَطَغَى وَنَسِيَ الْمُبْتَدَأَ وَالْمُنْتَهَى بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدُّنْيَا بِالدِّينِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدِّيْنَ بِالشُّبُهَاتِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ طَمَعٌ يَقُوْدُهُ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ هَوًى يُضِلُّهُ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ رَغَبٌ يُذِلُّهُ

(১০৫৪) আসমা বিনতু উমাইস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, সেই বান্দাই সর্বাপেক্ষা মন্দ, যে নিজেকে অন্যের চেয়ে ভাল মনে করে ও আত্মগরিমা করে এবং সুমহান উচ্চ মর্যাদাশীল সত্তাকে ভুলে যায়। সেই বান্দাই সর্বাপেক্ষা মন্দ যে অন্যের প্রতি অত্যাচার করে এবং সীমালজ্ঘন করে, আর সর্বোচ্চ শক্তিধরকে ভুলে যায়। সেই বান্দাই সর্বাপেক্ষা মন্দ যে গাফেল হয়ে পার্থিব কাজে মত্ত হয়ে থাকে, আর কবর এবং তাতে বিলীন হওয়ার কথা ভুলে যায়। সেই বান্দাই সর্বাপেক্ষা মন্দ, যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং সীমালজ্ঘন করে আর নিজের শুরু ও শেষকে ভুলে থাকে। সেই বান্দাই মন্দ, যে দ্বীন দ্বারা দুনিয়া অর্জন করে। সেই বান্দাই মন্দ যে সন্দেহ সৃষ্টি করে দ্বীনের ব্যাপারে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। সেই বান্দাই মন্দ, যাকে লোভ-লালসা পরিচালিত করে। সেই বান্দাই মন্দ, যার প্রবৃত্তি তাকে পথভ্রষ্ট করে। আর সেই বান্দাই মন্দ, যাকে পার্থিব মোহ লাঞ্ছনায় ফেলে।[৯৩৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৩৭]

---

৯৩৪. আবুদাউদ হা/৪৭৮২; মিশকাত হা/৫১১৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪৮৭, ৯/১৭৮ পৃঃ।
৯৩৫. আবুদাউদ হা/৪৭৮২; তারগীব হা/১৬৪৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৬৬৪; মিশকাত হা/৫১১৪।
৯৩৬. তিরমিযী হা/২৪৪৮; মিশকাত হা/৫১১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৮৮।
৯৩৭. যঈফ তিরমিযী হা/২৪৪৮; যঈফুল জামে' হা/২৩৫০; মিশকাত হা/৫১১৫।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٠٥٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أحسن) قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْإِسَاءَةِ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمَهُمُ اللهُ وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ كَأَنَّهُ وَلِيٌ حَمِيْمٌ قَرِيْبٌ.

(১০৫৫) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র বাণী 'মন্দকে ভাল দ্বারা দমন কর'-এর মর্ম 'ক্রোধের সময় ধৈর্যধারণ করা এবং মন্দ ব্যবহার ক্ষমা করা'। যখন মানুষ এই নীতি অবলম্বন করবেন এবং শত্রুদেরকে এভাবে অনুগত করে দিবেন যেন তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু।[৯৩৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৩৯]

(١٠٥٦) عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْغَضَبَ لَيُفْسِدُ الْإِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبْرُ الْعَسَلَ.

(১০৫৬) ইবনু হাকীম (রঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্রোধ ঈমানকে এমনভাবে বিনষ্ট করে, যেমনিভাবে 'ছাবির' মধুকে বিনষ্ট করে দেয়।[৯৪০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৪১]

(١٠٥٧) عَنْ عُمَرَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَيُّهَا النَّاسُ تَوَاضَعُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللهُ، فَهُوَ فِيْ نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِيْ أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللهُ، فَهُوَ فِيْ أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِيْ نَفْسِهِ كَبِيْرٌ حَتَّى لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ.

(১০৫৭) ওমর (রাঃ) একদা মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা বিনয়ী হও। আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য বিনয়ী

---

৯৩৮. মিশকাত হা/৫১১৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৯০।
৯৩৯. যঈফ আত-তারগীব হা/১৬৪২; মিশকাত হা/৫১১৭।
৯৪০. শু'আবুল ঈমান হা/৮২৯৪; মিশকাত হা/৫১১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৯১।
৯৪১. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯১৮; মিশকাত হা/৫১১৮।

হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা বুলন্দ করে দেন। সে নিজের কাছে ছোট এবং মানুষের চোখে সম্মানী। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অহংকার করে, আল্লাহ তাকে হেয় করে দেন। সে মানুষের চোখে তুচ্ছে পরিণত হয় এবং নিজের কাছে সে বড়। পরিশেষে যে মানুষের কাছে কুকুর কিংবা শূকর অপেক্ষা ঘৃণিত ও তুচ্ছে পরিণত হয়।[৯৪২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৪৩]

(١٠٥٨) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ مَنْ أَعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ مَنْ إِذَا قَدَرَ غَفَرَ.

(১০৫৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মূসা ইবনু ইমরান (রাঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করলেন, হে আল্লাহ! আপনার বান্দাদের মধ্যে আপনার কাছে প্রিয় কে? তিনি বললেন, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ক্ষমা করে দেয়।[৯৪৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৪৫]

(١٠٥٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَفَّ غَضَبِهِ كَفَّ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبِلَ عُذْرَهُ

(১০৫৯) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের রসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন। আর যে ব্যক্তি নিজের রাগ দমন করে রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার উপর হতে আযাব সরিয়ে রাখবেন। আর যে ব্যক্তি নিজের অপরাধের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চায়, আল্লাহ পাক তার ওযর কবুল করেন।[৯৪৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৪৭]

---

৯৪২. শু'আবুল ঈমান হা/৮১৪০; মিশকাত হা/৫১১৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৯২।
৯৪৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৯৫; মিশকাত হা/৫১১৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৯২।
৯৪৪. শু'আবুল ঈমান হা/৮৩২; মিশকাত হা/৫১২০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৯৩।
৯৪৫. যঈফুল জামে' হা/৪০৬৬; মিশকাত হা/৫১২০।
৯৪৬. শু'আবুল ঈমান হা/৮৩১১; মিশকাত হা/৫১২১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৯৪, ৯/১৮০ পৃঃ।
৯৪৭. যঈফ আত-তারগীব হা/১৭০৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯১৬; মিশকাত হা/৫১২১।

باب الظلم

অনুচ্ছেদ : যুলম-অত্যাচার প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٠٦٠) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَكُوْنُوْا إِمَّعَةً تَقُوْلُوْنَ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا وَإِنْ ظَلَمُوْا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوْا وإِن أساؤوا فَلَا تَظْلِمُوْا.

(১০৬০) হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা স্বার্থপর হয়ো না। তোমরা বলবে, যদি লোকেরা ভাল ব্যবহার করে তবে আমরাও ভাল ব্যবহার করব। আর যদি তারা যুল্ম করে তবে আমরাও যুল্ম করব। বরং তোমরা নিজেদেরকে এর উপর অভ্যস্ত কর যে, যদি লোকেরা ভাল ব্যবহার করে তবে তোমরাও ভাল ব্যবহার করবে, আর যদি তারা মন্দ আচরণ করে, তবুও তোমরা যুল্ম করবে না।[৯৪৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৪৯]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٠٦١) عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ.

(১০৬১) আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সেই বান্দাই মর্যাদায় নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হবে, যে অন্যের পার্থিব কল্যাণে নিজের আখেরাতে ধ্বংস করেছে।[৯৫০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৫১]

---

৯৪৮. তিরমিযী হা/২০০৭; মিশকাত হা/৫১২৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯০২।

৯৪৯. যঈফ তিরমিযী হা/২০০৭; যঈফুল জামে' হা/৬২৭১; আত-তারগীব হা/১৪৯৪; মিশকাত হা/৫১২৯।

৯৫০. ইবনু মাজাহ হা/৩৯৬৬; মিশকাত হা/৫১৩২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯০৫।

৯৫১. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩৯৬৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯১৫; যঈফুল জামে' হা/২০০৮; মিশকাত হা/৫১৩২।

(١٠٦٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الدَّوَاوِينُ ثَلَاثَةٌ دِيوَانٌ لَا يَغْفِرُهُ اللهُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَدِيوَانٌ لَا يَتْرُكُهُ اللهُ: ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ حَتَّى يَقْتَصَّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَدِيوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ فَذَاكَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ تَجَاوَزَ عَنْهُ.

(১০৬২) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমলনামার দফতর তিন প্রকার। (১) এমন দফতর যা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না। তা হল, আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করা। এই সম্পর্কে মহা-পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না'। (২) এমন দফতর; আল্লাহ তা'আলা তাকে এমনিতেই ছাড়বেন না। তা হল বান্দাদের মধ্যকার পারস্পরিক অত্যাচার, যতক্ষণ না একজনের নিকট হতে অপরজন প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। (৩) এমন আমলনামা, যার প্রতি আল্লাহ গুরুত্ব দিবেন না। তা হল, আল্লাহ ও বান্দাদের মধ্যকার যুল্ম বিষয়ক। এটা আল্লাহ তা'আলার মর্জির উপর ন্যস্ত। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাকে সাজা দিবেন। আর যদি ইচ্ছা করেন তাকে ক্ষমা করে দিবেন।[৯৫২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৫৩]

(١٠٦٣) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ اللهَ حَقَّهُ وَإِنَّ اللهَ لَا يَمْنَعُ ذَا حَقٍّ حَقَّهُ.

(১০৬৩) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তুমি মায্লুমের বদ্-দু'আ হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। কারণ সে আল্লাহ্র দরবারে নিজের হক প্রার্থনা করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা কোন হকদারকে তার হক হতে বঞ্চিত করেন না।[৯৫৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৫৫]

---

৯৫২. শু'আবুল ঈমান হা/৭৪৭৩; মিশকাত হা/৫১৩৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯০৬।
৯৫৩. যঈফুল জামে' হা/৩০২২; মিশকাত হা/৫১৩৩।
৯৫৪. শু'আবুল ঈমান হা/৭৪৬৪; মিশকাত হা/৫১৩৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯০৭।
৯৫৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬৯৭; মিশকাত হা/৫১৩৪।

(١٠٦٤) عَنْ أَوْسِ بْنِ شُرَحْبِيلَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ يُقَوِّيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ.

(১০৬৪) আওস ইবনু শুরাহবীল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি কোন যালিমের শক্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে চলে ; অথচ সে জানে যে, ঐ ব্যক্তি যালিম, তখন সে ইসলাম হতে বের হয়ে গেল।[৯৫৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৫৭]

باب الأمر بالمعروف

অনুচ্ছেদ : ভাল কাজের আদেশ প্রসঙ্গে

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٠٦٥) عَن أَبِىْ ثعلبةَ فِيْ قَوْلِهُ تَعَالَى عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضل إِذا اهْتَدَيْتُمْ فَقَالَ أَمَا وَاللهِ لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ بَلِ ائْتَمَرُوا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رأيتَ شُحّاً مُطاعاً وَهوى مُتَّبَعاً ودينا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِيْ رَأْيٍ بِرَأْيِهِ وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ وَدَعْ أَمْرَ الْعَوَامِّ فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ فَمَنْ صَبَرَ فِيْهِنَّ قَبَضَ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيْهِنَّ أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ؟ قَالَ أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ.

(১০৬৫) আবু ছা'লাবা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলার কালাম, নিজেকে রক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য। যে ব্যক্তি গোম্‌রাহ হয়েছে, সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যখন তোমরা হেদায়াতের উপর অবিচল থাকবে, সম্পর্কে বলেন, তিনি বলেন, শুনে নাও! আল্লাহ্‌র কসম! এই আয়াত সম্পর্কে আমি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছি। জবাবে তিনি বললেন, বরং তোমরা ভাল কাজের

৯৫৬. শু'আবুল ঈমান হা/৭৬৭৫; মিশকাত হা/৫১৩৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯০৮।
৯৫৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/৭৫৮, ৫৩৬৭; মিশকাত হা/৫১৩৫।

আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ হতে বাধা প্রদান কর। অবশেষে যখন তুমি দেখবে কৃপণতা অনুসরণ করা হয়, প্রবৃত্তির পূজা করা হয়, ইহকালকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীয় জ্ঞানের অহমিকায় মত্ত হয়; আর তুমি এমন অবস্থা দেখবে যাতে জড়িয়ে পড়া ব্যতীত তোমার কোন উপায় থাকবে না, তখন তুমি নিজেকে রক্ষা করে চল। আর সাধারণ মানুষদেরকে তাদের অবস্থার উপরে ছেড়ে দাও। আর এটা এই জন্য যে, তোমাদের পরবর্তী যুগ ধৈর্যের যুগ। সুতরাং যে সুগে যে ধৈর্যধারণ করবে, সে যেন জ্বলন্ত কয়লা মুঠোর মধ্যে রাখল। এই অবস্থায় যে ব্যক্তি দ্বীনের কাজে দৃঢ় থাকবে, তার মত পঞ্চাশ জন আমলকারীর সমপরিমাণ প্রতিদান সে পাবে। বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! সেই পঞ্চাশ জন কি তাদের মধ্য হতে ? তিনি বললেন, না; বরং তোমাদের মধ্য হতে পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ প্রতিদান পাবে।[৯৫৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৫৯]

(١٠٦٦) عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمًا صَلاَةَ الْعَصْرِ بِنَهَارٍ ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا يَكُوْنُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَخْبَرَنَا بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ وَكَانَ فِيمَا قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْها فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ أَلاَ فَاتَقُوْا الدُّنْيَا وَاتَقُوْا النِّسَاءَ وَكَانَ فِيمَا قَالَ أَلاَ لاَ يَمْنَعَنَّ رَجُلاً هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُوْلَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ قَالَ فَبَكَى أَبُوْ سَعِيد فَقَالَ قَدْ وَاللهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهِبْنَا وَكَانَ فِيمَا قَالَ أَلاَ إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ وَلاَ غَدْرَةَ أَعْظَمَ مِنْ غَدْرَةِ إِمَامِ عَامَّةٍ يُرْكَزُ لِوَاؤُهُ عِنْدَ اسْتِهِ وَكَانَ فِيمَا حَفِظْنَا يَوْمَئِذٍ أَلاَ إِنَّ بَنِى آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا

৯৫৮. তিরমিযী হা/৩০৫৮; ইবনু মাজাহ হা/৪০১৪; মিশকাত হা/৫১৪৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯১৭।

৯৫৯. যঈফ তিরমিযী হা/৩০৫৮; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৪০১৪; মিশকাত হা/৫১৪৪।

كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمُ الْبَطِيءَ الْغَضَبِ سَرِيْعَ الْفَيْءِ وَمِنْهُمْ سَرِيعُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْءِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفَيْءِ أَلاَ وَخَيْرُهُمْ بَطِيءُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْءِ أَلاَ وَشَرُّهُمْ سَرِيْعُ الْغَضَبِ بَطِيءُ الْفَيْءِ أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمْ حَسَنَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ وَمِنْهُمْ سَيِّئُ الْقَضَاءِ حَسَنُ الطَّلَبِ وَمِنْهُمْ حَسَنُ الْقَضَاءِ سَيِّئُ الطَّلَبِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمُ السَّيِّئَ الْقَضَاءِ السَّيِّئَ الطَّلَبِ أَلاَ وَخَيْرُهُمُ الْحَسَنُ الْقَضَاءِ الْحَسَنُ الطَّلَبِ أَلاَ وَشَرُّهُمْ سَيِّئُ الْقَضَاءِ سَيِّئُ الطَّلَبِ أَلاَ وَإِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ أَمَا رَأَيْتُمْ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ أَوْدَاجِه فَمَنْ أَحَسَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَلْصَقْ بِالأَرْضِ قَالَ وَجَعَلْنَا نَلْتَفِتُ إِلَى الشَّمْسِ هَلْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلاَ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيْمَا مَضَى مِنْهَا إِلاَّ كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيْمَا مَضَى مِنْهُ.

(১০৬৬) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আসরের পর আমাদের মাঝে বক্তৃতার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন, এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে তার সব কিছুই আলোচনা করলেন। সেই কথাগুলোযে স্মরণ রাখতে পেরেছে, সে স্মরণ রেখেছে; আর যে ভুলবার সে ভুলে গেছে। উক্ত ভাষণে তিনি যা বলেছেন, তন্মেধ্যে দুনিয়া মিষ্টি ও সুস্বাদু। আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীতে তোমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তাকিয়ে আছেন, তোমরা কী কাজ করছ। সাবধান! দুনিয়া হতে বেঁচে থাক এবং বেঁচে থাক নারী সম্প্রদায় হতে। তিনি আরও বলেছেন, প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামতের দিন দুনিয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গ পরিমাণ একটি পতাকা হবে। রাষ্ট্র পরিচালকের অঙ্গীকার ভঙ্গই হবে সর্বাপেক্ষা বড়। তার পতাকা তার পশ্চাদ্দেশের নিকটই পোঁতা হবে। তিনি আরও বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন মানুষের ভয়ে ন্যায় ও সত্য কথা বলা হতে বিরত না থাকে, যখন সে তাকে সত্য বলে জানে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যদি তোমাদের কেউ কোন মন্দ কাজ দেখে, সে যেন কারো ভয়ে তা প্রতিরোধ করতে বিরত না থাকে। এতদশ্রবণে বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, নিশ্চয় আমরা অন্যায় হতে দেখেছি, কিন্তু মানুষের ভয়ে সেই সম্পর্কে

মুখ খুলে নিষেধ করতে পারি নি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, স্মরণ রাখিও ! আদম সন্তানকে বিভিন্ন শ্রেণীতে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যে মুমিন হিসোবে জন্মলাভ করে, মুমিন হিসাবে জীবন কাটায় এবং মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, যে জন্ম হয় কাফের হিসাবে, কাফের হিসাবে জীবন অতিবাহিত করে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আবার কেউ কেউ এমনও আছে, যে মুমিন হিসাবে জন্মগ্রহণ করে, মুমিন অবস্থায় জীবন যাপন করে এবং মৃত্যুবরণ করে কাফের অবস্থায়। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, যে জন্ম লাভ করে কাফের হিসাবে, জীবন কাটায় কাফের অবস্থায়, কিন্তু মৃত্যুবরণ করে মুমিন অবস্থায়। অতঃপর বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ক্রোধ সম্পর্কে আলোচনা করলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে যে, সে শীঘ্র রাগ হয় আবার শীঘ্র ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ফলে একটি অপরটির সম্পূরক। আবার কেউ কেউ এমন আছে, যে দেরীতে রাগ হয় এবং ঠাণ্ডাও হয় দেরীতে। ইহাও একটি অপরটির ক্ষতিপূরক। তবে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা মন্দ, যে তাড়াতড়ি ক্রোধান্বিত হয় এবং তা প্রশমিত হয়ে যায়। আর সেই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা মন্দ, যে তাড়াতাড়ি ক্রোধান্বিত হয় এবং তা প্রশমিত হয় দেরীতে। তারপর তিনি বললেন, তোমরা ক্রোধ হতে বেঁচে থাক। কারণ তা হল আদর্শ সন্ত ানের অন্তরে একটি জ্বলন্ত অঙ্গার। তোমরা কি দেখ না; তার রগ-শিরা-উপশিরাসমূহ ফুলে উঠে এবং চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে যায়? সুতরাং তোমাদের কেউ যখন ক্রোধ উপলব্ধি করে তখন সে যেন শুয়ে পড়ে এবং যমীনের সাথে মিশে থাকে। আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, অতঃপর তিনি ‘ঋণ’ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যে উত্তম ব্যবহারে ঋণ পরিশোধ করে। আর যখন তার পাওনা উসুল করতে যায় তখন অশ্লীল ব্যবহার করে। ফলে ইহার একটি অপরটির সম্পূরক। আবার কেউ এমন আছে, যে ঋণ পরিশোধকালে মন্দ আচরণ করে এবং কারো নিকট পাওনা হলে উসুল করার সময় সুন্দর ব্যবহারে উসুল করবে। ইহাতেও একটি অপরটির সম্পূরক। তবে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে-ই, যে ঋণ পরিশোধ করতে ভাল ব্যবহার করে এবং কারো নিকট হতে পাওনা উসুলের সময়ও ভাল ব্যবহার করে। আর তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা মন্দ, যে পরিশোধ করতে খারাপ আচরণ প্রদর্শন করে এবং কারো নিকট হতে নিজে পাওনা হলে তার সাথেও দুর্ব্যবহার করে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, এতক্ষণে সূর্য

খেজুর গাছের মাথায় এবং দেওয়ালের কিনারায় পৌঁছল। এই সময় তিনি বললেন, জেনে রাখ! আজকের পূর্ণ একটি দিনের যে ক্ষুদ্র সময়টুকু এখনও বাকী আছে, অনুরূপভাবে এই দুনিয়ারও অতীতের তুলনায় এতটুকু পরিমাণই অবশিষ্ট আছে।[৯৬০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৬১]

(١٠٦٧) عَنْ عَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ الْكِنْدِيَّ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا مَوْلًى لَنَا أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّي يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ لا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُوْنَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوْهُ فَلا يُنْكِرُوْهُ فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَذَّبَ اللهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ.

(১০৬৭) আদী ইবনে আদী আলকিনদী (রহঃ) বলেন, আমাদের আযাদকৃত এক গোলাম বলেছেন, তিনি আমার দাদাকে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা কোন বিশেষ ব্যক্তির (মন্দ) কাজের দরুন ব্যাপকভাবে শাস্তি দেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা উক্ত মন্দকে তাদের মাঝে হচ্ছে দেখেও প্রতিরোধ করে না। অথচ তারা তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে। যখন তারা এরূপ নীরবতা অবলম্বন করে, তখন আল্লাহ তা'আলা বিশেষ দোষী ও সাধারণ লোককে শাস্তি প্রদান করেন।[৯৬২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৬৩]

(١٠٦٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمَّا وَقَعَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ فِيْ الْمَعَاصِي نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا فَجَالَسُوْهُمْ فِيْ مَجَالِسِهِمْ وَآكَلُوْهُمْ وَشَارَبُوْهُمْ فَضَرَبَ اللهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَلَعَنَهُمْ عَلَى لسان دَاوُد وَعِيْسَى ابْن مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُوْنَ قَالَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ

৯৬০. তিরমিযী হা/২১৯১; মিশকাত হা/বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯১৮।
৯৬১. তিরমিযী হা/২১৯১; তারগীব হা/১৬৪১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪২৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯১৮।
৯৬২. শারহুস সুন্নাহ ১/৯৯২ পৃঃ; আহমাদ হা/১৭৭৫৬; মিশকাত হা/৫১৪৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯২০।
৯৬৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩১১০; মিশকাত হা/৫১৪৭।

لَا وَالذيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ حَتَّى تَأْطِرُوْهُمْ أَطْرًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَفِيْ رِوَايَتِهِ قَالَ كَلَّا وَاللهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطِرنه عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللهُ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ.

(১০৬৮) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বনী ইসরাঈল যখন পাপাচারে লিপ্ত হল, তখন তাদের আলেমগণ (প্রথম প্রথম) তাদেরকে এই কাজে বাধা দিল। কিন্তু তারা বিরত হল না। অতঃপর ঐ সমস্ত উলামাগণ তাদের সাথে উঠা-বসা ও খানা-পিনায় শরীক হয়ে পড়ল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের পরস্পরের অন্তরকে পাপাচারে কলুষিত করে দিলেন। তখন তিনি দাউদ (আঃ) ও ঈসা ইবনু মরিয়মের ভাষায় তাদের উপর লা'নৎ করলেন। আর এটা এই কারণে যে, তারা (আল্লাহ্‌র) নাফরমানীতে লিপ্ত হয় এবং সীমালঙ্ঘন করে। বর্ণনাকারী বলেন, এই সময় রাসূল (ছাঃ) হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত রেহাই পাবে না, যতক্ষণ যালিম ও পাপীদেরকে তাদের পাপকার্যে বাধা প্রদান না করবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং যালিমের হস্তদ্বয় ধরে ফেলবে। তাকে ভাল কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত করবে এবং ভাল কাজের উপর তাকে বাধ্য করবে। নতুবা তিনি তোমাদের পরস্পরের অন্তরকে পাপে কলুষিত করে দিবেন। অতঃপর বনী ইসরাঈলকে যেভাবে অভিশাপ করেছেন তোমাদেরকেও অনুরূপভাবে অভিশাপ করবেন।[৯৬৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৬৫]

(١٠٦٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ رِجَالًا تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ.

৯৬৪. আবুদাউদ হা/৪৩৩৬; তিরমিযী হা/৩০৪৭; মিশকাত হা/৫১৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯২১, ৯/১৯৫ পৃঃ।
৯৬৫. যঈফ আবুদাউদ হা/৪৩৩৬; যঈফ তিরমিযী হা/৩০৪৭; যঈফুল জামে' হা/৪৭৭৩; যঈফ আত-তারগীব হা/১৩৮৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/১১০৫; মিশকাত হা/৫১৪৮।

(১০৬৯) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মি'রাজের রাত্রে আমি এমন কতিপয় লোকদেরকে দেখেছি, আগুনের কাঁচি দ্বারা যাদের ঠোঁট কাটা হয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এরা কারা? বললেন, ইহারা আপনার উম্মতের বক্তাগণ, যারা মানুষদেরকে ভাল ভাল কাজের জন্য আদেশ করত আর নিজেদেরকে ভুলে থাকত।[৯৬৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৬৭]

(١٠٧٠) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ خُبْزًا وَلَحْمًا وَأُمِرُوا أَنْ لَا يَخُوْنُوْا وَلَا يَدَّخِرُوْا لِغَدٍ فَخَانُوْا وَادَّخَرُوْا وَرَفَعُوْا لِغَدٍ فمُسِخوْا قَردةً وخَنازيْرَ.

(১০৭০) আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আকাশ হতে রুটি-গোশত ইত্যাদির খাঞ্চা নাযিল করা হয় এবং তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন খেয়ানত না করে এবং আগামীকালের জন্য সঞ্চয় করে না রাখে। কিন্তু তারা খেয়ানতও করল, সঞ্চয়ও করল এবং আগামীকালের জন্য জন্য কিছু তুলেও রাখল। ফলে তাদের আকৃতি বানর ও শূকরে বিকৃত করে দেওয়া হল।[৯৬৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৬৯]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٠٧١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّهُ يُصِيْبُ مِنْ أُمَّتِيْ آخِرَ الزَّمَانِ مِنْ سُلْطَانِهِمْ شَدَائِدُ لَا يَنْجُوْ مِنْهُ إِلَّا رَجُلٌ عَرَفَ دِيْنَ اللهِ فَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللهِ فَسَكَتَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَأَى مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ أَحَبَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ رَأَى مَنْ يَعْمَلُ بِبَاطِلٍ أَبْغَضَهُ عَلَيْهِ فَذَلِكَ يَنْجُوْ عَلَى إِبْطَائِهِ كُلِّهِ.

---

৯৬৬. শু'আবুল ঈমান হা/৪৮৬৬; মিশকাত হা/৫১৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯২২।
৯৬৭. মিশকাত হা/৫১৪৯।
৯৬৮. তিরমিযী হা/৩০৬১; মিশকাত হা/৫১৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯২৩।
৯৬৯. যঈফ তিরমিযী হা/ ৩০৬১; মিশকাত হা/৫১৫০।

(১০৭১) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, শেষ যমানায় আমার উম্মতের উপর তাদের শাসকদের তরফ হতে কঠিন কঠিন বিপদ পৌঁছতে থাকবে। আল্লাহ্‌র দ্বীন সম্পর্কে সম্যক অবহিত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই তা হতে রেহাই পাবে না। সে তার মুখ-হাত এবং পরিশেষে অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে। বস্তুতঃ এমন ব্যক্তির জন্যই তার সৌভাগ্য সুপ্রসন্ন ও অগ্রগামী রয়েছে; আর এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দ্বীন সম্পর্কে অবগত হয়ে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর তৃতীয় পর্যায়ে এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দ্বীন সম্পর্কে ওয়াকিফ আছে বটে; কিন্তু নীরবতা অবলম্বন করেছে। তার নীতি হল, যদি কাউকেও ভাল কাজ করতে দেখে তখন তাকে ঐ কাজের প্রেক্ষিতে ভালবাসে। পক্ষান্তরে যদি কাউকে অন্যায় কাজ করতে দেখে তখন ঘৃণা করে। এই ব্যক্তিও ভালবাসা এবং বিদ্বেষ অন্তরে পোষণ করার দরুন পরিত্রাণ পাবে।[৯৭০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৭১]

(١٠٧٢) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا قَالَ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ اقْلِبْهَا عَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيْ سَاعَةً قَطُّ.

(১০৭২) জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা জিবরীল (আঃ)-কে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক অমুক শহরকে তার অধিবাসীসহ উল্টিয়ে দাও। তিনি বললেন, হে প্রভু! তাদের মধ্যে তো আপনার অমুক এক বান্দা আছে, যে মুহূর্তের জন্যও আপনার নাফরমানী করেনি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, তার ও তাদের সকলের উপরই শহরটিকে উল্টিয়ে দাও। কারণ তার সম্মুখে পাপাচার হতে দেখে মুহূর্তের জন্যও তার চেহারা মলিন হয়নি।[৯৭২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে আম্মার ইবনু সাইফ ও উবাইদ ইবনু ইসহাক্ব আল-আত্ত্বার নামে দুই জন যঈফ রাবী আছে। ইমাম দারাকুৎনী, যাহাবীসহ প্রমুখ মুহাদ্দিছ তাকে যঈফ বলেছেন।[৯৭৩]

---

৯৭০. শু'আবুল ঈমান হা/৭১৮১; মিশকাত হা/৫১৫১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯২৪।
৯৭১. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৭২৫; মিশকাত হা/৫১৫১।
৯৭২. শু'আবুল ঈমান হা/৭৫৯৫; মিশকাত হা/৫১৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯২৫, ৯/১৯৭ পৃঃ।
৯৭৩. শু'আবুল ঈমান হা/৭৫৯৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯০৪, মিশকাত হা/৫১৫২।

كتاب الرقاق

অধ্যায় : মন-গলানো উপদেশমালা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٠٧٣) عَنْ جَابِرٍ قَالَ ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِعِبَادَةٍ وَاجْتِهَادٍ وَذُكِرَ آخَرُ بِرِعَّةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَعْدِلْ بِالرِّعَّةِ يَعْنِي الْوَرَعَ.

(১০৭৩) জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এমন এক ব্যক্তির আলোচনা করা হল, যে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীতে খুব চেষ্টা করে এবং এমন আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হল কিন্তু সে পরহেযগারী অবলম্বন করে। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তার পরহেযগারীর সমতুল্য হতে পারবে না।[৯৭৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৭৫]

(١٠٧٤) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْتَظِرُ أَحَدُكُمْ إِلَّا غِنًى مُطْغِيًا أَوْ فَقْرًا مُنْسِيًا أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَوِ الدَّجَّالَ فَالدَّجَّالُ شَرُّ غَائِبٌ يُنْتَظَرُ أَوِ السَّاعَةَ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ

(১০৭৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তোমাদের কেউ শুধু এমন ধনী হওয়ার প্রতীক্ষায় রয়েছে যা পাপাচারে লিপ্ত করবে অথবা এমন দরিদ্রতার যা আল্লাহকে ভুলিয়ে দিবে। অথবা এমন ব্যাধির যা ধ্বংসকারী হবে। অথবা এমন বার্ধক্যের যা বিবেকশূন্য করে ফেলবে অথবা মৃত্যুর যা অতর্কিতে আগমন করবে অথবা দাজ্জালের; আর দাজ্জাল তো অপেক্ষমাণ অদৃশ্য বিষয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ অথবা কিয়ামতের, অথচ কিয়ামত হল অত্যন্ত কঠিন ও তিক্ত জিনিস।[৯৭৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৭৭]

(١٠٧٥) عَنْ أَبِىْ مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى.

---

৯৭৪. তিরমিযী হা/২৫১৯; মিশকাত হা/৫১৭৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৪৬, ৯/২০৫ পৃঃ।
৯৭৫. যঈফ তিরমিযী হা/২৫১৯; মিশকাত হা/৫১৭৩।
৯৭৬. তিরমিযী হা/২৩০৬; মিশকাত হা/৫১৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৪৮, ৯/২০৬ পৃঃ।
৯৭৭. যঈফ তিরমিযী হা/২৩০৬; মিশকাত হা/৫১৭৯।

(১০৭৫) আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসে সে তার আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, পক্ষান্তরে যে আখেরাতকে মহব্বত করে, সে সেই পরিমাণ দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। সুতরাং যা অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে তার উপর তাকে প্রাধান্য দাও যা চিরস্থায়ী থাকবে।[৯৭৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৭৯]

(١٠٧٦) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لُعِنَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَلُعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ.

(১০৭৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, দীনারের লোভীর উপর অভিশাপ এবং দিরহামের লোভীর উপর অভিশাপ।[৯৮০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৮১]

(١٠٧٧) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ النَّفَقَةُ كُلُّهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا الْبِنَاءَ فَلَا خَيْرَ فِيْهِ.

(১০৭৭) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেকটি খরচ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ব্যয় করার মধ্যে গণ্য– ঘর-বাড়ী ব্যতীত। কারণ তাতে কোন কল্যাণ নেই।[৯৮২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৮৩]

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا وَنَحْنُ مَعَهُ فَرَأَى قُبَّةً مُشْرِفَةً فَقَالَ مَا هَذِه؟ قَالَ أَصْحَابُهُ: هَذه لفُلَان رَجُلٍ منَ الْأَنْصَار فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِيْ نَفْسه حَتَّى إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِيْ النَّاسُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ صَنَعَ ذَلكَ مرارًا حَتَّى عرفَ الرجلُ الغضبَ فيْه والإعراضَ فشَكَا ذَلكَ إِلَى أَصْحَابه وَقَالَ وَالله إِنِّيْ لَأُنْكرُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. قَالُوْا خَرَجَ فَرَأَى قُبَّتَكَ فَرَجعَ الرَّجُلُ إِلَى قُبَّته فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا

৯৭৮. আহমাদ হা/১৯৭১২; মিশকাত হা/৫১৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৫২।
৯৭৯. আহমাদ হা/১৯৭১২; মিশকাত হা/৫১৭৯।
৯৮০. তিরমিযী হা/২৩৭৫; মিশকাত হা/৫১৮০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৫৩, ৯/২০৭ পৃঃ।
৯৮১. যঈফ তিরমিযী হা/২৩৭৫; যঈফুল জামে' হা/৪৬৯৫; মিশকাত হা/৫১৮০।
৯৮২. তিরমিযী হা/২৪৮২; মিশকাত হা/৫১৮৩; বঙ্গানুবাদ হা/৪৯৫৬, ৯/২০৮ পৃঃ।
৯৮৩. যঈফ তিরমিযী হা/২৪৮২; মিশকাত হা/৫১৮৩।

بِالْأَرْضِ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَهَا قَالَ مَا فَعَلَت الْقُبَّةُ؟ قَالُوْا شَكَا إِلَيْنَا صَاحِبُهَا إِعْرَاضَكَ فَأَخْبَرْنَاهُ فَهَدَمَهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّ كَلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا مَا لَا إِلَّا مَا لَا يَعْنِيْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ.

(১০৭৮) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (ছাঃ) বের হলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। এই সময় তিনি একটি উঁচু গম্বুজ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? ছাহাবীগণ বললেন, ইহা অমুক আনছারী ব্যক্তির। এটা শুনে তিনি নীরব থাকলেন এবং তা নিজের মনেই রাখলেন। অবশেষে যখন সেই বাড়ীওয়ালা এসে লোকজনের মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর অসন্তুষ্টি এবং তার দিক হতে মুখ ফিরান অনুধাবন করে ছাহাবীদের নিকট ব্যাপারটি প্রকাশ করল এবং বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি রাসূল (ছাঃ)-এর অসন্তুষ্টি দেখছি। তারা বললেন, রাসূল (ছাঃ) এই দিকে বের হয়ে তোমার গম্বুজটি দেখেন। এই কথা শুনে লোকটি তার গম্বুজের দিকে ফিরে গেল এবং তাকে ভেঙ্গে চুরমার করে যমীনের সাথে মিশিয়ে দিল। এর পর আবার একদিন রাসূল (ছাঃ) এই দিকে বের হলেন; কিন্তু গম্বুজটি দেখলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, গম্বুজটির কি হল? তারা বললেন, তার মালিক আমাদের নিকট এসে আপনার অসন্তুষ্টির কথা বললে আমরা তাকে ইহার কারণটি অবহিত করলাম, অতঃপর সে তাকে ভেঙ্গে ফেলেছে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সাবধান! একান্ত প্রয়োজনীয় ঘর ব্যতীত অন্য কোন ইমারত তার মালিকের জন্য বিপদ।[৯৮৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৮৫]

(١٠٧٩) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِيْ سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَثَوْبٌ يُوَارِي بِهِ عَوْرَتَهُ وجلف الْخبز وَالْمَاء.

(১০৭৯) ওছমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আদম সন্তানের জন্য বসবাসের জন্য বসবাসের একটি ঘর, লজ্জাস্থান ঢাকার একটি কাপড়, একখণ্ড শুকনা রুটি ও কিছু পানি ব্যতীত আর কিছুই রাখার অধিকার নেই।[৯৮৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৮৭]

---

৯৮৪. আবুদাউদ হা/৫২৩৭; মিশকাত হা/৫১৮৪; বঙ্গানুবাদ হা/৪৯৫৭।
৯৮৫. যঈফ আবুদাউদ হা/৫২৩৭; মিশকাত হা/৫১৮৪।
৯৮৬. তিরমিযী হা/২৩৪১; মিশকাত হা/৫১৮৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৫৯।
৯৮৭. যঈফ তিরমিযী হা/২৩৪১; মিশকাত হা/৫১৮৬।

(١٠٨٠) عَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَغْبَطُ أَوْلِيَائِي عِنْدِيْ لَمُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ ذُوْ حَظٍّ مِنَ الصَّلَاةِ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِيْ السِّرِّ وَكَانَ غَامِضًا فِيْ النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ نَقَدَ بِيَدِهِ فَقَالَ عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ قَلَّتْ بَوَاكِيهِ قَلَّ تُرَاثُه.

(১০৮০) আবু উমামা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, আমার বন্ধুদের মধ্যে সেই মুমিন ই আমার নিকট ঈর্ষার পাত্র, যে পার্থিব ঝামেলামুক্ত, ছালাতের ব্যাপারে সৌভাগ্যবান অর্থাৎ, আল্লাহ্র ইবাদত উত্তমরূপে আদায় করে এবং গোপনীয় অবস্থায় আল্লাহ্র আনুগত্যে থাকে। মানুষের কাছে গুমনাম বা অপরিচিত- তার প্রতি অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করা হয় না, তার রিযিক প্রয়োজন পরিমাণ হয় এবং তাতেই সে তুষ্ট থাকে। এই কথাগুলো বলে রাসূল (ছাঃ) নিজের হাতের অঙ্গুলীর মধ্যে চট্‌কী মারলেন এবং বললেন, এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন তাকে পেয়ে বসে। তার জন্য ক্রন্দনকারিণীও কম হয় এবং মীরাছী সম্পদও স্বল্প ছেড়ে যায়।[৯৮৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৮৯]

(١٠٨١) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُجَاءُ بِابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ فَيَقُوْلُ لَهُ أَعْطَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ فَمَا صَنَعْتَ؟ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ وَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ كُلِّهِ. فَيَقُوْلُ لَهُ أَرِنِيْ مَا قَدَّمْتَ. فَيَقُوْلُ رَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ وَتَرَكْتُهُ أَكْثَر ماكان فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ كُلِّهِ. فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ.

(১০৮১) আনাস (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে এমন অবস্থায় আনা হবে যেন সে একটি অসহায় বকরীর ছানা। অতঃপর তাকে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে দাঁড় করান হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি তোমাকে দান করেছিলাম, মালিক বানিয়েছিলাম এবং আমি তোমাকে নেয়ামত দান করেছিলাম, আমার সেই সমস্ত নিয়ামতকে কি কাজে ব্যয় করেছ? সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি তাকে সঞ্চয় করেছি, তাতে বৃদ্ধি করেছি এবং প্রথমে যা ছিল তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে ছেড়ে

---

৯৮৮. তিরমিযী হা/২৩৪৭; মিশকাত হা/৫১৮৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৬২, ৯/২১০ পৃঃ।
৯৮৯. যঈফ তিরমিযী হা/২৩৪৭; মিশকাত হা/৫১৮৯।

এসেছি। সুতরাং আমাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিন, আমি উক্ত সমুদয় সম্পদ আপনার নিকট নিয়ে আসব। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, যা কিছু তুমি আগে প্রেরণ করেছ তা আমাকে দেখাও। উত্তরে সে আবার বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে সঞ্চয় করেছি, তাতে বৃদ্ধি করেছি এবং পূর্বে যা ছিল তা হতে অধিক ছেড়ে এসেছি। সুতরাং আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন। তবে সমুদয় সম্পদ নিয়ে তোমার নিকট আসব। তখন প্রকাশ পাবে যে, সে এমন এক বান্দা, যে আখেরাতের জন্য কোন নেক আমল প্রেরণ করেনি। সুতরাং তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।[৯৯০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৯১]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٠٨٢) عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا زَهِدَ عَبْدٌ فِيْ الدُّنْيَا إِلَّا أَثْبَتَ اللهُ الْحِكْمَةَ فِيْ قَلْبِهِ، وَأَنْطَقَ لَهَا لِسَانَهُ وَبَصَّرَهُ عَيْبَ الدُّنْيَا وَدَاءَهَا وَدَوَاءَهَا وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ.

(১০৮২) আবুযার (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে বান্দা দুনিয়ার সম্পদ হতে বিমুখ থাকে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে জ্ঞান সৃষ্টি করেন এবং তার জিহ্বা দ্বারা তার প্রকাশ ঘটান। দুনিয়ার দোষ-ত্রুটি, তার ব্যধি ও নিরাময় তাকে দেখিয়ে দেন এবং তাকে দুনিয়া হতে বের করে দারুস সালামে পৌঁছে দেন।[৯৯২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৯৩]

(١٠٨٣) عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ اللهُ قَلْبَهُ لِلْإِيْمَانِ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيْمًا وَلِسَانَهُ صَادِقًا وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً وَخَلِيْقَتَهُ مُسْتَقِيْمَةً وَجَعَلَ أُذُنَهُ مُسْتَمِعَةً وَعَيْنَهُ نَاظِرَةً فَأَمَّا الْأُذُنُ فَقِمْعٌ وَأَمَّا الْعَيْنُ فَمُقِرَّةٌ لِمَا يُوْعِي الْقَلْبُ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ اللهُ قَلْبَهُ وَاعِيًا.

(১০৮৩) আবুযার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় সে সফলকাম যার অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা ঈমানের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, তার হৃদয়কে নিবৃত্ত করেছেন, রসনাকে সত্যভাষী, নফসকে স্থিতিশীল ও স্বভাবকে সঠিক করেছেন

৯৯০. তিরমিযী হা/২৪২৭; মিশকাত হা/৫১৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৬৮।
৯৯১. যঈফ তিরমিযী হা/২৪২৭; মিশকাত হা/৫১৯৫।
৯৯২. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১০৫৩২; মিশকাত হা/৫১৯৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৭২, ৯/২১৪ পৃঃ।
৯৯৩. আল-লাইল মাছনূ'আহ ২/২৭৭ পৃঃ; মিশকাত হা/৫১৯৯

এবং তার কানকে বানিয়েছেন শ্রবণকারী ও চক্ষুকে করেছেন দৃষ্টি দানকারী। বস্তুতঃ অন্তর যা সংরক্ষণ করে তার জন্য কান হল চুঙ্গির ন্যায় এবং চক্ষু হল স্থাপনকারী। আর নিশ্চয় ঐ ব্যক্তি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, যে তার অন্তরকে সত্য কথা সংরক্ষণকারী বানায়।[৯৯৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৯৫]

(١٠٨٤) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلْ مِنْ أَحَدٍ مَشَى عَلَى الْمَاءِ إِلَّا ابْتَلَّتْ قَدَمَاهُ قَالُوْا لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ كَذَلِكَ صَاحِبُ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ مِنَ الذُّنُوْبِ.

(১০৮৪) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ পা না ভিজিয়ে পানিতে চলতে পারে কি? তারা বললেন, না। তখন তিনি বললেন, অনুরূপভাবে কোন দুনিয়াদার গুনাহ হতে নিরাপদে থাকতে পারে না।[৯৯৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৯৭]

(١٠٨٥) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ وَأَكُوْنُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَلَكِنْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنْ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ.

(১০৮৫) জুবাইর ইবনু নুফাইর (রাঃ) মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার কাছে এই অহী পাঠান হয়নি যে, আমি যেন মা-সম্পদ সঞ্চয় করি এবং একজন ব্যবসায়ী হই, বরং আমাকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, "তুমি তোমার রব্বের প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠ কর এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং 'ইয়াকীন' বা মৃত্যু আসা পর্যন্ত তোমার প্রভুর ইবাদতে আত্মনিয়োগ কর।[৯৯৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[৯৯৯]

---

৯৯৪. আহমাদ হা/২১৩৪৮; শু'আবুল ঈমান হা/১০৮; মিশকাত হা/৫২০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৭৩।
৯৯৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৯৮৫; মিশকাত হা/৫২০০।
৯৯৬. শু'আবুল ঈমান হা/১০৪৫৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৭৪১; মিশকাত হা/৫২০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৭৮, ৯/২১৬ পৃঃ।
৯৯৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৭৪১; মিশকাত হা/৫২০৫।
৯৯৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/১৩১ পৃঃ; মিশকাত হা/৫২০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৭৯।
৯৯৯. মিশকাত হা/৫২০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৭৯।

(١٠٨٦) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتِعْفَافًا عَنْ مَسْأَلَة وَسَعْيًا عَلَى أَهْله وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِه جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا مُفَاخِرًا مُكَاثِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

(১০৮৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে দুনিয়ার মাল-সম্পদ অন্বেষণ করে ভিক্ষাবৃত্তি হতে বাঁচার জন্য, পরিবারের খরচ নির্বাহের উদ্দেশ্যে এবং প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণের লক্ষ্যে, সে আল্লাহ তা'আলার সাথে কিয়ামতের দিন এমনভাবে মিলিত হবে যে, তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে মাল অর্জন করল বটে; কিন্তু গর্ব, অহঙ্কার ও ধনের আধিক্য প্রকাশের নিয়তে, সে আল্লাহ তা'আলার সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তিনি তার উপর ভীষণভাবে রাগান্বিত হবেন।[১০০০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০০১]

(١٠٨٧)عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا لَمْ يُبَارَكْ لِلْعَبْدِ فِيْ مَالِهِ جَعَلَهُ فِي الْمَاءِ وَالطِّيْنِ.

(১০৮৭) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তির মাল-সম্পদে বরকত দান করা না হয়, তখন সে তাকে পানি ও মাটিতে ব্যয় করে।[১০০২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০০৩]

(١٠٨٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اتَقُوْا الْحَرَامَ فِي الْبُنْيَانِ فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْخَرَابِ

(১০৮৯) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা ঘর-বাড়ী তৈরীর মধ্যে হারাম মাল লাগানো হতে বেঁচে থাক। কারণ তা হল ধ্বংসের মূল।[১০০৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০০৫]

১০০০. বায়হাক্বী হা/১০৩৭৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/১০৩২; মিশকাত হা/৫২০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৮০, ৯/২১৭ পৃঃ।
১০০১. সিলসিলা যঈফাহ হা/১০৩২; মিশকাত হা/৫২০৭।
১০০২. শু'আবুল ঈমান হা/১০৭১৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৮২।
১০০৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯১৯; মিশকাত হা/৫২০৯।
১০০৪. শু'আবুল ঈমান হা/১০৭২২; মিশকাত হা/৫২১০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৮৩, ৯/২১৮ পৃঃ।
১০০৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬৯৯; মিশকাত হা/৫২১০।

(١٠٩٠) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ.

(১০৯০) আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, দুনিয়া ঐ ব্যক্তির ঘর, যার (আখেরাতে) ঘর নেই এবং ঐ ব্যক্তিরই মাল, যার কোন মাল নেই। আর দুনিয়ার জন্য সেই ব্যক্তিই সঞ্চয় করে যার আকল বা বুদ্ধি নেই।[১০০৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০০৭]

(١٠٩١) عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ خُطْبَتِهِ الْخَمْرُ جِمَاعُ الْإِثْمِ وَالنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ .

(১০৯১) হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, একদা তিনি এক ভাষণে বলেন, মদ হল পাপের সমষ্টি। নারী সম্প্রদায় শয়তানের ফাঁদ। দুনিয়ার মহব্বত সকল পাপের মূল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে ইহাও বলতে শুনেছি, তোমরা নারীদেরকে পিছনে সরিয়ে রাখ, যেভাবে আল্লাহ তাদেরকে সরিয়ে রেখেছেন।[১০০৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০০৯]

(١٠٩٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي الْهَوَى وَطُوْلُ الْأَمَلِ فَأَمَّا الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَأَمَّا طُوْلُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، وَهَذِهِ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ وَهَذِهِ الْآخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُوْنَ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَكُوْنُوْا مِنْ بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوْا فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِيْ دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابَ وَأَنْتُمْ غَدًا فِيْ دَارِ الْحِسَابِ وَلَا عَمَلَ.

(১০৯২) জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি আমার উম্মতের উপর দুই ব্যাপারে খুব বেশী ভয় করি। প্রবৃত্তির কামনা আর দীর্ঘ হায়াতের আকাঙ্ক্ষা। বস্তুতঃ প্রবৃত্তি মানুষকে ন্যায়নীতি গ্রহণ করা হতে বাধা দেয়। আর ধীর্ঘ হায়াতের আকঙ্ক্ষা আখেরাতকে ভুলিয়ে দেয়। এই যে দুনিয়া! ইহা প্রবাহমান প্রস্থানকারী এবং ঐ আখেরাত! তা প্রবাহমান আগমনকারী। আর ইহার

১০০৬. আহমাদ হা/২৪৪৬৪; শু'আবুল ঈমান হা/১০৬৩৭; বঙ্গনবাদ মিশকাত হা/৪৯৮৪।
১০০৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৬৯৪।
১০০৮. শু'আবুল ঈমান হা/১০০১৯; মিশকাত হা/৫২১২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৮৫, ৯/২১৮ পৃঃ।
১০০৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৮৪/৫; যঈফ আত-তারগীব হা/১৪১৪; মিশকাত হা/৫২১২।

প্রত্যেকটির সন্তানাদিও রয়েছে। অতএব যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায় আর তোমরা দুনিয়ার সন্তান না হয়ে থাকতে পার তবে তাই কর। কারণ আজ তোমরা আমলের গৃহে রয়েছ, কোন হিসাব-কিতাব নেই। আর আগামীকাল তোমরা আখেরাতের অধিবাসী হবে, আর সেখানে কোন আমল নেই।[১০১০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০১১]

(١٠٩٣) عَنْ عَمْرو أنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْماً فَقَالَ فِي خطْبَته أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يأكُلُ منْهَا الْبرّ والْفَاجر ألاَ وإنّ الآخرَةَ أجلٌ صَادقٌ يَقْضِي فِيْهَامَلكٌ قَادرٌ ألاَ وإنَّ الْخَيْرَ كُلَّه بحَذَافيْره في الْجنَّة ألاَ وإنَّ الْشّرَ كُلَّه بحَذَافيْره في النّار ألاَ فاعْلَمُوا وأنْتُمْ منَ الله عَلَى حَذر واعْلَموا أنَّكُمْ مُعْرَضون عَلَى أعمَالكم فَمَنْ يَعْمَلْ مثْقَالَ ذَرَّة خَيْراً يَره وَمَنْ يَعْمَلْ مثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا يَرَه "

(১০৯৩) আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম (ছাঃ) ভাষণদানকালে বললেন, সাবধান! দুনিয়া একটি অস্থায়ী জিনিস। তা হতে নেককার ও বদকার উভয়ই ভোগ করে। সাবধান! আখেরাত একটি সত্যিকার নির্দিষ্ট সময়। সেখানে বিচার করবেন এমন এক বাদশা যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সাবধান! সর্বপ্রকার কল্যাণের স্থান হল জান্নাত এবং সর্বপ্রকার মন্দের স্থান হল জাহান্নাম। সাবধান! সুতরাং তোমরা আমল কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর এই কথাটি ভালভাবে জেনে রাখ, তোমাদেরকে তোমাদের কৃতসর্মসহ উপস্থিত করা হবে। সুতরাং যে রেণু পরিমাণ নেক কাজ করবে সে তার ফল পাবে এবং যে ব্যক্তি রেণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তার ফল পাবে।[১০১২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০১৩]

(١٠٩٤) عَنْ شَدَّاد بن أَوْسٍ قَالَ سَمعْتُ رَسُوْلَ الله ﷺ، يَقُوْلُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ منْهَا الْبِرُّ وَالْفَاجرُ وَإِنَّ الآخرَةَ وَعَدٌ صَادقٌ يَحْكُمُ فيْهَا مَلكٌ قَادرٌ يُحقُّ بهَا الْحَقَّ وَيُبْطلُ الْبَاطلَ أَيُّهَا النَّاسُ كُونُوا أَبْنَاءَ الآخرَة وَلا تَكُوْنُوا أَبْنَاءَ دُنْيَا فَإِنَّ كُلَّ أُمٍّ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا.

১০১০. শু'আবুল ঈমান হা/১০৬১৬।

১০১১. আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ হা/১৩৬১; মিশকাত হা/৫২১৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৮৬, ৯/২১৯ পৃঃ।

১০১২. কানযুল আমাল ১৫/১৩৭২; মিশকাত হা/৫২১৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৮৮, ৯/২২০ পৃঃ।

১০১৩. কানযুল আমাল ১৫/১৩৭২; মিশকাত হা/৫২১৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৮৮, ৯/২২০ পৃঃ।

(১০৯৪) শাদ্দাদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, হে লোক সকল! দুনিয়া একটি অস্থায়ী সম্পদ। তা হতে পুণ্যবান ও পাপী উভয়ই ভোগ করে থাকে। আর আখেরাত একটি সত্য প্রতিশ্রুতি। সেখানে বিচার করবেন ন্যায়পরায়ণ সর্বময় শক্তির অধিকারী বাদশা। তিনি সত্যকে বহাল রাখবেন এবং বাতিলকে মুছে ফেলবেন। সুতরাং তোমরা আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কারণ প্রত্যেক মাতার সন্তান তার অনুগামী হয়ে থাকে।[১০১৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০১৫]

(١٠٩٥) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ قَالَ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدَّمَ وَقَالَ بَنُو آدَمَ مَا خَلَّفَ

(১০৯৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হাদীছটি নবী করীম (ছাঃ) পর্যন্ত পৌঁছে বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখন ফেরেশতাগণ বলেন, পরকালের জন্য অগ্রিম কি পাঠিয়েছে? আর মানুষেরা বলে, সে কি রেখে গিয়েছে?[১০১৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০১৭]

(١٠٩٦) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَجِىءُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الْقِيَامَة فَتَجِىءُ الصَّلَاةُ فَتَقُوْلُ يَا رَبِّ أَنَا الصَّلَاةُ فَيَقُوْلُ إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ فَتَجِىءُ الصَّدَقَةُ فَتَقُوْلُ يَا رَبِّ أَنَا الصَّدَقَةُ. فَيَقُوْلُ إِنَّك عَلَى خَيْرٍ ثُمَّ يَجِىءُ الصِّيَامُ فَيَقُوْلُ أَىْ يَا رَبِّ أَنَا الصِّيَامُ. فَيَقُوْلُ إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ ثُمَّ تَجِىءُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَلِكَ فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّك عَلَى خَيْرٍ ثُمَّ يَجِىءُ الإِسْلَامُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ أَنْتَ السَّلَامُ وَأَنَا الإِسْلَامُ. فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ بِكَ الْيَوْمَ آخُذُ وَبِكَ أُعْطِى. فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى كِتَابِه وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

(১০৯৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমলসমূহ উপস্থিত হবে। 'ছালাত' এসে বলবে, হে আমার রব্ব আমি ছালাত। আল্লাহ বলবেন, তুমি কল্যাণময়। অতঃপর ছাদাকা এসে বলবে, হে প্রভু! আমি ছাদাক্বাহ। আল্লাহ বলবেন, তুমি কল্যাণময়। অতঃপর সিয়াম এসে বলবে, হে রব্ব! আমি 'ছিয়াম'। আল্লাহ পাক বলবেন, তুমিও কল্যাণময়। অতঃপর অন্যান্য আমলসমূহ এরূপ

১০১৪. হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/২৬৪; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৩১৫১; মিশকাত হা/৫২১৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৮৯।

১০১৫. মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৩১৫১; মিশকাত হা/৫২১৭

১০১৬. শু'আবুল ঈমান হা/১০৭৫; মিশকাত হা/৫২১৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৯১।

১০১৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৭০৭; মিশকাত হা/৫২১৯।

আসবে এবং আল্লাহ তা'আলাও বলবেন, তুমি কল্যাণময়। তারপর 'ইসলাম' এসে বলবে হে প্রভু! তোমার এক নাম সালাম। আর আমি হলাম 'ইসলাম'। আল্লাহ্ বলবেন, তুমিও কল্যাণময়। বস্তুতঃ আজ আমি তোমার কারণেই পাকড়াও করব এবং তোমার অসীলায় ছওয়াবদান করব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন অন্বেষণ করে, তার কিছুই কবুল করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১০১৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০১৯]

(১০৯৭) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْد قَالَ تَلَا رَسُوْلُ الله ﷺ: فَمَنْ يُرِد اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ إِنَّ النُّورَ إِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ انْفَسَحَ فَقِيلَ يَا رَسُوْلَ الله، هَلْ لِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ يُعْرَفُ ؟ قَالَ نَعَمْ التَّجَافِيْ عَنْ دَارِ الْغُرُوْرِ وَالْإِنَابَةِ إِلَى دَارِ الْخُلُوْدِ وَالاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلِه.

(১০৯৭) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) একদা রাসূল (ছাঃ) এই আয়াতটি পাঠ করলেন, আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়াত দান করার ইচ্ছা করেন, তার অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করেদেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, হেদায়াতের আলো যখন অন্তরে প্রবেশ করে তখন তা উন্মুক্ত হয়ে যায়। তখন জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সেই অবস্থা জানার কোন চিহ্ন বা নিদর্শন আছে কি? বললেন, হ্যাঁ, আছে। প্রতারণার ঘর হতে দূরে সরে থাকা ও চিরস্থায়ী ঘর এর প্রতি ঝুঁকে পড়া এবং মৃত্যু আসার পূর্বে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা।[১০২০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০২১]

(১০৯৮) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ يُعْطَى زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقِلَّةَ مَنْطِق، فَاقْتَرِبُوْا مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُلَقِي الْحِكْمَةَ.

(১০৯৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) ও আবু খাল্লাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন , যখন তোমরা কোন বান্দাকে দেখবে যে, তাকে দুনিয়ার প্রতি অনীহা ও স্বল্পালাপী দান করা হয়েছে, তার নৈকট্য লাভ কর। কারণ তাকে সূক্ষ্ম জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।[১০২২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০২৩]

১০১৮. আহমাদ হা/৮৭২৭; মিশকাত হা/৫২২৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৯৬, ৯/২২২ পৃঃ।
১০১৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৭৮০; মিশকাত হা/৫২২৪।
১০২০. শু'আবুল ঈমান হা/১০৫৫২; মুসতাদরাক হা/৭৮৬৩; মিশকাত হা/৫২২৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০০০, ৯/২২৪ পৃঃ।
১০২১. মিশকাত হা/৫২২৮।
১০২২. শু'আবুল ঈমান হা/৪৯৮৫; মিশকাত হা/৫২২৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০০১, ৯/২২৫ পৃঃ।
১০২৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯২৩; মিশকাত হা/৫২২৯

باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي صلى الله عليه وسلم

অনুচ্ছেদ : গরীবদের ফযীলত ও নবী করীম (ছাঃ)-এর জীবন যাপন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٠٩٩) عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ بِصَعَالِيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ.

(১০৯৯) উমাইয়া ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আসীদ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি গরীব মুহাজিরদের অসীলায় বিজয় কামনা করতেন।[১০২৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০২৫]

(١١٠٠) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لا تَغْبِطَنَّ فَاجِرًا بِنِعْمَتِهِ فَإِنَّكَ لا تَدْرِيْ مَا هُوَ لاقٍ بَعْدَ مَوْتِهِ إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ قَاتِلا لا يَمُوْتُ يَعْنِى النَّارُ.

(১১০০) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা কোন ফাসেক বদকারের ধন-সম্পদ দেখে ঈর্ষায় পতিত হয়ো না। কারণ, তুমি জান না মৃত্যুর পর সে কি অবস্থার সম্মুখীন হবে। নিশ্চয় তার জন্য আল্লাহ্র নিকটে এমন সংহারকারী রয়েছে যার মৃত্যু নেই অর্থাৎ আগুন।[১০২৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০২৭]

(١١٠١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَسَنَتُهُ وَإِذَا فَارَقَ الدُّنْيَا فَارَقَ السِّجْنَ وَالسَّنَةَ.

(১১০১) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দুনিয়া হল মুমিন দের জন্য কয়েদখানা ও দুর্ভিক্ষ, আর যখন সে দুনিয়া ত্যাগ করল তখন সে জেলখানা ও দুর্ভিক্ষ উভয়টি হতে পরিত্রাণ পেল। অর্থাৎ, মুমিন সাধারণতঃ দুনিয়ার জীবনে অভাব-অনটন এবং বিভিন্ন ধরনের আপদ-বিপদে লিপ্ত থাকে।[১০২৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০২৯]

১০২৪. শারহুস সুন্নাহ ১/৯৭০ পৃঃ; মিশকাত হা/৫২৪৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০১৭, ৯/২৩২ পৃঃ।
১০২৫. যঈফ আত-তারগীব হা/১৮৫৮; মিশকাত হা/৫২৪৭।
১০২৬. শারহুস সুন্নাহ ১/৯৭৮ পৃঃ; মিশকাত হা/৫২৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০১৮।
১০২৭. যঈফুল জামে‘ হা/৬২৪৮; মিশকাত হা/৫২৪৮।
১০২৮. শারহুস সুন্নাহ ১/৯৭৮ পৃঃ।
১০২৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫৩৬; মিশকাত হা/৫২৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০১৯।

(١١٠٢) عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّكَ قَالَ انْظُرْ مَا تَقُوْلُ فقَالَ وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا لَلْفَقْرُ أسرعُ إِلَى من يحبُّنِيْ من السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ .

(১১০২) আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে এসে বলল, আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনি বললেন, একবার ভেবে দেখ তুমি কি বলছ! সে আবার বলল, আল্লাহ্র কসম আমি আপনাকে মহব্বত করি। এভাবে সে তিনবার বলল। এবার তিনি বললেন, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে দরিদ্রতার বর্ম প্রস্তুত করে রাখ। কারণ যে ব্যক্তি আমাকে মহব্বত করে, দরিদ্রতা তার কাছে বন্যার গতি অপেক্ষা তার দিকে অতি দ্রুত পৌঁছে।[১০৩০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৩১]

(١١٠٣) عَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْجُوعَ فَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَطْنِه عَنْ حَجَرَيْنِ.

(১১০৩) আবু তালহা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ক্ষুধার অভিযোগ করলাম এবং আমাদের প্রত্যেকের পেটের উপর এক একটি পাথর বাঁধা; জামা তুলে তা দেখালাম। তখন রাসূল (ছাঃ) তার কাপড় তুলে স্বীয় পেটের উপর বাঁধা দু'টি পাথর দেখালেন।[১০৩২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৩৩]

(١١٠٤) عَن أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ جُوعٌ فَأَعْطَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَمْرَةً تَمْرَةً.

(১১০৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একবার ছাহাবায়ে কেউাম ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে পড়লেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে এক একটি করে খেজুর দিলেন।[১০৩৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৩৫]

১০৩০. তিরমিযী হা/২৩৫০; মিশকাত হা/৫২৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০২২, ৯/২৩৩ পৃঃ।
১০৩১. যঈফ তিরমিযী হা/২৩৫০; মিশকাত হা/৫২৫২
১০৩২. তিরমিযী হা/২৩৭১; মিশকাত হা/৫২৫৪; বঙ্গানুবাদ হা/৫০২৪, ৯/২৩৪ পৃঃ।
১০৩৩. যঈফ তিরমিযী হা/২৩৭১; মিশকাত হা/৫২৫৪।
১০৩৪. তিরমিযী হা/২৪৭৪; মিশকাত হা/৫২৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০২৫।
১০৩৫. যঈফ তিরমিযী হা/২৪৭৪; মিশকাত হা/৫২৫৫।

(১১০৫) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيْهِ كَتَبَهُ اللهُ شَاكِرًا مَنْ نَظَرَ فِي دِيْنِهِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ وَنَظَرَ فِيْ دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا فَضَّلَهُ اللهُ عَلَيْهِ كَتَبَهُ اللهُ شَاكِرًا صَابِرًا. وَمَنْ نَظَرَ فِيْ دِيْنِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ وَنَظَرَ فِيْ دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَأَسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكْتُبْهُ اللهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(১১০৫) আমর ইবনু শো'আইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে, তিনি রাসূল (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, দু'টি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান আছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল লোকদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন। দ্বীনী ব্যাপারে যে ব্যক্তি নিজের চাইতে উত্তম ও উচ্চ মানের তার প্রতি দৃষ্টি রেখে তার অনুসরণ করে এবং পার্থিব ব্যাপারে সে এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে তার চাইতে নিম্নস্তরের। সুতরাং সে আল্লাহ্র প্রশংসা করে যে, আল্লাহ তাকে এই ব্যক্তির উপরে মর্যাদা দান করেছেন। তখন আল্লাহ্র প্রশংসা করে যে, আল্লাহ তাকে শোকরগোজার ও ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আর যে ব্যক্তি দ্বীনদারীর ব্যাপারে এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে তার চাইতে নিম্নস্তরের আর পার্থিব ব্যাপারে সে এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে তার চাইতে উচ্চ পর্যায়ের এবং সে আক্ষেপ করতে থাকে ঐ সকল বস্তুর জন্য যা হতে সে বঞ্চিত হয়েছে। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ শোকরগোজার ও ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেন না।[১০৩৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৩৭]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(১১০৬) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) দুনিয়ার মধ্য হতে তিনটি জিনিসকে ভালবাসতেন। খাদ্য, নারী ও সুগন্ধি। ইহার মধ্যে দু'টি তো তিনি লাভ করেছেন, আর একটি লাভ করেননি। লাভ করেছেন নারী ও সুগন্ধি। আর লাভ করেননি খাদ্য।[১০৩৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৩৯]

(১১০৭) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ رَضِيَ مِنَ اللهِ بِالْيَسِيْرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللهُ مِنْهُ بِالْيَسِيْرِ مِنَ الْعَمَلِ.

১০৩৬. তিরমিযী হা/২৫১২; মিশকাত হা/৫২৫৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০২৬।
১০৩৭. যঈফ তিরমিযী হা/২৫১২; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯২৪; মিশকাত হা/৫২৫৬।
১০৩৮. আহমাদ হা/২৪৪৮৪।
১০৩৯. মিশকাত হা/৫২৬০; বঙ্গানুবাদ হা/৫০৩০, ৯/২৩৭ পৃঃ।

(১১০৭) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অল্প রিযিকে পরিতৃপ্ত ও আল্লাহ্‌র ফায়সালায় সন্তুষ্টি, আল্লাহ তার অল্প আমলে সন্তুষ্ট হন।[১০৪০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৪১]

(১১০৮) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ جَاعَ أَوِ احْتَاجَ فَكَتَمَهُ النَّاسَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرْزُقَهُ رِزْقَ سَنَةٍ مِنْ حَلَالٍ.

(১১০৮) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে অভুক্ত ও অভাবী ব্যক্তি তার প্রয়োজনের কথা মানুষের নিকট গোপন করে তখন আল্লাহ্‌র যিম্মায় এই ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি হালালভাবে এক বছরের রিযিক তাকে পৌঁছাবেন।[১০৪২]

তাহক্বীক্ব : মুনকার।[১০৪৩]

(١١٠٩) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيرَ الْمُتَعَفِّفَ أَبَا الْعِيَالِ .

(১১০৯) ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঈমানদার গরীব পরিবারের বোঝা বহনকারী, অবৈধ উপায় বেঁচে থাকে, এমন বান্দাকে ভালবাসেন।[১০৪৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৪৫]

(١١١٠) عَن زيد بن أسلمَ قَالَ اسْتَسْقَى يَوْمًا عُمَرُ فَجِيءَ بِمَاءٍ قَدْ شِيبَ بعسلٍ فَقَالَ إِنَّه لطَيِّبٌ لَكِنِّيْ أَسْمَعُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَعَى عَلَى قَوْمٍ شَهَوَاتِهِمْ فَقَالَ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَأَخَافُ أَنْ تَكُوْنَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا فَلَمْ يشربْه.

(১১১০) যায়েদ ইবনু আসলাম (রাঃ) বলেন, একদিন ওমর (রাঃ) পান করার জন্য পানি চাইলেন। তখন তাঁর কাছে এমন পানি আনা হল যাতে মধু মিশ্রিত ছিল। তখন তিনি বললেন, ইহা খুব সস্বাদু বটে। তবে আমি আল্লাহ তা'আলাকে

১০৪০. শু'আবুল ঈমান হা/৪২৬৫; মিশকাত হা/৫২৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০৩৩, ৯/২৩৮ পৃঃ।
১০৪১. সিলসিলা হা/২৩৭৩; মিশকাত হা/৫২৬৩।
১০৪২. শু'আবুল ঈমান হা/৯৫৮১; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯২৭; মিশকাত হা/৫২৬৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০৩৪।
১০৪৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯২৭; মিশকাত হা/৫২৬৪।
১০৪৪. ইবনু মাজাহ হা/৪১২১; মিশকাত হা/৫২৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০৩৫।
১০৪৫. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৪১২১; সিলসিলা যইফাহ হা/৫১।

এমন এক কওমের উপর দোষারোপ করতে শুনেছি যারা নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। অর্থাৎ, আল্লাহ বলেছেন, তোমরা তোমাদের দুনিয়ার যিন্দেগীতেই তোমাদের প্রাপ্ত নিয়ামতের স্বাদ উপভোগ করিয়াছ। সুতরাং আমি আশংকা করছি, আমাদেরকেও আগে-ভাগে দুনিয়াতে তাড়াতাড়ি আমাদের নেক কাজের প্রতিদান দেওয়া হচ্ছে কি-না? এই বলে তিনি আর তা পান করলেন না।[১০৪৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৪৭]

باب استحباب المال والعمر للطاعة

অনুচ্ছেদ : ইবাদতের জন্য হায়াত ও দৌলতের আকাঙ্ক্ষা করা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١١١١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُنَادِي مُنَاد يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ أَبْنَاءُ السِّتِّيْنَ؟ وَهُوَ الْعُمُرُ الذيْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ.

(১১১১) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন একজন ঘোষণাকারী এই ঘোষণা করবেন; ষাট বছর বয়সপ্রাপ্ত লোকেরা কোথায়? ইহা বয়সের এমন একটি সীমা, যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আমরা কি তোমাদেরকে এমন বয়স দান করিনি যাতে কোন উপদেশ গ্রহণকারী উপদেশ গ্রহণ করতে পারে? অথচ তোমাদের নিকট ভীতি প্রদর্শনকারী আসিয়াছেন'।[১০৪৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৪৯]

باب التوكل والصبر

অনুচ্ছেদ : তাওয়াক্কুল ও ছবর প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١١١٢) عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الزَّهَادَةُ فِيْ الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيْم وَلَا إِضَاعَةِ الْمَال وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِيْ الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُوْنَ بِمَا فِيْ يَدَيْكَ أَوْثَقَ بِمَا فِيْ يَدِ اللهِ وَأَنْ تَكُوْنَ فِيْ ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا أَرْغَبَ فِيْها لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ.

১০৪৬. রাযীন, মিশকাত হা/৫২৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০৩৬, ৯/২৩৯ পৃঃ।
১০৪৭. যঈফ আত-তারগীব হা/১৯১৮; মিশকাত হা/৫২৬৬।
১০৪৮. শু'আবুল ঈমান হা/৯৭৭৩; মিশকাত হা/৫২৯২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০৬২, ৯/২৫০ পৃঃ।
১০৪৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫৮৪; যঈফুল জামে' হা/৬৬৮; মিশকাত হা/৫২৯২।

(১১১২) আবুযার (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কোন হালাল বস্তুকে হারাম করা এবং ধন-সম্পদকে ধ্বংস করার নাম দুনিয়া বর্জন নয়। বরং প্রকৃত দুনিয়া বর্জন হল, আল্লাহ তা'আলার কুদরতী হাতে যা আছে তা অপেক্ষা তোমার হতে যা আছে তাকে অধিক নির্ভরযোগ্য মনে না করা এবং যখন তোমার উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তখন সেই বিপদ তোমার উপর পতিত না হওয়ার পরিবর্তে ছওয়াবের আশায় তা বাকী থাকার প্রতি আগ্রহ বেশী হওয়া।[১০৫০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৫১]

(١١١٣) عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللهُ لَهُ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سُخْطُهُ بِمَا قَضَى اللهُ لَهُ.

(১১১৩) সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আদম সন্তানের সৌভাগ্য হল, আল্লাহ্র ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা, আর আদম সন্তানের দুর্ভাগ্য আল্লাহ্র কাছে কল্যাণ কামনা বর্জন করা। ইহাও আদম সন্তানের দুর্ভাগ্য যে, সে আল্লাহ্র ফয়সালায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে।[১০৫২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৫৩]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١١١٤) عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنِّي لَأَعْلَمُ آيَةً لَو أَخَذ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتْهُمْ مَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

(১১১৪) আবুযার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কুরআনের এমন একটি আয়াত আমি জানি, যদি লোকেরা তার প্রতি আমল করত, তবে তাই তাদের জন্য যথেষ্ট হত। তা হল 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে তিনি তার মুক্তির রাস্তা তৈরি করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা হতে রিযিক প্রদান করেন, যা সে ধারণাও করতে পারে না'।[১০৫৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৫৫]

১০৫০. ইবনু মাজাহ হা/৪১০০; তিরমিযী হা/২৩৪০; মিশকাত হা/৫৩০১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০৭১, ৯/২৫৫ পৃঃ।
১০৫১. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৪১০০; যঈফ তিরমিযী হা/২৩৪০; মিশকাত হা/৫৩০১।
১০৫২. তিরমিযী হা/২১৫১; মিশকাত হা/৫৩০৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০৭৩, ৯/২৫৬ পৃঃ।
১০৫৩. যঈফ তিরমিযী হা/২১৫১; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯০৬; মিশকাত হা/৫৩০৩।
১০৫৪. আহমাদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী।
১০৫৫. ইবনু মাজাহ হা/৪২২০; মিশকাত হা/৫৩০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০৭৫।

(١١١٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةٌ فَمَنْ أَتْبَعَ قَلْبَهُ الشُّعَبَ كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللهُ بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ كَفَاهُ الشِّعَبَ.

(১১১৫) আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক উপত্যকায় মানুষের অন্তরের ঘাঁটি রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তার অন্তরকে উক্ত প্রত্যেক ঘাঁটির দিকে ধাবিত করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার যে কোন ঘাঁটিতে ধ্বংস করতে পরওয়া করেন না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তিনি তার ঘাঁটিসমূহের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।[১০৫৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৫৭]

(١١١٦) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ أَنَّ عِبَادِى أَطَاعُونِى لَأَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَلَمَا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ

(১১১৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মহাপরাক্রমশালী পরওয়ারদিগার বলেন, যদি আমার বান্দাগণ আমার আনুগত্য করে, তাহলে আমি তাদেরকে রাত্রে বৃষ্টি বর্ষণ করব এবং দিনের বেলায় সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে দিব, আর মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের শব্দ তাদেরকে শুনাব না।[১০৫৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৫৯]

(١١١٧) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَهْلِه فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ الْحَاجَةِ خَرَجَ إِلَى الْبَرِّيَّةِ فَلَمَّا رَأَت امْرَأَتُهُ قَامَتْ إِلَى الرَّحَى فَوَضَعَتْهَا وَإِلَى التَّنُّورِ فَسَجَرَتْهُ ثُمَّ قَالَت اللهُمَّ ارْزُقْنَا فَنَظَرَتْ فَإِذَا الْجَفْنَةُ قَد امْتَلأَتْ قَالَ وَذَهَبَتْ إِلَى التَّنُّورِ فَوَجَدَتْهُ مُمْتَلِئاً قَالَ فَرَجَعَ الزَّوْجُ قَالَ أَصَبْتُمْ بَعْدِى شَيْئاً قَالَت امْرَأَتُهُ نَعَمْ مِنْ رَبِّنَا قَامَ إِلَى الرَّحَى فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَرْفَعْهَا لَمْ تَزَلْ تَدُورُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

১০৫৬. ইবনু মাজাহ হা/৪১৬৬; মিশকাত হা/৫৩০৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০৭৮, ৯/২৫৯ পৃঃ।
১০৫৭. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৪১৬৬; মিশকাত হা/৫৩০৯।
১০৫৮. আহমাদ হা/৮৬৯৩; মিশকাত হা/৫৩১০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০৭৯।
১০৫৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৮৩; মিশকাত হা/৫৩১০।

(১১১৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের নিকট আসল এবং যখন দেখল তারা ক্ষুধা ও উপবাসে পড়ে আছে, তখন সে ময়দানের দিকে বের হয়ে গেল। অতঃপর তার স্ত্রী যখন দেখল তার স্বামী খাদ্যের তালাশে বাইরে চলে গিয়েছে। তখন সে আটা পিষার চাক্কির কাছে গেল এবং চাক্কির এক পাট আরেক পাটের উপর রাখল, অতঃপর চুলার কাছে গিয়ে তাতে আগুল জ্বালাল। এরপর দু'আ করল, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের রিযক দান করুন। এরপর সে চাক্কির নীচের তাগারীটির প্রতি লক্ষ্য করে দেখল তা ভর্তি হয়ে রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সে রুটি তৈরি করার জন্য চুলার কাছে গিয়ে দেখে যে, সেখানের পাত্রটি রুটির দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর স্বামী ঘরে ফিরে জিজ্ঞেস করল, আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা কি কারো নিকট হতে কিছু পেয়েছ? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ, পেয়েছি। আমরা আমাদের রব্বের নিকট হতেই পেয়েছি। অতঃপর সে চাক্কির নিকট গিয়া তার পাটটি খুলে রাখল এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করল। তিনি বললেন, যদি সে চাক্কীর পাটটি না সরাত, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তা ঘুরতে থাকত।[১০৬০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৬১]

باب الرياء والسمعة

অনুচ্ছেদ : রিয়া ও সুমআ' সম্পর্কে বর্ণনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١١١٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بَيْنَا أَنَا فِيْ بَيْتِيْ فِيْ مُصَلَّايَ إِذْ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ فَأَعْجَبَنِي الْحَالُ الَّتِيْ رَآنِي عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَحِمَكَ اللهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ لَكَ أَجْرَانِ أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ.

(১১১৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! একদা আমি আমার ঘরে ছালাত আদায় করছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার নিকট আসল। সে আমাকে এই অবস্থায় দেখেছে বিধায় আমার মনে আনন্দ জাগল। তখন রাসূলল্লাহ্ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, হে আবু হুরায়রা! তোমার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে, একটি হল গোপনীয়তার কারণে; আর দ্বিতীয়টি হল ইবদত প্রকাশ হয়ে পড়ার কারণে।[১০৬২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৬৩]

১০৬০. আহমাদ হা/১০৬৬৭; মিশকাত হা/৫৩১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০৮০, ৯/২৬০ পৃঃ।
১০৬১. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৪০৬; মিশকাত হা/৫৩১১।
১০৬২. ইবনু মাজাহ হা/৪২২৬; মিশকাত হা/৫৩২২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০৯০, ৯/২৬৪ পৃঃ।
১০৬৩. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৪২২৬; মিশকাত হা/৫৩২২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪২৪৪।

(١١١٩) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ فِيْ آخرِ الزَّمَان رِجَالٌ يَخْتِلُوْنَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ يَلْبَسُوْنَ لِلنَّاسِ جُلُوْدَ الضَّأْنِ مِنَ اللِّينِ أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ السُّكَّرِ وَقُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الذِّئَابِ يَقُوْلُ اللهُ أَبِىْ يَغْتَرُّونَ أَمْ عليَّ يجترؤون؟ فَبِيْ حَلَفْتُ لَأَبْعَثَنَّ عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تدع الْحَلِيْم فِيْهِمْ حَيْرَانَ.

(১১১৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, শেষ যামানায় এমন কিছু সংখ্যক লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা দ্বীনের দ্বারা দুনিয়া হাছিল করবে। মানুষের দৃষ্টিতে বিনয়ভাব প্রকাশের জন্য মেষ-দুম্বার চামড়া পরিধান করবে তাদের মুখের ভাষা হবে চিনি অপেক্ষ মিষ্টি। পক্ষান্তরে তাদের অন্তর হবে ব্যাঘ্রের ন্যায়। আল্লাহ তা‘আলা এই জাতীয় লোকদের সম্পর্কে বলেন, এরা কি আমাকে ধোঁকা দিতে চায়, নাকি আমার উপরে ধৃষ্টতা পোষণ করছে? আমি আমার শপথ করে বলছি, আমি তাদের উপর তাদের মধ্য হতে এমন বিপদ প্রেরণ করব যাতে তাদের বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণও দিশাহারা হয়ে পড়বে।[১০৬৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৬৫]

(١١٢٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: لَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقًا أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ السُّكَّرِ وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ فَبِي حَلَفْتُ لَأُتِيحَنَّهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ فِيْهِمْ حَيْرَانَ فَبِيْ يَغْتَرُّوْنَ أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِؤُوْنَ؟

(১১২০) ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, মহান কল্যাণময় আল্লাাহ তা‘আলা বলেছেন, আমি এমন কতিপয় মাখলুক সৃষ্টি করেছি যাদের মুখের বাণী চিনি অপেক্ষা মিষ্টি। আর তাদের অন্তর মুছাব্বর অপেক্ষা তিক্ত। আমি আমার শপথ করে বলছি, আমি তাদের উপর এমন বিপর্যয় নাযিল করব যে, তদের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণও দিশাহারা হয়ে পড়বে। তারা কি আমাকে ধোঁকা দিতে চাইছে নাকি আমার উপর ধৃষ্টতা পোষণ করছে?[১০৬৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৬৭]

১০৬৪. তিরমিযী হা/২৪০৪; যঈফুল জামে‘ হা/৬৪১৯; মিশকাত হা/৫৩২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০৯১।
১০৬৫. যঈফ তিরমিযী হা/২৪০৪; যঈফুল জামে‘ হা/৬৪১৯; মিশকাত হা/৫৩২৩
১০৬৬. তিরমিযী হা/২৩০৫; মিশকাত হা/৫৩২৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০৯২, ৯/২৬৫ পৃঃ।
১০৬৭. যঈফ তিরমিযী হা/২৩০৫; মিশকাত হা/৫৩২৪।

(١١٢١) عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ فِيْ دِيْنِه وَدُنْيَاهُ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ.

(১১২১) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, দ্বীনদারী বা দুনিয়াবী উচ্চ মর্যাদার ব্যাপারে তার প্রতি অঙ্গুলী দ্বারা ইংগিত করা হয়। তবে সে এর আওতায় পড়বে না যাকে আল্লাহ হেফাযত করেছেন।[১০৬৮]

তাহক্বীক্ব : যইফ।[১০৬৯]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٢٢) عَن عمر بن الْخطاب أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلَى مَسْجد رَسُوْل الله ﷺ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَاعدًا عنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِيْ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ يُبْكِيْنِيْ شَيْءٌ سَمعْتُهُ منْ رَسُوْل الله ﷺ سَمعْتُ رَسُوْلَ الله ﷺ يَقُوْلُ إنَّ يَسيْرَ الرِّيَاء شرْكٌ وَمَنْ عَادَى للَّه وَليًا فقَدْ بَارَزَ اللهَ بِالْمُحَارَبَة إنَّ اللهَ يُحبُّ الْأَبْرَارَ الْأَتْقيَاءَ الْأَخْفيَاءَ الذيْنَ إِذَا غَابُوْا لَمْ يُتَفَقَّدُوْا وَإِنْ حَضَرُوْا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُقَرَّبُوْا قُلُوْبُهُمْ مَصَابِيْحُ الْهُدَى يَخْرُجُوْنَ منْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلمَة.

(১১২২) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর মসজিদের দিকে বের হয়ে মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে নবী করীম (ছাঃ)-এর রওযার পার্শ্বে ক্রন্দনাবস্থায় পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, আমাকে এমন একটি জিনিসে কাঁদাচ্ছে যা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি- 'রিয়া' এর সামান্য পরিমাণও শিরক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বন্ধুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে সে যেন আল্লাহ্র মোকাবিলায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা পুণ্যবান, আল্লাহভীরু, লোকচক্ষু হতে আত্মগোপনকারীদেরকে ভালবাসেন। তারা হল এমন সব ব্যক্তি যারা উপস্থিত হলেও কেউ তাদেরকে ডাকে না। আর তাদেরকে আপন জনদের পাশে বসায় না। তাদের অন্তর হল হেদায়াতের প্রদীপ। তারা প্রত্যেক অন্ধকারাচ্ছন্ন জীর্ণ-শীর্ণ কুটির হতে বের হয়।[১০৭০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৭১]

১০৬৮. শু'আবুল ঈমান হা/; মিশকাত হা/৫৩২৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০৯৪, ৯/২৬৬ পৃঃ।
১০৬৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/২২৩১; মিশকাত হা/৫৩২৬।
১০৭০. ইবনু মাজাহ হা/৩৯৮৯; মিশকাত হা/৫৩২৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০৯৬, ৯/২৬৭ পৃঃ।
১০৭১. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩৯৮৯; মিশকাত হা/৫৩২৮।

(١١٢٣) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلَانِيَةِ فَأَحْسَنَ وَصَلَّى فِي السِّرِّ فَأَحْسَنَ قَالَ اللهُ تَعَالَى هَذَا عَبْدِيْ حَقًّا.

(১১২৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন বান্দা যখন প্রকাশ্যে ছালাত আদায় করে তখন উত্তমভাবে আদায় করে এবং যখন নির্জনে ছালাত আদায় করে তখনও অনুরূপ উত্তমভাবেই আদায় কর। এমন বান্দা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, সেই আমার প্রকৃত বান্দা।[১০৭২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৭৩]

(١١٢٤) عَنْ مُعَاذ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَكُوْنُ فِىْ آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ إِخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءُ السَّرِيرَةِ فَقِيلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَكَيْفَ يَكُوْنَ ذَلِكَ قَالَ ذَلِكَ بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ وَرَهْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ.

(১১২৪) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, শেষ যামানায় এমন কতিপয় সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা বাহ্যতঃ হবে বন্ধু, পশ্চাতে হবে শত্রু। তখন জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! তা কিরূপে হবে? তিনি বললেন, তাদের কেউ কারো নিকট হতে স্বার্থের বশীভূত এবং একে অন্যের পক্ষ হতে শঙ্কিত হওয়ার কারণে।[১০৭৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৭৫]

(١١٢٥) عَنْ شَدَّاد قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى يُرَائِى فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِىْ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِى فَقَدْ أَشْرَكَ.

(১১২৫) শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করল সে শিরক করল। যে দেখানোর উদ্দেশ্যে ছিয়াম রাখল সে শিরক করল; আর যে দেখানোর জন্য ছাদাকা-খয়রাত করল সেও শিরক করল।[১০৭৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৭৭]

১০৭২. ইবনু মাজাহ হা/৪২০০; মিশকাত হা/৫৩২৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০৯৭।
১০৭৩. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৪২০০; মিশকাত হা/৫৩২৯।
১০৭৪. আহমাদ হা/২২১০৮; মিশকাত হা/৫৩৩০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০৯৮, ৯/২৬৮ পৃঃ।
১০৭৫. তাহক্বীক্ব আহমাদ হা/২২১০৮; মিশকাত হা/৫৩৩০।
১০৭৬. আহমাদ হা/১৭১৮০; মিশকাত হা/৫৩৩১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০৯৯।
১০৭৭. তাহক্বীক্ব আহমাদ হা/১৭১৮০; মিশকাত হা/৫৩৩১।

(١١٢٦) عَنْ شَدَّاد بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ بَكَى فَقِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ قَالَ شَيْئاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقُوْلُهُ فَذَكَرْتُهُ فَأَبْكَانِى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِى الشِّرْكَ وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتُشْرِكُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَمَّا إِنَّهُمْ لاَ يَعْبُدُوْنَ شَمْساً وَلاَ قَمَراً وَلاَ حَجَراً وَلاَ وَثَناً وَلَكِنْ يُرَاءُوْنَ بِأَعْمَالِهِمْ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ أَنْ يُصْبِحَ أَحَدُهُمْ صَائِماً فَتَعْرِضُ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ شَهَوَاتِهِ فَيَتْرُكُ صَوْمَهُ.

(১১২৬) শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি কাঁদছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল; কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, ঐ কথাটি আমাকে কাঁদাচ্ছে যা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি। এখন তার স্মরণ আমাকে কাঁদাচ্ছে। রাসূল (ছাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, আমি আমার উম্মতের উপর প্রচ্ছন্ন শিরক ও গোপন প্রবৃত্তির ভয় করছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আপনার পরে আপনার উম্মত কি শিরকে লিপ্ত হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, লিপ্ত হবে। অবশ্য তারা সূর্য, চন্দ্রের ইবাদত করবে না, পাথর এবং মূর্তির পূজা করবে না; কিন্তু নিজেদের আমলসমূহ মানুষকে দেখানোর নিয়তে করবে। আর গোপন প্রবৃত্তি হল, যেমন তাদের কেউ ছিয়াম অবস্থায় ভোর করল, এরপর তার সম্মুখে প্রবৃত্তির কোন চাহিদা উপস্থিত হলে সে ছিয়াম পরিত্যাগ করে দেয়।[১০৭৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৭৯]

(١١٢٧) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ سَرِيْرَةٌ صَالِحَةٌ أَوْ سَيِّئَةٌ أَظْهَرَ اللهُ مِنْهَا رِدَاءً مَا يُعْرَفُ بِهِ.

(১১২৭) ওছমান ইবনু আফফান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তির কোন ভাল বা মন্দ অভ্যাস গোপনীয়ভাবে থাকে, আল্লাহ তা'আলা তা কোন চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করে দেন। তার দ্বারা তার পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে।[১০৮০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৮১]

১০৭৮. আহমাদ হা/১৭১৬১; মিশকাত হা/৫৩৩২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১০০, ৯/২৬৯ পৃঃ।
১০৭৯. তাহক্বীক্ব আহমাদ হা/১৭১৬১; মিশকাত হা/৫৩৩২।
১০৮০. শু'আবুল ঈমান হা/৬৫৪৩; মিশকাত হা/৫৩৩৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১০৪, ৯/২৭০ পৃঃ।
১০৮১. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯২৯; মিশকাত হা/৫৩৩৬।

(١١٢٨) عَنِ الْمُهَاصِرَ بْنَ حَبِيب قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى إِنِّى لَسْتُ كُلَّ كَلَامِ الْحَكِيمِ أَتَقَبَّلُ وَلَكِنِّى أَتَقَبَّلُ هَمَّهُ وَهَوَاهُ فَإِنْ كَانَ هَمُّهُ وَهَوَاهُ فِى طَاعَتِى جَعَلْتُ صَمْتَهُ حَمْداً لِىْ وَوَقَاراً وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ.

(১১২৮) মুহাজির ইবনু হাবীব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতিটি কথা গ্রহণ করি না; বরং আমি তার নিয়ত ও প্রেরণাকে কবুল করি। সুতরাং যদি তার নিয়ত ও প্রেরণা আমার আনুগত্যের অনুকূলে হয়, তাহলে তার নীরবতাকে আমি আমার প্রশংসা এবং তার জন্য তাকে স্থিরতা ও সহিষ্ণুতার অন্তর্ভুক্ত করি, যদিও মুখের বাক্য দ্বারা সে কিছুই উচ্চারণ না করে থাকে।[১০৮২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৮৩]

অনুচ্ছেদ : ভয় ও কান্না

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٢٩) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ جَلَّ ذِكْرُهُ أَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِيْ يَوْمًا أَوْ خَافَنِي فِيْ مَقَامٍ.

(১১২৯) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলবেন, জাহান্নাম হতে ঐ ব্যক্তিকে বের করে নাও, যে খালেছ দিলে একদিন আমাকে স্মরণ করেছে অথবা কোন এক স্থানে আমাকে ভয় করেছে।[১০৮৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৮৫]

(١١٣٠) عَنْ أَبِى سَعِيد قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُصَلاَّهُ فَرَأَى نَاسًا كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُونَ قَالَ أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلاَّ تَكَلَّمَ فِيْهِ فَيَقُوْلُ أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَأَهْلاً أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَحَبَّ مَنْ يَمْشِى عَلَى ظَهْرِى إِلَىَّ

১০৮২. দারেমী হা/২৫২; মিশকাত হা/৫৩৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১০৬, ৯/২৭১ পৃঃ।
১০৮৩. তাহক্বীক্ব দারেমী হা/২৫২; মিশকাত হা/৫৩৩৮।
১০৮৪. তিরমিযী হা/২৫৯৪; মিশকাত হা/৫৩৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১১৭, ৯/২৭৬ পৃঃ।
১০৮৫. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৯৪; মিশকাত হা/৫৩৪৯।

فَإِذْ وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ. قَالَ فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ. وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لاَ مَرْحَبًا وَلاَ أَهْلاً أَمَا إِنْ كُنْتَ لأَبْغَضَ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ فَإِذْ وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ. قَالَ فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَلْتَقِيَ عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَضْلاَعُهُ. قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِأَصَابِعِهِ فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ وَيُقَيِّضُ اللهُ لَهُ سَبْعِينَ تِنِّينًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا فَيَنْهَشْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ.

(১১৩০) আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) ছালাতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে দেখলেন লোকেরা যেন হাসাহাসি করছে। তখন তিনি বললেন, যদি তোমরা স্বাদ বিধ্বংসী অর্থাৎ, মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করতে তাহলে তা তোমাদেরকে বিরত রাখত যা আমি দেখছি তা হতে। কাজেই তোমরা সেই স্বাদ বিধ্বংসী মৃত্যুকে পরিজনদের হতে দূরবর্তী একটি ঘর। আমি একটি নিঃসঙ্গ একাকী ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকা-মাকড়ের ঘর। এবং মুমিন বান্দাকে যখন দাফর করা হয়, তখন কবর এই বলে তাকে সংবর্ধনা জানায়, তোমার আগমন মোবারক হউক, তুমি আপনজনের কাছেই এসেছ। আমার পৃষ্ঠের উপরে যারা বিচরণ করছে, তাদের সকলের চাইতে তুমিই ছিলে আমার নিকট অধিক প্রিয়। আজ আমাকেই তোমার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রক স্থির করা হয়েছে। তোমাকে আমার নিকট ন্যস্ত করা হয়েছে। অচিরেই তুমি দেখতে পাবে আমি তোমার সাথে কিরূপ উত্তম আচরণ করি। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তখন তার দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত কবর প্রশস্ত হয়ে যাবে এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দেওয়া হবে! আর যখন পাপী অথবা কাফেরকে দাফন করা হয়, তখন কবর তাকে বলে, তোমার আগমন কল্যাণকর নয় এবং তুমি আপনজনদের নিকট আসনি। বস্তুতঃ যারা আমার পৃষ্ঠের উপর বিচরণ করেছে তাদের সকলের চাইতে তুমিই ছিলে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত। আজ আমাকেই তোমার উপর পরিচালক বানান হয়েছে। তোমাকে আমার নিকট ন্যস্ত করা হয়েছে। শীঘ্রই দেখতে পাবে আমি তোমার সাথে কি ব্যবহার করি। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তখন তার কবর তার উপর চাপ সৃষ্টি করবে, এমনকি তার পাঁজরের হাড় একটি আরেকটির মধ্যে ঢুকে পড়বে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (ছাঃ) নিজের উভয় হাতের অঙ্গুলীগুলোএকটিকে আরেকটির মধ্যে ঢুকিয়ে দখালেন। তারপর বললেন,

সেই নাফরমান কাফেরের জন্য সত্তরটি বিষধর অজগর নির্ধারণ করা হবে যদি তাদের একটি এই পৃথিবীতে একবার ফুঁক মারে তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তার বিষের ক্রিয়ায় একটি ঘাসও জন্মাবে না। অবশেষে তাকে হিসাব নিকাশে উপস্থিত করানো পর্যন্ত উক্ত অজগরসমূহ তাকে দংশন করতে ও ছোবল মারতে থাকবে। বর্ণনাকারী আবু সাঈদ বলেন, এরপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, মূলতঃ কবর হল জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত।[১০৮৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৮৭]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٣١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوْعٌ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ثُمَّ يُصِيْبُ شَيْئًا مِنْ حَرِّ وَجْهِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.

(১১৩১) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে মুমিন বান্দার আল্লাহ্‌র ভয়ে দুই চক্ষু হতে অশ্রু বের হয়, যদিও তা মাছির মাথার পরিমাণ হয়, অতঃপর তার কিছু তার চেহারার উপর গড়িয়ে পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন।[১০৮৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৮৯]

باب تغير الناس

অনুচ্ছেদ : মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٣٢) عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا إِمَامَكُمْ وَتَجْتَلِدُوْا بِأَسْيَافِكُمْ وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ.

(১১৩২) হুযায়ফা (রাঃ) হাতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, সে পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত তোমরা নিজেদের খলীফা বা বাদশাহকে হত্যা

১০৮৬. তিরমিযী হা/২৪২৬; মিশকাত হা/৫৩৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১২০, ৯/২৭৮ পৃঃ।
১০৮৭. যঈফ তিরমিযী হা/২৪২৬; যঈফ আত-তারগীব হা/১৯৪৪।
১০৮৮. ইবনু মাজাহ হা/৪১৯৭; মিশকাত হা/৫৩৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১২৭, ৯/২৮২ পৃঃ।
১০৮৯. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৪১৯৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৪৯০; মিশকাত হা/৫৩৫৯।

করবে না, তলোয়ার দ্বারা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে না এবং তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ ব্যক্তি তোমাদের দুনিয়ার মালিক (শাসক) হবে না।[১০৯০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৯১]

(১১৩৩) عَن مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيْ بْنَ أَبِيْ طَالب قَالَ إِنَّا لَجُلُوسٌ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ الْمَسْجد فَاطَّلَعَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ مَا عَلَيْهِ إِلَّا بُرْدَةٌ لَهُ مَرْقُوعَةٌ بِفَرْوٍ فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَكَى لِلَّذي كَانَ فِيْهِ مِنَ النِّعْمَةِ وَالذيْ هُوَ فِيْهِ الْيَوْمَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا غَدَا أَحَدُكُمْ فِيْ حُلَّة وَرَاحَ فِيْ حُلَّةٍ؟ وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْه صَحْفَةٌ وَرُفِعَتْ أُخْرَى وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ؟. فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنَّا الْيَوْمَ نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ وَنُكْفَى الْمُؤْنَةَ. قَالَ لَا أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ.

(১১৩৩) মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কুরাযী (রহঃ) বলেন, আমাকে সেই ব্যক্তিই এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন তিনি আলী (রাঃ) হতে শ্রবণ করেছেন, তিনি বলেছেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় মুসআ'ব ইবনু উমায়র (রাঃ) এমন অবস্থায় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন যে, তাঁর চাদরে চামড়ার তালি লাগানো ছিল। তাঁকে দেখে রাসূল (ছাঃ)-কেঁদে ফেললেন। তিনি কতই না সুখ-শান্তির মধ্যে ছিলেন, অথচ আজ তাঁর এই অবস্থা। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঐ সময় তোমাদের অবস্থা কিরূপ হবে? যখন তোমরা সকালে এক জোড়া পরিধান করে বের হবে এবং বিকালে বের হবে আরেক জোড়া পরিধান করে। আর তোমাদের সম্মুখে রাখা হবে খানার পেয়ালা এবং তা তুলে রাখা হবে তদস্থলে আরেক পেয়ালা। আর তোমরা ঘরকে এমনভাবে পর্দা দ্বারা আবৃত করবে, যেভাবে আবৃত করা হয় কা'বাকে। তখন ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সেদিন আমরা আজকের তুলনায় অনেক উত্তম অবস্থায় হব। কারণ তখন আমাদের খাওয়া-পরার দুশ্চিন্তা থাকবে না, ফলে আমরা বেশী বেশী সময় আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য অবসর ও সযোগ পাব। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের এই ধারণা ঠিক নয়; বরং তোমরা সেই দিন অপেক্ষা এখনই ভাল আছ।[১০৯২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৯৩]

১০৯০. তিরমিযী হা/২২০৯; মিশকাত হা/৫৩৬৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৩৩, ৯/২৮৪ পৃঃ।
১০৯১. যঈফ তিরমিযী হা/২২০৯; মিশকাত হা/৫৩৬৪।
১০৯২. তিরমিযী হা/২৪৭৬; মিশকাত হা/৫৩৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৩৪।
১০৯৩. যঈফ তিরমিযী হা/২৪৭৬; যঈফ আত-তারগীব হা/১৯২১; মিশকাত হা/৫৩৬৬।

(١١٣٤) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ شُوْرَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ وَأُمُوْرُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِّنْ ظَهْرِهَا.

(১১৩৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের শাসক হবে তোমাদের ভাল লোকেরা, তোমাদের ধনবান ব্যক্তিরা হবে দানশীল এবং তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পাদিত হবে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে, তখন যমীনের পেট অপেক্ষা তার পিঠ হবে তোমাদের জন্য উত্তম। আর পক্ষান্তরে যখন তোমাদের মন্দ লোকেরা হবে তোমাদের শাসক, বিত্তবান লোকেরা হবে কৃপণ এবং তোমাদের কাজ-কর্ম ন্যস্ত থাকবে নারীদের উপর, ক্ষীণ যমীনের পিঠ অপেক্ষা তার পেট হবে তোমাদের জন্য উত্তম।[১০৯৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৯৫]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٣٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ مَا ظَهَرَ الْغُلُوْلُ فِيْ قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا أُلْقِيَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ الرُّعْبُ وَلَا فَشَا الزِّنَا فِيْ قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا كَثُرَ فِيْهِمْ الْمَوْتُ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمْ الرِّزْقُ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلَّا فَشَا فِيْهِمْ الدَّمُ وَلَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ الْعَدُوَّ.

(১১৩৫) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে খেয়ানত বা আত্মসাতের ব্যাধি ঢুকে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে দুশমনের ভয় ঢেলে দেন। যে কওমের মধ্যে যিনা-ব্যভিচার বিস্তার লাভ করে, তাদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা বাড়িয়ে যায়, যে সম্প্রদায় মাপে-ওজনে কম দেয়, তাদের রিযক উঠিয়ে নেওয়া হয়। যে সম্প্রদায় বিচারে ন্যায়-নীতি রক্ষ করে না তাদের মধ্যে খুনাখুনি ব্যাপক হয়। আর যে সম্প্রদায় ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাদের উপর শত্রুকে চাপিয়ে দেওয়া হয়।[১০৯৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৯৭]

১০৯৪. তিরমিযী হা/২২৬৬; মিশকাত হা/৫৩৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৩৬, ৯/২৮৬ পৃঃ।
১০৯৫. যঈফ তিরমিযী হা/২২৬৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৯৯৯; মিশকাত হা/৫৩৬৮।
১০৯৬. মালেক মুওয়াত্ত্বা হা/১৬৭০; মিশকাত হা/৫৩৭০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৩৮।
১০৯৭. যঈফ আত-তারগীব হা/১০৯০; মিশকাত হা/৫৩৭০।

باب الإنذار والتحذير

অনুচ্ছেদ : সতর্কতা অবলম্বন ও ভীতি প্রদর্শন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٣٦) عَنْ مُعَاذٍ وَأَبِيْ عُبَيْدَةَ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ بَدَأَ رَحْمَةً، وَنُبُوَّةً، ثُمَّ يَكُوْنُ رَحْمَةً وَخِلَافَةً، ثُمَّ كَائِنٌ مُلْكًا عَضُوْضًا ثُمَّ كَائِنٌ عُتَوًّا وَحَرْبَةً وَفَسَادًا فِيْ الْأَرْضِ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحَرِيْرَ وَالْخُمُوْرَ وَالْفُرُوجَ يُرْزَقُوْنَ عَلَى ذَلِكَ وَيُنْصَرُوْنَ حَتَّى يُلْقَى اللهَ

(১১৩৬) আবু উবায়দাহ্ ও মুয়া'য ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এই দ্বীনের সূচনা হয়েছে নুবঅত ও রহমতের দ্বারা। অতঃপর আসবে খেলাফত ও রহমত, তরপর আসবে অত্যাচারী বাদশাহদের যুগ। এরপর আসবে কঠোরতা উচ্ছৃংখলতা ও দেশে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর যুগ। তারা রেশমী কাপড় পরিধান করা, অবৈধভাবে নারীদের লজ্জাস্থান উপভোগ করা এবং মদ্যপান করাকে হালাল মনে করবে। এতদসত্ত্বেও তাদেরকে রিযিক দেওয়া হবে এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে। অবশেষে এই পাপের মধ্যে লিপ্ত থেকে কিয়ামতে আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হবে।[১০৯৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১০৯৯]

বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৯ম খণ্ড সমাপ্ত

১০৯৮. শু'আবুল ঈমান হা/৫৬১৬; মিশকাত হা/৫৩৭৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৪৩, ৯/২৯১ পৃঃ।
১০৯৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩০৫৫; মিশকাত হা/৫৩৭৫।

كتاب الفتن

অধ্যায় : ফিতনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٣٧) عَنْ حُذَيْفَةُ قَالَ وَاللهِ مَا أَدْرِى أَنَسِىَ أَصْحَابِى أَمْ تَنَاسَوْا وَاللهِ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ قَائِد فِتْنَة إِلَى أَنْ تَنْقَضِىَ الدُّنْيَا يَبْلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلاَثَمِائَةٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِه وَاسْمِ أَبِيْهِ وَاسْمِ قَبِيْلَتِه.

(১১৩৭) হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি বলতে পারি না যে, আমার বন্ধুগণ কি প্রকৃতই ভুলে গেছেন? নাকি না ভুলেও ভুলার ভান করে আছেন? আল্লাহ্র ক্বসম করে বলছি, রাসূল (ছাঃ) এমন কোন ফিতনাকারীর আলোচনা বাদ রাখেননি, যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আবির্ভূত হবে এবং তার সাথে উক্ত ফিতনাকারীদের সংখ্যা তিনশ’ বা তার অধিক সংখ্যা পর্যন্ত পৌঁছবে। বরং তিনি ঐ ব্যক্তির নাম, তার পিতার নাম এবং তার বংশ-পরিচয়ও আমাদের বর্ণনা করেছেন।[১১০০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১০১]

(١١٣٨) عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلاَهَا فِى النَّارِ اللِّسَانُ فِيْها أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ.

(১১৩৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিকট ভবিষ্যতে এমন ভয়াবহ ফিতনা দেখা দিবে, যা সমস্ত আরব ভূমিকে গ্রাস করে ফেলবে। তাতে যারা নিহত হবে, তারা জাহান্নামী। উক্ত গোলযোগের সময় মুখের ভাষা হবে তলোয়ারের আঘাত অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর।[১১০২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১০৩]

(١١٣٩) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ سَتَكُونُ فِتْنَةٌ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ عَمْيَاءُ مَنْ أَشْرَفَ لَهَا اسْتَشْرَفَتْ لَهُ وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيْها كَوُقُوْعِ السَّيْفِ.

১১০০. আবুদাঊদ হা/৪২৪৩; মিশকাত হা/৫৩৯৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৬০, ১০/৯ পৃঃ।

১১০১. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪২৪৩; মিশকাত হা/৫৩৯৩।

১১০২. তিরমিযী হা/২১৭৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৬৭; মিশকাত হা/৫৪০১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৬৮, ১০/১৫ পৃঃ।

১১০৩. যঈফ তিরমিযী হা/২১৭৮; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩৯৬৭; মিশকাত হা/৫৪০১।

(১১৩৯) আবু হুরায়ারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে বোবা, বধির ও অন্ধ ফিতনা দেখা দিবে। যে ব্যক্তি তার দিকে তাকাবে, উক্ত ফিতনা তার দিকে তাকাবে। তাতে কথা-বার্তায় অংশগ্রহণ করা তলোয়ারের আঘাতের ন্যায় ক্ষতিকর হবে।[১১০৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১০৫]

باب الملاحم

অনুচ্ছেদ : যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কীয় বর্ণনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٤٠) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَلْحَمَةُ الْعُظْمَى وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ فِيْ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ.

(১১৪০) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মহাযুদ্ধ, কনস্টান্টিনোপল বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাব সাত মাসের মধ্যে সংঘটিত হবে।[১১০৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১০৭]

(١١٤١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِيْنَةِ سِتُّ سِنِيْنَ وَيَخْرُجُ الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ فِى السَّابِعَةِ.

(১১৪১) আব্দুল্লাহ ইবন বুস্র (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বিশ্বযুদ্ধ ও মদীনার বিজয়ের মধ্যে ছয় বছরের ব্যবধান হবে এবং সপ্তম বছরে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে।[১১০৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১০৯]

(١١٤٢) عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَدِيْث يُقَاتِلُكُمْ قَوْمٌ صِغَارُ الأَعْيُنِ يَعْنِى التُّرْكَ قَالَ تَسُوقُونَهُمْ ثَلاَثَ مِرَارٍ حَتَّى تُلْحِقُوْهُمْ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَأَمَّا فِى السِّيَاقَةِ

১১০৪. আবুদাউদ হা/৪২৬৪; মিশকাত হা/৫৪০২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৬৯।
১১০৫. আবুদাউদ হা/৪২৬৪; মিশকাত হা/৫৪০২
১১০৬. তিরমিযী হা/২২৩৮; আবুদাউদ; মিশকাত হা/৫৪২৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৯১, ১০/২৭ পৃঃ।
১১০৭. যঈফ তিরমিযী হা/২২৩৮; যঈফ আবুদাউদ; মিশকাত হা/৫৪২৫।
১১০৮. আবুদাউদ হা/৪২৯৬; মিশকাত হা/৫৪২৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৯২।
১১০৯. যঈফ আবুদাউদ হা/৪২৯৬; মিশকাত হা/৫৪২৬

الأُوْلَى فَيَنْجُوْ مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ وَأَمَّا فِى الثَّانِيَةِ فَيَنْجُوْ بَعْضٌ وَيَهْلِكُ بَعْضٌ وَأَمَّا فِى الثَّالِثَة فَيُصْطَلَمُوْنَ أَوْ كَمَا قَالَ.

(১১৪২) বুরাইদা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) এক হাদীছে বলেন, ক্ষুদ্র চক্ষু বিশিষ্ট একদল তুর্কী তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তোমরা তিনবারই তাদের ধাওয়া করবে। অবশেষে তোমরা তাদের আরব উপদ্বীপে নিয়ে পৌঁছিয়ে দিবে। অতএব, প্রথম ধাওয়ায় যারা পলায়ন করবে, কেবল তারাই রক্ষা পাবে। দ্বিতীয়বারে কিছুসংখ্যক রক্ষা পাবে এবং কিছুসংখ্যক ধ্বংস হবে। আর তৃতীয়বারে তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। অথবা রাসূল (ছাঃ) যেরূপ বলেছেন।[১১১০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১১১]

(١١٤٣) عَنْ صَالِحِ بْنِ دِرْهَمٍ يَقُوْلُ انْطَلَقْنَا حَاجِّيْنَ فَإِذَا رَجُلٌ فَقَالَ لَنَا إِلَى جَنْبِكُمْ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا الأُبُلَّةُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ مَنْ يَضْمَنُ لِى مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ لِى فِى مَسْجِد الْعَشَّارِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا وَيَقُوْلَ هَذه لأَبِىْ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ خَلِيلِى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مِنْ مَسْجِدِ الْعَشَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَة شُهَدَاءَ لاَ يَقُوْمُ مَعَ شُهَدَاءِ بَدْرٍ غَيْرُهُمْ.

(১১৪৩) ছালিহ ইবনু দিরহাম (রাঃ) বর্ণিত, একবার আমরা কতিপয় লোক হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তির সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হল। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের পাশে 'উবুল্লাহ' নামে কোন একটি জনপদ আছে কি'? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে আমার জন্য কে এই দায়িত্ব গ্রহণ করবে যে, উক্ত শহরের আশ্‌শার নামক মসজিদে আমার পক্ষ হতে দুই অথবা চার রাকা'আত নফল ছালাত আদায় করবে এবং বলবে, 'এর ছাওয়াব আবু হুরায়রার জন্য'! আমি আমার বন্ধু আবুল কাসেম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন 'আশ্‌শার মসজিদ' হতে কতিপয় শহীদকে উত্থিত করবেন। বদরের শহীদদের সাথে তারা ব্যতীত আর কেউ উত্থিত হবে না।[১১১২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১১৩]

১১১০. আবুদাঊদ হা/৪৩০৫; মিশকাত হা/৫৪৩১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৯৭, ১০/২৯ পৃঃ।
১১১১. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৩০৫; মিশকাত হা/৫৪৩১
১১১২. আবুদাঊদ হা/৪৩০৮; মিশকাত হা/৫৪৩৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২০০, ১০/৩১ পৃঃ।
১১১৩. আবুদাঊদ হা/৪৩০৮; মিশকাত হা/৫৪৩৪

باب أشراط الساعة

অনুচ্ছেদ : ক্বিয়ামতের আলামতসমূহ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٤٤) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اتُّخِذَ الْفَىْءُ دُوَلاً وَالأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَظَهَرَتِ الأَصْوَاتُ فِى الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوْا عِنْدَ ذَلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ.

(১১৪৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন গনীমতের মালকে ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা হবে, আমানতকে গনীমতের মাল মনে করা হবে, যাকাতকে জরিমানা ধরা হবে, দ্বীন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ইলম হাছিল করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং মায়ের নাফরমানী করবে আর বন্ধুকে খুব নিকটে স্থান দিবে, এবং আপন পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, মসজিদসমূহ শোরগোল করবে, ফাসেক্ব ব্যক্তিই সমাজের সরদার হবে, জাতির নিকৃষ্ট ব্যক্তি তাদের নেতা হবে, ক্ষতির ভয়ে মানুষের সম্মান করা হবে, গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র ব্যাপকভাবে প্রকাশ লাভ করবে, মদ্যপান বেড়ে যাবে এবং এই উম্মতের পরবর্তীকালের লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে। সেই সময় তোমরা অপেক্ষা কর রক্তিম বর্ণের ঝড়ের, ভূমিকম্পনের, ভূমি ধসের, রূপ বিকৃতির, পাথর বৃষ্টির এবং সুতা ছিঁড়া দানার ন্যায় একটির পর একটি নিদর্শনের।[১১১৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১১৫]

(١١٤٥) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ وَعَدَّ هَذِهِ الْخِصَالَ وَلَمْ يَذْكُرْ تُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ قَالَ وَبَرَّ صَدِيْقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ وَقَالَ وَشُرِبَ الْخَمْرُ وَلُبِسَ الْحَرِيْرُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১১১৪. তিরমিযী হা/২২১১; মিশকাত হা/৫৪৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২১৬, ১০/৩৮ পৃঃ।
১১১৫. যঈফ তিরমিযী হা/২২১১; মিশকাত হা/৫৪৫০

(১১৪৫) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মত যখন পনেরটি কাজে লিপ্ত হবে (যা পূর্বের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে), তখন তাদের উপর বিভিন্ন প্রকারের বিপদ-বিপর্যয় নাযিল হবে। তিনি উক্ত পনেরটি কাজ কী তা গণনা করে বলেন, তম্মধ্যে 'দ্বীন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ইলম হাছিল করা হবে' এই বাক্যটির উল্লেখ নেই এবং সেখানে তিনি বলেছেন, বন্ধুর সাথে উত্তম আচরণ করা হবে এবং পিতার সাথে নির্যাতনমূলক আচরণ করা হবে। মদ পান করা হবে এবং রেশমী পোষাক পরিধান করা হবে।[১১১৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১১৭]

(١١٤٦) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَكُوْنُ اخْتِلاَفٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُوْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُوْنَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُوْنَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كَلْبٍ فَيَقْسِمُ الْمَالَ وَيَعْمَلُ فِى النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ ﷺ وَيُلْقِى الإِسْلاَمُ بِجِرَانِهِ إِلَى الأَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِيْنَ ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ.

(১১৪৬) উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, (শেষ যামানায়) একজন খলিফার মৃত্যুর সময় লোকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিবে। তখন মদীনা হতে এক ব্যক্তি বের হয়ে মক্কার দিকে ছুটে পলায়ন করবে। এই সময় মক্কাবাসীগণ তার নিকট এসে তাকে জোরপূর্বক ঘর থেকে বের করে আনবে। কিন্তু সে তা পসন্দ করবে না। অতঃপর হাজারে আসওয়াদ ও মাক্বামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে লোকেরা তাঁর কাছে বায়'আত গ্রহণ করবে। এরপর সিরিয়া থেকে একটি সৈন্যবাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হবে। কিন্তু মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'বাইদা' নামক স্থানে তাদের ভূগর্ভে পুঁতে ফেলা হবে। অতঃপর যখন চতুর্দিকে এই খবর ছড়িয়ে পড়বে এবং লোকেরা চাক্ষুষ এই অবস্থা দেখতে পাবে, তখন সিরিয়ার আবদাল এবং ইরাকের এক বিরাট জামা'আত তাঁর নিকট আসবে এবং তাঁর হাতে বায়'আত করবে। অতঃপর

১১১৬. তিরমিযী হা/২২১০; মিশকাত হা/৫৪৫১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২১৭।
১১১৭. যঈফ তিরমিযী হা/২২১০; মিশকাত হা/৫৪৫১

কুরাইশের এক ব্যক্তি, যার মামার বংশ হবে 'বনু ক্বলব', সেও ইমামের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠাবে। ইমামের সৈন্যবাহিনী তার উপর বিজয়ী হবে। এটাই 'ফিতনায়ে ক্বলব'। ইমাম মানুষের মধ্যে তাঁর পয়গম্বর (মুহাম্মাদ ছাঃ)-এর সুন্নাত মোতাবেক কাজ পরিচালনা করবেন এবং পৃথিবীতে ইসলাম পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি সাত বছর এই অবস্থায় অবস্থান করবেন। অতঃপর ইন্তে কাল করবেন এবং মুসলমানগণ তার জানাযা পড়বেন।[১১১৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১১৯]

(١١٤٧) عَنْ أَبِي سَعِيْد الْخُدْرِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَلاءً يُصِيبُ هَذه الأُمَّةَ حَتَّى لا يَجدُ الرَّجُلُ مَلْجَأً يَلْجَأُ إِلَيْه منَ الظُّلْم فَيَبْعَثُ اللهُ رَجُلا منْ عتْرَتي أَهْل بَيْتي فَيَمْلأُ به الأَرْضَ قسْطًا وَعَدْلا كَمَا مُلئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا يَرْضَى عَنْهُ سَاكنُ السَّمَاء وَسَاكنُ الأَرْض لا تَدَعُ السَّمَاءُ منْ قَطْرهَا شَيْئًا إلا صَبَّتْهُ مدْرَارًا وَلا تَدَعُ الأَرْضُ منْ نَبَاتهَا شَيْئًا إلا أَخْرَجَتْهُ حَتَّى يَتَمَنَّى الأَحْيَاءُ الأَمْوَاتَ يَعيْشُ في ذَلكَ سَبْعَ سنيْنَ أَوْ ثَمَان سنيْنَ أَوْ تسْعَ سنيْنَ.

(১১৪৭) আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) বালা মুছিবতের কথা আলোচনা করেন, যা এই উম্মতের শেষ যামানায় এসে পৌঁছবে। এমনকি কোন ব্যক্তি তা হতে আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবে না। এই সময় আল্লাহ পাক আমার খান্দান ও আমার পরিবার হতে এক ব্যক্তিকে পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন। তিনি ন্যায় ও ইনছাফ দ্বারা যমীনকে এমনভাবে পরিপূর্ণ করে দিবেন, যেএভাবে তা ইতিপূর্বে যুলুম ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল। তার কার্যকলাপে আসমান ও যমীনের অধিবাসী সকলেই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। আকাশ তার এক ফোঁটা পানিও রাখবে না; বরং ব্যাপকভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং যমীন তার উৎপাদনের কিছুই রাখবে না; বরং সমস্তই বের করে দিবে। জীবিত লোকেরা মৃত ব্যক্তিদের আকাংখা প্রকাশ করবে। এই অবস্থায় লোকেরা সাত অথবা আট অথবা নয় বছর জীবন যাপন করবে।[১১২০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১২১]

১১১৮. আবুদাউদ হা/৪২৮৬, মিশকাত হা/৫৪৫৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২২২, ১০/৪১ পৃঃ।
১১১৯. যঈফ আবুদাউদ হা/৪২৮৬, মিশকাত হা/৫৪৫৬।
১১২০. মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা/২০৭৭০; শারহুস সুন্নাহ, পৃঃ ১০৩৪; মিশকাত হা/৫৪৫৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২২৩।
১১২১. মিশকাত হা/৫৪৫৭

(١١٤٨) عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ حَرَّاثٍ عَلَى مُقَدِّمَتِه رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ يُوَطِّئُ أَوْ يُمَكِّنُ لآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَكَّنَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ نَصْرُهُ أَوْ قَالَ إِجَابَتُهُ.

(১১৪৮) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নহরের ঐ প্রান্তহতে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যিনি 'হারেছে হার্‌রাছ' নামে পরিচিত হবেন (হার্‌রাস অর্থ কৃষক বা চাষী)। তার সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে 'মনছূর' নামে এক ব্যক্তি থাকবেন। তিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরিবার-পরিজনকে এমনভাবে আশ্রয়দান করবেন, যেএভাবে আশ্রয় দিয়েছিল কুরাইশগণ রাসূল (ছাঃ)-কে। তখন সমস্ত ঈমানদারের উপর তাকে সাহায্য করা কিংবা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তার আহ্বানে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে।[১১২২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১২৩]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٤٩) عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الآيَاتُ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ.

(১১৪৯) আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের নিদর্শনসমূহ দুই শত বছর পর হতে প্রকাশ হতে থাকবে।[১১২৪]

তাহক্বীক্ব : জাল।[১১২৫]

(١١٥٠) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّوْدَ قَدْ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ فَائْتُوهَا فَإِنَّ فِيْها خَلِيفَةَ اللهِ الْمَهْدِىَّ.

(১১৫০) ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন তুমি খুরাসানের দিক হতে কাল পতাকাবাহী ফৌজ আসতে দেখবে, তখন তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। কারণ তার মধ্যে আল্লাহ্‌র খলীফা মাহদী থাকবেন।[১১২৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১২৭]

১১২২. আবুদাউদ হা/৪২৯০; মিশকাত হা/৫৪৫৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২২৪।
১১২৩. যঈফ আবুদাউদ হা/৪২৯০; মিশকাত হা/৫৪৫৮
১১২৪. ইবনু মাজাহ হা/৪০৫৭; মিশকাত হা/৫৪৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২২৬, ১০/৪৩ পৃঃ।
১১২৫. ইবনু মাজাহ হা/৪০৫৭
১১২৬. মুসনাদে আহমাদ হা/২২৪৪১; মিশকাত হা/৫৪৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২২৭।
১১২৭. মিশকাত হা/৫৪৬১।

(١١٥١) عَنْ أَبِىْ إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ رضى الله عنه وَنَظَرَ إِلَى ابْنِه الْحَسَنِ فَقَالَ إِنَّ ابْنِى هَذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ النَّبِىُّ ﷺ وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِه رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ يُشْبِهُهُ فِى الْخُلُقِ وَلاَ يُشْبِهُهُ فِى الْخَلْقِ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ يَمْلأُ الأَرْضَ عَدْلاً.

(১১৫১) আবু ইসহাক্ব (রাঃ) বলেন, একদা আলী (রাঃ) স্বীয় পুত্র হাসান (রাঃ)-এর প্রতি তাকিয়ে বললেন, নিশ্চয় আমার এই পুত্র একজন সরদার। যেমন রাসূল (ছাঃ) তাকে সরদার বলে আখ্যায়িত করেছেন। অদূর ভবিষ্যতে তার ঔরসে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যার নাম হবে তোমাদের নবীর নামানুসারে। তিনি হবেন তার চরিত্রের সদৃশ, কিন্তু চেহারা ও শারীরিক গঠনে তাঁর সদৃশ হবে না। অতঃপর আলী (রাঃ) উক্ত ব্যক্তির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, তিনি ন্যায় ও ইনছাফ দ্বারা সমস্ত ভূপৃষ্ঠকে পরিপূর্ণ করে দিবেন।[১১২৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১২৯]

(١١٥٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ فُقِدَ الْجَرَادُ فِىْ سَنَةٍ مِنْ سِنِيِّ عُمَرَ الَّتِي وُلِّيَ فِيْها فَاهْتَمَّ بِذَلِكَ هَمًّا شَدِيدًا فَبَعَثَ إِلَى الْيَمَنِ رَاكِبًا وَرَاكِبًا إِلَى الْعِرَاقِ وَرَاكِبًا إِلَى الشَّامِ فَسَأَلَ عَنِ الْجَرَادِ هَلْ رُئِيَ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَأَتَاهُ الرَّاكِبُ الَّذِيْ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ بِقَبْضَةٍ فَنَثَرَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَآهَا عُمَرُ كَبَّرَ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ أَلْفَ أُمَّةٍ سِتَّمِائَةً مِنْهَا فِىْ الْبَحْرِ وَأَرْبَعَمِائَةٍ فِىْ الْبِرِّ فَإِنَّ أَوَّلَ هَلَاكِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْجَرَادُ فَإِذَا هَلَكَ الْجَرَادُ تَتَابَعَتِ الْأُمَمُ كَنِظَامِ السِّلْكِ.

(১১৫২) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, যে বছর ওমর (রাঃ) ইন্তেকাল করেন সেই বছর তিনি টিড্ডি দেখতে পাননি, এতে তিনি বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি ইয়ামান, ইরাক এবং সিরিয়ার দিকে আরোহী পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, সেই সমস্ত এলাকায় কেউ টিড্ডি দেখেছে কি-না? পরে ইয়ামানের দিকে প্রেরিত আরোহী এক মুষ্টি টিড্ডি এনে তার সম্মুখে ছড়িয়ে দিল। এগুলো দেখে ওমর (রাঃ) 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করলেন এবং বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ এক হাযার মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। তম্মধ্যে ছয়শো সমুদ্রে এবং চারশো স্থলে। আর এই উভয়বিদ প্রাণির মধ্যে সর্বপ্রথম ধ্বংস হবে টিড্ডিসমূহ। যখন টিড্ডি ধ্বংস

১১২৮. আবুদাউদ হা/৪২৯০; মিশকাত হা/৫৪৬২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২২৮।
১১২৯. যঈফ আবুদাউদ হা/৪২৯০; মিশকাত হা/৫৪৬২

হয়ে যাবে, তারপর উভয়স্থানের প্রাণীসমূহ একটির পর একটি এমনভাবে ধ্বংস হতে থাকবে, যেমন সূতা ছিঁড়া দানা একটির পর একটি পড়তে থাকে।[১১৩০]

তাহক্বীক্ব : জাল।[১১৩১]

باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال

অনুচ্ছেদ : ক্বিয়ামতের পূর্বলক্ষণসমূহ এবং দাজ্জালের বর্ণনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٥٣) عَنْ أَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِىٌّ بَعْدَ نُوْحٍ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ الدَّجَّالَ قَوْمَهُ وَإِنِّى أُنْذِرُكُمُوْهُ فَوَصَفَهُ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَالَ لَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ مَنْ قَدْ رَآنِىْ وَسَمِعَ كَلاَمِىْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ قُلُوْبُنَا يَوْمَئِذٍ أَمِثْلُهَا الْيَوْمَ قَالَ أَوْ خَيْرٌ.

(১১৫৩) আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)- কে বলতে শুনেছি, নূহ (আঃ)-এর পরে এমন কোন নবী আগমন করেননি, যিনি নিজের জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেননি। তদ্রুপ আমিও তোমাদের ভীতি প্রদর্শন করছি। তারপর তিনি আমাদেরকে তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বললেন, হয়তো তোমাদের কেউ, যে আমাকে দেখেছে অথবা যে আমার কথা শুনেছে, সে দাজ্জালকে পেতে পারে। তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তখন আমাদের অন্তরসমূহের অবস্থা কেমন হবে? তিনি বললেন, বর্তমানে যেরূপ আছে। অর্থাৎ আজ যেমন তখনও তেমন বা তা অপেক্ষা উত্তম হবে।[১১৩২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৩৩]

(١١٥٤) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْكُثُ الدَّجَّالُ فِى الأَرْضِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَالْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ كَاضْطِرَامِ السَّعَفَةِ فِى النَّارِ.

১১৩০. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১০১৩২; আহাদীছুছ সিলসিলা যঈফাহ ১৭ পৃঃ; মিশকাত হা/৫৪৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২২৯, ১০/৪৪ পৃঃ।

১১৩১. আন-নাফেলাতু ফিল আহাদীছিয যঈফাহ, পৃঃ ১৭; মিশকাত হা/৫৪৬৩

১১৩২. তিরমিযী হা/২২৩৪; আবুদাঊদ হা/৪৭৫৬; মিশকাত হা/৫৪৭৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২৫২, ১০/৬১ পৃঃ।

১১৩৩. তিরমিযী হা/২২৩৪; আবুদাঊদ হা/৪৭৫৬; মিশকাত হা/৫৪৭৬।

(১১৫৪) আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবনু সাকান (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, দাজ্জাল চল্লিশ বছর যমীনে অবস্থান করবে। এর বছর হবে এক মাসের মত। মাস হবে এক সপ্তাহের মত এবং এক সপ্তাহ হবে এক দিনের মত। আর এক দিন হবে খেজুরের একটি শুকনা ডাল আগুনে নিঃশেষ হওয়ার সময়ের মত।[১১৩৪]

তাহক্বীক্ব : মুনকার।[১১৩৫]

(١١٥٥) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعُوْنَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ السِّيجَانُ.

(১১৫৫) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের সত্তর হাযার লোক দাজ্জালের আনুগত্য করবে, তাদের মাথায় থাকবে সবুজ বর্ণের নেকাব।[১১৩৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৩৭]

(١١٥٦) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ الأَنْصَارِيِّ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ بَيْتِي فَذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ثَلاثَ سِنِيْنَ سَنَةٌ تُمْسِكُ السَّمَاءُ ثُلُثَ قَطْرِهَا وَالأَرْضُ ثُلُثَ نَبَاتِهَا وَالثَّانِيَةُ تُمْسِكُ السَّمَاءُ ثُلُثَيْ قَطْرِهَا وَالأَرْضُ ثُلُثَيْ نَبَاتِهَا ، وَالثَّالِثَةُ تُمْسِكُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا كُلَّهُ ، وَالأَرْضُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ فَلا تَبْقَى ذَاتُ ظِلْفٍ وَلا ذَاتُ ضِرْسٍ مِنَ الْبَهَائِمِ إِلا هَلَكَتْ وَإِنَّ مِنْ أَشَدِّ فِتْنَةِ أَنَّهُ يَأْتِي الأَعْرَابِيَّ فَيَقُوْلُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ إِبِلَكَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنِّي رَبُّكَ قَالَ فَيَقُوْلُ بَلَى فَيُمَثِّلُ لَهُ نَحْوَ إِبِلِهِ كَأَحْسَنِ مَا يَكُوْنُ ضُرُوعًا وَأَعْظَمِهِ أَسْنِمَةً قَالَ وَيَأْتِي الرَّجُلُ قَدْ مَاتَ أَخُوهُ وَمَاتَ أَبُوْهُ فَيَقُوْلُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأَحْيَيْتُ لَكَ أَخَاكَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنِّي رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ بَلَى فَيُمَثِّلُ لَهُ الشَّيَاطِيْنَ نَحْوَ أَبِيْهِ وَنَحْوَ أَخِيْهِ ، قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ وَالْقَوْمُ فِيْ اهْتِمَامٍ وَغَمٍّ مِمَّا حَدَّثَهُمْ قَالَتْ فَأَخَذَ

১১৩৪. শারহুস সুন্নাহ, পৃঃ ১০২৬; মিশকাত হা/৫৪৮৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২৫৫, ১০/৬২ পৃঃ।
১১৩৫. আলবানী, আল-মাসীহুদ দাজ্জাল ৪২ পৃঃ; মিশকাত হা/৫৪৮৯
১১৩৬. শারহুস সুন্নাহ, পৃঃ ১০২৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৮৮; মিশকাত হা/৫৪৯০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২৫৬।
১১৩৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৮৮; মিশকাত হা/৫৪৯০।

بِلُحْمَتَي الْبَاب فَقَالَ مَهْيَمْ أَسْمَاءُ؟ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَقَدْ خَلَعْتَ أَفْئِدَتَنَا بِذِكْرِ الدَّجَّالِ قَالَ إِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا حَيٌّ فَأَنَا حَجِيجُهُ وَإِلا فَإِنَّ رَبِّي خَلِيْفَتِيْ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاللهِ إِنَّا لَنَعْجِنُ عَجِينَنَا فَمَا نَخْبِزُه حَتَّى نَجُوْعَ فَكَيْفَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَئِذٍ؟ فَقَالَ يُجْزِيْهِمْ مَا يُجْزِي أَهْلَ السَّمَاءِ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالتَّقْدِيْسِ.

(১১৫৬) আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমার ঘরে ছিলেন এবং দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বের তিন বছর এরূপ হবে, এর প্রথম বছর আসমান তার এক তৃতীয়াংশ বর্ষণ এবং যমীন তার এক তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখবে। দ্বিতীয় বছর আসমান দুই তৃতীয়াংশ বর্ষণ এবং যমীন দুই তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখবে। আর শেষ তৃতীয় বছর আসমান তার সমস্ত বর্ষণ এবং যমীন তার সমস্ত উৎপাদন বন্ধ রাখবে, ফলে ক্ষুর বিশিষ্ট প্রাণী এবং শিকারী দাঁত বিশিষ্ট জন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে। দাজ্জালের সবচেয়ে মারাত্মক ফিতনা হবে যে, সে কোন বেদুইনের নিকট এসে বলবে যে, বল তো যদি আমি মৃত উটগুলো জীবিত করে দিই, তাহলে কি তুমি বিশ্বাস করবে যে, আমি তোমার রব্ব? সে বলবে, হ্যাঁ। তখন শয়তান উটের আকৃতিতে উত্তম স্তন এবং মোটাতাজা কুঁজবিশিষ্ট অবস্থায় সম্মুখে উপস্থিত হবে। হুযুর (ছাঃ) বলেন, অতঃপর দাজ্জাল এমন এক ব্যক্তির নিকটে আসবে, যার পিতা এবং ভাই মারা গেছে। তাকে বলবে, তুমি বল তো, যদি আমি তোমার মৃত পিতা ও ভাইকে জীবিত করে দিই, তবে কি তুমি আমাকে তোমর রব্ব বলে বিশ্বাস করবে না? সে বলবে, হ্যাঁ নিশ্চয় বিশ্বাস করব। তখন শয়তান তার পিতা ও ভাইয়ের অবিকল আকৃতি ধারণ করে আসবে। আসমা বলেন,এই পর্যন্ত আলোচান করে রাসূল (ছাঃ) নিজের কোন প্রয়োজনে বাইরে গেলেন এবং পরে ফিরে আসলেন। এদিকে দাজ্জালের এই সমস্ত তাণ্ডবের কথা শুনে লোকেরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পতিত হল। আসমা বলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) দরজার উভয় বাজুতে হাত রেখে বললেন, হে আসমা! কী হয়েছে? আমি বললাম, দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনায় আপনি তো আমাদের কলিজা বের করে দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, সে যদি বের হয় আর আমি জীবিত থাকি, তখন আমি দলীল-প্রমান দ্বারা তাকে প্রতিরোধ করব। আর যদি আমি জীবিত না থাকি, তাহলে প্রত্যেক মুমিনের জন্য সাহায্যকারী আল্লাহ-ই হবেন আমার স্থলাভিষিক্ত। আসমা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছঃ)! আল্লাহ্র কসম! আমাদের অবস্থা হল, আমরা আটার খামির তৈরী করি এবং রুটি প্রস্তুত করে অবসর নিতে না নিতেই পুনরায় ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পড়ি। সুতরাং সেই দুর্ভিক্ষের সময় মুমিনদের অবস্থা কেমন হবে? জবাবে তিনি বলেন, তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য

সেই বস্তুই যথেষ্ট হবে, যা আকাশবাসীদের জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে। আর তা হল তাসবীহ ও তাক্বদীস।[১১৩৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৩৯]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٥٧) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ عَلَى حِمَارٍ أَقْمَرَ مَا بَيْنَ أُذُنَيْهِ سَبْعُوْنَ بَاعًا فِيْ كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ.

(১১৫৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দাজ্জাল একটি ফক্ফকে সাদা বর্ণের গাধার পিঠে উঠে বের হবে, তার উভয় কানের মধ্যবর্তী স্থানটি সত্তর বা' চওড়া হবে।[১১৪০]

তাহক্বীক্ব : নিতান্তই যঈফ।[১১৪১]

باب قصة ابن الصياد

অনুচ্ছেদ : ইবনু ছায়ইয়াদের ঘটনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٥٨) عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْكُثُ أَبُو الدَّجَّالِ وَأُمُّهُ ثَلاَثِيْنَ عَامًا لاَ يُولَدُ لَهُمَا وَلَدٌ ثُمَّ يُولَدُ لَهُمَا غُلاَمٌ أَعْوَرُ أَضَرُّ شَيْءٍ وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ ثُمَّ نَعَتَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ- أَبَوَيْهِ فَقَالَ أَبُوهُ طِوَالٌ ضَرْبُ اللَّحْمِ كَأَنَّ أَنْفَهُ مِنْقَارٌ وَأُمُّهُ امْرَأَةٌ فِرْضَاخِيَّةٌ طَوِيلَةُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ فَسَمِعْنَا بِمَوْلُودٍ فِى الْيَهُوْدِ بِالْمَدِينَةِ فَذَهَبْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبَوَيْهِ فَإِذَا نَعْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْهِمَا فَقُلْنَا هَلْ لَكُمَا وَلَدٌ فَقَالاَ مَكَثْنَا ثَلاَثِيْنَ عَامًا لاَ يُوْلَدُ لَنَا وَلَدٌ ثُمَّ وُلِدَ لَنَا غُلاَمٌ أَعْوَرُ أَضَرُّ شَيْءٍ وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ. قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمَا فَإِذَا هُوَ مُنْجَدِلٌ فِى الشَّمْسِ فِى قَطِيفَةٍ لَهُ وَلَهُ هَمْهَمَةٌ فَكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ مَا قُلْتُمَا قُلْنَا وَهَلْ سَمِعْتَ مَا قُلْنَا قَالَ نَعَمْ تَنَامُ عَيْنَاىَ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِىْ.

১১৩৮. শারহুস সুন্নাহ, পৃঃ ১০২৬; মিশকাত হা/৫৪৯১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২৫৭।
১১৩৯. তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫৪৯১
১১৪০. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫৪৯৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২৫৯, ১০/৬৪ পৃঃ।
১১৪১. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯৬৮; মিশকাত হা/৫৪৯৩

(১১৫৮) আবু বাকরা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দাজ্জালের বাপ-মা ত্রিশ বছর যাবত নিঃসন্তান থাকবে। অতঃপর তাদের এমন একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, যে হবে কানা, লম্বা লম্বা দাঁতবিশিষ্ট ও অপদার্থ। তার চক্ষুদ্বয় নিদ্রায় যাবে কিন্তু তার অন্তর ঘুমাবে না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তার পিতা-মাতার অবস্থা বললেন, তার পিতা হবে হালকা দেহবিশিষ্ট, ছিপছিপে লম্বা, তার নাক হবে পাখির ঠোঁটের ন্যায় সরু। আর তার মাতা হবে স্থূল দেহবিশিষ্ট, হাত দু'টি লম্বা লম্বা। আবু বাকরা বলেন, মদীনার ইহুদীদের ঘরে একটি সন্তান জন্ম হওয়ার কথা শুনতে পেলাম। তখন আমি ও যুবাইর ইবনুল আওয়াম (তাকে দেখতে) গেলাম এবং তার পিতা-মাতার নিকট পৌঁছে দেখলাম. রাসূল (ছাঃ) তাদের উভয়ের ব্যাপারে যেরূপ বর্ণনা করেছিলেন, তারা অবিকল সেইরূপ। অতঃপর আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের কোন সন্তান আছে কি? তারা বলল, ত্রিশ বছর যাবত আমরা নিঃসন্তান ছিলাম। অতঃপর আমদের এমন একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে, যে কানা, বড় বড় দাঁতবিশিষ্ট ও অপদার্থ। তার চক্ষু ঘুমায় কিন্তু তার অন্তর ঘুমাই না। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তাদের নিকট থেকে বের হয়ে দেখি যে, সেই সন্তান একখানা চাদর মুড়ি দিয়ে রৌদ্রের মধ্যে শুয়ে আছে এবং তা হতে গুন গুন শব্দ শুনা যাচ্ছে। তখন সে মাথা হতে চাদর সরিয়ে বলল, তোমরা দু'জনে কি কথা বলেছ? আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আমরা যা বলেছি তুমি কি তা শুনেছ? সে বলল হ্যাঁ, শুনেছি। আমার চক্ষুদ্বয় নিদ্রায় যায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।[১১৪২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৪৩]

باب نزول عيسى عليه السلام

অনুচ্ছেদ : ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٥٩) عَن عبد الله بن عَمْرو قال قال رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْزِلُ عِيْسَى بن مَرْيَمَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَأَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوْتُ فَيُدْفَنُ مَعِي فِي قَبْرِي فأقوم أَنا وَعِيْسَى بن مَرْيَمَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ أَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِيْ كِتَابِ الْوَفَاءِ.

১১৪২. তিরমিযী হা/২২৪৮; মিশকাত হা/৫৫০৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২৬৯, ১০/৭০ পৃঃ।
১১৪৩. যঈফ তিরমিযী হা/২২৪৮; মিশকাত হা/৫৫০৩

(১১৫৯) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তারপর তিনি বিবাহ করবেন এবং তার সন্তানাদিও জন্ম লাভ করবে এবং তিনি পঁয়তাল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। অতঃপর তিনি ইন্তেকাল করবেন। তাকে আমার সঙ্গে আমার কবরের পাশে দাফন করা হবে। ক্বিয়ামতের দিন আমি ও ঈসা ইবনু মারইয়াম একই কবরস্থান হতে আবুবকর ও উমরের মধ্যেখান হতে উত্থিত হব।[১১৪৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৪৫]

باب قرب الساعة وإن من مات فقد قامت قيامته

অনুচ্ছেদ : ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া এবং যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল, তখন হতে তার ক্বিয়ামত সংঘটিত হয়ে গেল

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٦٠) عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّاد عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ فِى نَفَسِ السَّاعَةِ فَسَبَقْتُهَا كَمَا سَبَقَتْ هَذِه هَذِه إِصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.

(১১৬০) মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আমি ক্বিয়ামতের সূচনাতেই প্রেরিত হয়েছি। অবশ্য আমি তা হতে এতটুকু পরিমান আগে আগমন করেছি, যে পরিমান এই আঙ্গুল হতে ঐ আঙ্গুল বাড়িয়ে রয়েছে। এই কথা বলে তিনি নিজের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীর প্রতি ইংগিত করলেন।[১১৪৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৪৭]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٦١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلُ هَذِهِ الدُّنْيَا مَثَلُ ثَوْبٍ شُقَّ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرَهِ فَبَقِيَ مُتَعَلِّقًا بِخَيْطٍ فِىْ آخِرِهِ فَيُوْشِكُ ذَلِكَ الْخَيْطُ أَنْ يَنْقَطِعَ.

১১৪৪. ইবনু জাওযী তার আল-ওয়াফা গ্রন্থ; মিশকাত হা/৫৫০৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২৭৪, ১০/৭৫ পৃঃ।

১১৪৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৫৬২; মিশকাত হা/৫৫০৮

১১৪৬. তিরমিযী হা/২২১৩; মিশকাত হা/৫৫১৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২৭৯, ১০/৭৭ পৃঃ।

১১৪৭. যঈফ তিরমিযী হা/২২১৩; মিশকাত হা/৫৫১৩

(১১৬১) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এই দুনিয়ার স্থায়িত্বের উদাহরণ এই যে, যেমন কোন ব্যক্তি একটি কাপড়ের প্রথম হতে ফেঁড়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং মাত্র একখানা সুতার মধ্যে উভয় খণ্ড আটকে রয়েছে। আর অচিরেই তাও ছিঁড়ে যাবে।[১১৪৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৪৯]

باب النفخ في الصور

অনুচ্ছেদ : শিঙ্গায় ফুৎকার

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٦٢) عَنْ أَبِيْ سَعِيْد قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَاحِبُ الصُّوْرِ وَقَالَ عَن يَمِيْنـــه جِبْرِيْل عَن يسَاره ميكَائِيْل.

(১১৬২) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, শিঙ্গায় ফুৎকারকারীর আলোচনায় বলেছেন, তার ডান পাশে জিবরীল (আঃ) ও বাম পাশে মিকাঈল (আঃ) থাকবেন।[১১৫০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৫১]

(١١٦٣) عَن أَبِيْ رزيْنِ الْعقيلِيّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يُعِيدُ اللهُ الْخلق؟ مَا آيَةُ ذَلكَ فِي خَلْقه؟ قَالَ أَمَا مَرَرْتَ بِوَادي قَوْمكَ جَدْبًا ثُمَّ مَرَرْتَ بِهِ يَهْتَزُّ خَضِرًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَتلْكَ آيَةُ اللهِ فِيْ خلقه (كَذَلك يحيي اللهُ الْمَوْتَى).

(১১৬৩) আবু রাযীন উকাইলী (রাঃ) বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ তা‘আলা তার সৃষ্টি জগতকে কিভাবে পুনরুত্থিত করবেন, তার মাখলুকাতের মধ্যে তার কোন নিদর্শন আছে কি? তিনি বললেন, আচ্ছা বল তুমি তোমার এলাকার কোন বিরান মাঠের উপর দিয়ে অতিক্রম করনি? অতঃপর যখন তুমি সেই মাঠের উপর দিয়ে অতিক্রম কর, তখন তা বাতাসে দোলায়িত তরতাজা ঘাস ইত্যাদিতে পরিণত হয়ে যায়? আমি বললাম, হ্যাঁ, দেখেছি। এবার রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র সৃষ্টি জগতে এটা তারই বাস্তব নিদর্শন। অনুরূপভাবেই আল্লাহ তা‘আলা মৃতকে জীবিত করবেন।[১১৫২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৫৩]

১১৪৮. বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/১০২৪০; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯৭০; মিশকাত হা/৫৫১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২৮১।
১১৪৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯৭০; মিশকাত হা/৫৫১৫
১১৫০. আবুদাঊদ হা/৩৯৯৯; মিশকাত হা/৫৫৩০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২৯৬, ১০/৮৭ পৃঃ।
১১৫১. আবুদাঊদ হা/৩৯৯৯; মিশকাত হা/৫৫৩০
১১৫২. রাযীন, মিশকাত হা/৫৫৩১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২৯৭।
১১৫৩. তানবীহুল ক্বারী হা/১৬১; মিশকাত হা/৫৫৩১

باب الحشر

অনুচ্ছেদ : হাশরের বর্ণনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছে

(١١٦٤) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الآيَةَ يَوْمَئِذ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا قَالَ أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا قَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا تَقُولُ عَمِلَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا.

(১১৬৪) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) এই আয়াতটি পাঠ করলেন, ক্বিয়ামতের দিন যমীন তার বৃত্তান্তসমূহ প্রকাশ করে দিবে। অতঃপর বললেন, তোমরা কি জান-যমীনের বৃত্তান্ত কী? ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, যমীনের বক্তব্য হল, প্রত্যেক পুরুষ ও নারী সম্পর্কে এই সাক্ষ্য দিবে যে, সে তার পৃষ্ঠে অবস্থানকালে কি কি কর্মকাণ্ড চলত। তা এভাবে বলবে যে, অমুকে অমুক কাজটি অমুক দিন করেছে। এটাই যমীনের বৃত্তান্ত।[১১৫৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৫৫]

(١١٦٥) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا منْ أَحَد يَمُوتُ إِلاَّ نَدمَ قَالُوْا وَمَا نَدَامَتُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ أَنْ لاَ يَكُوْنَ ازْدَادَ وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا نَدمَ أَنْ لاَ يَكُوْنَ نَزَعَ.

(১১৬৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সেই অনুশোচনার কারণ কী? তিনি বললেন, যদি সে নেককার হয়, তখন এই জন্য অনুতপ্ত হয় যে, কেন সে পুণ্যের কাজ আরও অধিক করেনি। আর যদি সে বদকার হয়, তখন এই জন্য লজ্জিত হয় যে, কেন সে নিজেকে মন্দ কাজ হতে বিরত রাখেনি।[১১৫৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৫৭]

১১৫৪. আহমাদ হা/২৩২৯; তিরমিযী হা/৩৩৫৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৮৩৪; মিশকাত হা/৫৫৪৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩১০, ১০/৯৪ পৃঃ।

১১৫৫. যঈফ তিরমিযী হা/৩৩৫৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৮৩৪; মিশকাত হা/৫৫৪৪

১১৫৬. তিরমিযী হা/২৪০৩; মিশকাত হা/৫৫৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩১১।

১১৫৭. তিরমিযী হা/২৪০৩; মিশকাত হা/৫৫৪৫

(١١٦٦) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَة ثَلاَثَةَ أَصْنَاف صِنْفًا مُشَاةً وَصِنْفًا رُكْبَانًا وَصِنْفًا عَلَى وُجُوْههِمْ قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوْههِمْ قَالَ إِنَّ الَّذِىْ أَمْشَاهُمْ عَلَى أَقْدَامهِمْ قَادرٌ عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُمْ عَلَى وُجُوْههِمْ أَمَا إِنَّهُمْ يَتَّقُوْنَ بوُجُوْههِمْ كُلَّ حَدَب وَشَوْك.

(১১৬৬) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন মানুষদের তিন ভাগে একত্রিত করা হবে। একদল আসবে পথব্রজে, দ্বিতীয় দল আসবে সওয়ারী হয়ে এবং তৃতীয় দল আসবে তাদের মুখের উপর ভর করে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তারা নিজেদের উপর ভর করে কিভাবে চলবে। তিনি বললেন, যিনি যাদের পদব্রজে চালাতে পারেন, তিনি তাদের চেহারার উপর ভর দিয়ে চলানোর ক্ষমতাও রাখেন। তোমরা জেনে রাখ! তারা নিজেদের মুখের উপর চলাকালে প্রতিটি টিলা-টংকর ও কাঁটা-কুটা ইত্যাদি হতে আত্মরক্ষা করে চলবে।[১১৫৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৫৯]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٦٧) عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ إِنَّ الصَّادقَ الْمَصْدُوق ﷺ حَدَّثَنِىْ أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُوْنَ ثَلاَثَةَ أَفْوَاجٍ فَوْجٌ رَاكِبِينَ طَاعمِينَ كَاسِيْنَ وَفَوْجٌ تَسْحَبُهُمُ الْمَلاَئكَةُ عَلَى وُجُوْههِمْ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ وَفَوْجٌ يَمْشُوْنَ وَيَسْعَوْنَ يُلْقى اللهُ الآفَةَ عَلَى الظَّهْرِ فَلاَ يَبْقَى حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَتَكُوْنُ لَهُ الْحَدِيْقَةُ يُعْطِيْهَا بذَات الْقَتَبِ لاَ يَقْدرُ عَلَيْهَا.

(১১৬৭) আবু যার (রাঃ) বলেন, সত্যবাদী সত্যায়ীত রাসূল (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন মানুষদের তিন দলে একত্রিত করা হবে। একদল হবে আরোহী, খাওয়া-দাওয়ায় পরিতৃপ্ত ও কাপড়-চোপড়ে আচ্ছাদিত। আরেক দল হবে এমন, যাদের ফেরেশতাগণ মুখের উপরে হেঁচড়িয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। আরেক দল হবে, যারা পদব্রজে চলবে এবং দৌড়াতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা সওয়ারীর উপর বিপদ আপতিত করবেন। তা হতে কোনটিই নিরাপদ থাকবে না। এমনকি যে একটি বাগানের মালিক, সে উক্ত বাগানের বিনিময়ে সওয়ারীর জন্য হাওদাসহ একটি উট পেতে চাইলেও তা পেতে সক্ষম হবে না।[১১৬০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৬১]

১১৫৮. তিরমিযী হা/৩১৪২; মিশকাত হা/৫৫৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩১২।
১১৫৯. যঈফ তিরমিযী হা/৩১৪২; মিশকাত হা/৫৫৪৬
১১৬০. নাসাঈ হা/২০৮৬; মিশকাত হা/৫৫৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩১৪, ১০/৯৫ পৃঃ।
১১৬১. যঈফ নাসাঈ হা/২০৮৬; মিশকাত হা/৫৫৪৮

باب الحساب والقصاص والميزان

অনুচ্ছেদ : হিসাব-নিকাশ, প্রতিশোধ গ্রহণ ও মীযানের বর্ণনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٦٨) عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَ عَرَضَاتٍ فَأَمَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيْرُ وَأَمَّا الْعَرْضَةُ الثَّالِثَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيْرُ الصُّحُفُ فِى الأَيْدِى فَآخِذٌ بِيَمِينِهِ وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَلاَ يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ.

(১১৬৮) হাসান বছরী (রহঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন মানবমণ্ডলীকে তিনবার আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত করা হবে। প্রথম দুইবার তর্ক-বিতর্ক ও ওযর-আপত্তির জন্য আর তৃতীয়বার আমলনামা উড়ে প্রত্যেকের হাতে পৌঁছবে এবং তা কেউ ডান হাতে গ্রহণ করবে আর কেউ বাম হাতে।[১১৬২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৬৩]

(١١٦٩) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلْ تَذْكُرُوْنَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَّا فِىْ ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ فَلاَ يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَخِفُّ مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِيْنَ يُقَالُ (هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ) حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِىْ يَمِيْنِهِ أَمْ فِىْ شِمَالِهِ أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ.

(১১৬৯) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কেঁদে ফেললেন। তখন রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? তিনি বললেন, জাহান্নামের কথা স্মরণ হয়েছে তাই কাঁদছি। ক্বিয়ামতের দিন আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে স্মরণ করবেন কি? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, জেনে রাখ, তিনটি জায়গা এমন হবে, যেখানে কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। একটি 'মিযানের কাছে', যতক্ষণ না সে জেনে নিবে যে, তার আমলের পাল্লা ভারী হয়েছে নাকি হালকা। দ্বিতীয়টি 'আমলনামার দফতর পাওয়ার অবস্থা', তখন তাকে বলা হবে, আরে অমুক! এই নাও তোমার আমলনামা এবং তা পড়ে দেখ।

১১৬২. আহমাদ, তিরমিযী হা/২৪২৫; মিশকাত হা/৫৫৫৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩২৩, ১০/১০২ পৃঃ।
১১৬৩. যঈফ তিরমিযী হা/২৪২৫; মিশকাত হা/৫৫৫৭

যে পর্যন্ত না জেনে নিবে যে, তা তাকে ডান হাতে দেওয়া হয়েছে, নাকি পিছন হতে বাম হাতে দেওয়া হয়েছে? আর তৃতীয় হল 'পুলসিরাত', যখন তা জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে।[১১৬৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৬৫]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٧٠) عَنْ أَبِيْ سَعِيْد الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ أَتَى رَسُوْلَ الله ﷺ فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَنْ يَقْوَى عَلَى الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِين)؟ فَقَالَ يُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُوْنَ عَلَيْهِ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ.

(১১৭০) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, যেই দিন সর্ম্পকে মহান আল্লাহ বলেছেন : "সেই দিন সমস্ত মানুষ উভয় জাহানের প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে।" আমকে বলুন! কোন্ ব্যক্তির সেই ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সম্মুখে দাঁড়ানোর সাহস হবে? তখন তিনি বললেন, সেই দিন ঈমানদারদের জন্য অতি হালকা করা হবে। এমনকি ঐদিন তার জন্য একটি ফরয ছালাত ন্যায় হবে।[১১৬৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৬৭]

(١١٧١) عَنْ أَبِي سَعِيْد الْخُدْرِيِّ قال سُئِلَ رَسُوْلُ الله ﷺ عَنْ (يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ ألف سنة) مَا طُوْلُ هَذَا الْيَوْمِ؟ فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَده إِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُوْنَ أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ يُصَلِّيْهَا فِيْ الدُّنْيَا.

(১১৭১) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-কে ঐদিন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, যেদিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান। সেই অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময়ে মানুষের অবস্থা কিরূপ হবে? তিনি বললেন, সেই সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। মুমিনদের জন্য সেই দিন খুবই হালকা করা হবে। এমনকি দুনিয়াতে একটি ফরয ছালাত আদায় করার সময় অপেক্ষা তার জন্য তা হালকা সময় মনে হবে।[১১৬৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৬৯]

১১৬৪. আবুদাউদ হা/৪৭৫৫; মিশকাত হা/৫৫৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩২৫, ১০/১০৪ পৃঃ।
১১৬৫. যঈফ আবুদাউদ হা/৪৭৫৫; মিশকাত হা/৫৫৬০
১১৬৬. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫৫৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩২৮, ১০/১০৬ পৃঃ
১১৬৭. মিশকাত হা/৫৫৬৩
১১৬৮. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫৫৬৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩২৯।
১১৬৯. মিশকাত হা/৫৫৬৪; তাহক্বীক্ব ইবন হিব্বান হা/৭৩৩৪

(١١٧٢) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْت يَزِيْدَ عَنْ رَسُوْل الله ﷺ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ فِىْ صَعِيْد وَاحِد يَوْمَ الْقِيَامَة، فَيُنَادي مُنَاد فَيَقُوْلُ: أَيْنَ الَّذيْنَ كَانَتْ تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، فَيَقُوْمُونَ وَهُمْ قَلِيْلٌ، يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِسَائِرِ النَّاسِ إِلَى الْحِسَابِ.

(১১৭২) আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন মানবগুলীকে একটি ময়দানে একত্রিত করা হবে। তখন একজন ঘোষক এই ঘোষনা করবে, ঐ সমস্ত লোকেরা কোথায়, যারা রাতের আরামের বিছানা হতে নিজেদের পার্শ্বকে দূরে রেখেছিল? তখন অল্প কিছু সংখ্যক লোক উঁঠে দাঁড়াবে এবং তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর অবশিষ্ট সমস্ত মানুষের নিকট থেকে হিসাব নেওয়ার নির্দেশ করা হবে।[১১৭০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৭১]

باب الحوض والشفاعة

অনুচ্ছেদ : হাওযে কাওছার ও শাফ'আতের বর্ণনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٧٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُود عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قِيلَ لَهُ مَا الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ؟ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ يَنْزِلُ اللهُ تَعَالَى عَلَى كُرْسِيِّه يَئِطُّ كَمَا يَئِطُّ الرَّحْلُ الْجَدِيْدُ مِنْ تَضَايُقِه بِه وَهُوَ كَسَعَة مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَيُجَاءُ بِكُمْ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً فَيَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيْمُ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى اكْسُوا خَلِيْلِىْ فَيُؤْتَى بِرَيْطَتَيْنِ بَيْضَاوَيْنِ مِنْ رِيَاط الْجَنَّة ثُمَّ أُكْسَى عَلَى إِثْرِه ثُمَّ أَقُومُ عَنْ يَمِيْنِ اللهِ مَقَاماً يَغْبِطُنِى بِهِ الأَوَّلُوْنَ وَالآخِرُوْنَ.

(১১৭৩) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, একদা তাকে জিজ্ঞেস করা হল, 'মাক্বামে মাহমুদ' কী? তিনি বললেন, তা এমন একটি দিন যেই দিন আল্লাহ তা'আলা তার কুরসীতে অবতরণ করবেন এবং তা এমনভাবে কড়মড় করবে, যেমন সংকীর্ণতার কারণে কড়মড় করে থাকে চামড়ার তৈরী নতুন গদি। সেই কুরসীর প্রশস্ততা হবে আসমান-যমীনের ব্যবধানের

১১৭০. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৩২৪৪; মিশকাত হা/৫৫৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৩০।
১১৭১. যঈফ আত-তারগীব হা/৩৫৬; মিশকাত হা/৫৫৬৫

পরিমাণ। অতঃপর তোমাদের বস্ত্রহীন, খালি পদযুগলে ও খাতনাবিহীন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। সেই দিন যাদেরকে পোষাক পরিধান করানো হবে, তাদের মধ্যে সর্ব প্রথম ব্যক্তি হবেন ইবরাহীম (আঃ) । আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিবেন তোমরা আমার বন্ধুকে পোষাক পরিধান করিয়ে দাও। তখন জান্নাতের কোমল রেশমী ধবধবে সাদা দুইখান কাপড় আনা হবে এবং তা তাকে পরিধান করানো হবে। অতঃপর পোষাক পরিধান করানো হবে আমাকে। তারপর আমি আল্লাহ্র ডান পাশের এমন এক মাক্বামে দণ্ডায়মান হব, যা দেখে পূর্বের ও পরের আমার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করবে।[১১৭২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৭৩]

(১১৭৪) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شِعَارُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الصِّرَاطِ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ.

(১১৭৪) মুগীরা বিন শু'বা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন পুলসিরাতের উপর মুমিনদের পরিচিতি হবে 'রব্বে সাল্লিম সাল্লিম', হে রব্ব! আমাকে নিরাপদ রাখুন আমাকে নিরাপদ রাখুন।[১১৭৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৭৫]

(১১৭৫) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنْ أُمَّتِى مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِئَامِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ.

(১১৭৫) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের কোন ব্যক্তি এমন হবে, যে বিরাট একটি দলের জন্য সুপারিশ করবে, কেউ একটি গোত্রের জন্য সুপারিশ করবে। আবার কেউ আপন আত্মীয়-স্বজনের জন্য সুপারিশ করবে, আবার কেউ শুধু একটি লোকের জন্য সুপারিশ করবে। অবশেষে আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১১৭৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৭৭]

১১৭২. দারেমী হা/২৮০০; মিশকাত হা/৫৫৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৫৭, ১০/১২৮ পৃঃ।
১১৭৩. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৬৪০; মিশকাত হা/৫৫৯৬
১১৭৪. তিরমিযী হা/২৪৩২; মিশকাত হা/৫৫৯৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৫৮, ১০/১৩০ পৃঃ।
১১৭৫. যঈফ তিরমিযী হা/২৪৩২; মিশকাত হা/৫৫৯৭
১১৭৬. তিরমিযী হা/২৪৪০; মিশকাত হা/৫৬০২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৬২।
১১৭৭. যঈফ তিরমিযী হা/২৪৪০; মিশকাত হা/৫৬০২

(١١٧٦) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَفُّ أَهْلَ النَّارِ فَيَمُرُّ بِهِمُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَا فُلَانُ أَمَا تَعْرِفُنِيْ؟ أَنَا الَّذِيْ سَقَيْتُكَ شَرْبَةً وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَا الَّذِيْ وَهَبْتُ لَكَ وَضُوْءًا فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ.

(১১৭৬) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামীগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, তখন জান্নাতী এক ব্যক্তি তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে। এই সময় জাহান্নামীদের সারি হতে এক ব্যক্তি বলবে, হে অমুক! তুমি কি আমাকে চিনতে পারনি? আমি সেই ব্যক্তি, যে একদিন তোমাকে পান করিয়েছিলাম। আর একজন বলবে, আমি সেই ব্যক্তি যে একদিন তোমার ওযুর জন্য পানি দিয়েছিলাম। তখন সেই জান্নাতী ব্যক্তি তার জন্য সুপারিশ করবে এবং জান্নাতে নিয়ে যাবে।[১১৭৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৭৯]

(١١٧٧) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ اشْتَدَّ صِيَاحُهُمَا فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ أَخْرِجُوْهُمَا فَلَمَّا أُخْرِجَا قَالَ لَهُمَا لِأَىِّ شَىْءٍ اشْتَدَّ صِيَاحُكُمَا قَالَا فَعَلْنَا ذَلِكَ لِتَرْحَمَنَا قَالَ إِنَّ رَحْمَتِىْ لَكُمَا أَنْ تَنْطَلِقَا فَتُلْقِيَا أَنْفُسَكُمَا حَيْثُ كُنْتُمَا مِنَ النَّارِ فَيَنْطَلِقَانِ فَيُلْقِى أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ فَيَجْعَلُهَا عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا وَيَقُوْمُ الْآخَرُ فَلَا يُلْقِى نَفْسَهُ فَيَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُلْقِىَ نَفْسَكَ كَمَا أَلْقَى صَاحِبُكَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ إِنِّىْ لَأَرْجُوْ أَنْ لَا تُعِيْدَنِىْ فِيْهَا بَعْدَ مَا أَخْرَجْتَنِىْ. فَيَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ لَكَ رَجَاؤُكَ فَيَدْخُلَانِ جَمِيْعًا الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللهِ.

(১১৭৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামীদের মধ্য হতে দুই ব্যক্তি খুবই চীৎকার করতে থাকবে। তাদের চিৎকার শুনে মহান আল্লাহ ফিরেশতাগণকে বলবেন, এই ব্যক্তিদ্বয়কে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। যখন তাদের উপস্থিত করা হবে, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, কী কারণে তোমরা দুই জন এত চীৎকার করছ? তারা বলবে আমরা এরূপ করেছি যাতে আপনি আমাদের প্রতি রহম করেন। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমাদের উভয়ের প্রতি আমার অনুগ্রহ এই যে, জাহান্নামের যে স্থানে তোমরা অবস্থানরত ছিলে এখন সেখানে চলে যাও এবং সেই স্থানেই তোমরা নিজেরদেরকে স্বেচ্ছায় নিক্ষেপ কর। এই নির্দেশ শুনে উভয়ের একজন স্বেচ্ছায় জাহন্নামে নিজেকে নিক্ষেপ করবে।

১১৭৮. ইবনু মাজাহ হা/৩৬৮৫; মিশকাত হা/৫৬০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৬৪।
১১৭৯. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩৬৮৫; মিশকাত হা/৫৬০৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৩

তখন আল্লাহ জাহান্নামের আগুনকে তার জন্য শীতল ও আরামদায়ক করে দিবেন। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিটি দাঁড়িয়ে থাকবে, সে নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে না। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, যেভাবে তোমার সাথী নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে, কিসে তোমাকে অনুরূপভাবে নিক্ষেপ করা হতে বিরত রাখল? তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমি এই আশা রাখি যে, যে জায়গা হতে তুমি একবার আমাকে বের করেছ , পুনরায় সে জায়গায় তুমি আমাকে ফিরত পাঠাবে না। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, তুমি যে আশা করেছ তা পূরণ করা হল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে তাদের দু'জনকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[১১৮০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৮১]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٧٨) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ .

(১১৭৮) ওছমান ইবনু আফফান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক সুপারিশ করবেন। নবীগণ, আলিমগণ ও শহীদগণ।[১১৮২]

তাহক্বীক্ব : জাল।[১১৮৩]

باب صفةالجنة وأهلها

অনুচ্ছেদ : জান্নাত ও জাহান্নামবাসীদের বিবরণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٧٩) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ لَوْ أَنَّ الْعَالَمِيْنَ اجْتَمَعُوا فِى إِحْدَاهُنَّ لَوَسِعَتْهُمْ.

(১১৭৯) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতের একশত স্তর আছে। যদি সারা বিশ্বের লোক একত্রিত হয়ে তার একটিতে সমবেত হয়, তবুও তা সকলের জন্য যথেষ্ট হবে।[১১৮৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৮৫]

১১৮০. তিরমিযী হা/২৫৯৯; মিশকাত হা/৫৬০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৬৫, ১০/১৩২ পৃঃ।
১১৮১. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৯৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫২৪; মিশকাত হা/৫৬০৫
১১৮২. ইবনু মাজাহ হা/৪৩১৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯৭৮; মিশকাত হা/৫৬১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৭০, ১০/১৩৫ পৃঃ।
১১৮৩. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৪৩১৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯৭৮; মিশকাত হা/৫৬১১
১১৮৪. তিরমিযী হা/২৫৩২; মিশকাত হা/৫৬৩৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৯১, ১০/১৪৩ পৃঃ।
১১৮৫. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৩২; মিশকাত হা/৫৬৩৩

(١١٨٠) عَنْ أَبِىْ سَعِيْد عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى قَوْلِه (وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ) قَالَ ارْتِفَاعُهَا لَكَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ مَسِيْرَةَ خَمْسمائَة سَنَة.

(১১৮০) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র বাণী, (সুউচ্চ বিছানা)-সম্পর্কে বলেছেন, ঐ সমস্ত বিছানা, আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী ব্যবধানের পরিমাণ অর্থাৎ পাঁচশ' বছরের পথ।[১১৮৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৮৭]

(١١٨١) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْت أَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله ﷺ يَقُوْلُ وَذُكِرَ لَهُ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى قَالَ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّ الْفَنَنِ مِنْهَا مِائَةَ سَنَة أَوْ يَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا مِائَةُ رَاكِبٍ شَكَّ يَحْيَى فِيْها فَرَاشُ الذَّهَبِ كَأَنَّ ثَمَرَهَا الْقِلاَلُ.

(১১৮১) আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)- কে বলতে শুনেছি এবং যখন তার সম্মুখে 'সিদরাতুল মুনতা'র আলোচনা করা হল, তিনি বললেন, তার শাখার ছায়ায় দ্রুতগামী সওয়ারী একশত বছর ভ্রমন করতে পারবে অথবা বলেছেন, একশত সওয়ারী তার ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারবে। এই দুই বাক্যের মধ্যে নবী করীম (ছাঃ)-কোন্ বাক্যটি বলেছেন- এতে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে। সেটা সোনার পতঙ্গ দ্বারা বেষ্টিত থাকবে। তার ফল মটকার ন্যায় বৃহদাকারের হবে।[১১৮৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৮৯]

(١١٨٢) عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ الله هَلْ فِى الْجَنَّة مِنْ خَيْلٍ قَالَ إِن اللهُ أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ فَلاَ تَشَاءُ أَنْ تُحْمَلَ فِيْها عَلَى فَرَسٍ مِنْ يَاقُوتَة حَمْرَاءَ يَطِيرُ بِكَ فِى الْجَنَّة حَيْثُ شِئْتَ إِلاَّ فَعَلْتَ قَالَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ الله هَلْ فِى الْجَنَّة مِنْ إِبِلٍ قَالَ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِصَاحِبِه قَالَ إِنْ يُدْخِلْكَ اللهُ الْجَنَّةَ يَكُنْ لَكَ فِيْها مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ.

(১১৮২) বুরাইদা (রাঃ) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! জান্নাতে ঘোড়া পাওয়া যাবে কি? তিনি বললেন, যদি আল্লাহ

১১৮৬. তিরমিযী হা/২৫৪০; মিশকাত হা/৫৬৩৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৯২।
১১৮৭. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৪০; মিশকাত হা/৫৬৩৩
১১৮৮. তিরমিযী হা/২৫৫১; মিশকাত হা/৫৬৪০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৯৮, ১০/১৪৪ পৃঃ।
১১৮৯. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৫১; মিশকাত হা/৫৬৪০

তা'আলা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান আর তুমি ঘোড়ায় সওয়ার হবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ কর, তখন তোমাকে লাল বর্ণের মুক্তার ঘোড়ার সওয়ার করানো হবে এবং তুমি জান্নাতের যেখানে যাওয়ার ইচ্ছা করবে,ঘোড়া তোমাকে দ্রুত উড়িয়ে সেখানে নিয়ে যাবে। আর এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল , হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) জান্নাতে উট পাওয়া যাবে কি? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি পূর্বের ব্যক্তিকে যেভাবে উত্তর দিয়েছেন, এই ব্যক্তিকে সেভাবে উত্তর না দিয়ে বললেন, যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান, তবে তুমি সেই সমস্ত জিনিস পাবে, যা কিছু তোমার মন চাইবে এবং তোমার নয়ন জুড়িয়ে যাবে।[১১৯০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৯১]

(١١٨٣) عَنْ أَبِىْ أَيُّوبَ قَالَ أَتَى النَّبِىَّ ﷺ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّى أُحِبُّ الْخَيْلَ أَفِى الْجَنَّة خَيْلٌ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنْ أُدْخِلْتَ الْجَنَّةَ أُتِيتَ بِفَرَسٍ مِنْ يَاقُوْتَةٍ لَهُ جَنَاحَانِ فَحُمِلْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ طَارَ بِكَ حَيْثُ شِئْتَ.

(১১৮৩) আবু আইয়ূব (রাঃ) বলেন, একদা এক বেদুইন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি ঘোাড়াকে খুব বেশী পসন্দ করি, জান্নাতে ঘোড়া আছে কি? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়, তবে তোমাকে মুক্তার তৈরী এমন একটি ঘোড়া দেওয়া হবে, যার দু'টি ডানা রয়েছে, তোমাকে তার উপর সওয়ার করানো হবে। অতঃপর তুমি যেখানে চাইবে, তা উড়িয়ে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবে।[১১৯২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৯৩]

(١١٨٤) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَابُ أُمَّتِى الَّذِىْ يَدْخُلُونَ مِنْهُ الْجَنَّةَ عَرْضُهُ مَسِيْرَةُ الرَّاكِبِ الْجَوَادَ ثَلاَثًا ثُمَّ إِنَّهُمْ لَيُضْغَطُوْنَ عَلَيْهِ حَتَّى تَكَادُ مَنَاكِبُهُمْ تَزُولُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَقَالَ لِخَالِدِ بْنِ أَبِىْ بَكْرٍ مَنَاكِيْرُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

১১৯০. তিরমিযী হা/২৫৪৩; মিশকাত হা/৫৬৪২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪০০।
১১৯১. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৪৩; মিশকাত হা/৫৬৪২
১১৯২. তিরমিযী হা/২৫৪৪; ছহীহাহ হা/৩০০১; মিশকাত হা/৫৬৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪০১।
১১৯৩. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৪৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০০১; মিশকাত হা/৫৬৪৩

(১১৮৪) সালেম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মত জান্নাতের যেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, তার প্রশস্ততা হবে উত্তম অশ্বারোহীর তিনদিন অথবা তিন বছরের পথের দুরত্ব। এতদসত্ত্বেও দরজা অতিক্রম করার সময় এত ভীড় হবে যে, ধাক্কার চোটে তাদের কাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হবে।[১১৯৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৯৫]

(١١٨٥) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَسُوقًا مَا فِيْها شِرَاءٌ وَلاَ بَيْعٌ إِلاَّ الصُّوَرَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُوْرَةً دَخَلَ فِيْها.

(১১৮৫) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে, সেখানে ক্রয়-বিক্রয় নেই; বরং সেখানে নারী-পুরুষদের আকৃতিসমূহ থাকবে। সুতরাং যখনই কেউ কোন আকৃতিকে পসন্দ করবে, তখন সে সেই আকৃতিতে প্রবেশ করবে।[১১৯৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৯৭]

(١١٨٦) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ لَقِىَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ فِى سُوقِ الْجَنَّةِ. فَقَالَ سَعِيدٌ أَفِيْها سُوقٌ قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوْهَا نَزَلُوْا فِيْها بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ ثُمَّ يُؤْذَنُ فِىْ مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَزُوْرُوْنَ رَبَّهُمْ وَيُبْرِزُ لَهُمْ عَرْشَهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِىْ رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ وَمَنَابِرُ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوْتٍ وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيْهِمْ مِنْ دَنِىٍّ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ وَمَا يُرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَرَاسِىِّ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَهَلْ نَرَى رَبَّنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِى رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قُلْنَا لاَ. قَالَ كَذَلِكَ لاَ تَتَمَارَوْنَ فِى رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ وَلاَ يَبْقَى فِى ذَلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلاَّ حَاضَرَهُ اللهُ مُحَاضَرَةً حَتَّى

১১৯৪. তিরমিযী হা/২৫৪৮; মিশকাত হা/৫৬৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪০৩, ১০/১৪৬ পৃঃ
১১৯৫. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৪৮; মিশকাত হা/৫৬৪৫
১১৯৬. তিরমিযী হা/২৫৫০; মিশকাত হা/৫৬৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪০৪।
১১৯৭. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৫০; মিশকাত হা/৫৬৪৬

يَقُوْلَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ يَا فُلاَنُ ابْنَ فُلاَنٍ أَتَذْكُرُ يَوْمَ قُلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيُذَكِّرُهُ بِبَعْضِ غَدَرَاتِهِ فِى الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِىْ فَيَقُوْلُ بَلَى فَبِسِعَةِ مَغْفِرَتِى بَلَغْتَ مَنْزِلَتَكَ هَذِهِ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيحِهِ شَيْئًا قَطُّ وَيَقُوْلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُوْمُوْا إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ فَخُذُوْا مَا اشْتَهَيْتُمْ. قَالَ فَنَأْتِىْ سُوْقًا قَدْ حَفَّتْ بِهِ الْمَلاَئِكَةُ فِيْهِ مَا لَمْ تَنْظُرِ الْعُيُوْنُ إِلَى مِثْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعِ الآذَانُ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ فَيُحْمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا لَيْسَ يُبَاعُ فِيْهَا وَلاَ يُشْتَرَى وَفِى ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَى أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَمَا فِيْهِمْ دَنِىٌّ فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ فَمَا يَنْقَضِى آخِرُ حَدِيْثِهِ حَتَّى يَتَخَيَّلَ إِلَيْهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِى لأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فِيْهَا ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلَى مَنَازِلِنَا فَتَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ مَرْحَبًا وَأَهْلاً لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ فَنَقُوْلُ إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ وَيَحِقُّنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا.

(১১৮৬) সাঈদ ইবনু মূসাইয়িব (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, আমি আল্লাহ্‌র নিকট এই দু'আ করি যে, তিনি যেন আমকে ও তোমাকে জান্নাতের বাজারে একত্রিত করেন। তখন সাঈদ বললেন, সেখানে কি বাজারও আছে? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ, আমাকে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতবাসীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তারা নিজ নিজ আমলের মান অনুযায়ী স্থান লাভ করবে। অতঃপর দুনিয়ার দিনগুলোর হিসাব ও পরিমাণ অনুযায়ী সপ্তাহের জুম'আর দিন তাদেরকে একটি বিশেষ অনুমতি প্রদান করা হবে; আর তা হল তারা তাদের প্রভুর সাক্ষাৎ লাভ করবে। সেই দিন আল্লাহ তা'আলা তার আরশকে জনসম্মুখে উম্মুক্ত করে দিবেন এবং জান্নাতবাসীদের সম্মুখে জান্নাতের বৃহৎ কাননসমূহের একটি কাননে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং জান্নাতবাসীদের জন্য তাদের মর্যাদা ও মান অনুযায়ী নূরের, মণি-মুক্তার, যমর্‌রদের এবং সোনা-চাঁদির মিম্বর স্থাপন করা হবে। তাদের মধ্যে মামুলি মর্যাদাবান ব্যক্তি- অথচ জান্নাতীদের মধ্যে কেউ হীন হবে না। কাফুর-কস্তুরির টিলার উপর উপবেশন করবে। এই সমস্ত টিলায় উপবেশনকারীগণ কুরসী বা আসনে উপবেশনকারীগণকে নিজেদেরকে অধিক মর্যাদালাভকারী বলে ধারণা করবে। আবু হুরায়রা (রাঃ)

বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা কি আমার প্রভুকে দেখতে পাব না? তিনি বললেন; হ্যাঁ, দেখতে পাবে। আচ্ছা বল দেখি ! সূর্য এবং পূর্ণিমার রাত্রে চাঁদ দেখতে তোমাদের কোন প্রকারের সন্দেহ হয়? আমরা বললাম, না। কোন সন্দেহ হয় না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, অনুরূপভাবে তোমাদের রব্বক দেখতে তোমাদের কোন রকমের সন্দেহ হবে না এবং উক্ত মজলিসে এমন কোন লোক অবশিষ্ট থাকবে না, যার সাথে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি কথা বলবেন না। এমন কি আল্লাহ তা'আলা উপস্থিত এক ব্যক্তিকে বলবেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি স্মরণ আছে যে, অমুক দিন তুমি এই এই কথাটি বলেছিলে, মোটকথা দুনিয়াতে সেই যে সমস্ত অপরাধ করেছিল, তার কিছু কিছু তাকে আল্লাহ তা'আলা স্মরণ করিয়ে দিবেন। তখন সে বলবে হে আমার রব্ব! তুমি কি আমাকে ক্ষমা করে দাওনি? আল্লাহ বলবেন হ্যাঁ, নিশ্চয়! আমার ক্ষমার কারণে তুমি আজ এই মর্যাদার অধিকারী হয়েছ। ফলকথা তারা এই অবস্থায় থাকতেই এক খণ্ড মেঘ এসে তাদেরকে উপর হতে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং তাদের উপন এমন সুগন্ধি বর্ষণ করবে যে, অনুরুপ সুগন্ধি তারা আর কখনো পাইনি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা উঠ এবং তার দিকে চল, যা আমি তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। আর তোমাদের মনে যা চায় তা উহা হতে নিয়ে নাও। অতঃপর আমরা এমন একটি বাজারে আসব, যাকে ফেরেশতাগণ বেষ্টন করে রেখেছেন। সেখানে এমন সব জিনিস রক্ষিত থাকবে, যা মানব চক্ষু কখনও দেখেনি। তার সংবাদ কানে শুনেনি। এমনকি মানুষের অন্তর কল্পনাও করেনি। সুতরাং আমাদেরকে সেই বাজার থেকে এমন সব জিনিস দেওয়া হবে, যা আমরা পসন্দ করব। অথচ উক্ত বাজারে কোন জিনিসই বেচা-কেনা হবে না বরং সেখানে জান্নাতীগণ একজন অন্যজনের সাথে সাক্ষাৎ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন সেই বাজারে একজন উচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তি একজন মামুলী ধরনের ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করবে, অবশ্য জান্নাতীদের মধ্যে কেউ হীন নয়। তখন নেতার পোশাক-পরিচ্ছেদ দেখে আশ্চর্যান্বিত হবে কিন্তু তার কথা শেষ হতে না হতেই সে অনুভব করবে যে, তার পোশাক তার চেয়ে আরও উত্তম হয়ে গেছে। আর এটা এই জন্য যে, জান্নাতে কোন ব্যক্তির অনুতপ্ত ও দুশ্চিন্তায় পতিত হওয়ার অবকাশ থাকবে না। অতঃপর (উক্ত বাজার ও পরস্পরে দেখা সাক্ষাৎ শেষ করে আমরা আপন আপন বাসস্থানের দিকে প্রত্যাবর্তন করব। এই সময় আমাদের স্ত্রীগণ আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং বলবে, মারহাবা, খোশ আমদেদ! বস্তুতঃ যখন তোমরা আমাদের নিকট হতে পৃথক হয়েছিলে, সেই অবস্থা অপেক্ষা এখন তোমরাস আরও অথিক খবসুরত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে আমাদের নিকটে ফিরে এসেছ। তখন আমরা বলব, আজ আমরা আমাদের মহা পরাক্রমশালী প্রভুর সাথে বসার

সৌভাগ্য লাভ করেছি। কাজেই এই মর্যাদার অধিকারী হয়ে প্রত্যাবর্তন করা আমাদের জন্য যথার্থ উপযোগী হয়েছে এবং এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল।[১১৯৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১১৯৯]

(١١٨٧) عَنْ أَبِىْ سَعِيْد الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّة الَّذِىْ لَهُ ثَمَانُوْنَ أَلْفَ خَادِمٍ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُوْنَ زَوْجَةً وَتُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتٍ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ إِلَى صَنْعَاء

(১১৮৭) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিম্মমানের জান্নাতবাসীর জন্য আশি হাযার খাদেম এবং বাহাত্তর জন স্ত্রী হবে, তার জন্য গম্বুজ আকৃতির ছাউনি স্থাপন করা হবে, যা মণি-মুক্তা, হীরা ও ইয়াকুত দ্বারা নির্মিত। উক্ত ছাউনির প্রশস্ততা হবে জাবিয়া হতে সানআ' পর্যন্ত মধ্যবর্তী দূরত্বের পরিমাণ। উক্ত সনদে আরও বর্ণিত- রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ছোট বয়সে কিংবা বৃদ্ধ বয়সে যে কোন জান্নাতী লোক (দুনিয়াতে) মারা যাবে, সে জান্নাতে ত্রিশ বছর বয়সী হয়ে প্রবেশ করবে। এবং এই বয়স কখনও বৃদ্ধি পাবে না। জাহান্নামবাসীরাও অনুরূপ (৩০ বছর বয়সী) হবে।

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২০০]

(١١٨٨) عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ فِى الْجَنَّة لَمُجْتَمَعًا لِلْحُورِ الْعِينِ يُرَفِّعْنَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمَعِ الْخَلاَئِقُ مِثْلَهَا قَالَ يَقُلْنَ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلاَ نَبِيْدُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلاَ نَبْأَسُ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلاَ نَسْخَطُ طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَلِىٍّ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

(১১৮৮) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতের হুরগণ এক জায়গায় সমবেত হয়ে বুলন্দ আওয়াজে এমন সুন্দর লহরীতে গাইবে, সৃষ্ট জীব সেই ধরনের লহরী কখনও শুনতে পায়নি। তারা বলবে, আমরা চিরদিন থাকব, কখনও ধ্বংস হব না। আমরা হামেশা সুখে-সানন্দে থাকব, কখনও দুঃখ-দুশ্চিন্তা পতিত হবে না। আমরা সর্বদা সন্তুষ্ট থাকব, কখনও নাখোশ হব না। সুতরাং তাকে ধন্যবাদ, যার জন্য আমরা এবং আমাদের জন্য যিনি।[১২০১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২০২]

১১৯৮. তিরমিযী হা/২৫৪৯; মিশকাত হা/৫৬৪৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪০৫, ১০/১৪৮ পৃঃ।
১১৯৯. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৪৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৪৭২; মিশকাত হা/৫৬৪৭
১২০০. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৬২; মিশকাত হা/৫৬৪৮
১২০১. তিরমিযী হা/২৫৬৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৬৮৮; মিশকাত হা/৫৬৪৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪০৭, ১০/১৫০ পৃঃ।
১২০২. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৬৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৬৮৮; মিশকাত হা/৫৬৪৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٨٩) عَنْ أَبِىْ سَعِيْد الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُوْل الله ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَّكِئُ فِى الْجَنَّة سَبْعِيْنَ سَنَةً قَبْلَ أَنْ يَتحَوَّلَ ثُمَّ تَأْتِيهُ امْرَأَتُهُ فَتَضْرِبُ عَلَى مَنْكبَيْه فَيَنْظُرُ وَجْهَهُ فِى خَدِّهَا أَصْفَى منَ الْمرْآة وَإِنَّ أَدْنَى لُؤْلُؤَة عَلَيْهَا تُضىءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرب فَتُسَلِّمُ عَلَيْه قَالَ فَيَرُدُّ السَّلاَمَ وَيَسْأَلُهَا مَنْ أَنْت وَتَقُولُ أَنَا منَ الْمَزِيد وَإِنَّهُ لَيَكُوْنُ عَلَيْهَا سَبْعُوْنَ ثَوْباً أَدْنَاهَا مثْلُ النُّعْمَان منْ طُوبَى فَيَنْفُذُهَا بَصَرُهُ حَتَّى يَرَى مُخَّ سَاقهَا منْ وَرَاء ذَلكَ وَإِنَّ عَلَيْهَا منَ التِّيجَان إِنَّ أَدْنَى لُؤْلُؤَةٍ عَلَيْهَا لَتُضىءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب.

(১১৮৯) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তিনি বলেছেন, কোন জান্নাতী ব্যক্তি সত্তরটি গা-তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসবে। এট শুধু তার একই স্থান থাকবে। অতঃপর একজন মহিলা (হুর) এসে তার কাঁধে টোকা দিবে, তখন সে উক্ত মহিলার দিকে ফিরে চাইবে, তার চেহারার উজ্জ্বলতা আয়না অপেক্ষা অধিক স্বচ্ছ হবে এবং তার গায়ে রক্ষিত মামুলী মুক্তার আলো পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে উজ্জ্বল করে ফেলবে। মহিলাটি উক্ত পুরুষটিকে সালাম করবে, সে সালামের জবাব দিয়ে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? মহিলাটি উত্তরে বলবে, আমি 'অতিরিক্তের অন্তর্ভুক্ত'। তার পরনে রং-বেরংয়ের সত্তরখানা কাপড় থাকবে এবং তার ভিতর দিয়েই তার পায়ের নালার মজ্জা দেখা যাবে। আর তার মাথায় এমন মুকুট হবে, যার নিম্মমানের মুক্তার আলো পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থান রৌশন করে দিবে।[১২০৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২০৪]

باب رؤيةالله تعالى

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٩٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّة مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جِنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيْرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى اللهِ مَنْ يَنْظُرُ

১২০৩. মুসনাদে আহমাদ হা/১১৭৩৩; মিশকাত হা/৫৬৫৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪০৯।
১২০৪. যঈফ আত-তারগীব হা/২২১৩; মিশকাত হা/৫৬৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪০৯।

إِلَى وَجْهِهِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.

(১১৯০) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিম্নমানের জান্নাতী তার উদ্যানসমূহ, বিবিগণ, নিয়ামতের সারি, খাদেম ও সেবককুল এবং তার আসমানসমূহ একহাযার বছরের দুরত্ব পরিমাণ বিস্তির্ণ দেখতে পাবে। আর আল্লাহ তা'আলার নিকট সেই ব্যক্তিই উচ্চ র্মযাদাসম্পন্ন ও সম্মানী হবে, যে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করবে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) এই আয়াতটি পাঠ করেন- 'সেই দিন কিছু সংখ্যক চেহারা আপন প্রভুর দর্শন লাভে তরতাজা ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং তাদের প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে'।[১২০৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২০৬]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٩١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ قُلْتُ أَلَيْسَ اللهُ يَقُوْلُ لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ قَالَ وَيْحَكَ ذَاكَ إِذَا تَجَلَّى بِنُوْرِهِ الَّذِى هُوَ نُوْرُهُ وَقَدْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ.

(১১৯১) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিন উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর রব্বকে দেখেছেন। ইকরামা বলেন, আমি ইবনু আব্বাসকে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি, চক্ষুসমূহ তাকে দেখতে পারে না, কিন্তু তিনি চক্ষুসমূহকে দেখতে পান'। উত্তরে ইবনু আব্বাস বললেন, তোমার প্রতি আক্ষেপ! আরে। উহা তো সেই সময়ের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যখন আল্লাহ পাক তার বিশেষ জ্যোতিতে আত্মপ্রকাশ করবেন তবে মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার প্রভুর দু'বার দেখেছেন।[১২০৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২০৮]

(١١٩٢) عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَقِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَعْبًا بعَرَفَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَكَبَّرَ حَتَّى جَاوَبَتْهُ الْجِبَالُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا بَنُوْ هَاشِمٍ فَقَالَ كَعْبٌ إِنَّ اللهَ قَسَمَ رُؤْيَتَهُ وَكَلاَمَهُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَمُوْسَى فَكَلَّمَ مُوْسَى مَرَّتَيْنِ وَرَآهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ. قَالَ مَسْرُوْقٌ

১২০৫. তিরমিযী হা/২৫৫৩; মিশকাত হা/৫৬৫৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪১৪, ১০/১৫৪ পৃঃ।
১২০৬. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৫৩; মিশকাত হা/৫৬৫৭
১২০৭. তিরমিযী হা/৩২৭৯; মিশকাত হা/৫৬৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪১৭, ১০/১৫৫ পৃঃ
১২০৮. যঈফ তিরমিযী হা/৩২৭৯; মিশকাত হা/৫৬৬০

فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ فَقَالَتْ لَقَدْ تَكَلَّمْتَ بِشَىْءٍ قَفَّ لَهُ شَعْرِى قُلْتُ رُوَيْدًا ثُمَّ قَرَأْتُ (لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى) قَالَتْ أَيْنَ يُذْهَبُ بِكَ إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيْلُ مَنْ أَخْبَرَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ أَوْ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أُمِرَ بِهِ أَوْ يَعْلَمُ الْخَمْسَ الَّتِىْ قَالَ اللهُ تَعَالَى (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ) فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيْلَ لَمْ يَرَهُ فِى صُورَتِهِ إِلاَّ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَمَرَّةً فِىْ جِيَادٍ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ قَدْ سَدَّ الأُفُقَ.

(১১৯২) শা‘বী (রহঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সাথে আরাফাতের মাঠে কা‘ব আহবার (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ হ’লে তিনি তাকে এক ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, এটা শুনে কা‘ব (রাঃ) এমন জোরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলেন যে, তা পাহাড় পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, আমরা হাশেমের বংশধর। অতঃপর কা‘ব (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তা‘আলা তার দর্শন ও বচনকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও মূসা (আঃ)-এর মধ্যে বিভক্ত করেছেন। অতএব মূসা (আঃ) আল্লাহ্র সাথে দু’বার কথাবার্তা বলেছেন এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহকে দু’বার দেখেছেন। মাসরূক (রহঃ) বলেন, আমি আয়েশা (আঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার প্রভুকে দেখেছেন কি? জবাবে আয়েশা (রাঃ) বললেন, হে মাসরূক! তুমি আমাকে এমন কথা জিজ্ঞেস করছ, যা শ্রবণে আমার গায়ের পশম খাড়া হয়ে গিয়েছে। মাসরূক বলেন, আমি বললাম আপনি আমাকে অবকাশ দিন। অতঃপর আমি এই আয়াতটি পাঠ করলাম, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার প্রভুর বিরাট বিরাট নিদর্শনসমূহ দেখেছেন’। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, এই আয়াত তোমাকে কোথায় নিয়ে পৌঁছেছে? বরং এটা দ্বারা জিবরীলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অতঃপর আয়েশা (রাঃ) মাসরূককে লক্ষ্য করে বললেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার প্রভুকে দেখেছেন অথবা তাকে যা কিছু নির্দেশ করা হয়েছে, তা হতে তিনি কিছু গোপন করেছেন অথবা মুহাম্মাদ (ছাঃ) সেই পাঁচটি বিষয়ে অবগত ছিলেন, সেগুলো এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে- সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর জঘন্য মিথ্যা আরোপ করল। হ্যাঁ, বরং তিনি জিবরীলকে দেখেছেন। একবার সিদরাতুল মুনতার নিকটে, আরেকবার ‘আজইয়াদে। রাসূল (ছাঃ) যখন তাকে আসল আকৃতিতে দেখেছেন, তখন তার ছয় শত ডানা ছিল এবং তা গোটা আকাশ জুড়ে ছিল।[১২০৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২১০]

১২০৯. তিরমিযী হা/৩২৭৮; মিশকাত হা/৫৬৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪১৮।
১২১০. যঈফ তিরমিযী হা/৩২৭৮; মিশকাত হা/৫৬৬১।

(١١٩٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِىْ نَعِيْمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُوْرٌ فَرَفَعُوْا رُءُوْسَهُمْ فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ. قَالَ وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ (سَلاَمٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيْمٍ) قَالَ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ فَلاَ يَلْتَفِتُوْنَ إِلَى شَىْءٍ مِنَ النَّعِيْمِ مَا دَامُوْا يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَبْقَى نُوْرُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِىْ دِيَارِهِمْ.

(১১৯৩) জাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতবাসীগণ যখন তাদের আনন্দ উপভোগে লিপ্ত থাকবে, এমন সময় হঠাৎ তাদের উপর একটি আলো চমকিত হবে, তখন তারা মাথা তুলে সেই দিকে তাকিয়ে দেখবে, রব্বুল 'আলামীন উপর হতে তাদের প্রতি লক্ষ্য করে আছেন। সে সময় আল্লাহ বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! আসসালামু আলাইকুম (তোমরা আরামে ও নিরাপদে থাক)। আল্লাহ্র কালাম سَلاَمٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيْمٍ দ্বারা এই সময়ের ও অবস্থার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ জান্নাতবাসীদের দিকে এবং জান্নাতীগণ আল্লাহ্র দিকে তাকাবে, ফলে তারা আল্লাহ্র দর্শন হতে চক্ষু ফিরিয়ে অন্য কোন নিয়ামতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না এবং আল্লাহ আড়াল হওয়া পর্যন্ত এক দৃষ্টিতে শুধু সেই দিকে চেয়ে থাকবে, অবশেষে কেবলমাত্র তার নূরই বাকী থাকবে।[১২১১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২১২]

باب صفةالنار وأهلها

অনুচ্ছেদ : জাহান্নাম ও জাহান্নামীদের বর্ণনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١١٩٤) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ أُوقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ فَهِىَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ.

(১১৯৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামের আগুনকে প্রথমে এক হাযার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে, এতে তা লাল হয়ে যায়। তারপর এক হাযার বছর প্রজ্জ্বলিত করা হয়, ফলে উহা সাদা হয়ে

১২১১. ইবনু মাজাহ হা/১৮৪; মিশকাত হা/৫৬৬৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২০, ১০/১৫৮ পৃঃ।
১২১২. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১৮৪; মিশকাত হা/৫৬৬৪।

যায়। অতঃপর এক হাযার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত করা হয়, অবশেষে তা কাল হয়ে যায়। সুতরাং তা এখন ঘোর অন্ধকার কাল অবস্থায় রয়েছে।[১২১৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২১৪]

(١١٩٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْكَافِرَ لَيُسْحَبُ لِسَانُهُ الْفَرْسَخَ وَالْفَرْسَخَيْنِ يَتَوَطَّؤُهُ النَّاسُ.

(১১৯৫) আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কাফের তার জিহ্বা এক ক্রোশ-দুই ক্রোশ পর্যন্ত বের করে হেঁচড়িয়ে চলবে এবং লোকেরা তা মাড়িয়ে চলবে।[১২১৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২১৬]

(١١٩٦) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ الصَّعُوْدُ جَبَلٌ مِنْ نَارٍ يَتَصَعَّدُ فِيْهِ الْكَافِرُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا ثُمَّ يَهْوِىْ بِهِ كَذَلِكَ فِيْهِ أَبَدًا قَالَ هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

(১১৯৬) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামে সাঊদ নামে একটি পাহাড় রয়েছে। কাফেরকে সত্তর বছরে তার উপরে উঠানো হবে এবং সেখান থেকে তাকে নীচে নিক্ষেপ করা হবে। সে এই অবস্থায় সর্বদা উঠা-নামা করতে থাকবে।[১২১৭]

তাতক্বীক্ব : যঈফ।[১২১৮]

(١١٩٧) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى قَوْلِهِ (كَالْمُهْلِ) قَالَ كَعَكَرِ الزَّيْتِ فَإِذَا قَرَّبَهُ إِلَى وَجْهِهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيْهِ.

(১১৯৭) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) আল্লাহ তা'আলার বাণী, এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সেটা যায়তুন তেলের নীচের তপ্ত গাদের ন্যায়। যখন তা তার মুখের কাছে নেওয়া হবে, তখন গরম উত্তাপে তার মুখের চামড়া-মাংস তাতে খসে পড়বে।[১২১৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২২০]

১২১৩. তিরমিযী হা/২৫৯১; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩০৫; মিশকাত হা/৫৫৭৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২৯, ১০/১৬৩ পৃঃ।
১২১৪. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৯১; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩০৫; মিশকাত হা/৫৫৭৩
১২১৫. তিরমিযী হা/২৫৮০; মিশকাত হা/৫৬৭৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৩২।
১২১৬. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৮০; মিশকাত হা/৫৬৭৬।
১২১৭. তিরমিযী হা/২৫৬৭, ৩৩২৭; মিশকাত হা/৫৬৭৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৩৩।
১২১৮. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৬৭, ৩৩২৭; মিশকাত হা/৫৬৭৭
১২১৯. তিরমিযী হা/২৫৭৪; মিশকাত হা/৫৬৭৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৩৪।
১২২০. তিরমিযী হা/২৫৭৪; মিশকাত হা/৫৬৭৮।

(١١٩٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْحَمِيْمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُءُوْسِهِمْ فَيَنْفُذُ الْحَمِيمُ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلِتَ مَا فِيْ جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصَّهْرُ ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ.

(১১৯৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামীদের মাথার উপর তপ্ত-গরম পানি ঢালা হবে এবং তা তার পেটের মধ্যে প্রবেশ করবে, ফলে পেটের ভিতরে যা কিছু আছে, সমস্ত কিছু বিগলিত হয়ে পায়ের দিক দিয়ে নির্গত হবে। কুরআনে বর্ণিত দ্বারা এটাই বুঝনো হয়েছে। আবার সে পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসবে।[১২২১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২২২]

(١١٩٩) عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ قَوْلِهِ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيْدٍ يَتَجَرَّعُهُ قَالَ يُقَرَّبُ إِلَى فِيْهِ فَيَكْرَهُهُ فَإِذَا أُدْنِيَ مِنْهُ شَوَى وَجْهَهُ وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِهِ فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ يَقُوْلُ اللهُ وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ) وَيَقُوْلُ وَإِنْ يَسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِيْ الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ.

(১১৯৯) আবু উমামা (রাঃ) বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) নিম্নের বাণী পাঠ করে বলেন, উক্ত পানীয় তার মুখের কাছে নেওয়া হবে, কিন্তু সে তাকে পছন্দ করবে না। আর যখন তাকে মুখের নিকটবর্তী করা হবে, তখন তার চেহারা দগ্ধ হয়ে যাবে এবং তার মাথার চামড়া খসে পড়বে। আর যখন সে তা পান করবে তখন তার নাড়িভুঁড়ি খণ্ড খণ্ড হয়ে মলদ্বার দিয়ে নির্গত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'জাহান্নামীদেরকে এমন তপ্ত-গরম পানি পান করান হবে যে, তাতে তাদের নাড়িভুঁড়ি খণ্ড খণ্ড হয়ে বাহির হবে'। আল্লাহ আরো বলেছেন, 'জাহান্নামীগণ যখন পানি চাইবে তখন তেলের গাদের ন্যায় পানি তাদেরকে দেওয়া হবে, যাতে তাদের চেহারা দগ্ধ হয়ে যাবে। এতো অতীব মন্দ পানীয় বস্তু।[১২২৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২২৪]

১২২১. তিরমিযী হা/২৫৮২; ছহীহাহ হা/৩৪৭০; মিশকাত হা/৫৬৭৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৩৫, ১০/১৬৪ পৃঃ।

১২২২. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৮২; দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪৭০; মিশকাত হা/৫৬৭৯

১২২৩. তিরমিযী হা/২৫৮৩; মিশকাত হা/৫৬৮০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৩৬, ১০/১৬৫ পৃঃ

১২২৪. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৮৩; মিশকাত হা/৫৬৮০

(١٢٠٠) عَنْ أَبِىْ سَعِيْد عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِسُرَادِقِ النَّارِ أَرْبَعَةُ جُدُرٍ كِثَفُ كُلِّ جِدَارٍ مِثْلُ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً.

(১২০০) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, জহান্নাম চারটি প্রাচির দ্বারা বেষ্টিত। প্রত্যেক প্রাচীর চল্লিশ বছরের দূরত্ব পরিমাণ পুরু বা মোটা।[১২২৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২২৬]

(١٢٠١) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ دَلْوًا مِنْ غَسَّاقٍ يُهَرَاقُ فِى الدُّنْيَا لَأَنْتَنَ أَهْلُ الدُّنْيَا

(১২০১) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামীদের কদর্য-পুঁজের এক বালতি যদি দুনিয়াতে ঢেলে দেওয় হয়, তাহলে তা গোটা দুনিয়াবাসীকে দূর্গন্ধ করে দিবে।[১২২৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২২৮]

(١٢٠٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَأَ هَذِه الآيَةَ (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّومِ قُطِرَتْ فِىْ دَارِ الدُّنْيَا لأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُوْنُ طَعَامَهُ.

(১২০২) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) এই আয়াতটি পাঠ করলেন- 'তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং পূর্ণ মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না।' অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি যাক্কুম গাছের এক ফোঁটা এই দুনিয়ায় পড়ে, তবে গোটা দুনিয়াবাসীর জীবনধারণের উপকরণসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় ঐ সমস্ত লোকের দুর্দশা কিরূপ হবে, সেটা যাদের খাদ্য হবে?[১২২৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৩০]

১২২৫. তিরমিযী হা/২৫৮৪; মিশকাত হা/৫৬৮১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৩৭।
১২২৬. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৮৪; মিশকাত হা/৫৬৮১
১২২৭. তিরমিযী হা/২৫৮৪; মিশকাত হা/৫৬৮২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৩৮।
১২২৮. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৮৪; মিশকাত হা/৫৬৮২
১২২৯. তিরমিযী হা/২৫৮৫; মিশকাত হা/৫৬৮৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৩৯, ১০/১৬৫ পৃঃ।
১২৩০. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৮৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৭৮২; মিশকাত হা/৫৬৮৩

(١٢٠٣) عَنْ أَبِىْ سَعِيْد الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ (وَهُمْ فِيْها كَالِحُونَ) قَالَ تَشْوِيهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَتَسْتَرْخِى شَفَتُهُ السُّفْلَى حَتَّى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ.

(১২০৩) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র বাণী, জাহান্নামী ব্যক্তির অবস্থা এই হবে যে, আগুনের প্রচণ্ড তাপে তার মুখ ভাজা-পোড়া হয়ে উপরের ঠোঁট সঙ্কুচিত হয়ে মাথার মধ্যস্থলে পৌঁছবে এবং নীচের ঠোঁট ঝুলে নাভির সাথে এসে লাগবে।[১২৩১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৩২]

(١٢٠٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يَأَيُّهَا النَّاسُ ابْكُوْا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوْا فَتَبَاكَوْا فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَبْكُوْنَ فِىْ النَّارِ حَتَّى تَسِيْلَ دُمُوْعُهُمْ فِىْ وَجُوْهِهِمْ كَأَنَّهَا جَدَاوِلُ حَتَّى تَنْقَطِعَ الدُّمُوعُ فَتَسِيلُ الدِّمَاءُ فَتَقْرَحُ الْعُيُوْنُ ، فَلَوْ أَنَّ سُفُنًا أُرْخِيَتْ فِيْها لَجَرَتْ.

(১২০৪) আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, হে মানুষ সকল! তোমরা খুব বেশী ক্রন্দন কর। যদি কাঁদতে ব্যর্থ হও, তাহলে ক্রন্দনের রূপ ধারণ কর। কেননা জাহান্নামীরা জাহান্নামের মধ্যে কাঁদতে থাকবে, এমন কি পানির নালার ন্যায় তাদের চেহারার অশ্রু প্রবাহিত হবে। একসময় অশ্রুও খতম হয়ে যাবে এবং রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে, এতে তার চক্ষুসমূহে এমন গভীরভাবে ক্ষত হবে যে, যদি তাতে নৌকা চালানো হয়, তবে তা চলবে।[১২৩৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৩৪]

(١٢٠٥) عَنْ أَبِىْ الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُلْقَى عَلَى أَهْلِ النَّارِ الْجُوْعُ فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيْهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيَسْتَغِيْثُوْنَ فَيُغَاثُوْنَ بِطَعَامٍ مِنْ ضَرِيْعٍ لاَ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِى مِنْ جُوْعٍ فَيَسْتَغِيْثُوْنَ بِالطَّعَامِ فَيُغَاثُوْنَ بِطَعَامٍ ذِىْ غُصَّةٍ فَيَذْكُرُوْنَ أَنَّهُمْ كَانُوْا يُجِيْزُوْنَ الْغُصَصَ فِى الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ فَيَسْتَغِيْثُوْنَ بِالشَّرَابِ فَيُرْفَعُ إِلَيْهِمُ الْحَمِيمُ بِكَلَالِيْبِ الْحَدِيْدِ فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوْهِهِمْ شَوَتْ وُجُوْهَهُمْ فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ

১২৩১. তিরমিযী হা/৩১৭৬; মিশকাত হা/৫৬৮৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৪০।
১২৩২. যঈফ তিরমিযী হা/৩১৭৬; মিশকাত হা/৫৬৮৪
১২৩৩. শারহুস সুন্নাহ, পৃঃ ১০৭৬; মিশকাত হা/৫৬৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৪১, ১০/১৬৬ পৃঃ।
১২৩৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৮৮৯; আত-তারগীব হা/২১৭৮; মিশকাত হা/৫৬৮৫।

قَطَّعَتْ مَا فِى بُطُونِهِمْ فَيَقُوْلُوْنَ ادْعُوْا خَزَنَةَ جَهَنَّمَ فَيَقُوْلُونَ أَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوْا بَلَى قَالُوْا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِىْ ضَلاَلٍ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ ادْعُوْا مَالِكًا فَيَقُوْلُونَ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ فَيُجِيبُهُمْ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ قَالَ الأَعْمَشُ نُبِّئْتُ أَنَّ بَيْنَ دُعَائِهِمْ وَبَيْنَ إِجَابَةِ مَالِكٍ إِيَّاهُمْ أَلْفَ عَامٍ. قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ فَلاَ أَحَدَ خَيْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ (رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُوْنَ قَالَ فَيُجِيبُهُمْ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلاَ تُكَلِّمُوْنِ قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَئِسُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ فِى الزَّفِيْرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالنَّاسُ لاَ يَرْفَعُوْنَ هَذَا الْحَدِيْثَ.

(১২০৫) আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামবাসীদের ভীষণ ক্ষুধায় লিপ্ত করা হবে এবং ক্ষুধার যাতনা সেই আযাবের সমান হবে যা তারা পূর্ব হতে জামন্নামে ভোগ করছিল। তারা ফরিয়াদ করবে। এর প্রেক্ষিতে তাদেরকে যারী‘ নামক এক প্রকার কাঁটাযুক্ত দুর্গন্ধময় খাদ্য দেওয়া হবে। আর তা তাদেরকে তৃপ্ত করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। অতঃপর পুনরায় খাদ্যের জন্য ফরিয়াদ করবে, এবার এমন খাদ্য দেওয়া হবে, যা তাদের গলায় আটকে যাবে। তখন তাদের দুনিয়ার ঐ কথাটি স্মরণে আসবে, এভাবে গলায় কোন খাদ্য আটকে গেলে তখন পানি গলধঃকরণ করে তাকে নীচের দিকে ঢুকান হত, সুতরাং তারা পানির জন্য ফরিয়াদ করবে। তখন তপ্ত-গরম পানি লোহার কড়া দ্বারা উঠিয়ে কাছে ধরা হবে, যখন তা তাদের মুখের নিকটবর্তী করা হবে, তখন তাদের মুখের গোশত ভাজা পোড়া হয়ে যাবে, আর যখনই সেই পানি তাদের পেটের ভিতরে ঢুকবে, তখন তা তাদের পেটের ভিতরে যা কিছু আছে, তা খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলবে। এবার জাহান্নামীগণ পরস্পরে বরবে জাহান্নামের রক্ষীদেরকে আহ্বান কর। তখন রক্ষীগণ বলবেন, তোমাদের কছে কি আল্লাহ্‌র রাসূলগণ স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হননি? তারা বলবে হ্যাঁ, এসেছিলেন। তখন রক্ষীগণ বলবেন, তোমাদের ফরিয়াদ তোমরা নিজেরাই কর। অথচ কাফেরদের ফরিয়াদ নিরর্থক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, এবার জাহান্নামীগণ বলাবলী করবে, মালেককে ডাক। তখন তারা বলবে, হে মালেক! তুমি আমাদের জন্য তোমার রব্বের কাছে এই আবেদন কর, তিনি যেন আমাদের মৃত্যু দান করেন। উত্তরে মালেক বলবেন, তেমরা সর্বদা এখানে এই অবস্থায়ই থাকবে।

অধঃস্তন রাবী আ‘মাশ বলেন, আমাকে বর্ণনা করা হয়েছে, জাহান্নামীদের আহ্বান বা ফরিয়াদ আর মালেকের জবাবের মাঝখানে এক হাযার বছর অতিক্রম হবে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, জাহান্নামীগণ সর্বদিক থেকে নিরাশ হয়ে পরস্পর বলবে, এবার তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে সরাসরি ফরিয়াদ কর। তোমাদের রব্বের চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই। তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের উপর প্রবল হয়ে গিয়েছে, ফলে আমরা গোমরাহ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছি। হে আমাদের রব্ব! আমাদের এই জাহান্নাম হতে বের করে দাও। এন পরও যদি আমরা পুনরায় নাফরমানীতে লিপ্ত হই, তাহলে আমরাই হব নিজেদের উপর অত্যাচারী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উত্তর দিবেন দূর হও, জাহান্নামেই পড়ে থাক, তোমরা আমার সাথে আর কথা বলবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, এই সময় তারা আল্লাহ্‌র সর্বপ্রকার কল্যাণ হতে নিরাশ হয়ে পড়বে। এবং এর পর হতে তারা বিকটভাবে চীৎকার ও হা-হুতাশ এবং নিজেদের উপর ধিক্কার করতে থাকবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান বলেন, লোকেরা এই হাদীছটি মারফূরূপে বর্ণনা করেন না।[১২৩৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৩৬]

(١٢٠٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ أَنَّ رُصَاصَةً مِثْلَ هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى مِثْلِ الْجُمْجُمَةِ أُرْسِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ وَهِيَ مَسِيْرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ لَبَلَغَتِ الأَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ وَلَوْ أَنَّهَا أُرْسِلَتْ مِنْ رَأْسِ السِّلْسِلَةِ لَصَارَتْ أَرْبَعِيْنَ خَرِيفًا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَصْلَهَا أَوْ قَعْرَهَا.

(১২০৬) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যদি একখানা সীসার এরূপ গ্লোব- এই কথা বলে তিনি মাথার খুলির ন্যায় গোল জিনিসের প্রতি ইংগিত করলেন, আকাশ হতে যমীনের দিকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তখন তা একটি রাত্র অতিক্রম হওয়ার পূর্বেই যমীনে পৌঁছে যাবে, অথচ এই দুয়ের মধ্যেবর্তী শূন্য স্থানটি পাঁচ শত বছরের রাস্তা। কিন্তু যদি তাকে ঐ শিকল বা জিঞ্জিরের এক পার্শ্ব হতে ছেড়ে দেওয়া হয়, যার দ্বারা জাহান্নামীগণকে বাঁধা হবে, তখন তা দিবা-রাত্রি অতিক্রম করতে চল্লিশ বছর পর্যন্তও তার মূলে অথবা বলেছে, তার গভীর তলদেশে পৌঁছতে পারবে না।[১২৩৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৩৮]

১২৩৫. তিরমিযী হা/২৫৮৬; মিশকাত হা/৫৬৮৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৪২, ১০/১৬৭ পৃঃ।
১২৩৬. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৮৬; যঈফুল জামে' হা/৬৪৪৪; মিশকাত হা/৫৬৮৬।
১২৩৭. তিরমিযী হা/২৫৮৮; মিশকাত হা/৫৬৮৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৪৪।
১২৩৮. যঈফ তিরমিযী হা/২৫৮৮; যঈফুল জামে' হা/৪৮০৫; যঈফ আত-তারগীব হা/২৭৪৯; মিশকাত হা/৫৬৮৮

(١٢٠٧) عَنْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِىْ جَهَنَّمَ وَادِياً يُقَالُ لَهُ هَبْهَبُ يَسْكُنُهُ كُلُّ جَبَّارٍ.

(১২০৭) আবু বুরদাহ (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামের মধ্যে এমন একটি নালা বা গর্ত আছে, যার নাম 'হাবহাব'। প্রত্যেক স্বৈরাচারী-অহংকারীকে সেখানে রাখা হবে।[১২৩৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৪০]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٠٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَعْظُمُ أَهْلُ النَّارِ فِى النَّارِ حَتَّى إِنَّ بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِ أَحَدِهِمْ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيْرَةَ سَبْعِمِائَةِ عَامٍ وَإِنَّ غِلَظَ جِلْدِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعاً وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ.

(১২০৮) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নামে জাহান্নামীদের দেহ হবে প্রকাণ্ড ও বিরাট বিরাট। এমন কি তাদের কানের লতি হতে ঘাড় পর্যন্ত ব্যবধান হবে সাত শত বছরের দূরত্ব, গায়ের চামড়া হবে সত্তর গজ মোটা এবং এক একটি দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের মত।[১২৪১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৪২]

(١٢٠٩) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ إِلاَّ شَقِىٌّ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنِ الشَّقِىُّ قَالَ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لِلَّهِ بِطَاعَةٍ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ مَعْصِيَةً.

(১২০৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, হতভাগা ছাড়া কোন ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! হতভাগা কে? তিনি বললেন, যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য আনুগত্য করে না এবং তার নাফরমানীর কাজ পরিত্যাগ করে না।[১২৪৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৪৪]

১২৩৯. মিশকাত হা/৫৬৮৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৪৫, ১০/১৬৯ পৃঃ।
১২৪০. সিলসিলা যঈফাহ হা/১১৮১; মিশকাত হা/৫৬৮৯
১২৪১. মুসনাদে আহমাদ হা/৪৮০০; মিশকাত হা/৬৫৯০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৪৬।
১২৪২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৫৬৯; মিশকাত হা/৬৫৯০
১২৪৩. ইবনু মাজাহা হা/৪২৯৮; মিশকাত হা/৫৬৯৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৪৯, ১০/১৭০ পৃঃ।
১২৪৪. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৪২৯৮; মিশকাত হা/৫৬৯৩।

باب بدءالخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

অনুচ্ছেদ : সৃষ্টির সূচনা ও নবী (আঃ)-দের আলোচনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢١٠) عَنْ أَبِىْ رَزِينٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ قَالَ كَانَ فِىْ عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَخَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ.

(১২১০) আবু রাযীন (রাঃ) বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! সৃষ্টিকুল সৃষ্টির পূর্বে আমাদের প্রভু কোথায় ছিলেন? তিনি বললেন, 'আমা'-এর মধ্যে ছিলেন। তার নীচেও খালি ছিল এবং উপরেও খালি ছিল। আর তিনি তাঁর আরশকে পানির উপরেই সৃষ্টি করেছেন।[১২৪৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৪৬]

(١٢١١) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ جَالسًا فِى الْبَطْحَاءِ فِى عِصَابَةٍ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِيْهِمْ إِذْ مَرَّتْ عَلَيْهِمْ سَحَابَةٌ فَنَظَرُوْا إِلَيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلْ تَدْرُونَ مَا اسْمُ هَذه قَالُوْا نَعَمْ هَذَا السَّحَابُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالْمُزْنُ قَالُوْا وَالْمُزْنُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالْعَنَانُ قَالُوْا وَالْعَنَانُ. ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ فَقَالُوْا لاَ وَاللهِ مَا نَدْرِى . قَالَ فَإِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ وَإِمَّا اثْنَتَانِ أَوْ ثَلاَثٌ وَسَبْعُوْنَ سَنَةً وَالسَّمَاءُ الَّتِىْ فَوْقَهَا كَذَلِكَ حَتَّى عَدَّدَهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ كَذَلِكَ ثُمَّ قَالَ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَعْلاَهُ وَأَسْفَلِه كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ وَفَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ أَظْلاَفِهِنَّ وَرُكَبِهِنَّ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ فَوْقَ ظُهُوْرِهِنَّ الْعَرْشُ بَيْنَ أَسْفَلِه وَأَعْلاَهُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ وَاللهُ فَوْقَ ذَلِكَ.

(১২১১) আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ) বলেন, একদা তিনি একদল লোকসহ মুহাছছাব উপত্যকায় বসা ছিলেন এবং রাসূল (ছাঃ)ও তাদের মধ্যে বসা

১২৪৫. তিরমিযী হা/৩১০৯; মিশকাত হা/৫৭২৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৮০, ১০/১৮৯ পৃঃ।
১২৪৬. যঈফ তিরমিযী হা/৩১০৯; মিশকাত হা/৫৭২৮

ছিলেন। এমন সময় একখণ্ড মেঘ তাদের উপর দিয়ে অতিক্রম করল। লোকেরা তার প্রতি তাকাল, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা এটাকে কী নামে আখ্যায়িত কর? তারা বলল, 'সাহাব'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এবং 'মুয্‌ন'ও বল। লোকেরা বলল, 'মুযন'ও বলা হয়। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা কি জান, আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? লোকেরা বলল, আমরা জানি না। তিনি বললেন, উভয়টির মাঝখানে একাত্তর, বাহাত্তর অথবা তেহাত্তর বছরের দূরত্ব। এবং সেই আসমান হতে তার পরের আসমানের দূরত্বও অনুরূপ। এভাবে তিনি সাত আসমান পর্যন্ত গণনা করলেন। তারপর বললেন, সপ্তম আসমানের উপর রয়েছে একটি সমুদ্র। এর উপর ও নীচের পানির স্তরের মধ্যবর্তী দূরত্ব- যেমন দূরত্ব দুই আসমানের মাঝখানে রয়েছে। অতঃপর সেই সমুদ্রের উপর আছে আটটি বিরাট আকারের পাঁঠা এবং তাদের পায়ের খুর ও কোমরের মাঝখানে ব্যবধান হল দুই আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্বের মত। অতঃপর তাদের পিঠের উপর রয়েছে 'আরশ'। এর নীচে ও উপরের মধ্যবর্তী ব্যবধান হল দুই আসমানের মধ্যবর্তী ব্যবধানের মত। অতঃপর এর উপরেই রয়েছেন আল্লাহ তা'আলা।[১২৪৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৪৮]

(١٢١٢) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ جُهِدَتِ الأَنْفُسُ وَضَاعَتِ الْعِيَالُ وَنُهِكَتِ الأَمْوَالُ وَهَلَكَتِ الأَنْعَامُ فَاسْتَسْقِ اللهَ لَنَا فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللهِ وَنَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَيْحَكَ أَتَدْرِى مَا تَقُولُ وَسَبَّحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِىْ وُجُوْهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ وَيْحَكَ إِنَّهُ لاَ يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ شَأْنُ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَيْحَكَ أَتَدْرِى مَا اللهُ إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَوَاتِهِ لَهَكَذَا وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيَئِطُّ بِهِ أَطِيْطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ.

(১২১২) যুবাইর ইবনু মুত্বঈম (রাঃ) বলেন, একদা একজন গ্রাম্য বেদুইন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, লোকেরা অসহনীয় দুঃখে নিপতিত হয়েছে। পরিবার-পরিজন ক্ষুধার্ত, মাল-সম্পদ ধ্বংসের উপক্রম এবং গবাদিপশুসমূহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্‌র কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করুন।

১২৪৭. আবুদাঊদ হা/৪৭২৩; মিশকাত হা/৫৭২৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৮১।

১২৪৮. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৭২৩; যঈফ তিরমিযী হা/৩৩২০; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪১০০; মিশকাত হা/৫৭২৬।

আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র নিকট অসীলা বানিয়েছি এবং আল্লাহকে আপনার নিকট শাফা'আতকারী হিসাবে সাব্যস্ত করেছি। তার কথা শুনে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা অতি পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা মহাপবিত্র। তিনি এই বাক্যটি বারবার উচ্চারণ করতে থাকলেন, এমনকি তার চেহারা মুবারকের বর্ণ পরিবর্তন হতে দেখে উপস্থিত ছাহাবায়ে কেউামের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, আফসোস তোমার প্রতি! তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলাকে কারো নিকট সুপারিশকারী সাব্যস্ত করা যায় না। আল্লাহ্ তা'আলার শান ও মর্যাদা এটা হতে অতি মহান ও বিরাট। আক্ষেপ তোমার প্রতি! তুমি কি আল্লাহ্‌র যাত ও সত্ত্বা সম্পর্কে অবগত আছ? তার আরশ সমস্ত আকাশমণ্ডলোকে একইভাবে বেষ্টন করে রেখেছেন। এই কথা বলে তিনি স্বীয় আঙ্গুলী দ্বারা একটি গম্বুজের ন্যায় গোলাকৃতি বস্তু দেখিয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র আরশ সমস্ত আকাশমণ্ডলোকে অনুরূপভাবে বেষ্টন করে রাখা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র বিরাটত্বের চাপে তা এমনভাবে কড়মড় শব্দ করে, যেমন- কোন সওয়ারীর গদি কড়মড় শব্দ করতে থাকে।[১২৪৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৫০]

(١٢١٣) عَن زُرَارَة بن أوفى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِجِبْرِيْلَ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ فَانْتَفَضَ جِبْرِيْلُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سَبْعِينَ حِجَابًا مِنْ نُورٍ لَوْ دَنَوْتُ مِنْ بَعْضِهَا لاحترقت.

(১২১৩) যুরারাহ ইবনু আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একদা জিবরীলকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার প্রভুকে দেখেছ? এই কথা শুনে জিবরীল (আঃ) কেঁপে উঠে বললেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আমার ও তাঁর মাঝখানে সত্তরটি নূরের পর্দা রয়েছে। যদি আমি তার কোন একটির নিকটবর্তী হই, তবে আমি পুড়ে যাব। এইরূপ 'মাছাবীহ' কিতাবে বর্ণিত। আর আবু নো'আইম তার 'হিলইয়া' গ্রন্থে আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে জিবরীলের কেঁপে উঠার কথাটি সেই বর্ণনায় উল্লেখ নেই।[১২৫১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৫২]

১২৪৯. আবুদাঊদ হা/৪৭২৬; মিশকাত হা/৫৭২৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৮২, ১০/১৯০ পৃঃ।
১২৫০. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৭২৬; মিশকাত হা/৫৭২৭।
১২৫১. মিশকাত হা/৫৭২৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৮৪।
১২৫২. যঈফুল জামে' হা/৩২১৯; মিশকাত হা/৫৬২৯

(١٢١٤) عَنِ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَذُرِّيَّتَهُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا رَبُّ خَلَقْتَهُمْ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُوْنَ وَيَنْكِحُونَ وَيَرْكَبُوْنَ فَاجْعَلْ لَهُمُ الدُّنْيَا، وَلَنَا الْآخِرَةَ، فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا أَجْعَلُ مَنْ خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِيْ كَمَنْ قُلْتُ لَهُ كُنْ فَكَانَ.

(১২১৪) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা যখন আদম (আঃ) ও তার বংশধরকে সৃষ্টি করলেন, তখন ফেরেশতাগণ বললেন, হে পরওয়ারদেগার! তুমি এমন এক মাখলুক সৃষ্টি করছ যারা খাওয়া-দাওয়া ও পানাহার করবে, বিবাহ-শাদী করবে এবং যানবাহনে সওয়ার হবে। সুতরাং তাদেরকে দুনিয়া তথা পার্থিব সম্পদ দিয়ে দাও এবং আমাদেরকে পরকাল প্রদান কর। আল্লাহ তা‘আলা বললেন, আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছি, তাকে ঐ মাখলুকের সমান করব না যাদেরকে ‘কুন’ (হয়ে যাও) শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করেছি।[১২৫৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৫৪]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢١٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ بَعْضِ مَلَائِكَتِهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

(১২১৫) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মুমিন আল্লাহ্র নিকট কোন কোন ফেরেশতা হতে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন।[১২৫৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৫৬]

(١٢١٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ جَالِسٌ وَأَصْحَابُهُ إِذْ أَتَى عَلَيْهِمْ سَحَابٌ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا هَذَا؟ قَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ هَذِهِ الْعَنَانُ هَذِهِ رَوَايَا الْأَرْضِ يَسُوقُهَا اللهُ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْكُرُوْنَهُ وَلَا يَدعُوْنَهُ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَنْ فَوْقَكُمْ؟ قَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ فَإِنَّهَا الرَّقِيعُ سَقْفٌ مَحْفُوظٌ

১২৫৩. বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/১৩৯; মিশকাত হা/৫৬৩২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৮৬, ১০/১৯২ পৃঃ।

১২৫৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৯৮০; মিশকাত হা/৫৬৩২।

১২৫৫. ইবনু মাজাহ হা/৩৯৪৭; মিশকাত হা/৫৬৩৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৮৭।

১২৫৬. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৩৯৪৭; মিশকাত হা/৫৬৩৩

وَمَوْجٌ مَكْفُوْفٌ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا قَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا خَمْسُمائَة عَامٍ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا فَوْقَ ذٰلكَ؟ قَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ سماءان بُعْدُ مَا بَيْنَهُمَا خَمْسُمائَة سَنَة ثُمَّ قَالَ كَذٰلكَ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَات مَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءَيْنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا فَوْقَ ذٰلكَ؟ قَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ إِنَّ فَوْقَ ذٰلكَ الْعَرْشُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّماءين ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُوْنَ مَا تَحْتَ ذٰلكَ؟ قَالُوْا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ تَحْتَهَا أَرْضًا أُخْرَى بَيْنَهُمَا مَسِيْرَةُ خَمْسمائَة سَنَة حَتَّى عدَّ سَبْعَ أَرضيْن بَين كَلَّ أَرضيْن مسيرَة خَمْسمائَة سنة قَالَ وَالَّذَيْ نَفْسُ مُحَمَّد بيَده لَوْ أَنَّكُمْ دَلَّيْتُمْ بحَبْلٍ إِلَى الْأَرْضِ السُّفْلَى لَهَبَطَ عَلَى اللهِ ثُمَّ قَرَأَ (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخرُ وَالظَّاهرُ وَالْبَاطنُ وَهُوَ بكُلِّ شيءٍ عَلِيْمٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذيُّ وَقَالَ التِّرْمذيُّ قرَاءَةُ رَسُوْلِ الله ﷺ الْآيَةَ تَدُلُّ على أَنه أَرَادَ الهبط عَلَى علْمِ الله وَقُدْرَته وَسُلْطَانه وَعلْمُ الله وَقُدْرَتُهُ وَسُلْطَانُهُ فِيْ كُلِّ مَكَانٍ وَهُوَ عَلَى الْعَرْش كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ فِيْ كتَابه.

(১২১৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা আল্লাহ্‌র নবী করীম (ছাঃ) তার ছাহাবীগণসহ বসে ছিলেন। এমন সময় একখণ্ড মেঘ তাদের উপর দিয়ে অতিক্রম করল। তখন নবী করীম (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান এটা কী? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন, এটা 'আনান',। এটা যমীন সেচনকারী। এটাকে আল্লাহ তা'আলা এমন এমন ক্বওমের দিকে হ্যাঁকিয়ে নিয়ে যান, যারা তার শোকর করে না এবং তাকে ডাকেও না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা কি জান, তোমাদের মাথার উপরে কী? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন, এটা 'রকী' যা সুরক্ষিত ছাদ এবং স্থিরীকৃত। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি জান তোমাদের এবং আসমানের মাঝখানের দুরত্ব কত? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন, পাঁচ শত বছরের ব্যবধান। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান, তার উপরে কী আছে? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন, দু'টি আসমান রয়েছে- সেই দু'টির মাঝখানের দুরত্ব পাঁচ শত বছরের রাস্তা। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান তার উপরে কী আছে? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন, তার উপরে রয়েছে আল্লাহ্‌র 'আরশ, 'আরশ ও আসমানের মাঝখানের ব্যবধান হল দুই আসমানের মধ্যে দূরত্বের সমান।

অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান তোমাদের নীচে কী আছে? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন, যমীন। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান তার নীচে কী রয়েছে? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন, তার নীচে আরেক যমীন এবং উভয় যমীনের মাঝখানের ব্যবধান হল পাঁচশত বছর। এমন কি তিনি যমীনের সংখ্যা সাতটি বর্ণনা করলেন এবং বললেন, প্রত্যেক দু যমীনের মাঝখানে পাঁচশত বছরের ব্যবধান। অতঃপর তিনি বললেন, সেই মহান সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। যদি তোমরা একখানা রশি নীচে যমীনের দিকে ঝুলিয়ে দাও, তা অবশ্যই আল্লাহ্র নিকটে যেয়ে পৌঁছবে। অতঃপর তিনি কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন- 'তিনি প্রথম, তিনি শেষ, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন'। ইমাম তিরমিযী বলেন, রাসূল (ছাঃ) এই আয়াতটি পাঠ করে এই কথাটি বুঝাতে চেয়েছেন যে, 'নিকটে পৌঁছবে' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ্র জ্ঞান, কুদরত ও ক্ষমতায় গিয়ে পৌঁছবে। কারণ, আল্লাহ্র জ্ঞান, তার ক্ষমতা এবং রাজত্ব সর্বস্থান বেষ্টিত এবং তিনি 'আরশের উপরেই বিরাজমান। যেমন, তার পবিত্র কিতাবে তিনি এভাবেই নিজের পরিচিতি দান করেছেন।[১২৫৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৫৮]

(١٢١٧) عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ أَوَّلَ؟ قَالَ آدَمُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَنَبِيٌّ كَانَ؟ قَالَ نَعَمْ نَبِيٌّ مُكَلَّمٌ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كم الْمُرْسَلُوْنَ؟ قَالَ ثَلَاثُمِائَة وَبِضْعَ عَشَرَ جماً غَفِيْراً وَفِىْ رِوَايَة عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَمْ وَفَاءُ عِدَّة الْأَنْبِيَاءِ؟ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ أَلْفًا الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُمِائَة وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيْرًا.

(১২১৭) আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! নবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম নবী কে ছিলেন? তিনি বললেন, আদম (আঃ)। আমি বললাম, তিনি কি নবী ছিলেন? বললেন, হ্যাঁ। তিনি এমন নবী ছিলেন, যার সাথে কথাবার্তা বলা হয়েছে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! রাসূল কত জন ছিলেন? তিনি বললেন, তিনশত দশজনেরও কিছু বেশী এক বিরাট দল। তাবেঈ আবু উমামার রেওয়াতে আছে- আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! নবীদের পূর্ণ সংখ্যা কত? বললেন,

১২৫৭. তিরমিযী হা/৩২৯৮; যঈফুল জামে' হা/৬০৯৪; মিশকাত হা/৫৬৩৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৮৯, ১০/১৯৩ পৃঃ।

১২৫৮. তিরমিযী হা/৩২৯৮; যঈফুল জামে' হা/৬০৯৪; মিশকাত হা/৫৬৩৫

এক লক্ষ চব্বিশ হাযার। তম্মধ্যে 'রাসূল' ছিলেন তিনশত পনের জনের এক বিরাট জামা'আত বা কাফেলা।[১২৫৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৬০]

باب فضائل سيد المرسلين

অনুচ্ছেদ : নবীকুল শিরোমণি (ছাঃ)-এর মর্যাদাসমূহ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢١٨) عَنْ أَبِي مَالك الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاث خلَال أَنْ لَا يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلَكُوْا جَمِيْعًا وَأَنْ لَا يُظْهِرَ أَهْلَ الْبَاطلِ على أَهلِ الحَقِّ وَأَن لَا تَجْتَمعُوْا على ضَلَالَة.

(১২১৮) আবু মালেক আল-আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তোমাদেরকে তিনটি জিনিস হতে রক্ষা করেছেন। (১) তোমাদের নবী তোমাদের প্রতিকূলে এমন কোন বদ দু'আ করবেন না, যাতে তোমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাও। (২) বাতিল ও গোমরাহ্ সম্প্রদায় কখনও হক্বপন্থীদের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারবে না। এবং (৩) সমষ্টিগতভাবে আমার উম্মত গোমরাহীর (তথা অন্যায়ের) উপরে একত্রিত হবে না।[১২৬১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৬২]

(١٢١٩) عَن الْعَبَّاس أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَكَأَنَّهُ سَمعَ شَيْئًا فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمنْبَرِ فَقَالَ مَنْ أَنَا؟ فَقَالُوْا أَنْتَ رَسُوْلُ الله فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ عَبْد الْمُطَّلب إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِيْ فِىْ خَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَهُمْ فرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِيْ فِىْ خَيْرِهِمْ فِرْقَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائلَ فَجَعَلَنِيْ فِىْ خَيْرِهِمْ قَبِيْلَةً ثُمَّ جَعَلَهُ بُيُوْتًا فَجَعَلَنِيْ فِىْ خَيْرِهِمْ بَيْتًا فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتا.

(১২১৯) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা তিনি কাফেরদের মুখে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে তিরস্কারমূলক কিছু কথা শুনতে পেলাম। এতে তিনি

১২৫৯. মুসনাদে আহমাদ হা/২১৫৯২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৯০; মিশকাত হা/৫৭৩৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৯১, ১০/১৯৫ পৃঃ।

১২৬০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৯০; মিশকাত হা/৫৭৩৭।

১২৬১. আবুদাউদ হা/৪২৫৩; মিশকাত হা/৫৭৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫০৮, ১০/২০২ পৃঃ।

১২৬২. যঈফ আবুদাউদ হা/৪২৫৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৫১০; মিশকাত হা/৫৭৫৫।

ক্ষুব্ধ হয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে ছুটে এসে কথাটি তাকে জানালেন। এতদশ্রবণে নবী করীম (ছাঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা বল দেখি, আমি কে? ছাহাবীগণ উত্তর করলেন, 'আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তিনি বললেন, 'আমি হলাম 'আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র মুহাম্মাদ।' আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, তম্মধ্যে আমাকে উত্তম শ্রেণিতে সৃষ্টি করেছেন। সেই মানব শ্রেণিকে আবার দুইভাগে নামে বিভক্ত করেছেন। আর আমাকে তার উত্তম দলে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সেই দলকে আল্লাহ বিভিন্ন দলে বা গোত্রে বিভক্ত করেছেন। তাদের মধ্যে আমাকে উত্তম গোত্রে সৃষ্টি করেছেন। আবার সেই গোত্রকেও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছেন। তম্মধ্যে উত্তম পরিবরে আমাকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং ব্যক্তি ও পরিবার হিসাবে আমি সর্বোত্তম।[১২৬৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৬৪]

(١٢٢٠) عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنِّيْ عِنْدَ اللهِ مَكْتُوْبٌ خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِيْ طِيْنَتِه وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِيْ دَعْوَةُ إِبْرَاهِيْمَ وَبِشَارَةُ عِيْسَى وَرُؤْيَا أُمِّيْ الَّتِيْ رَأَتْ حِيْنَ وَضَعَتْنِيْ وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُوْرٌ أَضَاءَتْ لَهَا مِنْهُ قُصُوْرُ الشَّامِ.

(১২২০) ইরবায ইবনু সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিকটে আমি তখনও 'খাতামুন নাবীয়্যীন'রূপে লিপিবদ্ধ ছিলাম, যখন আদম ছিলেন মাটির খামিরায়। আমি তোমাদেরকে আরও বলছি যে, আমার নবুঅতের প্রথম প্রকাশ হল ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'আ এবং ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী। আর আমরা মায়ের প্রত্যক্ষ স্বপ্ন, যা তিনি আমাকে প্রসবকালে দেখিয়েছিলেন যে, তার সম্মুখে একটি আলো উদ্ভাসিত হয়েছে, যার রৌশনীতে তিনি সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত দেখতে পান।[১২৬৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৬৬]

(١٢٢١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَلَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَنْتَظِرُوْنَهُ قَالَ فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَذَاكَرُوْنَ فَسَمِعَ حَدِيْثَهُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ عَجَبًا إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اتَّخَذَ مِنْ خَلْقِهِ خَلِيْلاً اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيلاً. وَقَالَ آخَرُ مَاذَا

১২৬৩. তিরমিযী হা/৩৬০৮; মিশকাত হা/৫৭৫৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫১০।
১২৬৪. যঈফ তিরমিযী হা/৩৬০৮; মিশকাত হা/৫৭৫৭।
১২৬৫. শারহুস সুন্নাহ, পৃঃ ৮৫৩; মিশকাত হা/৫৭৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫১২, ১০/২০৪ পৃঃ।
১২৬৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৮৫; মিশকাত হা/৫৭৫৯

بِأَعْجَبَ مِنْ كَلاَمِ مُوْسَى كَلَّمَهُ تَكْلِيمًا وَقَالَ آخَرُ فَعِيْسَى كَلِمَةُ اللهِ وَرُوحُهُ وَقَالَ آخَرُ آدَمُ اصْطَفَاهُ اللهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ كَلاَمَكُمْ وَعَجَبَكُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيْلُ اللهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَمُوْسَى نَجِيُّ اللهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَعِيْسَى رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللهُ وَهُوَ كَذَلِكَ أَلاَ وَأَنَا حَبِيْبُ اللهِ وَلاَ فَخْرَ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حلقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللهُ لِيَ فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِى فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ فَخْرَ وَأَنَا أَكْرَمُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَلاَ فَخْرَ.

(১২২১) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কতিপয় ছাহাবী এক স্থানে বসে কথাবর্তা বলছিলেন। এই সময় রাসূল (ছাঃ) সেই দিকে বের হলেন এবং তাদের নিকটে পৌঁছে তাদের কথাবার্তা ও আলোচনাগুলো শুনলেন। তাদের একজন বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ)-কে খলীল বানিয়েছেন। আরেকজন বললেন মূসা (আঃ) ছিলেন এমন, আল্লাহ তা'আলা সরাসরি তার সাথে কথা বলেছেন। অপর একজন বললেন, ঈসা (আঃ) ছিলেন কালিমাতুল্লাহ ও রূহুল্লাহ এবং আরেকজন বললেন, আদমকে আল্লাহ তা'আলা ছফিউল্লাহ বানিয়েছেন। এই সময় রাসূল (ছাঃ) তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি তোমাদের কথাবার্তা এবং তোমরা যে বিস্ময় প্রকাশ করেছ তা শুনেছি। ইবরাহীম (আঃ) যে খলীলুল্লাহ ছিলেন এটা ঠিকই। মূসা (আঃ) সরাসরি আল্লাহ্র সাথে কথা বলেছেল একথাও সত্য। ঈসা যে রূহুল্লাহ ও কালিমাতুল্লাহ ছিলেন তাও প্রকৃত কথা এবং আদম যে আল্লাহ্র মনোনিত, মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন, এটাও সম্পূর্ণ বাস্তব। তবে জেনে রাখ, 'আমি হলাম আল্লাহ্র হাবীব', এতে গর্ব নয় এবং ক্বিয়ামতের দিন আমিই হামদের ঝাণ্ডা উত্তোলন এবং বহনকারী হব। আদম ও অন্যান্য নবীগণ উক্ত ঝাণ্ডার নীচেই থাকবেন, এতে গর্ব নয়। ক্বিয়ামতের দিন আমিই হব সর্বপ্রথম শাফা'আতকারী এবং সর্বপ্রথম আমার সুফারিশ ক্ববুল করা হবে, এতে কোন গর্ব নয়। আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজার কড়া নাড়া দিব। তখন আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য তা খুলে দিবেন এবং আমাকে তাতে প্রবেশ করাবেন। আর আমার সঙ্গে থাকবে গরীব ঈমানদারগণ, এতে গর্ব নয়। পরিশেষে কথা হল, আর আমিই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের চেয়ে সম্মানিত, এতেও কোন গর্ব নয়।[১২৬৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৬৮]

১২৬৭. তিরমিযী হা/৩৬১৬; দারেমী হা/৪৭; মিশকাত হা/৫৭৬২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫১৪।
১২৬৮. যঈফ তিরমিযী হা/৩৬১৬; মিশকাত হা/৫৭৬২

(١٢٢٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ أَدْرَكَ بِىَ الأَجَلَ الْمَرْحُوْمَ وَاخْتَصَرَ لِىَ اخْتِصَاراً فَنَحْنُ الآخِرُوْنَ وَنَحْنُ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنِّىْ قَائِلٌ قَوْلاً غَيْرَ فَخْرٍ إِبْرَاهِيمُ خَلِيْلُ اللهِ وَمُوْسَى صَفِىُّ اللهِ ، وَأَنَا حَبِيْبُ اللهِ وَمَعِى لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَنِىْ فِى أُمَّتِى وَأَجَارَهُمْ مِنْ ثَلاَثٍ لاَ يَعُمُّهُمْ بِسَنَةٍ وَلاَ يَسْتَأْصِلُهُمْ عَدُوٌّ وَلاَ يَجْمَعُهُمْ عَلَى ضَلاَلَةٍ.

(১২২২) আমর ইবনু কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমরা সকলের শেষে এসেছি, কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন আমরা সকলের আগে থাকব। আজ আমি তোমাদেরকে বিশেষ একটি কথা বলব, তবে এতে আমার কোন অহংকার নেই। ইবরাহীম আল্লাহ্র বন্ধু, মূসা আল্লাহ্র মনোনীত এবং আমি আল্লাহ্র হাবীব। ক্বিয়ামতের দিন হামদের ঝাণ্ডা আমার সঙ্গেই থাকবে। আল্লাহ আামার উম্মতের ব্যাপারে আমার সাথে ওয়াদা করেছেন এবং তিনি তাদেরকে তিনটি বিষয় হতে নিরাপত্তা দিয়েছেন। (১) ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করবেন না। (২) শক্ররা তাদেরকে সমূলে কখনও ধ্বংস করতে পারবে না। (৩) বিশ্বের সমস্ত মুসলিমকে পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহীর উপরে একত্রিত করবেন না।[১২৬৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৭০]

(١٢٢٣) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوْا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوْا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِسُوا الْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِيحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِيْ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِيْ وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي يَطُوْفُ عَلَيَّ أَلْفُ خَادِمٍ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مُكْنُوْنٌ أَوْ لُؤْلُؤٌ مَنْثُوْرٌ .

(১২২৪) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন যখন মানুষদেরকে কবর থেকে উত্থিত করা হবে, তখন আমিই সর্বপ্রথম কবর থেকে বের হয়ে আসব। আর যখন লোকেরা দলবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য রওয়ানা হবে, তখন আমিই হব তাদের অগ্রগামী ও প্রতিনিধি; আর আমিই হব তাদের মুখপাত্র, যখন তারা নীরব থাকবে। আর যখন তারা

১২৬৯. দারেমী হা/৫৪; মিশকাত হা/৫৭৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫১৫।
১২৭০. মিশকাত হা/৫৭৬৩

হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে, তখন আমি তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করব। মর্যাদা এবং কল্যাণের চাবিসমূহ সেই দিন আমার হাতে থাকবে। আল্লাহ্‌র প্রশংসার ঝাণ্ডা সেই দিন আমার হাতেই থাকবে। আমার প্রভুর কাছে আদমের সন্তানদের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান ও সম্মানী ব্যক্তি হব। সেই দিন হাযারখানেক খাদেম আমার চতুষ্পার্শ্বে ঘোরাফেরা করবে। যেন তারা সুরক্ষিত ডিম কিংবা বিক্ষিপ্ত মুক্ত।[১২৭১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৭২]

(١٢٢٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَأُكْسَى حُلَّةً مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَقُومُ عَنْ يَمِيْنِ الْعَرْشِ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ يقومُ ذلكَ المقامَ غَيْرِي رَوَاهُ الترمذيُّ. وَفِيْ رِوَايَة جَامع الْأُصُول عَنهُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ فَأُكْسَى.

(১২২৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আমাকে জান্নাতের তৈরী পোশাকের একটি পোশাক পরিধান করানো হবে। অতঃপর আমি 'আরশে এলাহীর ডানপার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াব। অথচ আমি ব্যতীত আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মাখলুকের অন্য কেউ উক্ত স্থানে দাঁড়াতে পারবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে 'জামউল উসূল' গ্রন্থে অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যার কবর খুলে যাবে এবং আমাকেই সর্বপ্রথম কাপড় পরিধান করানো হবে।[১২৭৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৭৪]

(١٢٢٦) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي بِتَمَامِ مَحَاسِنِ الأَخْلَاقِ وَكَمَالِ مَحَاسِنِ الأَفْعَالِ.

(১২২৬) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যাবতীয় উত্তম চরিত্র ও উত্তম কার্যাবলী পরিপূর্ণ করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রেরণ করেছেন।[১২৭৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৭৬]

১২৭১. তিরমিযী হা/৩৬১০; মিশকাত হা/৫৭৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫১৭।
১২৭২. যঈফ তিরমিযী হা/৩৬১০; মিশকাত হা/৫৭৬৫
১২৭৩. তিরমিযী হা/৩৬১১; মিশকাত হা/৫৭৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫১৮
১২৭৪. যঈফ তিরমিযী হা/৩৬১১; মিশকাত হা/৫৭৬৬
১২৭৫. শারহুস সুন্নাহ, পৃঃ ৮৫২; মিশকাত হা/৫৭৭০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫২২, ১০/২০৮ পৃঃ।
১২৭৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৮৭; মিশকাত হা/৫৭৭০

(١٢٢٧) عَنْ كَعْبٌ يحكي عن التوراة قال نَجدُ مَكْتُوباً مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَبْدِىْ الْمُخْتَارُ لاَ فَظٌّ وَلاَ غَلِيظٌ وَلاَ صَخَّابٌ بِالأَسْوَاق وَلاَ يَجْزِى بِالسَّيِّئَة السَّيِّئَة وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَمُهَاجِرُهُ بِطَيْبَةَ وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ يَحْمَدُونَ اللهَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ يَحْمَدُونَ اللهَ فِى كُلِّ مَنْزِلَة وَيُكَبِّرُونَ اللهَ عَلَى كُلِّ شَرَف رُعَاةُ الشَّمْسِ يُصَلُّونَ الصَّلاَةَ إِذَا جَاءَ وَقْتُهَا يَتَأَزَّرُونَ عَلَى أَنْصَافِهِمْ وَيَتَوَضَّئُونَ عَلَى أَطْرَافِهِمْ مُنَادِيهِمْ يُنَادِى فِى جَوِّ السَّمَاءِ صَفُّهُمْ فِى الْقِتَالِ وَصَفُّهُمْ فِى الصَّلاَةِ سَوَاءٌ ، لَهُمْ بِاللَّيْلِ دَوِىٌّ كَدَوِىِّ النَّحْلِ.

(১২২৭) কা‘ব (রাঃ) তাওরাতের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, আমরা তাতে লিখিত পেয়েছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল, তিনি আমার সর্বোৎকৃষ্ট বান্দা তিনি দুশ্চরিত্র বা বদ-মেজাজ এবং রূঢ়ভাষী নন, বাজারে হৈ-হল্লাকারীও নন। মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা গ্রহণ করেন না, বরং মাফ করে দেন আর ক্ষমা করে দেন। তার জন্মস্থান মক্কায় এবং হিজরত করবেন মদীনা তাইয়েবায়। সিরিয়াও তার আধিপত্যে আসবে। তার উম্মত হবে খুব বেশী প্রশংসাকারী তথা সুখে-দুঃখে ও আরামে সর্ববস্থায় গুণগান করবে এবং প্রত্যেক অবস্থান স্থলে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সুউচ্চ জায়গায় আরোহনকালে তারা আল্লাহ্‌র তাকবীর উচ্চারণ করবে। সূর্যের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখবে। যখনই ছালাতের সময় হবে, তখনই ছালাত আদায় করবে। তারা শরীরের মধ্যস্থলে ইযার বা লুঙ্গি বাঁধবে। শরীরের পার্শ্ব ধুয়ে ওযূ করবে। তাদের ঘোষণাকারী উচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিবে। জিহাদে তাদের সারি এবং ছালাতেও তাদের সারি হবে একইভাবে। রাত্রি বেলায় তাদের গুণগুণ শব্দ উদ্ভাসিত হবে মৌমাছির গুনগুনের মত।[১২৭৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৭৮]

(١٢٢٨) عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ مَكْتُوبٌ فِىْ التَّوْرَاة صِفَةُ مُحَمَّدٍ وَعِيْسَى بن مَرْيَمَ يُدْفَنُ مَعَهُ قَالَ أَبُو مَوْدُوْدٍ وَقَدْ بَقِي فِى الْبَيْت مَوضِعِ قَبْره.

(১২২৮) আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) বলেন, তাওরাত কিতাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর গুণাবলী লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং তাতে এটাও রয়েছে যে, ঈসা ইবনু মারইয়ামকে তার সঙ্গে দাফন করা হবে। আবু মওদুদ (রহঃ) বলেন, ‘আয়েশার হুজরায় অদ্যবধি একটি কবরের জায়গা বাক্বী রয়েছে।[১২৭৯]

১২৭৭. দারেমী হা/৭; মিশকাত হা/৫৭৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫২৩।
১২৭৮. মিশকাত হা/৫৭৭১
১২৭৯. তিরমিযী হা/৩৬১৭; মিশকাত হা/৫৭৭২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫২৪।

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৮০]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(১২২৯) عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّكَ نَبِيٌّ حَتَّى اسْتَيْقَنْتَ؟ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَانِي مَلَكَانِ وَأَنَا بِبَعْضِ بَطْحَاءِ مَكَّةَ فَوَقَعَ أَحَدُهُمَا إِلَى الْأَرْضِ وَكَانَ الْآخَرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَهُوَ هُوَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَزِنْهُ بِرَجُلٍ فَوُزِنْتُ بِهِ فَوَزَنْتُهُ ثُمَّ قَالَ زِنْهُ بِعَشَرَةٍ فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ ، ثُمَّ قَالَ زِنْهُ بِمِائَةٍ فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ ثُمَّ قَالَ زِنْهُ بِأَلْفٍ فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَنْتَثِرُوْنَ عَلَيَّ مِنْ خِفَّةِ الْمِيْزَانِ قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ لَوْ وَزَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ لَرَجَحَهَا.

(১২২৯) আবুযার (রাঃ) বলেন, একদা আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি কিভাবে জানতে পারলেন যে, আপনি নবী, এমন কি আপনি তা উপর বিশ্বাস স্থাপন করলেন? তিনি বললেন, হে আবুযার! একদা আমি মক্কার বাতহা উপত্যকায় ছিলাম। এ সময় দুই জন ফেরেশতা আমার নিকট আসলেন। তাদের একজন মাটিতে নেমে অপরজনকে বললেন, ইনি কি তিনি? অপর উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তখন প্রথমজন বললেন, আচ্ছা, তাঁকে এক ব্যক্তির সাথে ওজন করা যাক। সুতরাং আমাকে এক ব্যক্তির সাথে ওজর করা হল। তখন আমি ঐ এক ব্যক্তি অপেক্ষা ভারী হয়ে গেলাম। অতঃপর বললেন, এবার তাঁকে দশ ব্যক্তির সাথে ওজন করা যাক্। সুতরাং আমাকে দশ ব্যক্তির সাথে ওজন করা হল। এবারও আমি তাদের উপর ভারী হলে গেলাম। অতঃপর বললেন, আচ্ছা, এবার তাঁকে একশত জনের সাথে ওজন করা হোক। সুতরাং আমাকে তাদের সাথে ওজন করা হল। এবারও আমি তাদের উপর ভারী হয়ে গেলাম। অতঃপর বললেন, আচ্ছা, এবার তাঁকে এক হাজার জনের সাথে ওজন কর। সুতরাং আমাকে তাদের সাথে ওজর করা হল। এবারও আমি তাদের উপর ভারী হয়ে গেলাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন এখন তাদেরকে দেখতেছি। তাদের পাল্লা হালকা হয়ে এমনবাবে উপরে উঠে গেছে যে, আমার আশংকা হল, তারা যেন আমার উপর ছিটকিয়ে পড়বে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন তাদের একজন অপরজনকে বললেন, যদি তুমি তাঁকে তাঁর সমস্ত উম্মতের সাথেও ওজন কর, তখনও তাঁর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে।[১২৮১]

১২৮০. যঈফ তিরমিযী হা/৩৬১৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৯৬২; মিশকাত হা/৫৭৭২

১২৮১. দারেমী হা/১৪; মিশকাত হা/৫৭৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫২৬, ১০/২১০ পৃঃ।

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৮২]

(١٢٣٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ وَأُمِرْتُ بِصَلَاةِ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا.

(১২৩০) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার উপরে কুরবানী ফরয করা হয়েছে, আর তোমাদের উপর ফরয করা হয়নি এবং আমাকে চাশতের ছালাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তোমাদেরকে তার নির্দেশ দেওয়া হয়নি।[১২৮৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৮৪]

باب أسماء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصفاته

অনুচ্ছেদ : নবী করীম (ছাঃ)-এর নামসমূহ ও গুণাবলী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٣١) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ كَانَ إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيلِ الْمُمَغَّطِ وَلَا بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبِطِ كَانَ جَعْدًا رَجِلاً وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَلَا بِالْمُكَلْثَمِ وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِيرٌ أَبْيَضُ مُشْرَبٌ أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ أَهْدَبُ الأَشْفَارِ جَلِيلُ الْمُشَاشِ وَالْكَتِدِ أَجْرَدُ ذُو مَسْرُبَةٍ شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَمْشِي فِي صَبَبٍ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ أَجْوَدُ النَّاسِ كَفًّا وَأَشْرَحُهُمْ صَدْرًا وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ يَقُوْلُ نَاعِتُهُ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ.

(১২৩১) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি যখনই নবী করীম (ছাঃ)-এর আকৃতির বর্ণনা দিতেন, তখন বলতেন, তিনি অত্যধিক লম্বাও ছিলেন না এবং একেবারে খাটও ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন লোকদের মধ্যে মধ্যম গড়নের। তাঁর মাথার চুল কোঁকড়ানো ছিল না এবং সম্পূর্ণ সোজাও ছিল না। বরং মধ্যম ধরনের কোঁকড়ানো ছিল। গায়ের রং ছিল লাল-সাদা সংমিশ্রিত। চক্ষুর বর্ণ ছিল কাল

১২৮২. মিশকাত হা/৫৭৭৪।

১২৮৩. দারাকুৎনী হা/৪৮১৩; মিশকাত হা/৫৭৭৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫২৭, ১০/২০৯ পৃঃ।

১২৮৪. মিশকাত হা/৫৭৭৫

এবং পলক ছিল লম্বা। হাড়ের জোড়াগুলো ছিল মোটা। গোটা শরীর ছিল পশমহীন, অবশ্য পশমের চিকন একটি রেখা বক্ষ হতে নাভি পর্যন্ত লম্বা ছিল। হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের তালু ছিল মাংসে পরিপূর্ণ। যখন তিনি হ্যাঁটতেন, তখন পা পূর্ণভাবে উঠিয়ে যমীনে রাখতেন, যেন তিনি কোন উচ্চ স্থান হতে নিম্ন স্থানে নামছেন। যখন তিনি কোন দিকে তাকাতেন, তখন ঘাড় পূর্ণ ফিরিয়ে তাকাতেন। তার উভয় কাঁধের মাঝখানে ছিল মোহরে নবুঅত। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন 'খাতামুন নাবিয়ীন'। তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে আন্তরিকভাবে অধিক দাতা, সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী। তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা কোমল স্বভাবের এবং বংশের দিক থেকে ছিলেন সম্ভ্রান্ত। যে ব্যক্তি তাকে হঠাৎ দেখত, সে ভয় পেত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পরিচিত হয়ে তার সাথে মেলামেশা করত, সে তাকে অতি ভালবাসতে লাগত। রাসূল (ছাঃ)-এর গুণাবলী বর্ণনাকারী এই কথা বলতে বাধ্য হন যে, আমি তার পূর্বে ও পরে তার মত কাউকেও কখনও দেখতে পাই নি।[১২৮৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৮৬]

(১২৩২) عَنْ أَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قُلْتُ لِلرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ صِفِى لَنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا بُنَىَّ لَوْ رَأَيْتَهُ رَأَيْتَ الشَّمْسَ طَالِعَةً.

(১২৩২) আবু উবায়দা ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ) বলেন, আমি রুবাঈ' বিনতে মু'আব্বিয ইবুন আফরা (রাঃ)-কে বললাম, আমাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর আকৃতি সম্পর্কে কিছু বলুন। জবাবে তিনি বললেন, হে বৎস! যদি তুমি তাকে দেখতে, তাহলে তোমার এমনই ধারণা হত যে, সূর্য উদিত হয়েছে।[১২৮৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৮৮]

(১২৩৩) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِىْ لَيْلَةِ إِضْحِيَانٍ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَإِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ فَإِذَا هُوَ عِنْدِى أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ.

(১২৩৩) জাবের ইবনু সামুরাহ (রাঃ) বলেন, একদা আমি চাঁদনী রাত্রে নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখলাম। অতঃপর একবার রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে তাকাতাম

১২৮৫. তিরমিযী হা/৩৬৩৮; মিশকাত হা/৫৭৯১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৪৩, ১০/২১৯ পৃঃ।
১২৮৬. যঈফ তিরমিযী হা/৩৬৩৮; মিশকাত হা/৫৭৯১।
১২৮৭. দারেমী হা/৬০; মিশকাত হা/৫৭৯৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৪৫।
১২৮৮. মিশকাত হা/৫৭৯৩।

আর একবার চাঁদের দিকে তাকাতাম। সেই সময় তিনি লাল বর্ণের পোশাক পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। তখন তাকে আমার কাছে চাঁদের চেয়ে অধিকতর খুবসুরত মনে হল।[১২৮৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৯০]

(١٢٣٤) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِى فِىْ وَجْهِهِ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِى مَشْيِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَأَنَّمَا الأَرْضُ تُطْوَى لَهُ إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ.

(১২৩৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) হতে সুন্দর কোন জিনিস আমি কখনও দেখতে পাইনি, মনে হত যেন সূর্য তার মুখমণ্ডলে ভাসছে। আর রাসূল (ছাঃ) অপেক্ষা চলার মধ্যে দ্রুতিগতিসম্পন্ন কাউকেও আমি দেখিনি। তার চলার সময় মনে হত যমীন যেন তার জন্য সংকুচিত হয়ে আসছে। আমরা তার সাথে চলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলতাম। অথচ তিনি স্বাভাবিক নিয়মে চলতেন।[১২৯১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৯২]

(١٢٣٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ فِىْ سَاقَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حُمُوْشَةٌ وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّمًا وَكُنْتُ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ قُلْتُ: أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بأكحل.

(১২৩৫) জাবের ইবনু সামুরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর পায়ের উভয় গোড়ালী হালকা-পাতলা। তিনি মৃদু হাসি ব্যতীত হাসতেন না। আমি যখনই তার দিকে তাকাতাম, তখন আমি মনে মনে বলতাম, তিনি চক্ষুতে সুরমা লাগিয়েছে। অথচ তখন তিনি সুরমা ব্যবহার করেন না।[১২৯৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৯৪]

১২৮৯. তিরমিযী হা/২৮১১; দারেমী হা/৫৭; মিশকাত হা/৫৭৯৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৪৬।
১২৯০. যঈফ তিরমিযী হা/২৮১১মিশকাত হা/৫৭৯৪।
১২৯১. তিরমিযী হা/৩৬৪৮; মিশকাত হা/৫৭৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৪৭।
১২৯২. যঈফ তিরমিযী হা/৩৬৪৮; মিশকাত হা/৫৭৯৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪২১৩।
১২৯৩. তিরমিযী হা/৩৬৪৫; মিশকাত হা/৫৭৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৪৮।
১২৯৪. যঈফ তিরমিযী হা/৩৬৪৫; মিশকাত হা/৫৭৯৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٣٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَفْلَجَ الثَّنِيَّتَيْنِ إِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّوْرِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ.

(১২৩৬) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মুখের দাঁত দু'টির মাঝে কিছুটা ফাঁক ছিল। যখন তিনি কথাবার্তা বলতেন, তখন মনে হত উক্ত দাঁত দু'টির মধ্য দিয়ে যেন আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।[১২৯৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৯৬]

باب في أخلاقه وشمائله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ : রাসূল (ছাঃ)-এর স্বভাব-চরিত্রের বর্ণনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٣٧) عَنْ أَنَسٍ يُحَدِّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كانَ يعودُ المريضَ وَيتبع الْجِنَازَةَ ويجيب دَعْوَةَ الْمَمْلُوك ويركب الْحمار لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ خَيْبَرَ عَلَى حِمَارٍ خِطَامُهُ لِيْفٌ.

(১২৩৭) আনাস (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর চরিত্র প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি রোগীর সেবা শুশ্রুষা করতেন, জানাযার সঙ্গে যেতেন, দাস-গোলামদের দাওয়াত কবুল করতেন এবং গাধায় সওয়ার হতেন। বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বলেন, খায়বারের যুদ্ধে আমি তাকে এমন একটি গাধায় সওয়ার অবস্থায় দেখেছি, যার লাগাম ছিল খেজুর গাছের ছালের।[১২৯৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১২৯৮]

(١٢٣٨) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَافَحَ الرَّجُلَ لَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُوْنَ هُوَ الَّذِيْ يَنْزِعُ يَدَهُ وَلَا يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَكُوْنَ هُوَ الَّذِيْ يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ وَلم يُرَ مُقَدِّماً رُكْبَتَيْهِ بَينَ يَدَيْ جَلِيْسٍ لَهُ.

১২৯৫. দারেমী হা/৫৮; মিশকাত হা/৫৭৯৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৪৯, ১০/২২১ পৃঃ।
১২৯৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪২২০; মিশকাত হা/৫৭৯৭
১২৯৭. ইবনু মাজাহ হা/৪১৭৮; মিশকাত হা/৫৮২১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৭৩, ১০/২২৯ পৃঃ।
১২৯৮. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৪১৭৮; মিশকাত হা/৫৮২১

(১২৩৮) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) যখন কোন ব্যক্তির সাথে মোসাফাহা করতেন, তখন তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের হাতখানা সরিয়ে নিতেন না, যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি নিজের হাত সরিয়ে নিতেন। আর তিনি সেই ব্যক্তির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন না, যতক্ষণ না সে রাসূল (ছাঃ)-এর দিক হতে আপন চেহারা ফিরিয়ে নিত। আর তাকে নিজের সঙ্গে বসা লোকজনের সম্মুখে কখনও হাঁটু গেড়ে বসতে দেখা যায়নি।[১২৯৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩০০]

(١٢٣٩) عَنْ عَبْد الله بْنِ سَلَامٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ يَتَحَدَّثُ يُكْثِرُ أَنْ يَرْفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ.

(১২৩৯) আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন বসে কথাবার্তা বলতেন, তখন তিনি বার বার আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠাতেন।[১৩০১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩০২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٤٠) عَن عَليٍّ أَنَّ يَهُوْدِيًّا يُقَالُ لَهُ فُلَانٌ حَبْرٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَسُوْل الله ﷺ فِيْ دَنَانِيْرُ فَتَقَاضَى النَّبيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ يَا يَهُوْديُّ مَا عنْدي مَا أُعْطيكَ قَالَ: فإِنِّيْ لَا أُفَارِقُكَ يَا مُحَمَّدُ حَتَّى تُعْطِيَنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ إِذاً أَجْلسُ مَعَكَ فَجَلَسَ مَعَهُ فَصَلَّى رَسُوْلُ الله ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْربَ وَالْعشَاءَ الْآخرَةَ وَالْغَدَاةَ وَكَانَ أَصْحَاب رَسُوْل الله ﷺ يَتَهَدَّدُوْنَهُ وَيَتَوَعَّدُوْنَهُ فَفَطنَ رَسُوْلُ الله ﷺ مَا الَّذيْ يَصْنَعُوْنَ به فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ الله يَهُوْديٌّ يَحْبسُكَ فَقَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: مَنَعَنيْ رَبِّيْ أَنْ أَظْلمَ مُعَاهدًا وَغَيْرَهُ فَلَمَّا تَرَجَّلَ النَّهَارُ قَالَ الْيَهُوْديُّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ الله وَشَطْرُ مَاليْ فِيْ سَبيْلِ الله أَمَا وَالله مَا فَعَلْتُ بكَ الَّذيْ فَعَلْتُ بكَ إِلَّا لأَنْظُرَ إِلَى نَعْتكَ فِى التَّوْرَاة: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله مَوْلدُهُ بمَكَّةَ وَمُهَاجَرُهُ بطَيْبَةَ وَمُلْكُهُ بالشَّام لَيْسَ بفَظٍّ وَلَا غَليْظ وَلَا سَخَّاب فِى الْأَسْوَاق وَلَا مُتَزَيٍّ بالْفُحْشِ وَلَا قَوْل الْخَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُوْلُ الله وَهَذَا مَالي فَاحْكُمْ فِيْه بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَكَانَ الْيَهُوْديُّ كَثيْرَ المَالِ.

১২৯৯. তিরমিযী হা/২৪৯০; মিশকাত হা/৫৮২৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৭৬।
১৩০০. যঈফ তিরমিযী হা/২৪৯০; মিশকাত হা/৫৮২৪
১৩০১. আবুদাঊদ হা/৪৮৩৭; মিশকাত হা/৫৮৩০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৮২।
১৩০২. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৮৩৭; মিশকাত হা/৫৮৩০

(১২৪০) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, অমুক পাদ্রী নামে এক ইহুদীর রাসূল (ছাঃ)-এর উপর কিছু দীনার ঋণ ছিল। একদা সে এসে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট তা চেয়ে বসলেন। জবাবে রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, হে ইহুদী! তোমাকে দেওয়ার মত আমার কাছে কিছুই নেই। ইহুদী বলল, যে পর্যন্ত তুমি হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আমার ঋণ পরিশোধ করবে না, আমিও তোমাকে ছাড়ব না। এবার রাসূল (ছাঃ) বললেন, আচ্ছা, আমিও তোমার কাছে বসে থাকব। এই বলে তিনি তার কছে বসে পড়লেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) সেই একই স্থানে যোহর, আছর, মাগরিব, এশা এবং পরদিন ফযরের ছালাত আদায় করলেন। এদিকে রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ ইহুদী লোকটিকে ধমকাতে লাগলেন এবং ভয় দেখাতে লাগলেন। রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের গতিবিধি বুঝতে পারলেন। তখন ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! একটি ইহুদী কি আপনাকে আটকে রাখবে? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন,আমার রব্ব কোন যিম্মী ইত্যাদির উপর যুলুম করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর যখন দিনের বেলা বাড়িয়ে গেল, তখন ইহুদী বলল, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয় আল্লাহ্র রাসূল'। আমি আমার মাল-সম্পদের অর্ধেক আল্লাহ্র রাস্তায় দান করলাম। মূলতঃ আমি আপনার সাথে যেই আচারণ করেছি, তা এই উদ্দেশ্যেই করেছি যে, দেখি তাওরাত কিতাবে আপনার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে যে সমস্ত গুণাবলীর কথা উল্লেখ রয়েছে, তা আপনার মধ্যে পাওয়া যায় কি-না? আপনার সম্পর্কে লেখা আছে, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করবেন ও মাদীনা মুনাওয়ারাতে হিজরত করবেন। সিরিয়া পর্যন্ত তার রাজত্ব হবে। তিনি অশ্লীলভাষী ও কঠোরমনা হবেন না। হাটে-বাজারে চীৎকার করবেন না এবং অশালীনরূপে ধারণ করবেন না। তিনি অশোভন উক্তি করবেন না। আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল'। আর এই আমার মাল, আল্লাহ্র মর্জি মত আপনি সেখান থেকে ইচ্ছামত খরচ করতে পারেন। বর্ণনাকারী বলেন, উক্ত ইহুদী লোকটি ছিল বহু মাল-সম্পদে মালিক।[১৩০৩]

তাহক্বীক্ব : জাল।[১৩০৪]

(١٢٤١) عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ أَبَا جَهْلٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّا لَا نُكَذِّبكَ ولكنْ نكذِّبُ بِمَا جئتَ بِهِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيْهِمْ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ ولكنَّ الظَالِمِيْنَ بآيات الله يَجْحَدوْنَ.

(১২৪১) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি না তবে আমরা তাকেই মিথ্যা মনে করি, যা তুমি

১৩০৩. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫৮৩২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৮৪, ১০/২৩৩ পৃঃ।
১৩০৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৭৮; মিশকাত হা/৫৮৩২

আমাদের নিকট নিয়ে এসেছ। তখন আল্লাহ তা‘আলা সেই সমস্ত বেঈমানদের সম্পর্কে নাযিল করলেন ‘ঐ সমস্ত কাফের- বেঈমান আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করে না, কিন্তু সেই সমস্ত সীমালঙ্ঘনকারী যালেমরা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে’।[১৩০৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩০৬]

(١٢٤٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ لَوْ شِئْتُ لَسَارَتْ مَعِيْ جِبَالُ الذَّهَبِ جَاءَنِيْ مَلَكٌ إِنَّ حُجْزَتَهُ لَتُسَاوِي الْكَعْبَةَ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ إِنْ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا وَإِنْ شِئْتَ نَبِيًّا مَلكًا فَنَظَرْتُ إِلَى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ ضَعْ نَفْسَكَ فَالْتَفَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى جِبْرِيْلَ كَالْمُسْتَشِيْرِ لَهُ فَأَشَارَ جِبْرِيْلُ بِيَدِه أَنْ تَوَاضَعْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لا بَلْ عَبْدًا نَبِيًّا قَالَتْ فَكَانَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَأْكُلُ متكأ يَقُوْلُ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلَسُ كَمَا يَجْلِسُ العبدُ

(১২৪২) ‘আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আয়েশা! যদি আমি চাইতাম তাহলে স্বর্ণের পাহাড় আমার সঙ্গে সঙ্গে চলত। একদা আমার কাছে একজন ফেরেশতা আসলেন, তার কোমর ছিল কা‘বা শরীফের সমপরিমাণ। তিনি এসে বললেন, আপনার রব্ব আপনকে সালাম জানিয়েছেন, এবং বলেছেন, যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তাহলে ‘নবী এবং বান্দা হাওয়া’ গ্রহণ করতে পারেন কিংবা যতি ইচ্ছা করেন, তাহলে ‘নবী এবং বাদশা হওয়া’ গ্রহণ করতে পারেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন আমি জিবরীল (আঃ)-এর দিকে তাকালাম, তখন তিনি আমার দিকে ইংগিত করলেন, নিজেকে নিম্মস্তরে রাখ। অপর এক রেওয়ায়াতে রয়েছে- আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস বলেন, উল্লিখিত কথা শুনে জিবরীলের দিকে তাকালেন, যেন তিনি তার কাছে মশওয়ারা চাইছেন। তখন জিবরীল হাত ইশারা করলেন যে, আপনি বিনয় গ্রহণ করুন। কাজেই জবাবে বললাম, আমি ‘নবী এবং বান্দা’ হয়ে থাকতে চাই। ‘আয়েশা (রাঃ) বলেন, এর পর হতে রাসূল (ছাঃ)-কে আর কখনও হেলান দিয়ে খেতে দেখিনি; বরং তিনি বলতেন, আমি সেভাবে খানা খাব, যেভাবে একজন গোলাম খায় এবং সেভাবে বসব, যেমনিভাবে একজন গোলাম বসে।[১৩০৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩০৮]

বঙ্গানুবাদ মিশকাত ১০ম খণ্ড সমাপ্ত

১৩০৫. তিরমিযী হা/৩০৬৪; মিশকাত হা/৫৮৩৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৮৬, ১০/২৩৪ পৃঃ
১৩০৬. যঈফ তিরমিযী হা/৩০৬৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৪৩; মিশকাত হা/৫৮৩৪
১৩০৭. শারহুস সুন্নাহ, পৃঃ ৪৬৫; মিশকাত হা/৫৮৩৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৮৭।
১৩০৮. মিশকাত হা/৫৮৩৫; দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০০২।

অনুচ্ছেদ : মু‘জিযা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٤٣) عَنْ عَلِىْ بْنِ أَبِىْ طَالِبِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِمَكَّةَ فَخَرَجْنَا فِىْ بَعْضِ نَوَاحِيْهَا فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلاَ شَجَرٌ إِلاَّ وَهُوَ يَقُوْلُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ.

(১২৪৩) আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ) বলেন, আমি মক্কায় নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথেই ছিলাম। একদা আমরা মক্কার পার্শ্ববর্তী কোন অঞ্চলের দিকে বের হই, তখন যে কোন পাহাড় ও গাছ-গাছালী তাঁর সম্মুখীন হয়, তখন সেটা ‘আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌’ বলে।[১৩০৯]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[১৩১০]

(١٢٤٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِابْنٍ لَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنِىْ بِهِ جُنُونٌ وَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ عِنْدَ غَدَائِنَا وَعَشَائِنَا فَيُخَبِّثُ عَلَيْنَا. فَمَسَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَدْرَهُ وَدَعَا فَثَعَّ ثَعَّةً وَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ مِثْلُ الْجِرْوِ الأَسْوَدِ فَسَعَى.

(১২৪৪) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা একজন মহিলা তার একটি ছেলে নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমার এই ছেলেকে জিনে পেয়েছে। ফলে সকাল-সন্ধ্যা উহা তাকে আক্রমণ করে। তখন রাসূল (ছাঃ) ছেলেটির বুকের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন এবং দু‘আ করলেন। এতে ছেলেটির জোরে বমি হল, তখন তার পেটের ভিতর হতে কাল একটি কুকুরের ছানার ন্যায় বের হয়ে দৌড়িয়ে গেল।[১৩১১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩১২]

(١٢٤٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ يَهُوْدِيَّةً مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَصْلِيَّةً ثُمَّ أَهْدَتْهَا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الذِّرَاعَ فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلَ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَهُوْدِيَّةِ فَدَعَاهَا فَقَالَ لَهَا أَسَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ قَالَتِ الْيَهُوْدِيَّةُ مَنْ أَخْبَرَكَ قَالَ أَخْبَرَتْنِى هَذِهِ فِىْ يَدِى لِلذِّرَاعِ. قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ فَمَا أَرَدْتِ إِلَى ذَلِكَ قَالَتْ قُلْتُ

১৩০৯. তিরমিযী হা/৩৬২৬; মিশকাত হা/৫৯১৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৬৬৭, ১১/৫২ পৃঃ
১৩১০. যঈফ তিরমিযী হা/৩৬২৬; মিশকাত হা/৫৯১৯।
১৩১১. দারেমী হা/১৯; মিশকাত হা/৫৯২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৬৭১, ১১/৫৪ পৃঃ ।
১৩১২. মিশকাত হা/৫৯২৩।

إِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَنْ يَضُرَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَرَحْنَا مِنْهُ. فَعَفَا عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يُعَاقِبْهَا وَتُوُفِّيَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ أَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَاحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِى أَكَلَ مِنَ الشَّاةِ حَجَمَهُ أَبُوْ هِنْدٍ بِالْقَرْنِ وَالشَّفْرَةِ وَهُوَ مَوْلًى لِبَنِى بَيَاضَةَ مِنَ الأَنْصَارِ.

(১২৪৫) জাবের (রাঃ) বলেন, খায়বার এলাকার এক ইহুদী মহিলা একটি ভাজা বকরীর মধ্যে বিষ মিশ্রিত করে রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে হাদিয়া পেশ করল। তখন রাসূল (ছাঃ) তার বাহু হতে কিছু অংশ খেলেন এবং তাঁর কতিপয় ছাহাবীও তাঁর সাথে খেলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীগণকে বললেন, খাদ্য হতে তোমরা হাত গুটিয়ে নাও এবং উক্ত ইহুদী মহিলাটিকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বকরীর এই গোশতে বিষ মিশ্রিত করেছ? সে বলল, আপনাকে কে বলেছে? তিনি বললেন, আমার হাতের এই বাহুর গোশতই বলেছে। তখন মহিলাটি বলল, হ্যাঁ, আমি এতে বিষ মিশিয়েছি। আর এটা এ উদ্দেশ্যেই করেছি, যদি আপনি প্রকৃতই নবী হন, তাহ'লে তা (বিষ) আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি নবীই না হয়ে থাকেন, তাহ'লে এর দ্বারা আমরা শান্তি লাভ করব। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাকে কোন প্রকারের সাজা দিলেন না। আর তাঁর ঐ সমস্ত ছাহাবী মৃত্যুবরণ করলেন, যারা উক্ত বকরী হতে খেয়েছিলেন এবং উক্ত গোশতের কিয়দাংশ খাওয়ার কারণে রাসূল (ছাঃ) দুই কাঁধের মাঝখানে শিংগা লাগিয়েছিলেন। আসসারের বায়াযা গোত্রের আযাদকৃত গোলাম আবু হিন্দ শিং ও চাকু দ্বারা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাঁধে শিংগা লাগিয়েছিল।[১৩১৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩১৪]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٤٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَشَاوَرَتْ قُرَيْشٌ لَيْلَةً بِمَكَّةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَصْبَحَ فَأَثْبِتُوْهُ بِالْوَثَاقِ. يُرِيْدُوْنَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلِ اقْتُلُوْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ أَخْرِجُوْهُ. فَأَطْلَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ عَلَى ذَلِكَ فَبَاتَ عَلِيٌّ عَلَى فِرَاشِ النَّبِيِّ ﷺ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى لَحِقَ بِالْغَارِ وَبَاتَ الْمُشْرِكُوْنَ يَحْرُسُوْنَ عَلِيًّا يَحْسَبُوْنَهُ النَّبِيَّ ﷺ- فَلَمَّا أَصْبَحُوْا ثَارُوْا إِلَيْهِ فَلَمَّا رَأَوْا عَلِيًّا رَدَّ اللهُ مَكْرَهُمْ فَقَالُوْا أَيْنَ

১৩১৩. আবুদাঊদ হা/৪৫১৫; মিশকাত হা/৫৯৩১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৬৭৯, ১১/৫৮ পৃঃ।
১৩১৪. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৫১৫; মিশকাত হা/৫৯৩১।

صَاحِبُكَ هٰذَا قَالَ لاَ أَدْرِىْ فَاقْتَصُّوْا أَثَرَهُ فَلَمَّا بَلَغُوا الْجَبَلَ خُلِّطَ عَلَيْهِمْ فَصَعَدُوْا فِى الْجَبَلِ فَمَرُّوْا بِالغَارِ فَرَأَوْا عَلَى بَابِه نَسْجَ الْعَنْكَبُوْتِ فَقَالُوْا لَوْ دَخَلَ هَا هُنَا لَمْ يَكُنْ نَسْجُ الْعَنْكَبُوْتِ عَلَى بَابِه. فَمَكَثَ فِيْهِ ثَلاَثَ لَيَالٍ.

(১২৪৬) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা রাত্রির বেলায় কুরাইরা মক্কায় পরামর্শ করল যে, ভোর হতেই তারা রাসূল (ছাঃ)-কে রশি দ্বারা শক্ত করে বেঁধে ফেলবে। আবার কেউ বলল, বরং তাকে ক্বতল করে ফেল। অন্য আরেকজন বলল, বরং তাকে দেশ হতে তাড়িয়ে দাও। আর এদিকে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের ষড়যন্ত্রের কথা তাঁর নবী করীম (ছাঃ)-কে জানিয়ে দেন। অতঃপর আলী (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর বিছানায় সেই রাত্রি যাপন করলেন এবং নবী করীম (ছাঃ) মক্কা হতে বের হয়ে 'সওর' পর্বতের গুহায় গিয়ে আত্মগোপন করলেন। নবী করীম (ছাঃ) নিজের বিছানায় শুয়ে আছেন ধারণা করে মুশরিকরা সারাটি রাত্রি আলীকে পাহারা দিতে থাকল। ভোর হতেই তারা নবী করীম (ছাঃ)-এর হুজরার উপর আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হল। যখন তারা নবী করীম (ছাঃ)-এর স্থলে আলীকে দেখতে পেল, তখন তাদের ষড়যন্ত্র আল্লাহ পাক প্রতিহত করে দিয়েছেন। অতঃপর তারা আলীকে জিজ্ঞেস করল, তোমার এই বন্ধু অর্থাৎ নবী করীম (ছাঃ)-কোথায়? আলী (রাঃ) বললেন, আমি জানি না। তখন তারা নবী করীম (ছাঃ)-এর পদচিহ্ন অনুসরণ করে তাঁর খোঁজে বের হল। কিন্তু উক্ত পর্বতের নিকটে পৌঁছার পর পদচিহ্ন তাদের জন্য এলোমেলো ও সন্দেহযুক্ত হয়ে গেল। তবুও তারা পাহাড়ের উপর উঠল এবং গুহার মুখে গিয়ে পৌঁছল। তারা দেখতে পেল, গুহার দ্বারপথে মাকড়সা জাল বুনে রেখেছে, উহা দেখে তারা বলাবলি করল, যদি সে মুহাম্মাদ (ছাঃ) এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করত, তাহ'লে গুহার দ্বারে মাকড়সার জাল থাকত না। এর পর নবী করীম (ছাঃ) তিন রাত তিন দিন তার ভিতরে অবস্থান করলেন।[১৩১৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ। উক্ত বর্ণনার সনদে ওছমান ইবনু আমর নামে একজন দুর্বল রাবী আছে। তাছাড়া হাদীছটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী।[১৩১৬]

(١٢٤٧) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْد قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَي مَالَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ أَنَّهُ بَعَثَ رَجُلًا فَكَذَبَ عَلَيْهِ فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَوَجَدَ مَيِّتًا وَقَدْ انْشَقَّ بَطْنُهُ وَلَمْ تَقْبَلْهُ الْأَرْضُ رواهما البيهقي في دلائل النبوة

১৩১৫. আহমাদ হা/৩২৫১; মিশকাত হা/৫৯৩৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৬৮২, ১১/৬১ পৃঃ।
১৩১৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৩৩৪; মিশকাত হা/৫৯৩৪।

(১২৪৭) উসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার উপর এমন কথা আরোপ করে, যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়। নবীর এই উক্তি এই প্রসঙ্গে ছিল যে, একদা তিনি এক ব্যক্তিকে পাঠালেন, সে সেখানে গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ হতে মিথ্যা কথা বলল। এটা জানতে পেরে রাসূল (ছাঃ) তার উপর বদ-দু'আ করলেন। এর পর তাকে এমতাবস্থায় মৃত পাওয়া যায় যে, তার পেট ফাটল এবং মাটি তাকে গ্রহণ করেনি।[১৩১৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩১৮]

(١٢٤٨) عَنْ حَازِمِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ حُبَيْشِ بْنِ خَالِدٍ وَهُوَ أَخُوْ أُمِّ مَعْبَدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حِينَ أُخْرِجَ مِنْ مَكَّةَ خَرَجَ مُهَاجِرًا إِلَى الْمَدِينَةِ هُوَ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَمَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَدَلِيلُهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الأُرَيْقِطِ اللَّيْثِيُّ ، مَرُّوا عَلَى خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدٍ الْخُزَاعِيَّةِ وَكَانَتْ بَرْزَةً تَحْتَبِي بِفِنَاءِ الْخَيْمَةِ ثُمَّ تَسْقِي وَتُطْعِمُ فَسَأَلُوهَا لَحْمًا وَتَمْرًا لِيَشْتَرُوا مِنْهَا فَلَمْ يُصِيبُوْا عِنْدَهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ الْقَوْمُ مُرْمِلِيْنَ مُسْنِتِيْنَ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى شَاةٍ فِيْ كِسْرِ الخَيْمَةِ ، فَقَالَ مَا هَذِهِ الشَّاةُ يَا أُمَّ مَعْبَدٍ ؟ قَالَتْ شَاةٌ خَلَّفَهَا الْجَهْدُ عَنِ الْغَنَمِ قَالَ هَلْ بِهَا مِنْ لَبَنٍ؟ قَالَتْ هِيَ أَجْهَدُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَتَأْذَنِينَ لِيْ أَنْ أَحْلُبَهَا ، قَالَتْ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ إِنْ رَأَيْتَ بِهَا حَلَبًا فَاحْلُبْهَا فَدَعَا بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَمَسَحَ بِيَدِهِ ضَرْعَهَا وَسَمَّى اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَدَعَا لَهَا فِيْ شَاتِهَا فَتَفَاجَّتْ عَلَيْهِ وَدَرَّتْ وَاجْتَرَّتْ فَدَعَا بِإِنَاءٍ يُرْبِضُ الرَّهْطَ فَحَلَبَ فِيْهِ ثَجًّا حَتَّى عَلاهُ الْبَهَاءُ ثُمَّ سَقَاهَا حَتَّى رَوِيَتْ وَسَقَى أَصْحَابَهُ حَتَّى رَوُوْا ثُمَّ شَرِبَ آخِرَهُمْ ثُمَّ أَرَاضُوْا ثُمَّ حَلَبَ فِيْهِ ثَانِيًا بَعْدَ بَدْءٍ حَتَّى مَلأَ الإِنَاءَ ثُمَّ غَادَرَهُ عِنْدَهَا وَبَايَعَهَا وَارْتَحَلُوْا عَنْهَا.

(১২৪৮) হিযাম ইবনু হিশাম তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হুবাইশ ইবনু খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, হুবাইশ ছিলেন উম্মে মা'বাদের ভাই। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মক্কা হতে বহিষ্কৃত হ'লেন, তখন তিনি মদীনার দিকে হিজরত করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবুবকর (রাঃ) ও আবু বকরের আযাদকৃত গোলাম আমের ইবনু ফুহাইরা এবং পথ-প্রদর্শক আব্দুল্লাহ আল-লাইসী। পথ

১৩১৭. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫৯৪০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৬৮৮, ১১/৬৫ পৃঃ।
১৩১৮. কিতাবুল মাওযূ'আত ১/৮৪ পৃঃ; মিশকাত হা/৫৯৪০।

অতিক্রমকালে তারা উম্মে মা'বাদের দুই তাঁবুর নিকটে পৌঁছলেন। তারা উম্মে মা'বাদ হতে গোশত এবং খেজুর খরিদ করতে চাইলেন, কিন্তু তার কাছে ইহার কিছুই পাননি। মূলত সেই সময় লোকেরা অনাহার ও দুর্ভিক্ষের মধ্যে ছিল। এমন সময় রাসূল (ছাঃ) তাঁবুর এক পার্শ্বে একটি বকরী দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে উম্মে মা'বাদ! এই বকরীটির কী হয়েছে? সে বলল, এটা এতই দুর্বল যে, দলের বকরীগুলির সাথে যাওয়ার মত শক্তি নেই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এতে কি দুধ আছে? উম্মে মা'বাদ বলল, সে নিজেই বিপদগ্রস্ত, সুতরাং দুধ দিবে কিভাবে? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি আমাকে এই অনুমতি দিবে যে, আমি উহার দুধ দোহন করি? উম্মে মা'বাদ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হউক! আপনি যদি তার স্তনে দুধ দেখতে পান, তাহ'লে তা দোহন করুন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বকরীটিকে কাছে আনালেন, তারপর বকরীটির স্তনে হাত বুলালেন এবং বিসমিল্লাহ পড়ে উম্মে মা'বাদের জন্য তার বকরীর ব্যাপারে দু'আ করলেন। তখন বকরীটি দোহনের জন্য নিজের বাঁট দু'টি প্রশস্ত করে রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে দাঁড়িয়ে জাবর কাটতে লাগল। এদিকে দুধ দোহনের জন্য নবী করীম (ছাঃ) এত বড় একটি পাত্র চাইলেন, যা দ্বারা একদল লোক তৃপ্তির সাথে পান করতে পারে। প্রবাহিত ঢলের মত তিনি উহাতে দুধ দোহন করলেন, এমন কি উহার উপর ফেনাও জমে গেল। অতঃপর তিনি উম্মে মা'বাদকে পান করতে দিলেন। সে পরিতৃপ্ত হয়ে পান করল। পরে তিনি সঙ্গীদেরকে পান করালেন, আপনার পরিতৃপ্তি লাভ করল এবং সবার শেষে রাসূল (ছাঃ) নিজে পান করলেন। এর একটু পরেই রাসূল (ছাঃ) দ্বিতীয়বার দোহন করলেন, এমনকি সেই পাত্রটি এবারও দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি সেই দুধ উম্মে মা'বাদের নিকট রেখে দিলেন এবং উম্মে মা'বাদের পক্ষ হতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করে তারা সম্মুখের দিকে রওয়ানা হল।[১৩১৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩২০]

باب الكرامات

অনুচ্ছেদ : কারামত সম্পর্কে বর্ণনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٤٩) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لاَ يَزَالُ يُرَى عَلَى قَبْرِهِ نُورٌ.

১৩১৯. শারহুস সুন্নাহ, পৃঃ ৮৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৬৯১।
১৩২০. মিশকাত হা/৫৯৪৩।

(১২৪৯) আয়েশা (রাঃ) বলেন, নাজাশীর মৃত্যুর পর আমরা পরষ্পর বলাবলি করতাম, তাঁর কবরে সর্বদা আলো দেখা যাচ্ছে।[১৩২১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩২২]

(١٢٥٠) عَنْ أَبِىْ الْجَوْزَاءِ قَالَ قُحِطَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَحْطاً شَدِيْداً فَشَكَوْا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ انْظُرُوْا قَبْرَ النَّبِىِّ ﷺ فَاجْعَلُوْا مِنْهُ كُوًى إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لاَ يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ. قَالَ فَفَعَلُوْا فَمُطِرْنَا مَطَراً حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الإِبِلُ حَتَّى تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّحْمِ فَسُمِّىَ عَامَ الْفَتْقِ.

(১২৫০) আবুল জাওযা (রহঃ) বলেন, একবার মদীনাবাসীরা ভীষণ অনাবৃষ্টির কবলে পতিত হ'লেন, তখন তারা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট এই বিপদের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, তোমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর কবরে যাও এবং তাঁর হুজরার ছাদের আকাশের দিকে কয়েকটি ছিদ্র করে দাও; যেন তাঁর এবং আসমানের মধ্যখানে কোন আড়াল না থাকে। অতঃপর লোকেরা গিয়ে তাই করল। এতে প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ হল। এমন কি যমীনে প্রচুর ঘাস জন্মাল এবং উটগুলো খুব মোটা-তাজা ও চর্বিদার হয়ে উঠল। এ জন্য লোকেরা সেই বছরকে "আমাল ফত্‌ক" (পশুপালের হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার বছর) নামে আখ্যায়িত করল।[১৩২৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩২৪]

(١٢٥١) عَنْ سَعِيد بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَمَّا كَانَ أَيَّامُ الْحَرَّةِ لَمْ يُؤَذَّنْ فِىْ مَسْجِدِ النَّبِىِّ ﷺ ثَلاَثاً وَلَمْ يُقَمْ وَلَمْ يَبْرَحْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْمَسْجِدَ وَكَانَ لاَ يَعْرِفُ وَقْتَ الصَّلاَةِ إِلاَّ بِهَمْهَمَةٍ يَسْمَعُهَا مِنْ قَبْرِ النَّبِىِّ ﷺ.

(১২৫১) সাঈদ ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, 'হাররার' ফেৎনার সময় তিন দিন তিন রাত নবী করীম (ছাঃ)-এর মসজিদে ছালাতের আযানও হয়নি এবং ইক্বামতও দেওয়া হয়নি। সেই সময় সাঈদ ইবনুল মূসাইয়্যিব (রহঃ) মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে আটকা পড়েছিলেন। তিনি ছালাতের সময় নির্ণয় করতেন কেবল নবী করীম (ছাঃ)-এর কবরের ভিতর হতে নির্গত একটি গুনগুন শব্দ দ্বারা, যা তিনি শুনতে পেতেন।[১৩২৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩২৬]

১৩২১. আবুদাঊদ হা/২৫২৩; মিশকাত হা/৫৯৪৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৬৯৫, ১১/৭২ পৃঃ।
১৩২২. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৫২৩; মিশকাত হা/৫৯৪৭।
১৩২৩. দারেমী হা/৯২; মিশকাত হা/৫৯৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৬৯৮।
১৩২৪. আহকামুল জানায়েয, পৃঃ ২৬৭; আত-তাওয়াস্‌সুল, পৃঃ ১২৮; মিশকাত হা/৫৯৫০।
১৩২৫. দারেমী হা/৯৩; মিশকাত হা/৫৯৫১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৬৯৯, ১১/৭৪ পৃঃ ।
১৩২৬. তাম্বীহুল ক্বারী হা/২৬০; মিশকাত হা/৫৯৫১।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٥٢) عَنْ نُبَيْه بْنِ وَهْب أَنَّ كَعْباً دَخَلَ عَلَى عَائشَةَ فَذَكَرُوْا رَسُوْلَ الله ﷺ فَقَالَ كَعْبٌ مَا منْ يَوْمٍ يَطْلُعُ إلاَّ نَزَلَ سَبْعُوْنَ أَلْفاً منَ الْمَلاَئكَة حَتَّى يَحُفُّوْا بقَبْر النَّبىِّ ﷺ يَضْربُوْنَ بأَجْنحَتهمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَى رَسُوْل الله ﷺ حَتَّى إذَا أَمْسَوْا عَرَجُوْا وَهَبَطَ مثْلُهُمْ فَصَنَعُوْا مثْلَ ذَلكَ حَتَّى إذَا انْشَقَّتْ عَنْهُ الأَرْضُ خَرَجَ فِىْ سَبْعِيْنَ أَلْفاً منَ الْمَلاَئكَة يَزفُّوْنَهُ.

(১২৫২) নুবায়হা ইবনু ওয়হ্হাব (রহঃ) বলেন, একদা কা'ব (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গেলেন। সেখানে রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে আলোচনা হতে থাকলে কা'ব বললেন, এমন কোন দিন অতিবাহিত হয় না, যে দিন ভোরে সত্তর হাযার ফেরেশতা আসমান হতে অবতরণ করেন না। এমন কি তারা রাসূল (ছাঃ)-এর কবরকে বেষ্টন করে নিজেদের পাখাকে বিছিয়ে দেন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করতে থাকেন। অবশেষে সন্ধ্যা হ'লে তারা ঊর্ধ্বে গমন করেন। আবার সেই পরিমাণ ফেরেশতা অবতরণ করেন এবং আপনার ঐরূপ করেন। অবশেষে যখন যমীন ফেটে যাবে, তখন তিনি কবর হতে সত্তর হাযার ফেরেশতার সাতে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হবেন।[১৩২৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩২৮]

باب وفات النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ : রাসূল (ছাঃ)-এর ওফাত সম্পর্কে বর্ণনা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٥٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ إذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ دَعَا رَسُوْلُ الله ﷺ فَاطمَةَ فَقَالَ قَدْ نُعيَتْ إلَىَّ نَفْسى فَبَكَتْ فَقَالَ لاَ تَبْكى فَإنَّك أَوَّلُ أَهْلىْ لاَحقٌ بىْ فَضَحكَتْ فَرَآهَا بَعْضُ أَزْوَاج النَّبىِّ ﷺ فَقُلْنَ يَا فَاطمَةُ رَأَيْنَاك بَكَيْت ثُمَّ ضَحكْت قَالَتْ إنَّهُ أَخْبَرَنىْ أَنَّهُ قَدْ نُعيَتْ إلَيْه نَفْسُهُ فَبَكَيْتُ فَقَالَ لىْ لاَ تَبْكى فَإنَّك أَوَّلُ أَهْلىْ لاَحقٌ بى فَضَحكْتُ. وَقَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ إذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ وَجَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُّ أَفْئدَةً وَالْإيْمَانُ يَمَانٍ وَالْحكْمَةُ يَمَانيَةٌ.

১৩২৭. দারেমী হা/৯৪; মিশকাত হা/৫৯৫৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭০৩।
১৩২৮. মিশকাত হা/ ৫৯৫৫।

(১২৫৩) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন সূরা নাছর নাযিল হল, তখন রাসূল (ছাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-কে ডেকে বললেন, আমাকে আমার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হয়েছে। এই কথা শুনে ফাতেমা কেঁদে ফেললেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কেঁদ না। কারণ আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই প্রথম আমার সঙ্গে মিলিত হবে। তখন ফাতেমা হাসলেন। ফাতেমার এই অবস্থা দেখে নবী করীম (ছাঃ)-এর কোন এক বিবি জিজ্ঞেস করলেন, হে ফাতেমা! আমরা প্রথমে একবার তোমাকে কাঁদতে দেখলাম। আবার পরে দেখলাম হাসতে? উত্তরে ফাতেমা বললেন, প্রথমে তিনি আমাকে বলেছেন, তাঁকে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ দেওয়া হয়েছে। এটা শুনে আমি কেঁদে ফেলি। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি কেঁদ না। কারণ আমার পরিবারের মধ্যে হতে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। এ কথা শুনে আমি হাসলাম। আর রাসূল (ছাঃ) বললেন, যখন আল্লাহ্র সাহায্য এসেছে এবং মক্কাও বিজিত হয়েছে এবং ইয়ামানবাসীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে এসেছে, তারা কোমল অন্তরের অধিকারী, ঈমান ইয়মানবাসীদের মধ্যে এবং হিকমতও ইয়ামানবাসীদের মধ্যে রয়েছে।[১৩২৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৩০]

(١٢٥٤) عَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِيْه أَنَّ رَجُلًا مِّنْ قُرَيْشٍ دَخَلَ عَلَى أَبِيْه عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَقَالَ أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ بَلَى حَدِّثْنَا عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ لَمَّا مَرِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ تَكْرِيْمًا لَكَ وَتَشْرِيْفًا لَكَ خَاصَّةً لَكَ يَسْأَلُكَ عَمَّا هُوَ أَعْلَمُ بِه مِنْكَ يَقُوْلُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ أَجِدُنِيْ يَا جِبْرِيْلُ مَغْمُوْمًا وَأَجِدُنِيْ يَا جِبْرِيْلُ مَكْرُوْبًا ثُمَّ جَاءَهُ الْيَوْمَ الثَّانِيْ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا رَدَّ أَوَّلَ يَوْمٍ ثُمَّ جَاءَهُ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ يَوْمٍ وَرَدَّ عَلَيْهِ كَمَا رَدَّ عَلَيْهِ وَجَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ يُقَالُ لَهُ إِسْمَاعِيْلُ عَلَى مِائَةِ أَلْفِ مَلَكٍ كُلُّ مَلَكٍ عَلَى مِائَةِ أَلْفِ مَلَكٍ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ جِبْرِيْلُ هَذَا مَلَكُ الْمَوْتِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ مَا اسْتَأْذَنَ عَلَى آدَمِيٍّ قَبْلَكَ وَلَا يَسْتَأْذِنُ عَلَى آدَمِيٍّ بَعْدَكَ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ أَرْسَلَنِيْ إِلَيْكَ فَإِنْ أَمَرْتَنِيْ أَنْ أَقْبِضَ رُوْحَكَ قَبَضْتُ وَإِنْ أَمَرْتَنِيْ أَنْ أَتْرُكَهُ

১৩২৯. দারেমী হা/৭৯; মিশকাত হা/৫৯৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭১৭, ১১/৮৭ পৃঃ।
১৩৩০. মাজমাউয যাওয়াইদ হা/১৪২৪২।

تَرَكْتُهُ فَقَالَ وَتَفْعَلُ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ؟ قَالَ نَعَمْ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأُمِرْتُ أَنْ أُطِيْعَكَ قَالَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ جِبْرِيْلُ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ قَد اشْتَاقَ إِلَى لِقَائِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِمَلَكِ الْمَوْتِ امْضِ لِمَا أُمِرْتُ بِهِ فَقَبَضَ رُوْحَهُ فَلَمَّا تُوَفِّي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَجَاءَتِ التَّعْزِيَةُ سَمِعُوْا صَوْتًا مِّنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ إِنَّ فِي اللهِ عَزَاءً مِّنْ كُلِّ مُصِيْبَةٍ وَخَلَفًا مِّنْ كُلِّ هَالِكٍ وَّدَرَكًا مِّنْ كُلِّ فَائِتٍ فَبِاللهِ فَاتَّقُوْا وَإِيَّاهُ فَارْجُوْا فَإِنَّمَا الْمُصَابُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابُ فَقَالَ عَلِيٌّ أَتَدْرُوْنَ مَنْ هَذَا؟ هُوَ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. رواه البيهقي في دلائل النبوة.

(১২৫৪) জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, একদা কুরাইশী এক ব্যক্তি তাঁর পিতা আলী ইবনু হুসাইনের নিকট আসল। তখন আলী ইবনু হুসাইন বললেন, আমি কি তোমাকে রাসূল (ছাঃ)-এর একটি হাদীছ বর্ণনা করব? লোকটি বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই আবুল ক্বাসেম (ছাঃ) হতে হাদীছ বর্ণনা করুন। তখন আলী ইবনু হুসাইন বর্ণনা করলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন রোগাক্রান্ত হ'লেন, তখন জিবরীল (আঃ) তাঁর কাছে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আপনার বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার খেদমতে পাঠিয়ে আপনার হাল-অবস্থা জানতে চেয়েছেন। অথচ আপনার অবস্থা সম্পর্কে তিনি অধিক অবগত আছেন। তবুও তিনি জানতে চেয়েছেন, আপনি এখন নিজের মধ্যে কিরূপ অনুভব করছেন? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে জিবরীল! আমি নিজেকে ভারাক্রান্ত পাচ্ছি এবং নিজের মধ্যে অস্থিরতা অনুভব করছি। আবার দ্বিতীয় দিন এসে বিগত দিনের ন্যায় জিজ্ঞেস করলেন, আর নবী করীম (ছাঃ)ও প্রথম দিনের মত জওয়াব দিলেন। পুনরায় জিবরীল তৃতীয় দিন আসলেন এবং নবী করীম (ছাঃ)-কে প্রথম দিনের ন্যায় জিজ্ঞেস করলেন, আর তিনিও প্রথম দিনের মত একই উত্তর দিলেন। এ দিন জিবরীলের সঙ্গে আসলেন 'ইসমাঈল' নামে আর একজন ফেরেশতা। তিনি ছিলেন এমন এক লক্ষ ফেরেশতার সর্দার, যাদের প্রত্যেকেই এক এক লক্ষ ফেরেশতার সর্দার। সেই ফেরেশতাও নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে আসার অনুমতি চাইলেন। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) জিবরীলকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর জিবরীল নবী করীম (ছাঃ)-কে বললেন, এই যে মালাকুল মাউত। ইনিও আপনার নিকটে আসার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি আপনার পূর্বে কখনো কোন মানুষের কাছে যেতে অনুমতি চাননি এবং আপনার পরেও আর কখনও কোন মানুষের নিকট আসতে অনুমতি চাইবেন না। অতএব, তাকে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করুন। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাকে অনুমতি দিলেন, তখন তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে সালাম করলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার

খেদমতে পাঠিয়েছেন। আপনি যদি আমাকে আপনার রূহ ক্ববয করবার অনুমতি বা নির্দেশ দেন, তাহ'লে আমি আপনার রূহ ক্ববয করব। আর যদি আপনি আপনাকে ছেড়ে দিতে আমাকে নির্দেশ দেন, তাহ'লে আমি আপনাকে ছেড়ে দিব। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে মালাকুল মাউত! আপনি কি এমন করতে পারবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি এভাবেই নির্দেশিত হয়েছি। আর আমি ইহাও আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন আপনার নির্দেশ মেনে চলি। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় নবী করীম (ছাঃ) জিবরীল আলাইহিস সালামের দিকে তাকালেন, তখন জিবরীল বললেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আল্লাহ তা'আলা আপনার সাক্ষাৎ লাভের জন্য একান্তভাবে উদগ্রীব। তখনই নবী করীম (ছাঃ) মালাকুল মাউতকে বললেন, যে জন্য আপনি আদিষ্ট হয়েছেন, তাই কার্যে পরিণত করুন, অতঃপর তিনি তাঁর রূহ ক্ববয করে ফেললেন। যখন রাসূল (ছাঃ) ইন্তেকাল করেন এবং একজন সান্ত্বনাদানকারী আসেন, তখন তারা গৃহের এক পার্শ্ব হতে এই আওয়াজ শুনতে পেলেন। 'হে আহলে বায়ত! আপনাদের প্রতি আল্লাহ্‌র তরফ হতে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হৌক। আল্লাহ্‌র কিতাবে প্রত্যেকটি বিপদের সময় সান্ত্বনা ও ধৈর্যের উপাদান রয়েছে। আল্লাহ প্রত্যেক ধ্বংসের উত্তম বিনিময়দানকারী এবং প্রত্যেক হারানো বস্তুর ক্ষতিপূরণদানকারী। সুতরাং তেমরা একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করে চল এবং তাঁর কাছেই সর্বময় কল্যাণ কামনা কর। কারণ, প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত, যে ছওয়াব হতে বঞ্চিত। অতঃপর আলী বললেন, তোমরা কি জান এই সান্ত্বনাবাণী প্রদানকারী লোকটি কে? ইনি হ'লেন, খিযির আলাইহিস সালাম।[১৩৩১]

তাহক্বীক্ব : জাল।[১৩৩২]

باب مناقب قريش وذكر القبائل

অনুচ্ছেদ : কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রসমূহের গুণাবলী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٥٥) عَنْ عَامِرِ بْنِ أَبِىْ عَامِرٍ الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نِعْمَ الْحَىُّ الأَسْدُ وَالأَشْعَرُوْنَ لاَ يَفِرُّوْنَ فِى الْقِتَالِ وَلاَ يَغُلُّوْنَ هُمْ مِنِّىْ وَأَنَا مِنْهُمْ.

(১২৫৫) আবু আমের আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আসাদ ও আশ'আর এই গোত্রদ্বয় বড়ই উত্তম। এরা লড়াইয়ের ময়দান হতে পলায়ন করে না এবং আমানত বা গনীমতের মালের খেয়ানত করে না। সুতরাং তারা আমার দলের অন্তর্ভুক্ত আর আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত।[১৩৩৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৩৪]

১৩৩১. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫৯৭২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭২০, ১১/৯০ পৃঃ।
১৩৩২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৩৮৪; মিশকাত হা/৫৯৭২।
১৩৩৩. তিরমিযী হা/৩৯৪৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৩৮, ১১/৯৯ পৃঃ।
১৩৩৪. যঈফ তিরমিযী হা/৩৯৪৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬৯২; মিশকাত হা/৫৯৮১।

(١٢٥٦) عَنْ أَنَس رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الأَزْدُ أُسْدُ اللهِ فِىْ الأَرْضِ يُرِيْدُ النَّاسُ أَنْ يَضَعُوْهُمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَنْ يَرْفَعَهُمْ وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُوْلُ الرَّجُلُ يَا لَيْتَ أَبِىْ كَانَ أَزْدِيًّا يَا لَيْتَ أُمِّىْ كَانَتْ أَزْدِيَّةً.

(১২৫৬) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আযাদ গোত্র যমীনের উপর আল্লাহ্‌র আযাদ। লোকেরা তাদেরকে হেয় করে রাখতে চায়, অথচ আল্লাহ তা'আলা উহার বিপরতে তাদেরকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করতে চান। মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, কোন ব্যক্তি আক্ষেপের সাথে বলবে, হায়! আমার পিতা কিংবা বলবে, আমার মাতা যদি আযদ বংশীয় হতেন।[১৩৩৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৩৬]

(١٢٥٧) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ مَاتَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ يَكْرَهُ ثَلاَثَةَ أَحْيَاءٍ ثَقِيْفًا وَبَنِىْ حَنِيْفَةَ وَبَنِىْ أُمَيَّةَ.

(১২৫৭) ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) (আরবের) তিনটি গোত্রের উপর অসন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় ইনতেক্বাল করেছেন। সাক্বীফ, বনু হানীফা ও বনু উমাইয়া।[১৩৩৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৩৮]

(١٢٥٨) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخْرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيْفٍ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهِمْ. قَالَ اللهُمَّ اهْدِ ثَقِيْفًا.

(১২৫৮) জাবের (রাঃ) বলেন, একদা লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) সাক্বীফ গোত্রের তীর আমাদেরকে জ্বালাতন করে রেখেছে। সুতরাং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে বদ-দু'আ করুন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! সাক্বীফ গোত্রকে হেদায়াত দান করুন।[১৩৩৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৪০]

(١٢٥٩) عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مِينَاءِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ أَحْسِبُهُ مِنْ قَيْسٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

১৩৩৫. তিরমিযী হা/৩৯৩৭; মিশকাত হা/৫৯৮২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৩৯।
১৩৩৬. যঈফ তিরমিযী হা/৩৯৩৭; যঈফুল জামে' হা/২২৭৫; মিশকাত হা/৫৯৮২।
১৩৩৭. তিরমিযী হা/৩৯৪৩; মিশকাত হা/৫৯৮৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৪০।
১৩৩৮. যঈফ তিরমিযী হা/৩৯৪৩; মিশকাত হা/৫৯৮৩।
১৩৩৯. তিরমিযী হা/৩৯৪২; মিশকাত হা/৫৯৮৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৪২, ১১/১০১ পৃঃ।
১৩৪০. যঈফ তিরমিযী হা/৩৯৪২; মিশকাত হা/৫৯৮৬।

الْعَنْ حِمْيَرًا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ رَحِمَ اللهُ حِمْيَرًا أَفْوَاهُهُمْ سَلاَمٌ وَأَيْدِيْهِمْ طَعَامٌ وَهُمْ أَهْلُ أَمْنٍ وَإِيْمَانٍ.

(১২৫৯) আব্দুর রাযযাক্ব তাঁর পিতার মাধ্যমে মীনা হতে, আর তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসল। আমার ধারণা লোকটি ক্বায়েস গোত্রীয়। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! 'হিমিয়ার' গোত্রের উপর অভিসম্পাত করুন। এই কথা শুনে নবী করীম (ছাঃ) মুখখানি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। সে আবার সেদিকে গিয়ে তাঁর সম্মুখে দাঁড়াল। তিনি আবার মুখখানি ফিরিয়ে নিলেন। এবারও সে সেদিক হতে সম্মুখে এসে দাঁড়াল। সেবারও তিনি মুখখানি ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) বললন, আল্লাহ পাক হিমিয়ার গোত্রের প্রতি রহমত নাযিল করুন। তাদের মুখে রয়েছে সালাম এবং হাতে আছে খানা। আর তারা শান্তি ও ঈমানের অধিকারী।[১৩৪১]

তাহক্বীক্ব : জাল।[১৩৪২]

(١٢٦٠) عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا سَلْمَانُ لاَ تَبْغَضْنِىْ فَتُفَارِقَ دِيْنَكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ أَبْغَضُكَ وَبِكَ هَدَانَا اللهُ قَالَ تَبْغَضُ الْعَرَبَ فَتَبْغَضُنِىْ.

(১২৬০) সালামান ফারেসী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, তুমি আমার সাথে হিংসা রেখ না, তাহ'লে দ্বীন-ইসলাম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কিরূপে আপনার সাথে হিংসা পোষণ করতে পারি? অথচ আপনার মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আরবদের প্রতি হিংসা পোষণ করাই আমার সাথে হিংসা পোষণ করার নামান্তর।[১৩৪৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৪৪]

(١٢٦١) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ غَشَّ الْعَرَبَ لَمْ يَدْخُلْ فِىْ شَفَاعَتِىْ وَلَمْ تَنَلْهُ مَوَدَّتِىْ.

১৩৪১. তিরমিযী হা/৩৯৩৯; মিশকাত হা/৫৯৮৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৪৩।
১৩৪২. যঈফ তিরমিযী হা/৩৯৩৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৫০৯; মিশকাত হা/৫৯৮৭।
১৩৪৩. তিরমিযী হা/৯৩২৭; মিশকাত হা/৫৯৮৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৪৫, ১১/১০২ পৃঃ।
১৩৪৪. যঈফ তিরমিযী হা/৯৩২৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/২০২৯; মিশকাত হা/৫৯৮৯।

(১২৬১) ওছমান ইবনু আফফান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আরবদের সাথে প্রতারণা করবে, সে আমার শাফা'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং আমার ভালবাসাও লাভ করতে পারবে না'।[১৩৪৫]

তাহক্বীক্ব : জাল।[১৩৪৬]

(١٢٦٢) عَنْ أُمُّ الْحَرِيْرِ مَوْلَاةَ طَلْحَةُ بْنُ مَالِكٍ قَالَتْ سَمِعْتُ مَوْلَایَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَبِ.

(১২৬২) তালহা ইবনু মালেকের আযাদকৃত দাসী উম্মুল হারীর বলেন, আমি আমার মনিব (ত্বালহা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামতসমূহের মধ্যে একটি হল, আরবদের ধ্বংস হওয়া।[১৩৪৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৪৮]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٦٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ لِأَنِّيْ عَرَبِيٌّ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ.

(১২৬৩) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা তিন কারণে আরবকে ভালবাসবে। প্রথমত, আমি হলাম আরবী, দ্বিতীয়ত, কুরআন মাজীদের ভাষা হল আরবী এবং তৃতীয়ত, জান্নাতীদের কথাবার্তার মাধ্যমও হবে আরবী।[১৩৪৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ। উক্ত বর্ণনার সনদে আলা ইবনু আমর নামে মিথ্যুক রাবী আছে। সকল মুহাদ্দিছের নিকট বর্ণনাটি জাল।[১৩৫০]

باب مناقب الصحابة

অনুচ্ছেদ : ছাহাবীদের ফযীলত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٦٤) عَنْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَآنِیْ أَوْ رَأَی مَنْ رَآنِیْ.

১৩৪৫. তিরমিযী হা/৩৯২৮; মিশকাত হা/৫৯৯০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৪৬।
১৩৪৬. যঈফ তিরমিযী হা/৩৯২৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৪৫; মিশকাত হা/৫৯৯০।
১৩৪৭. তিরমিযী হা/৩৯২৯; মিশকাত হা/৫৯৯১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৪৭।
১৩৪৮. যঈফ তিরমিযী হা/৩৯২৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৫১৫; মিশকাত হা/৫৯৯১।
১৩৪৯. শু'আবুল ঈমান হা/১৪৯৬; মিশকাত হা/৫৯৯৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৫৩, ১১/১০৭ পৃঃ।
১৩৫০. সিলসিলা যঈফাহ হা/১২০; যঈফুল জামে' হা/১৭৩; মিশকাত হা/৫৯৯৭।

(১২৬৪) জাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, এমন কোন মুসলিমকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না, যে আমাকে দেখেছে বা আমাকে যে দেখেছে-তাকে দেখেছে।[১৩৫১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৫২]

(١٢٦٥) عَنْ عَبْد الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ اللهَ اللهَ فِىْ أَصْحَابِى اللهَ اللهَ فِىْ أَصْحَابِىْ لاَ تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا بَعْدِىْ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِى وَمَنْ آذَانِى فَقَدْ آذَى اللهَ وَمَنْ آذَى اللهَ فَيُوْشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ.

(১২৬৫) আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর আমার ছাহাবীদের ব্যাপারে। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর আমার ছাহাবীদের ব্যাপারে। আমার (ওফাতের) পরে তাদেরকে সমালোচনার পাত্র বানাইও না। যে ব্যক্তি তাদেরকে মহব্বত করে, সে আমার মহব্বতেই তাদেরকে মহব্বত করল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রাখে, সে আমার প্রতি হিংস-বিদ্বেষ রাখল। আর যে ব্যক্তি তাদেরকে দুঃখ বা কষ্ট দিল, সে মূলতঃ আমাকেই কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই কষ্ট দিল। অতএব, যে আল্লাহ পাককে কষ্ট দিল, আল্লাহ পাক তাকে অচিরেই পাকড়াও করবেন।[১৩৫৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৫৪]

(١٢٦٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ مَثَلُ أَصْحَابِيْ فِيْ أُمَّتِيْ كَالْمِلْحِ فِيْ الطَّعَامِ لا يَصْلُحُ الطَّعَامُ إِلا بِالْمِلْحِ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ فَقَدْ ذَهَبَ مِلْحُنَا فَكَيْفَ نَصْلُحُ.

(১২৬৬) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে আমার ছাহবীগণ হ'লেন খাদ্যের মধ্যে লবণের মত। বস্তুত, লবণ ব্যতীত খাদ্য সুস্বাদু হয় না। হাসান বছরী (রাহ্ঃ) বলেছেন, আমাদের লবণ চলে গেছে, সুতরাং আমরা কেমন করে সংশোধিত হব।[১৩৫৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৫৬]

১৩৫১. তিরমিযী হা/৩৮৫৩; মিশকাত হা/৬০০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৫৯, ১১/১১১ পৃঃ।
১৩৫২. যঈফ তিরমিযী হা/৩৮৫৩; মিশকাত হা/৬০০৪।
১৩৫৩. তিরমিযী হা/৩৮৬২; মিশকাত হা/৬০০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৬০।
১৩৫৪. তিরমিযী হা/৩৮৬২; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৯০১; মিশকাত হা/৬০০৫।
১৩৫৫. শারহুস সুন্নাহ, পৃঃ ৯২৩; মিশকাত হা/৬০০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৬১।
১৩৫৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৭৬২; মিশকাত হা/৬০০৬।

(١٢٦٧) عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِىْ يَمُوْتُ بِأَرْضٍ إِلاَّ بُعِثَ قَائِدًا وَنُوْرًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(১২৬৭) আব্দুল্লাহ্ ইবনু বুরায়দা (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে যমীনে আমার কোন একজন ছাহাবী ইনতেকাল করবেন, ক্বিয়ামতের দিন তাকে এভাবে উঠানো হবে যে, তিনি সেই যমীনের অধিবাসীগণকে জান্নাতের দিকে টেনে নিয়ে যাবেন এবং তিনি হবেন তাদের জন্য আলো।[১৩৫৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৫৮]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٦٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ أَصْحَابِىْ فَقُوْلُوْا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى شَرِّكُمْ.

(১২৬৮) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা ঐ সমস্ত লোককে দেখবে, যারা আমার ছাহাবীদেরকে গাল-মন্দ করে, তখন তোমরা বলবে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত তোমাদের এই মন্দ আচরণের জন্য।[১৩৫৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৬০]

(١٢٦٩) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ سَأَلْتُ رَبِّيْ عَنِ اخْتِلَاف أَصْحَابِيْ مِنْ بَعْدِيْ فَأُوْحِىَ إِلَيَّ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أَصْحَابَكَ عِنْدِيْ بِمَنْزِلَةِ النُّجُوْمِ فِي السَّمَاءِ بَعْضُهَا أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ وَلِكُلٍّ نُوْرٌ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِّمَّا هُمْ عَلَيْه مِنْ اخْتِلَافِهِمْ فَهُوَ عِنْدِيْ عَلَى هُدًى قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ رواه رزين

(১২৬৯) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমি আমার প্রভুকে আমার ওফাতের পর আমার ছাহাবীদের মধ্যে মতবিরোধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি ওহীর মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে দিলেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আমার নিকট তোমার ছাহাবীদের মর্যাদা হল- আসমানের

১৩৫৭. তিরমিযী হা/৩৮৬৫; মিশকাত হা/৬০০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৬২।
১৩৫৮. যঈফ তিরমিযী হা/৩৮৬৫; সিলসিলা হা/৪৪৬৭; মিশকাত হা/৬০০৭।
১৩৫৯. তিরমিযী হা/৩৮৬৬; মিশকাত হা/৬০০৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৬৩, ১১/১১৩ পৃঃ।
১৩৬০. যঈফ তিরমিযী হা/৩৮৬৬; যঈফুল জামে' হা/৫১৩; মিশকাত হা/৬০০৮।

তারকারাজির ন্যায়। উহার একটি আরেকটি হতে অধিক উজ্জ্বল। অথচ প্রত্যেকটির মধ্যে আলো রয়েছে। সুতরাং তাদের মতভেদ হতে যে ব্যক্তি কোন একটি অভিমত গ্রহণ করবে, সে আমার কাছে হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত। ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আরও বলেছেন, আমার ছাহাবীগণ হ'লেন তারকারাজির সদৃশ। অতএব, তোমরা তাদের যে কাউকেও অনুকরণ করলে হেদায়াত পাবে।[১৩৬১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৬২]

باب مناقب أبي بكر

অনুচ্ছেদ : আবুবকর (রাঃ)-এর ফযীলত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٧٠) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا لأَحَد عِنْدَنَا يَدٌ إِلاَّ وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلاَ أَبَا بَكْر فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا نَفَعَنِىْ مَالُ أَحَد قَطُّ مَا نَفَعَنِى مَالُ أَبِىْ بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً أَلاَ وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللهِ.

(১২৭০) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের প্রতি যে কোন প্রকারের ইহসান করেছে, আমরা তার প্রতিদান দিয়েছি, আবু বকরের ইহসান ব্যতীত। তিনি আমাদের প্রতি যে ইহসান করেছেন, আল্লাহ তা'আলাই ক্বিয়ামতের দিন তাঁকে উহার প্রতিদান দিবেন। আর কারো ধন-সম্পদ আমাকে ততখানি উপকৃত করতে পারেনি, যতখানি আবু বকরের মাল আমাকে উপকৃত করেছে। আর আমি যদি খলীল বা অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তাহ'লে আবুবকরকেই অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। জেনে রাখ! তোমাদের সঙ্গী।[১৩৬৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৬৪]

(١٢٧١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لأَبِىْ بَكْرٍ أَنْتَ صَاحِبِىْ عَلَى الْحَوْضِ وَصَاحِبِىْ فِى الْغَارِ.

১৩৬১. রাযীন, মিশকাত হা/৬০০৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৬৪।
১৩৬২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০; যঈফুল জামে' হা/৩২২৬; মিশকাত হা/৬০০৯।
১৩৬৩. তিরমিযী হা/৩৬৫৯; মিশকাত হা/৬০১৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৭২।
১৩৬৪. যঈফ তিরমিযী হা/৩৬৫৯; মিশকাত হা/৬০১৭।

(১২৭১) ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) আবুবকর (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তুমি আমার (সওর) গুহার সঙ্গী এবং হাউযে কাওছারে আমার সাথী।[১৩৬৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৬৬]

(١٢٧٢) عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَنْبَغِىْ لِقَوْمٍ فِيْهِمْ أَبُوْ بَكْرٍ أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ.

(১২৭২) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে জামা'আতে বা সমাবেশে আবুবকর উপস্থিত থাকবেন; সেখানে তিনি ব্যতীত অন্য করও ইমামতি করা উচিত হবে না।[১৩৬৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৬৮]

(١٢٧٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ ثُمَّ أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ آتِى أَهْلَ الْبَقِيعِ فَيُحْشَرُوْنَ مَعِىْ ثُمَّ أَنْتَظِرُ أَهْلَ مَكَّةَ حَتَّى أُحْشَرَ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ.

(১২৭৩) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যমীন ফেটে যারা উত্থিত হবে, তাদের মধ্যে আমি হব প্রথম, তারপর আবুবকর, তারপর ওমর। অতঃপর আমি বাক্বী কবরস্থানবাসীদের নিকট আসব এবং তাদের সকলকে আমার সাথে একত্রিত করা হবে। এর পর আমি মক্কাবাসীদের আগমনের অপেক্ষা করব। পরিশেষে উভয় হারমের তথা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী সকলকে আমার সাথে একত্রিত করা হবে।[১৩৬৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৭০]

(١٢٧٤) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَتَانِى جِبْرِيلُ فَأَخَذَ بِيَدِىْ فَأَرَانِىْ بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِى تَدْخُلُ مِنْهُ أُمَّتِىْ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَدِدْتُ أَنِّى كُنْتُ مَعَكَ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَا إِنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِىْ.

১৩৬৫. তিরমিযী হা/৩৬৭০; মিশকাত হা/৬০১৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৭৪, ১১/১১৮ পৃঃ।
১৩৬৬. তিরমিযী হা/৩৬৭০; যঈফুল জামে' হা/১৩২৭; মিশকাত হা/৬০১৯।।
১৩৬৭. তিরমিযী হা/৩৬৭৩; মিশকাত হা/৬০২০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৭৫।
১৩৬৮. যঈফ তিরমিযী হা/৩৬৭৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৮২০; মিশকাত হা/৬০২০।
১৩৬৯. তিরমিযী হা/৩৬৯২; মিশকাত হা/৬০২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৭৮, ১১/১১৯ পৃঃ।
১৩৭০. তিরমিযী হা/৩৬৯২; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৯৪৯; মিশকাত হা/৬০২৩।

(১২৭৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, একদা জিবরীল (আঃ) আমার নিকট আসলেন এবং আমার হাত ধরে আমাকে জান্নাতের ঐ দরজাটি দেখালেন, যে পথে আমার উম্মত প্রবেশ করবে। তখন আবুবকর (রাঃ) বললেন, কতই না আনন্দিত হ'তাম হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যদি আমি আপনার সঙ্গে থেকে উক্ত প্রবেশদ্বারটি দেখতে পারতাম। এতদশ্রবণে রাসূল (ছাঃ) বললেন, জেনে রাখ, হে আবুবকর! আমার উম্মতের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৩৭১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৭২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٧٥) عَنْ عُمَرَ ذُكِرَ عِنْدَهُ أَبُوْ بَكْرٍ فَبَكَى وَقَالَ وَدِدْتُ أَنَّ عَمَلِيْ كُلَّهُ مِثْلُ عَمَلِه يَوْمًا وَاحِدًا مِنْ أَيَّامِه وَلَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ لَيَالِيه أَمَّا لَيْلَتُهُ فَلَيْلَةٌ سَارَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى الْغَارِ فَلَمَّا انتهينا إِلَيْهِ قَالَ وَاللهِ لَا تَدْخُلُهُ حَتَّى أَدْخُلَ قَبْلَكَ فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ فَدَخَلَ فَكَسَحَهُ وَوَجَدَ فِيْ جَانِبِه ثُقْبًا فَشَقَّ إِزَارَهُ وَسَدَّهَا بِه وَبَقِي مِنْهَا اثْنَانِ فألقمها رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ادْخُلْ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَوُضِعَ رَأسه فِيْ حجره وَنَامَ فَلُدِغَ أَبُوْ بَكْرٍ فِيْ رِجْلِه مِنَ الْجُحرِ وَلم يَتَحَرَّك مَخافَة أَن ينتبه رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَقَطَتْ دُمُوعُهُ عَلَى وَجْهُ رَسُول اللهِ ﷺ فقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ قَالَ لُدِغْتُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي فَتفل رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَهَبَ مَا يجدُهُ ثُمَّ انْتَقَضَ عَلَيْهِ وَكَانَ سَبَبَ مَوْتِه وَأَمَّا يَوْمُهُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ارْتَدَّت الْعَرَبُ وَقَالُوا لَا نُؤَدِّيْ زَكَاةً فقَال لَوْ مَنَعُوْنِيْ عِقَالًا لَجاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا خَلِيفَةَ رَسُول اللهِ ﷺ تَأَلَّف النَّاسَ وَارْفُقْ بِهِمْ فَقَالَ لِيْ أَجَبَّارٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَخَوَّارٌ فِي الْإِسْلَامِ إِنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ وَتَمَّ الدِّينُ أَيَنْقُصُ وَأَنَا حَيٌّ؟ رواه رزين

(১২৭৫) ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তাঁর সম্মুখে আবুবকর (রাঃ)-এর আলোচনা উঠল। তখন তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমি আন্তরিকভাবে এই আকঙ্খা পোষণ করি যে, হায়! আমার গোটা জীবনের আমলসমূহ যদি আবু বকরের জীবনের দিনসমূহের এক দিনের আমলের সমান হ'ত এবং তাঁর জীবনের রাতসমূহের মধ্যে হতে এক রাত্রির আমলের সমান হ'ত। তাঁর ঐ রাত্রি হল সেই রাত্রি, যে রাত্রিতে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে গারে সওরের দিকে রওয়ানা হন।

১৩৭১. আবুদাঊদ হা/৪৬৫২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৭৯; মিশকাত হা/৬০২৪।
১৩৭২. যঈফ আবুদাঊদ হা/৪৬৫২; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৭৪৫; মিশকাত হা/৬০২৪।

তারা উভয়ে যখন ঐ গুহার নিকটে পৌঁছলেন, তখন আবুবকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্‌র কসম! আপনি এখন গুহার ভিতরে প্রবেশ করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি আমি আপনার আগে উহার ভিতরে প্রবেশ করি, যদি উহাতে ক্ষতিকর কিছু থাকে, তবে উহার ক্ষতি আপনার পরিবর্তে আমার উপর দিয়েই যাক। এই বলে তিনি গুহার ভিতরে ঢুকে পড়লেন এবং উহার অভ্যন্তরকে ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করে নিলেন। অতঃপর উহার এক পার্শ্বে কয়েকটি ছিদ্র দেখতে পেলেন, তখন তিনি নিজের ইযার ছিঁড়ে ছিদ্রগুলোবন্ধ করে দিলেন; কিন্তু তন্মদ্ধে দু'টি ছিদ্র অবশিষ্ট রয়ে গেল। উক্ত ছিদ্র দু'টির মুখে তিনি নিজের পা দুটি রেখে বন্ধ করলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-কে তিনি বললেন, প্রবেশ করুন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) উহার ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং আবুবকর (রাঃ)-এর উরুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। এই সময় উক্ত ছিদ্র হতে আবু বকরের পা দংশিত হল। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে যাবে এই আশংকায় তিনি এতটুকুও নড়াচড়া করলেন না। তবে তাঁর চক্ষুর পানি রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা মুবারকে পড়ল। তখন তিনি বললেন, হে আবুবকর! তোমার কী হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক। আমি দংশিত হয়েছি। তখন রাসূল (ছাঃ) তাঁর ক্ষতস্থানে স্বীয় থুথু লাগিয়ে দিলেন। ফলে তিনি যে বিষ-যন্ত্রণায় ভুগছিলেন, তা চলে গেল। এর পর উক্ত বিষ-ক্রিয়া তাঁর উপর পুনরায় দেখা দিল এবং ইহাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হল।[১৩৭৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৭৪]

باب مناقب عمر

অনুচ্ছেদ : ওমর (রাঃ)-এর ফযীলত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٧٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لأَبِىْ بَكْرٍ يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ. فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ أَمَا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ فَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ.

(১২৭৬) জাবের (রাঃ) বলেন, একদা ওমর (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন, হে সর্বোত্তম মানুষ রাসূল (ছাঃ)-এর পর! তখন আবুবকর (রাঃ) বললেন, যদি তুমি আমার সম্পর্কে এই কথা বল, তবে জেনে রাখ যে, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ওমর অপেক্ষা উত্তম কোন ব্যক্তির উপর সূর্য উদিত হয়নি।[১৩৭৫]

১৩৭৩. রাযীন, মিশকাত হা/৬০২৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৮০, ১১/১২০ পৃঃ।
১৩৭৪. মিশকাত হা/৬০২৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/১১২৯; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৩/১৮১ পৃঃ।
১৩৭৫. তিরমিযী হা/৩৬৮৪; মিশকাত হা/৬০৩৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৯০।

তাহক্বীক্ব : জাল।[১৩৭৬]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٧٧) عَنْ عَبْدُ اللهِ فَضَلَ النَّاسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِأَرْبَعٍ بِذِكْرِ الأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ أَمَرَ بِقَتْلِهِمْ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَبِذِكْرِهِ الْحِجَابَ أَمَرَ نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَحْتَجِبْنَ فَقَالَتْ لَهُ زَيْنَبُ وَإِنَّكَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ فِيْ بُيُوتِنَا فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَبِدَعْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ اللهُمَّ أَيِّدِ الإِسْلاَمَ بِعُمَرَ وَبِرَأْيِهِ فِيْ أَبِيْ بَكْرٍ كَانَ أَوَّلَ النَّاسِ بَايَعَهُ.

(১২৭৭) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, বিশেষ চারটি কারণে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) সমস্ত মানুষের উপর মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছেন। (১) বদর যুদ্ধের কায়েদীদের আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের তিনি হত্যা করে ফেলতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এর পর এই আয়াত নাযিল হল, যদি পূর্ব হতে আল্লাহ্র নিকট ইহা লিপিবদ্ধ না থাকত, তাহ'লে যে বিনিময় গ্রহণ করেছ, তার জন্য তোমরা কঠিন আযাবে লিপ্ত হতে। (২) পর্দার ব্যাপারে তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর বিবিগণকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তারা যেন পর্দা মেনে চলে। এটা শুনে নবী-পত্নী যয়নব (রাঃ) বলে উঠলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি আমাদের উপর পর্দার আদেশ জারি করছ; অথচ আমাদের ঘরেই ওহী নাযিল হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন, 'হে মানুষ সকল! তোমরা যখন নবীর বিবিদের নিকট হতে কোন জিনিস চাইবে, তখন আড়ালে থেকে চাইবে'। (৩) ওমর (রাঃ)-এর জন্য নবী করীম (ছাঃ) দু'আ করেন, হে আল্লাহ! ওমরের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী কর। (৪) আবু বকরের খেলাফত সম্পর্কে তাঁর অভিমত এবং তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছেন।[১৩৭৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৭৮]

(١٢٧٨) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَرْفَعُ أُمَّتِيْ دَرَجَةً فِى الْجَنَّةِ.

(১২৭৮) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে ঐ ব্যক্তির মর্যাদা হবে আমার উম্মতের সকলের উপরে। আবু

১৩৭৬. যঈফ তিরমিযী হা/৩৬৮৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৩৫৭; মিশকাত হা/৬০৩৭।।

১৩৭৭. আহমাদ হা/১৩৫৮০; মিশকাত হা/৬০৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৯৫, ১১/১৩০ পৃঃ।

১৩৭৮. ইরওয়াউল গলীল ৪৭/৫ পৃঃ; মিশকাত হা/৬০৪৩।।

সাঈদ বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! "ঐ ব্যক্তি" দ্বারা আমরা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ব্যতিত অন্য কাউকে ধারণা করতাম না। এমন কি তাঁর ইন্তেক্বাল পর্যন্ত আমাদের মধ্যে এই ধারণা বিদ্যমান ছিল।[১৩৭৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৮০]

باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

অনুচ্ছেদ : আবুবকর এবং ওমর (রাঃ)-এর ফযীলত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٧٩) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ لَمْ يَرْفَعْ أَحَدٌ رَأْسَهُ غَيْرُ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا.

(১২৭৯) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন আবুবকর এবং ওমর ব্যতীত আর কেউ মাথা তুলতেন না। তারা উভয়ে তাঁর দিকে চেয়ে মৃদু হাসতেন এবং তিনিও তাঁদের প্রতি চেয়ে মৃদু হাসতেন।[১৩৮১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৮২]

(١٢٨٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ وَهُوَ آخِذٌ بِأَيْدِيهِمَا وَقَالَ هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(১২৮০) ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম (ছাঃ) হুজরা শরীফ হতে বের হয়ে এমন অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলেন যে, আবুবকর এবং ওমর (রাঃ) তারা দু'জনের একজন তাঁর ডানে এবং অপরজন তাঁর বামে ছিলেন। আর তিনি তাঁদের উভয়ের হাত ধরে রেখেছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, ক্বিয়ামতের দিন আমরা এই অবস্থায় উত্থিত হব।[১৩৮৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৮৪]

১৩৭৯. ইবনু মাজাহ হা/৪০৭৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৭৯৬।
১৩৮০. যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৪০৭৭; মিশকাত হা/৬০৪৪।
১৩৮১. যঈফ তিরমিযী হা/৩৬২৬; মিশকাত হা/৫৯১৯।
১৩৮২. যঈফ তিরমিযী হা/৩৬৬৮; মিশকাত হা/৬০৫৩।
১৩৮৩. তিরমিযী হা/৩৬৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮০৫।
১৩৮৪. যঈফ তিরমিযী হা/৩৬৬৯; যঈফুঅ জামে' হা/৬০৮৯; মিশকাত হা/৬০৫৪।

(١٢٨١) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ نَبِىٍّ إِلاَّ لَهُ وَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَأَمَّا وَزِيرَاىَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَأَمَّا وَزِيرَاىَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ.

(১২৮১) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক নবীর জন্য আকাশবাসী হতে দু'জন উযীর ছিলেন এবং যমীনবাসী হতে দু'জন উযীর ছিলেন। আকাশবাসী হতে আমার দু'জন উযীর হ'লেন; জিবরীল আমীন ও মীকাঈল। আর যমীনবাসী হতে উযীর দু'জন হলেন; আবুবকর এবং ওমর।[১৩৮৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৮৬]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٨٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَاطَّلَعَ أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَاطَّلَعَ عُمَرُ.

(১২৮২) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এমন এক ব্যক্তি তোমাদের সম্মুখে আগমন করবে, যে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এর পরেই আবুবকর (রাঃ) আগমন করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের সম্মুখে আরেক ব্যক্তি আগমন করবে, যে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত। এবার ওমর (রাঃ) এসে প্রবেশ করলেন।[১৩৮৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৮৮]

(١٢٨٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَا رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيْ حَجْرِيْ لَيْلَة ضَاحِيَة إِذْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ يَكُوْنُ لِأَحَدٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ عَدَدُ نُجُوْمِ السَّمَاءِ قَالَ نَعَمْ عُمَرُ قُلْتُ فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِيْ بَكْرٍ؟ قَالَ إِنَّمَا جَمِيْعُ حَسَنَاتِ عُمَرَ كَحَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ أَبِيْ بَكْرٍ.

১৩৮৫. তিরমিযী হা/৩৬৮০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮০৭, ১১/১৩৬ পৃঃ।
১৩৮৬. যঈফ তিরমিযী হা/৩৬৮০; যঈফুল জামে' হা/৫২২৩; মিশকাত হা/৬০৫৬।
১৩৮৭. তিরমিযী হা/৩৬৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮০৯, ১১/১৩৭ পৃঃ।
১৩৮৮. যঈফ তিরমিযী হা/৩৬৯৫; মিশকাত হা/৬০৫৮।

(১২৮৩) আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা এক চাঁদনী রাত্রে যখন রাসূল (ছাঃ)-এর মাথা আমার কোলে ছিল, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আকাশে যতগুলো নক্ষত্র আছে এই পরিমাণ কারো নেকী হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, হবে। ওমরের নেকী এই পরিমাণ। আমি বললাম, তবে আবু বকরের নেকী কোথায়? তখন তিনি বললেন, ওমরের সমস্ত নেকী আবু বকরের নেকীসমূহের মধ্য হতে একটি নেকীর সমান।[১৩৮৯]

তাহক্বীক্ব : জাল।[১৩৯০]

باب مناقب عثمان

অনুচ্ছেদ : ওছমান (রাঃ)-এর ফযীলত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٨٤) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيْقٌ وَرَفِيْقِى يَعْنِى فِىْ الْجَنَّةِ عُثْمَانُ.

(১২৮৪) তালহা ইবনু ওবায়দুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক নবীরই একজন রফীক্ব রয়েছেন, আর জান্নাতে আমার রফীক্ব হবেন ওছমান।[১৩৯১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৯২]

(١٢٨٥) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَبَّاب قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَحُثُّ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيَّ مِائَةُ بَعِيرٍ بِأَحْلاَسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ. ثُمَّ حَضَّ عَلَى الْجَيْشِ فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيَّ مِائَتَا بَعِيرٍ بِأَحْلاَسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِىْ سَبِيلِ اللهِ. ثُمَّ حَضَّ عَلَى الْجَيْشِ فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لِلَّهِ عَلَيَّ ثَلاَثُمِائَةِ بَعِيْرٍ بِأَحْلاَسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِىْ سَبِيلِ اللهِ. فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَنْزِلُ عَنِ الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ.

১৩৮৯. রাযীন; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮১০।

১৩৯০. মিশকাত হা/৬০৫৯।

১৩৯১. তিরমিযী হা/৩৬৯৮; ইবনু মাজাহ হা/১০৯; মিশকাত হা/৬০৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮১২, ১১/১৩৯ পৃঃ।

১৩৯২. যঈফ তিরমিযী হা/৩৬৯৮; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১০৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/২২৯২; মিশকাত হা/৬০৬১।

(১২৮৫) আব্দুর রহমান ইবনু খাব্বাব (রাঃ) বলেন, একবার আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। সেই সময় তিনি "জায়শুল ওসরাহ" (তাবুক) যুদ্ধের সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য মানুষদেরকে উৎসাহ প্রদান করছিলেন। ওছমান (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্‌র রাস্তায় গদি ও পালানসহ একশত উট আমার যিম্মায়। এর পরও নবী করীম (ছাঃ) উৎসাহ প্রদান করতে লাগলেন, ওছমান পুনরায় উঠে দাঁড়ালেন এবং এবার বললেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় গদি ও পালানযুক্ত দুইশত উট আমার যিম্মায়। এর পরও নবী করীম (ছাঃ) সাহায্যের জন্য উৎসাহ প্রদান করলেন। ওছমান (রাঃ) আবারও উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় গদি ও পালানযুক্ত তিনশত উট আমার যিম্মায়। আমি দেখলাম, রাসূল (ছাঃ) এই কথা বলতে বলতে মিম্বর হতে অবতরণ করলেন-এই আমলের পর ওছমান যে আমলই করেন, তাঁর জন্য ক্ষতিকর হবে না।[১৩৯৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৯৪]

(١٢٨٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أُمِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِبَيْعَةِ الرِّضْوَانِ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ فَبَايَعَ النَّاسَ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ عُثْمَانَ فِىْ حَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُوْلِه فَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فَكَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لِعُثْمَانَ خَيْرًا مِنْ أَيْدِيْهِمْ لأَنْفُسِهِمْ.

(১২৮৬) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন (লোকদেরকে) 'বায়'আতে রেযওয়ানে'র নির্দেশ দিলেন, সেই সময় ওছমান (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে বায়'আত করল, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ওছমান আল্লাহ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের কাজে (মক্কায়) গিয়েছেন। এর পর রাসূল (ছাঃ) ওছমানের বায়'আতস্বরূপ নিজেরই এক হাত অপর হাতে রাখলেন। সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর হাত ওছমানের জন্য অতি উত্তম হল লোকদের আপন হাত অপেক্ষা।[১৩৯৫]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৯৬]

১৩৯৩. তিরমিযী হা/৩৭০০; মিশকাত হা/৬০৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮১৩।
১৩৯৪. যঈফ তিরমিযী হা/৩৭০০; মিশকাত হা/৬০৬৩।
১৩৯৫. তিরমিযী হা/৩৭০২; মিশকাত হা/৬০৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮১৫।
১৩৯৬. যঈফ তিরমিযী হা/৩০৭২; মিশকাত হা/৬০৬৫।

باب مناقب هؤلاء الثلاثة

অনুচ্ছেদ : আবুবকর, ওমর এবং ওছমান (রাঃ)-এই তিনজনের ফযীলত একত্রে বর্ণনা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٨٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أُرِىَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نِيطَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَنِيطَ عُمَرُ بِأَبِىْ بَكْرٍ وَنِيطَ عُثْمَانُ بِعُمَرَ قَالَ جَابِرٌ فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قُلْنَا أَمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَمَّا تَنَوُّطُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَهُمْ وُلاَةُ هَذَا الأَمْرِ الَّذِى بَعَثَ اللهُ بِهِ نَبِيَّهُ

(১২৮৭) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, একদা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আজ রাতে আমাকে একজন পুণ্যবান নেক্কার ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখনো হয়, যেন আবুবকর রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সংযুক্ত, ওমর আবুবকর এর সাথে সংযুক্ত এবং ওছমান ওমরের সাথে সংযুক্ত। জাবের বলেন, আমরা যখন রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমত হতে উঠে আসলাম, তখন আমরা নিজেদের ধারণানুযায়ী এই মন্তব্য করলাম যে, সেই পুণ্যবান ব্যক্তি হ'লেন স্বয়ং রাসূল (ছাঃ); আর যাঁদের পরষ্পরের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, তারা হ'লেন ঐ দ্বীন-ইসলামের শাসনকর্তা, যে দ্বীনসহ আল্লাহ তাঁর নবী করীম (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেছেন।[১৩৯৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৩৯৮]

باب مناقب علي بن أبي طالب

অনুচ্ছেদ : আলী ইবনু আবু তালিব (রাঃ)-এর ফযীলত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٨٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ آخَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ عَلِىٌّ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ آخَيْتَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَلَمْ تُؤَاخِ بَيْنِى وَبَيْنَ أَحَدٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْتَ أَخِى فِىْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

১৩৯৭. আবুদাউদ হা/৪৬৩৬; মিশকাত হা/৬০৭৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮২৭, ১১/১৪৯ পৃঃ।
১৩৯৮. যঈফ আবুদাউদ হা/৪৬৩৬; মিশকাত হা/৬০৭৭।

(১২৮৮) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) মুহাজির ও আনছার ছাহাবীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। এই সময় আলী (রাঃ) অশ্রুসজল নয়নে এসে বললেন, আপনি আপনার ছাহাবীদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করলেন, অথচ আমাকে কারো সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করলেন না। তখন রসূল (ছাঃ) তাঁকে বললেন, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই তুমি আমার ভাই।[১৩৯৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪০০]

(١٢٨٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ طَيْرٌ فَقَالَ اللهُمَّ ائْتِنِى بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِى هَذَا الطَّيْرَ فَجَاءَ عَلِىٌّ فَأَكَلَ مَعَهُ.

(১২৮৯) আনাস (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর সম্মুখে (খাওয়ার জন্য) একটি পাখী রাখা ছিল। তখন রাসূল (ছাঃ) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! তোমার মাখলূক্বের মধ্যে যে লোকটি তোমার কাছে অধিকতর প্রিয়, তাকে তুমি পাঠিয়ে দাও, যেন সে আমার সাথে এই পাখীটির (গোশত) খেতে পারে। এর পর পরই আলী আসলেন এবং তাঁর সাথে খেলেন।[১৪০১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪০২]

(١٢٩٠) عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَعْطَانِىْ وَإِذَا سَكَتُّ ابْتَدَأَنِىْ.

(১২৯০) আলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট যখন কোন কিছু চাইতাম, তিনি আমাকে তা দান করতেন। আর যখন চুপ থাকতাম, তখন নিজের পক্ষ হতে দিতেন।[১৪০৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪০৪]

১৩৯৯. তিরমিযী হা/৩৭২০; মিশকাত হা/৬০৮৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৩৪, ১১/১৫৪ পৃঃ।
১৪০০. যঈফ তিরমিযী হা/৩৭২০; মিশকাত হা/৬০৮৪।
১৪০১. তিরমিযী হা/৩৭২১; মিশকাত হা/৬০৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৩৫।
১৪০২. যঈফ তিরমিযী হা/৩৭২১; মিশকাত হা/৬০৮৫।
১৪০৩. তিরমিযী হা/৩৭২২; মিশকাত হা/৬০৮৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৩৬।
১৪০৪. যঈফ তিরমিযী হা/৩৭২২; মিশকাত হা/৬০৮৬।

(١٢٩١) عَنْ عَلِيْ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيْ بَابُهَا قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مُنْكَرٌ.

(১২৯১) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি জ্ঞানের গৃহ আর আলী হ'লেন সেই গৃহের দ্বার।[১৪০৫]

তাহক্বীক্ব : জাল।[১৪০৬]

(١٢٩٢) عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا يَوْمَ الطَّائِفِ فَانْتَجَاهُ فَقَالَ النَّاسُ لَقَدْ طَالَ نَجْوَاهُ مَعَ ابْنِ عَمِّهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا انْتَجَيْتُهُ وَلٰكِنَّ اللهَ انْتَجَاهُ.

(১২৯২) জাবের (রাঃ) বলেন, তায়েফের যুদ্ধের দিন রাসূল (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে কাছে ডেকে চুপে চুপে কিছু কথা বললেন। লোকেরা বললেন, রাসূল (ছাঃ) যে তাঁর চাচার পুত্রের সাথে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত চুপে চুপে কথাই বলছেন! রাসূল (ছাঃ) বললেন, চুপে চুপে আমি কথা বলি নাই; বরং স্বয়ং আল্লাহই তার সাথে চুপে চুপে কথা বলেছেন।[১৪০৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪০৮]

(١٢٩٣) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِعَلِيْ يَا عَلِيْ لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِىْ هٰذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِىْ وَغَيْرَكَ.

(১২৯৩) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আলী! আমি ও তুমি ব্যতীত এই মসজিদে জুনুবী অবস্থায় অন্য কারো প্রবেশ করা জায়েয নয়। আলী ইবনুল মুনযির বলেন, আমি যারার ইবনু সুরাদকে হাদীছটির তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নাপাকী অবস্থায় আমি ও তুমি ব্যতীত অন্য কারো জন্য এই মসজিদের উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করা জায়েয নয়।[১৪০৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪১০]

১৪০৫. তিরমিযী হা/৩৭২৩; মিশকাত হা/৬০৮৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৩৭, ১১/১৫৪ পৃঃ।
১৪০৬. যঈফ তিরমিযী হা/৩৭২৩; যঈফুল জামে' হা/১৩১৩; মিশকাত হা/৬০৮৭।
১৪০৭. তিরমিযী হা/৩৭২৬; মিশকাত হা/৬০৮৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৩৮।
১৪০৮. যঈফ তিরমিযী হা/৩৭২৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩০৮৪; মিশকাত হা/৬০৮৮।
১৪০৯. তিরমিযী হা/৩৭২৭; মিশকাত হা/৬০৮৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৩৯।
১৪১০. যঈফ তিরমিযী হা/৩৭২৭; মিশকাত হা/৬০৮৯।

(١٢٩٤) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَيْشًا فِيْهِمْ عَلِىٌّ قَالَتْ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُوْلُ اللهُمَّ لاَ تُمِتْنِى حَتَّى تُرِيَنِىْ عَلِيًّا.

(১২৯৪) উম্মে আতিয়া (রাঃ) বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ) কোন এক অভিযানে সেনাদল পাঠালেন। তাদের মধ্যে আলীও ছিলেন। উম্মে আতিয়্যা বলেন, সেনাদল পাঠানোর পর রাসূল (ছাঃ)-কে আমি দুই হাত তুলে এভাবে দু'আ করতে শুনেছি,−তিনি বলছেন, হে আল্লাহ! আলীকে পুনরায় আমাকে না দেখাবার পূর্ব পর্যন্ত তুমি আমার মৃত্যু দান কর না।[১৪১১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪১২]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٢٩٥) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فَسَمِعْتُهَا تَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلاَ يَبْغَضُهُ مُؤْمِنٌ.

(১২৯৫) উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন মুনাফেক আলীকে মহব্বত করে না এবং কোন মুমিন আলীর প্রতি হিংসা রাখে না।[১৪১৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪১৪]

(١٢٩٦) عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَبَّ عَلِياً فَقَدْ سَبَّنِى

(১২৯৬) উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আলীকে গালি দিল, সে যেন আমকেই গালি দিল।[১৪১৫]

তাহক্বীক্ব : মুনকার।[১৪১৬]

(١٢٩٧) عَنْ عَلِىْ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ قَالَ قَالَ لِىْ النَّبِىُّ ﷺ فِيْكَ مَثَلٌ مِنْ عِيْسَى أَبْغَضَتْهُ الْيَهُوْدُ حَتَّى بَهَتُوْا أُمَّهُ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنْزَلُوْهُ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِى لَيْسَ بِهِ

১৪১১. তিরমিযী হা/৩৭৩৭; মিশকাত হা/৬০৯০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৪০, ১১/১৫৬ পৃঃ।
১৪১২. যঈফ তিরমিযী হা/৩৭৩৭; মিশকাত হা/৬০৯০।
১৪১৩. তিরমিযী হা/৩৭১৭; মিশকাত হা/৬০৯১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৪১।
১৪১৪. যঈফ তিরমিযী হা/৩৭১৭; মিশকাত হা/৬০৯১।
১৪১৫. আহমাদ হা/২৬৭৯১; মিশকাত হা/৬০৯২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৪২।
১৪১৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৩১০; মিশকাত হা/৬০৯২।

ثُمَّ قَالَ يَهْلِكُ فِىْ رَجُلاَنِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يُقَرِّظُنِى بِمَا لَيْسَ فِىْ وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَآنِىْ عَلَى أَنْ يَبْهَتَنِىْ.

(১২৯৭) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, তোমার মধ্যে ঈসা (আঃ)-এর সাদৃশ্য রয়েছে। ইহুদীরা তাঁকে এমনভাবে হিংসা করে যে, তাঁর মায়ের উপর অপবাদ রটিয়ে ছাড়ে। পক্ষান্তরে নাসারাগণ তাঁকে মহব্বত করতে যেয়ে তাঁকে এমন স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়, যা তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। অতঃপর আলী (রাঃ) বললেন, আমার ব্যাপারে দুই দল ধবংশ হবে। (একদল) অত্যধিক প্রেমিক, যারা আমার প্রশংসায় এমন সব গুণাবলী বলবে, যা আমার মধ্যে নাই। আর (দ্বিতীয়) হিংসুকের দল, যারা আমার প্রতি হিংসার বশীভূত হয়ে আমার নামে মিথ্যা অপবাদ রটাবে।[১৪১৭]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪১৮]

(١٢٩٨) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَنَزَلْنَا بِغَدِيرِ خُمٍّ فَنُودِىَ فِيْنَا الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ. وَكُسِحَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَحْتَ شَجَرَتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَأَخَذَ بِيَدِ عَلِىْ فَقَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنِّى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوْا بَلَى قَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنِّى أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ قَالُوْا بَلَى. قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِىْ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِىْ مَوْلاَهُ اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ قَالَ فَلَقِيَهُ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ هَنِيْئاً يَاابْنَ أَبِىْ طَالِبٍ أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ.

(১২৯৮) বারা ইবনু আযেব ও যায়েদ ইবনু আরক্বাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল (ছাঃ) যখন খোম নামক স্থানে ঝিলের কাছে অবতরণ করলেন, তখন তিনি আলী (রাঃ)-এর হাত ধরে বললেন, ইহা কি তোমরা জান না, আমি মুমিন দের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন, তোমরা কি জান না আমি প্রত্যেক মু'মিনের কাছে তার প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়? তারা বলল হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আলীকে ভালবাসে তুমিও তাকে ভালবাস। আর যে ব্যক্তি তাকে শত্রু ভাবে, তুমিও তার

১৪১৭. আহমাদ হা/১৩৭৬১; মিশকাত হা/৬০৯৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৪৩।
১৪১৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৯০৪; মিশকাত হা/৬০৯৩।

সাথে শত্রুতা পোষণ কর। এর পর যখন আলী (রাঃ)-এর সাথে ওমর (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি তাঁকে বললেন, ধন্যবাদ হে আবু তালিবের পুত্র! তুমি সকাল-সন্ধ্যা প্রতিটি ঈমানদার নারী-পুরুষের বন্ধু হয়েছ।[১৪১৯]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪২০]

(١٢٩٩) عَنْ عَلِيْ قَالَ قَالَ كَانَتْ لِيْ مَنْزِلَةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَمْ تَكُنْ لأَحَدٍ مِنَ الْخَلاَئِقِ فَكُنْتُ آتِيهِ كُلَّ سَحَرٍ فَأَقُوْلُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ فَإِنْ تَنَحْنَحَ انْصَرَفْتُ إِلَى أَهْلِيْ وَإِلاَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ.

(১২৯৯) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আমার এমন একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল, যা মাখলূকের মধ্যে আর কারো জন্য ছিল না। আমি সাহারীর প্রথমভাগে তাঁর নিকট আসতাম এবং বাহিরে দাঁড়িয়ে বলতাম, "আস্সালামু আলাইকা ইয়া নাবীয়াল্লাহ্।" অতঃপর যদি তিনি গলা খাকরাইতেন, তখন আমি নিজ ঘরে ফিরে যেতাম বুঝতাম, তিনি কোন কাজে ব্যস্ত আছেন। অন্যথা তাঁর নিকট প্রবেশ করতাম।[১৪২১]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪২২]

باب مناقب العشرة رضي الله عنهم

অনুচ্ছেদ : আশারায়ে মুবাশশার (রাঃ)-এর ফযীলত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٣٠٠) عَنْ عَلِيْ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ سَمِعَتْ أُذُنِيْ مِنْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ جَارَايَ فِيْ الْجَنَّةِ.

(১৩০০) আলী (রা) বলেন, আমার উভয় কান রাসূল (ছাঃ)-এর যবান মোবারক হতে বলতে শুনেছে, তালহা ও যুবাইর তারা দু'জন জান্নাতে আমার প্রতিবেশী।[১৪২৩]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪২৪]

১৪১৯. আহমাদ হা/১৮৫০২; মিশকাত হা/৬০৯৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৪৪, ১১/১৫৭ পৃঃ।
১৪২০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৮৭; মিশকাত হা/৬০৯৪।
১৪২১. নাসাঈ হা/১২১৩; মিশকাত হা/৬০৯৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৪৭, ১১/১৫৮ পৃঃ।
১৪২২. যঈফ নাসাঈ হা/১২১৩; মিশকাত হা/৬০৯৭।
১৪২৩. তিরমিযী হা/৩৭৪১; মিশকাত হা/৬১১৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৬৩, ১১/১৬৪ পৃঃ।
১৪২৪. যঈফ তিরমিযী হা/৩৭৪১; সিলসিলা যঈফাহ হা/২১১; মিশকাত হা/৬১১৪।

(١٣٠١) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ يَعْنِيْ يَوْمَ أُحُدٍ اللهُمَّ اسْدِدْ رَمْيَتَهُ وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ

(১৩০১) সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সেদিন অর্থাৎ, ওহুদ যুদ্ধের দিন বললেন, হে আল্লাহ! তার তীর নিক্ষেপ সঠিক ও মজবুত কর এবং তার দু'আ কবুল কর।[১৪২৫]

তাহক্বীক্ব : মিশকাত হা/৬১১৫।

(١٣٠٢) عَنْ عَلِيْ قَالَ مَا جَمَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَبَاهُ وَأُمَّهُ لأَحَدٍ إِلاَّ لِسَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ ارْمِ فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّى وَقَالَ لَهُ ارْمِ أَيُّهَا الْغُلاَمُ الْحَزَوَّرُ.

(১৩০২) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাঁর মা-বাপকে একত্রে উৎসর্গ হওয়ার কথা সা'দ ব্যতীত আর কারো জন্য উচ্চারণ করেননি। তিনি ওহুদের দিন তাঁকে লক্ষ করে বললেন, তীর নিক্ষেপ কর হে বাহাদুর নওজোয়ান! আমার পিতা ও আমার মাতা তোমার জন্য কুরবান হৌন।[১৪২৬]

তাহক্বীক্ব : মুনকার।[১৪২৭]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٣٠٣) عَنْ عَلِيْ قَالَ قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ يُؤَمَّرُ بَعْدَكَ قَالَ إِنْ تُؤَمِّرُوْا أَبَا بَكْرٍ تَجِدُوْهُ أَمِيْناً زَاهِداً فِيْ الدُّنْيَا رَاغِباً فِيْ الآخِرَةِ وَإِنْ تُؤَمِّرُوْا عُمَرَ تَجِدُوْهُ قَوِيًّا أَمِيناً لاَ يَخَافُ فِيْ اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ وَإِنْ تُؤَمِّرُوْا عَلِيًّا وَلاَ أُرَاكُمْ فَاعِلِيْنَ تَجِدُوْهُ هَادِياً مَهْدِيًّا يَأْخُذُ بِكُمُ الطَّرِيْقَ الْمُسْتَقِيْمَ.

(১৩০৩) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার পর আমরা কাকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করব? উত্তরে তিনি বললেন, যদি তোমরা আবুবকরকে নিজেদের আমীর নিযুক্ত কর, তখন

১৪২৫. মিশকাত হা/৬১১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৬৪।
১৪২৬. তিরমিযী হা/৩৭৫৩; মিশকাত হা/৬১১৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৬৬।
১৪২৭. যঈফ তিরমিযী হা/৩৭৫৩; মিশকাত হা/৬১১৭।

তাকে পাবে অতি বিশ্বস্ত, আমানতদার, দুনিয়াত্যাগী, আখেরাত প্রত্যাশী। আর তোমরা যদি ওমরকে নিজেদের আমীর নিযুক্ত কর, তখন তাকে পাবে শক্তিশালী, আমানতদার, আল্লাহ্র বিধান বাস্তবায়নে সে কারো তিরষ্কারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। আর যদি তোমরা আলীকে নিজেদের আমীর নিযুক্ত কর, তবে আমার ধারণা, তোমরা এরূপ করবে না, তখন তোমরা তাকে সরল পথপ্রদর্শক এবং সঠিক পথের অনুসারী পাবে, আর তোমাদেরকেও সে সঠিক পথে পরিচালিত করবে।[১৪২৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪২৯]

(١٣٠٤) عَنْ عَلِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَحِمَ اللهُ أَبَا بَكْرٍ زَوَّجَنِى ابْنَتَهُ وَحَمَلَنِىْ إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ وَأَعْتَقَ بِلاَلاً مِنْ مَالِه رَحِمَ اللهُ عُمَرَ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا تَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَالَهُ صَدِيْقٌ رَحِمَ اللهُ عُثْمَانَ تَسْتَحْيِيْهِ الْمَلاَئِكَةُ رَحِمَ اللهُ عَلِيًّا اللهُمَّ أَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ.

(১৩০৪) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আবু বকরের প্রতি অনুগ্রহ করুন। তিনি স্বীয় কন্যাকে আমার নিকট বিবাহ দিয়েছেন, নিজের উটে আমাকে সওয়ার করে "দারুল হিজরতে" নিয়ে এসেছেন, সওর গুহায় আমার সাথে ছিলেন এবং নিজের মাল দ্বারা বেলালকে খরিদ করে আযাদ করেছেন। আল্লাহ ওমরের প্রতি অনুগ্রহ করুন। তিনি সত্যবাদী ছিলেন, যদিও তা তিক্ত হ'ত। সত্যবাদিতা তাঁকে এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে যে, তাঁর কোন বন্ধু নাই। আল্লাহ ওছমানের প্রতি অনুগ্রহ করুন, ফেরেশতাও তাঁকে লজ্জা করেন। আল্লাহ তা'আলা আলীর প্রতি অনুগ্রহ করুন। হে আল্লাহ! হক্বকে আলীর সাথে করে দাও, যেদিকে আলী থাকেন।[১৪৩০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৩১]

১৪২৮. আহমাদ হা/৮৫৯; মিশকাত হা/৬১২৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৭৩, ১১/১৬৮ পৃঃ।
১৪২৯. মিশকাত হা/৬১২৪।
১৪৩০. তিরমিযী হা/৩৭১৪; মিশকাত হা/৬১২৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৭৪, ১১/১৬৮ পৃঃ।
১৪৩১. যঈফ তিরমিযী হা/৩৭১৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৯৪; মিশকাত হা/৬১২৫।

باب مناقب أهل بيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ : নবী করীম (ছাঃ)-এর পবিরাব-পরিজনদের ফযীলত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٣٠٥) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيْ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ وَسَلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ.

(১৩০৫) যায়েদ ইবনু আরক্বাম (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আলী ফাতেমা, হাসান এবং হুসাইন (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন, যে কেউ ওদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, আমি তাদের শত্রু। পক্ষান্তরে যে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করব।[১৪৩২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৩৩]

(١٣٠٦) عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَمَّتِى عَلَى عَائِشَةَ فَسُئِلَتْ أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَتْ فَاطِمَةُ. فَقِيْلَ مِنَ الرِّجَالِ قَالَتْ زَوْجُهَا إِنْ كَانَ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَوَّامًا.

(১৩০৬) জুমাঈ ইবনু ওমায়ের (রাঃ) বলেন, একদা আমি আমার ফুফুর সাথে আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে কোন মানুষটি সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন, বিবি ফাতেমা। এবার জিজ্ঞেস করা হল, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, তাঁর স্বামী।[১৪৩৪]

তাহক্বীক : মুনকার।[১৪৩৫]

(١٣٠٧) عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ دَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مُغْضَبًا وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا أَغْضَبَكَ قَالَ يَا

১৪৩২. তিরমিযী হা/৩৮৭০; মিশকাত হা/৬১৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৯৪, ১১/১৭৭ পৃঃ ।
১৪৩৩. যঈফ তিরমিযী হা/৩৮৭০; মিশকাত হা/৬১৪৫।
১৪৩৪. তিরমিযী হা/৩৮৭৪; মিশকাত হা/৬১৩৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৯৫।
১৪৩৫. যঈফ তিরমিযী হা/৩৮৭৪; মিশকাত হা/৬১৩৬।

رَسُوْلَ اللهِ مَا لَنَا وَلِقُرَيْشٍ إِذَا تَلاَقَوْا بَيْنَهُمْ تَلاَقَوْا بِوُجُوْهٍ مُبْشَرَةٍ وَإِذَا لَقُوْنَا لَقُوْنَا بِغَيْرِ ذَلِكَ. قَالَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ

(১৩০৭) আব্দুল মুত্ত্বালিব ইবনু রাবী‘আ (রাঃ) বলেন, একদা আব্বাস (রাঃ) ভীষণ ক্ষুব্ধ অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন। আমি তখন তাঁর নিকট বসা ছিলাম। রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কিসে আপনাকে এমনভাবে ক্ষুব্ধ করেছে? তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাদের এবং কুরাইশের মধ্যে কি রয়েছে? তারা যখন পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ করে, তখন তারা হাসি-খুশী অবস্থায় মেলা-মেশা করে। পক্ষান্তরে যখন আমাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে, তখন তারা সেভাবে মিলে না। এ কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) এমনভাবে রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল।[১৪৩৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৩৭]

(١٣٠٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْعَبَّاسُ مِنِّىْ وَأَنَا مِنْهُ.

(১৩০৮) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আব্বাস আমার সাথে জড়িত আর আমি তাঁর সাথে জড়িত।[১৪৩৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৩৯]

(١٣٠٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَرَّتَيْنِ وَدَعَا لَهُ النَّبِىُّ ﷺ مَرَّتَيْنِ.

(১৩০৯) আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি জিবরীল (আঃ) ফেরেশতাকে দু’বার দেখেছেন এবং রাসূল (ছাঃ) তাঁর জন্য দু’বার দু‘আ করেছেন।[১৪৪০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৪১]

১৪৩৬. তিরমিযী হা/৩৭৫৮; মিশকাত হা/৬১৪৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৯৬।
১৪৩৭. যঈফ তিরমিযী হা/৩৭৫৮; মিশকাত হা/৬১৪৭।
১৪৩৮. তিরমিযী হা/৩৭৫৯; মিশকাত হা/৬১৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৯৭, ১১/১৭৮ পৃঃ।
১৪৩৯. যঈফ তিরমিযী হা/৩৭৫৯; মিশকাত হা/৬১৪৮।
১৪৪০. তিরমিযী হা/৩৮২২; মিশকাত হা/৬১৫০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৮৯৯।
১৪৪১. যঈফ তিরমিযী হা/৩৮২২; মিশকাত হা/৬১৫০।

(١٣١٠) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ جَعْفَرٌ يُحِبُّ الْمَسَاكِيْنَ وَيَجْلِسُ إِلَيْهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُوْنَهُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَكْنِيْهِ بِأَبِىْ الْمَسَاكِيْنِ.

(১৩১০) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জা'ফর ইবনু আবু তালিব মিসকীনদেরকে খুব বেশী ভালবাসতেন, তাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন এবং আপনার জা'ফরের সাথে নিঃসঙ্কোচে আলাপ-আলোচনা করত। এ জন্য রাসূল (ছাঃ) তাঁকে আবুল মাসাকীন উপনামে ডাকতেন।[১৪৪২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৪৩]

(١٣١١) عَنْ سَلْمَى قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِىَ تَبْكِىْ فَقُلْتُ مَا يُبْكِيْكِ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَعْنِى فِىْ الْمَنَامِ وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفًا.

(১৩১১) সালমা (রাঃ) বলেন, একদা আমি উম্মে সালামা (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে দেখলাম, তিনি কাঁদছেন। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে এমন অবস্থায় দেখেছি, অর্থাৎ, স্বপ্নে–তাঁর মাথা ও দাড়ি ধূলা-বালিতে মিশ্রিত। অতঃপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আপনার এই অবস্থা কেন, আপনার কী হয়েছে? তিনি বললেন, এই মাত্র আমি হুসাইনের শাহাদাতের স্থানে উপস্থিত ছিলাম।[১৪৪৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৪৫]

(١٣١٢) عَنْ أَنَسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَىُّ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَكَانَ يَقُوْلُ لِفَاطِمَةَ ادْعِىْ لِىْ ابْنَىَّ فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْهِ.

(১৩১২) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি আপনার আহলে বায়তের মধ্যে কাকে সর্বাধিক ভালবাসেন? তিনি বললেন, হাসান ও হুসাইনকে। তিনি ফাতেমার উদ্দেশ্যে বলতেন, আমার পুত্রদ্বয়কে ডেকে

১৪৪২. তিরমিযী হা/৩৭৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯০১।
১৪৪৩. যঈফ তিরমিযী হা/৩৭৬৬; মিশকাত হা/৬১৫২।
১৪৪৪. তিরমিযী হা/৩৭৭১; মিশকাত হা/৬১৫৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯০৬, ১১/১৮১ পৃঃ।
১৪৪৫. যঈফ তিরমিযী হা/৩৭৭১; মিশকাত হা/৬১৫৭।

দাও। তারা আসলে তিনি তাদেরকে শুঁকতেন (অর্থাৎ, চুম্বন দিতেন) এবং উভয়কে নিজের সাথে জড়িয়ে ধরতেন।[১৪৪৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৪৭]

(١٣١٣) عَنْ عَلِيْ قَالَ الْحَسَنُ أَشْبَهُ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهُ بِالنَّبِيِّ ﷺ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ.

(১৩১৩) আলী (রাঃ) বলেছেন, হাসান হ'লেন মাথা হতে বক্ষ পর্যন্ত রাসূল (ছাঃ)-এর বক্ষের নীচের অংশের সদৃশ।[১৪৪৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৪৯]

(١٣١٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَامِلَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيْ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَالَ رَجُلٌ نِعْمَ الْمَرْكَبُ رَكِبْتَ يَا غُلاَمُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ.

(১৩১৪) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূল (ছাঃ) হাসান ইবনু আলীকে নিজের কাঁধের উপর বসিয়ে রেখেছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে বালক! কত উত্তম সওয়ারীতেই না তুমি আরোহণ করেছ। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আরে! আরোহীও তো উত্তম বটে।[১৪৫০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৫১]

(١٣١٥) عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ فَرَضَ لأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيْ ثَلاَثَةِ آلاَفٍ وَخَمْسمائَةٍ وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِيْ ثَلاَثَةِ آلاَفٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لأَبِيهِ لِمَ فَضَّلْتَ أُسَامَةَ عَلَيَّ فَوَاللهِ مَا سَبَقَنِيْ إِلَى مَشْهَدٍ. قَالَ لأَنَّ زَيْدًا كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ أَبِيكَ وَكَانَ أُسَامَةُ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ مِنْكَ فَآثَرْتُ حُبَّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى حُبِّيْ.

১৪৪৬. তিরমিযী হা/৩৭৭২; মিশকাত হা/৬১৫৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯০৭।
১৪৪৭. যঈফ তিরমিযী হা/৩৭৭২; মিশকাত হা/৬১৫৮।
১৪৪৮. তিরমিযী হা/৩৭৭৯; মিশকাত হা/৬১৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯১০, ১১/১৮২ পৃঃ।
১৪৪৯. যঈফ তিরমিযী হা/৩৭৭৯; মিশকাত হা/৬১৬১।
১৪৫০. তিরমিযী হা/৩৭৮৪; মিশকাত হা/৬১৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯১২।
১৪৫১. যঈফ তিরমিযী হা/৩৭৮৪; মিশকাত হা/৬১৬৩।।

(১৩১৫) ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি উসামা ইবনু যায়েদের জন্য সাড়ে তিন হাযার দিরহাম নির্ধারণ করলেন এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমরের জন্য নির্ধারণ করলেন তিন হাযার। তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমর তাঁর পিতাকে বললেন, কেন আপনি উসামাকে আমার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন? আল্লাহ্র কসম! কোন অভিযানেই উসামা আমার অগ্রগামী ছিলেন না। উত্তরে ওমর (রাঃ) বললেন, এর কারণ হল এই যে, তোমার পিতা অপেক্ষা তার পিতা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট অধিক প্রিয় ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তোমার অপেক্ষা উসামা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বেশী প্রিয় ছিলেন। সুতরাং আমি আমার প্রিয়জনের উপর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয়জনকে প্রাধান্য দিয়েছি।[১৪৫২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৫৩]

(١٣١٦) عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَنِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ إِذْ جَاءَ عَلِىٌّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنَانِ فَقَالاَ يَا أُسَامَةُ اسْتَأْذِنْ لَنَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلِىٌّ وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذِنَانِ. فَقَالَ أَتَدْرِى مَا جَاءَ بِهِمَا قُلْتُ لاَ أَدْرِى فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَكِنِّى أَدْرِى فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلاَ فَقَالاَ يَا رَسُوْلَ اللهِ جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ أَىُّ أَهْلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ فَقَالاَ مَا جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ أَهْلِكَ. قَالَ أَحَبُّ أَهْلِىْ إِلَىَّ مَنْ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالاَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عَلِىُّ بْنُ أَبِىْ طَالِبٍ قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللهِ جَعَلْتَ عَمَّكَ آخِرَهُمْ قَالَ لأَنَّ عَلِيًّا قَدْ سَبَقَكَ بِالْهِجْرَةِ.

(১৩১৬) উসামা (রাঃ) বলেন, একদা আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর ঘরের দরজায় বসা ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আলী ও আব্বাস (রাঃ) এসে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন তারা দু'জনে উসামাকে বললেন, আমাদের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট যাওয়ার অনুমতি নিয়ে আস। আমি গিয়ে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আলী ও আব্বাস আপনার অনুমতি চাইছেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি জান, তারা দু'জন কেন এসেছে? আমি বললাম, জানি না।

১৪৫২. তিরমিযী হা/৩৮১৩; মিশকাত হা/৬১৬৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯১৩।
১৪৫৩. যঈফ তিরমিযী হা/৩৮১৩; মিশকাত হা/৬১৬৪।

তিনি বললেন, কিন্তু আমি জানি। তাদেরকে আসতে বল। অতঃপর তারা উভয়ে প্রবেশ করলেন। এবার তারা উভয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমরা আপনাকে এই কথাটি জিজ্ঞেস করতে এসেছি, আপনার আহলে বায়তের মধ্যে কে আপনার নিকট অধিক প্রিয়? উত্তরে তিনি বললেন, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তারা বললেন, আপনার পরিবার সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞেস করতে আসিনি। তিনি বললেন, আমার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়, যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমিও তার প্রতি অনুগ্রহ করেছি, সে হল উসামা ইবনু যায়েদ। তারা পূনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর পরে কে? তিনি বললেন, অতঃপর আলী ইবনু আবু তালিব। অতঃপর আব্বাস বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি আপনার চাচাকে সকলের শেষে রাখলেন? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আলী তো হিজরতে আপনার অগ্রগামী রয়েছে।[১৪৫৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৫৫]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٣١٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحِبُّوا اللهَ لِمَا يَغْذُوْكُمْ مِنْ نِعَمِهِ وَأَحِبُّوْنِيْ بِحُبِّ اللهِ وَأَحِبُّوْا أَهْلَ بَيْتِيْ لِحُبِّيْ.

(১৩১৭) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা আল্লাহকে মহব্বত কর। কারণ তিনি তোমাদের প্রতি খাদ্যসামগ্রীর মাধ্যমে অনুগ্রহ করে থাকেন। আর আমাকে ভালবাস, যেহেতু আমি আল্লাহ্র হাবীব। আর আমার আহলে বায়তকে ভালবাস আমার মহব্বতে।[১৪৫৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৫৭]

(١٣١٨) عَن أَبِيْ ذرٍ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ آخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ أَلَا إِنَّ مِثْلَ أَهْلِ بَيْتِيْ فِيْكُمْ مِثْلُ سَفِينَةِ نُوْحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هلك.

১৪৫৪. তিরমিযী হা/৩৮১৯; মিশকাত হা/৬১৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯১৭, ১১/১৮৫ পৃঃ।
১৪৫৫. যঈফ তিরমিযী হা/৩৮১৯; মিশকাত হা/৬১৬৮।
১৪৫৬. তিরমিযী হা/৩৭৮৯; মিশকাত হা/৬১৭৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯২২।
১৪৫৭. যঈফ তিরমিযী হা/৩৭৮৯; মিশকাত হা/৬১৭৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৬৪৩।

(১৩১৮) আবু যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি কা'বা শরীফের দরজা ধরে বললেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, সাবধান! আমার আহলে বায়ত হল তোমাদের জন্য নূহ (আঃ)-এর নৌকার ন্যায়। যে তাতে আরোহণ করবে, সে রক্ষা পাবে। আর যে উহা হতে পশ্চাতে থাকবে, সে ধ্বংস হবে।[১৪৫৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৫৯]

باب جامع المناقب

অনুচ্ছেদ : সমষ্টিগতভাবে ফযীলতের বর্ণনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٣١٩) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا مِنْ غَيْرِ مَشُوْرَةٍ مِنْهُمْ لَأَمَّرْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ

(১৩১৯) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মুসলিমদের সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকে যদি আমি কাউকেও আমীর নিযুক্ত করতাম, তাহ'লে ইবনু উম্মে আবদকে লোকদের আমীর নিযুক্ত করতাম।[১৪৬০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৬১]

(١٣٢٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ إِلَى ثَلَاثَةٍ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وَسَلْمَانَ.

(১৩২০) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তির জন্য জান্নাত উদগ্রীব রয়েছে- আলী, আম্মার, ও সালামান (রাঃ)।[১৪৬২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৬৩]

১৪৫৮. মিশকাত হা/৬১৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯২৩, ১১/১৮৮ পৃঃ।
১৪৫৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৫০৩; মিশকাত হা/৬১৭৪।
১৪৬০. তিরমিযী হা/৩৮০৮; মিশকাত হা/৬২২২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯৭১, ১১/২১০ পৃঃ।
১৪৬১. যঈফ তিরমিযী হা/৩৮০৮; মিশকাত হা/৬২২২।
১৪৬২. তিরমিযী হা/৩৭৯৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯৭৪।
১৪৬৩. যঈফ তিরমিযী হা/৩৭৯৭; মিশকাত হা/৬২২৫।

(١٣٢١) عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَلاَ أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ مِنْ ذِى لَهْجَةٍ أَصْدَقَ وَلاَ أَوْفَى مِنْ أَبِىْ ذَرٍّ شِبْهِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

(১৩২১) আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আবু যার অপেক্ষা সত্যভাষী ও ওয়াদা পূরণকারী নীল আকাশ কারো উপর ছায়া দান করেনি এবং এই ধূলা-বালির যমীন তার পৃষ্ঠে বহন করেনি । দুনিয়াত্যাগী দরবেশীতে তিনি হ'লেন ঈসা ইবনু মারইয়ামের সদৃশ।[১৪৬৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৬৫]

(١٣٢٢) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ لَو اسْتَخْلَفْتَ قَالَ إِنِ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ فَعَصَيْتُمُوهُ عُذِّبْتُمْ وَلَكِنْ مَا حَدَّثَكُمْ حُذَيْفَةُ فَصَدِّقُوهُ وَمَا أَقْرَأَكُمْ عَبْدُ اللهِ فَاقْرَءُوهُ.

(১৩২২) হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, ছাহাবায়ে কেউাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আপনি যদি একজন খলীফা নিযুক্ত করতেন। তিনি বললেন, আমি যদি কাউকে তোমাদের উপর খলীফা নিযুক্ত করি আর তোমরা তার বিরোধিতা কর, তাহ'লে তোমরা শাস্তি ভোগ করবে। হুযায়ফা তোমাদেরকে যা বলে, তা সত্য মনে কর এবং আব্দুল্লাহ যা কিছু তোমাদেরকে পড়ায় তোমরা তা পড়।[১৪৬৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৬৭]

(١٣٢٣) عَنْ جَابِرٍ قَالَ اسْتَغْفَرَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْبَعِيْرِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً.

(১৩২৩) জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমার জন্য পঁচিশবার মাগফেরাতের দু'আ করেছেন।[১৪৬৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৬৯]

১৪৬৪. তিরমিযী হা/৩৮০২; মিশকাত হা/৬২৩০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯৭৯, ১১/২১৩ পৃঃ।
১৪৬৫. যঈফ তিরমিযী হা/৩৮০২; মিশকাত হা/৬২৩০।
১৪৬৬. তিরমিযী হা/৩৮১২; মিশকাত হা/৬২৩২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯৮১।
১৪৬৭. যঈফ তিরমিযী হা/৩৮১২; মিশকাত হা/৬২৩২।
১৪৬৮. তিরমিযী হা/৩৮৫২; মিশকাত হা/৬২৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯৮৭।
১৪৬৯. যঈফ তিরমিযী হা/৩৮৫২; মিশকাত হা/৬২৩৮।

(١٣٢٤) عَنْ أَبِىْ سَعِيْد الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ أَلاَ إِنَّ عَيْبَتِى الَّتِىْ آوِى إِلَيْهَا أَهْلُ بَيْتِىْ وَإِنَّ كَرِشِى الأَنْصَارُ فَاعْفُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ وَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ.

(১৩২৪) আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সাবধান! আমার বিশেষ আস্থাভাজন, যাদের উপর আমি নির্ভর করে থাকি, তারা হ'লেন আমার আহলে বায়ত। আর আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হ'লেন আনছারগণ। সুতরাং তাদের অন্যায়কে তোমরা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে এবং তাঁদের উত্তম কাজকে সাদরে গহেণ করবে।[১৪৭০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৭১]

(١٣٢٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك عَنْ أَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اقْرَأْ قَوْمَكَ السَّلاَمَ فَإِنَّهُمْ مَا عَلِمْتُ أَعِفَّةٌ صُبُرٌ.

(১৩২৫) আনাস (রাঃ) আবু তালহা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, তুমি তোমার জাতিকে আমার সালাম পৌঁছে দাও। কারণ আমার জানা মতে তারা সচ্চরিত্রবান ও ধৈর্যশীল।[১৪৭২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৭৩]

(١٣٢٦) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ ذُكِرَتِ الأَعَاجِمُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لأَنَا بِهِمْ أَوْ بِبَعْضِهِمْ أَوْثَقُ مِنِّىْ بِكُمْ أَوْ بِبَعْضِكُمْ.

(১৩২৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মুখে আজমী (অনারব) লোকদের আলোচনা উঠল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের অথবা বললেন, তোমাদের কিছু সংখ্যক অপেক্ষা সেই আজমীগণ অথবা বললেন, তাদের কতিপয় লোক আমার নিকট অধিক নির্ভরযোগ্য।[১৪৭৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৭৫]

১৪৭০. তিরমিযী হা/৩৯০৪; মিশকাত হা/৬২৪০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯৮৯, ১১/২১৭ পৃঃ ।
১৪৭১. যঈফ তিরমিযী হা/৩৯০৪; মিশকাত হা/৬২৪০।
১৪৭২. তিরমিযী হা/৩৯০৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯৯১।
১৪৭৩. যঈফ তিরমিযী হা/৩৯০৩; মিশকাত হা/৬২৪২।
১৪৭৪. তিরমিযী হা/৩৯৩২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯৯৪, ১১/২১৮ পৃঃ।
১৪৭৫. যঈফ তিরমিযী হা/৩৯৩২; মিশকাত হা/৬২৪৫।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٣٢٧) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أُعْطِيَ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ أَوْ نُقَبَاءَ وَأُعْطِيْتُ أَنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ قُلْنَا مَنْ هُمَ قَالَ أَنَا وَابْنَايَ وَجَعْفَرٌ وَحَمْزَةُ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَبِلَالٌ وَسَلْمَانُ وَالْمِقْدَادُ وَأَبُوْ ذَرٍّ وَعَمَّارٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ.

(১৩২৭) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক নবীর জন্য সাতজন বিশেষ মর্যাদাবান রক্ষণাবেক্ষণকারী ছিলেন। আর আমাকে দেওয়া হয়েছে চৌদ্দজন। আমরা আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কারা? তিনি বললেন, আমি স্বয়ং, আমার পুত্রদ্বয় (হাসান ও হুসাইন), জাফর, হামযা, আবুবকর, ওমর, মুছ‘আব ইবনু উমায়ের, বেলাল, সালামান, আম্মার, আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ, আবু যার ও মিক্বদাদ (রাঃ)।[১৪৭৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৭৭]

(١٣٢٨) عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ أَمَرَنِيْ بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ وَأَخْبَرَنِيْ أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ سَمِّهِمْ لَنَا. قَالَ عَلِيٌّ مِنْهُمْ يَقُوْلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَأَبُوْ ذَرٍّ وَالْمِقْدَادُ وَسَلْمَانُ أَمَرَنِيْ بِحُبِّهِمْ وَأَخْبَرَنِيْ أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ.

(১৩২৮) বুরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, চার ব্যক্তির সাথে মহাব্বত করার জন্য সুমহান বরকতময় আল্লাহ তা‘আলা আমাকে নির্দেশ করেছেন। আমাকে এটাও জানিয়েছেন যে, তিনিও তাদেরকে ভালবাসেন। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদেরকে তাদের নামগুলো বলে দিন। তিনি বললেন, তাঁদের মধ্যে আলীও রয়েছেন। এই কথাটি তিনি তিনবার বললেন এবং আবু যার, মিক্বদাদ ও সালামান। তাদেরকে মহব্বত করার জন্য আমাকে তিনি হুকুম করেছেন এবং আমাকে এই সংবাদও দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে মহব্বত করেন।[১৪৭৮]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৭৯]

১৪৭৬. তিরমিযী হা/৩৭৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯৯৫।
১৪৭৭. যঈফ তিরমিযী হা/৩৭৮৫; মিশকাত হা/৬২৪৬।
১৪৭৮. তিরমিযী হা/৩৭১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯৯৮, ১১/২২০ পৃঃ ।
১৪৭৯. যঈফ তিরমিযী হা/৩৭১৮; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৫৪৯; মিশকাত হা/৬২৪৯।

باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرني

অনুচ্ছেদ : ইয়ামন ও শাম এবং ওয়াইস করনীর আলোচনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(١٣٢٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ فَخِيَارُ أَهْلِ الأَرْضِ أَلْزَمُهُمْ مُهَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ وَيَبْقَى فِيْ الأَرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا تَلْفِظُهُمْ أَرَضُوْهُمْ تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللهِ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيْرِ.

(১৩২৯) আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর ইনবুল আছ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে এক হিজরতের পর আরেকটি হিজরত সংঘটিত হবে। তখন উত্তম মানুষ তারাই হবে, যারা ঐ জায়গায় হিজরত করবে, যে জায়গায় ইবরাহীম (রাঃ) হিজরত করেছেন।[১৪৮০]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৮১]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٣٣٠) عَنْ شُرَيْحِ ابْنَ عُبَيْد قَالَ ذُكِرَ أَهْلُ الشَّامِ عِنْدَ عَلِيْ بْنِ أَبِيْ طَالِبِ وَهُوَ بِالْعِرَاقِ فَقَالُوْا الْعَنْهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ. قَالَ لاَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ الأَبْدَالُ يَكُوْنُوْنَ بِالشَّامِ وَهُمْ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللهُ مَكَانَهُ رَجُلاً يُسْقَى بِهِمُ الْغَيْثُ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الأَعْدَاءِ وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابُ.

(১৩৩০) শুরায়হ্ ইবনু ওবায়েদ (রহঃ) বলেন, একদা আলী (রাঃ)-এর সম্মুখে শাম (সিরিয়া)-বাসীদের আলাচনা হয়, তখন কেউ বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! তাদের উপর লা'নতের দু'আ করুন। উত্তরে আলী (রাঃ) বললেন, না। কারণ আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি "আবদাল" সিরিয়াতেই হন। তারা চল্লিশ

১৪৮০. আবুদাঊদ হা/২৪৮২; মিশকাত হা/৬২৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬০১৫, ১১/২৩০ পৃঃ।
১৪৮১. যঈফ আবুদাঊদ হা/২৪৮২; মিশকাত হা/৬২৬৬।

ব্যক্তি। যখনই তাঁদের কেউ মৃত্যুবরণ করেন, তখনই আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্থলে আরেকজনকে নিযুক্ত করেন। তাঁদের বরকতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তাঁদের ওসীলায় দুশমনদের বিরুদ্ধে সাহায্য পাওয়া যায় এবং তাঁদের বরকতে সিরিয়াবাসীদের উপর হতে আযাব দূরীভূত করা হয়।[১৪৮২]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৮৩]

(١٣٣١) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الشَّامُ فَإِذَا خُيِّرْتُمُ الْمَنَازِلَ فِيْهَا فَعَلَيْكُمْ بِمَدِيْنَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ فَإِنَّهَا مَعْقِلُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ الْمَلَاحِمِ وَفُسْطَاطُهَا مِنْهَا بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا الْغُوْطَةُ.

(১৩৩১) জনৈক ছাহাবী হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে সিরিয়া বিজয় হবে। সুতরাং যখন তোমাদেরকে সেই এলাকায় অবস্থানের সুযোগ দেওয়া হবে, তখন তোমরা 'দামেস্ক' নামীয় শহরকেই গ্রহণ করবে। কারণ তা হবে যুদ্ধ হতে মুসলিমদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং শামের ডেরা। সেখানে আরেকটি জায়গা রয়েছে, যার নাম হল 'গোতা'।[১৪৮৪]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৮৫]

(١٣٣٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْخِلَافَةُ بِالْمَدِيْنَةِ وَالْمُلْكُ بِالشَّامِ.

(১৩৩২) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, খেলাফত মদীনাতে এবং বাদশাহী হল সিরিয়ায়।[১৪৮৬]

তাহক্বীক্ব : যঈফ।[১৪৮৭]

১৪৮২. আহমাদ হা/৮৯৬; মিশকাত হা/৬২৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬০১৭।
১৪৮৩. মিশকাত হা/৬২৬৮।
১৪৮৪. আহমাদ হা/১৭৫০৫; মিশকাত হা/৬২৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬০১৮।
১৪৮৫. আহমাদ হা/১৭৫০৫; মিশকাত হা/৬২৬৯।।
১৪৮৬. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৬২৭০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬০১৯, ১১/২৩২ পৃঃ।
১৪৮৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/১১৮৮; মিশকাত হা/৬২৭০।

باب ثواب هذه الأمة

অনুচ্ছেদ : উম্মতে মুহাম্মাদী (ছাঃ)-এর ছওয়াবের বর্ণনা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(١٣٣٣) عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِىْ جُمُعَةَ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ حَدِّثْنَا حَدِيْثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ أُحَدِّثُكَ حَدِيثاً جَيِّداً تَغَدَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمَعَنَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا أَسْلَمْنَا وَجَاهَدْنَا مَعَكَ؟ قَالَ نَعَمْ قَوْمٌ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِكُمْ يُؤْمِنُوْنَ بِىْ وَلَمْ يَرَوْنِىْ.

(১৩৩৩) ইবনু মুহায়রিয বলেন, একদা আমি বললাম, আবু জুমু‘আ (রাঃ)-কে, যিনি ছাহাবীদের একজন। আমাকে এমন একটি হাদীছ বলুন, যা আপনি রাসূল (ছাঃ) হতে শুনেছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তোমাকে খুবই চমৎকার একটি হাদীছ বর্ণনা করব। একদিন আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সকালের খানা খাচ্ছিলাম। আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ্ও আমাদের সাথে ছিলেন। তখন আবু ওবায়দা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের চেয়েও কোন উত্তম লোক আছে কি? কারণ আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার সঙ্গে থেকে জিহাদ করেছি। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তারা এমন এক ক্বওম, যারা তোমাদের পরে দুনিয়াতে আসবে। আমার উপর ঈমান আনবে, অথচ আমাকে তারা দেখেনি ।[১৪৮৮]

তাহক্বীক্ব : জাল।[১৪৮৯]

১৪৮৮. আহমাদ হা/১৭০১৭; মিশকাত হা/৬২৮২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬০৩১, ১১/২৩৭ পৃঃ।
১৪৮৯. আহমাদ হা/১৭০১৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৪৯।